সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান

শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য

সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, শিলং শাখা।

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা * * *

উৎসর্গ

অশেষ শ্রদ্ধাভাজন

ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ, এম. এ., ডি. লিট.

পরাবিদ্যাচার্য, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ,

ভক্তি-সিদ্ধান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ, ভক্তি-সিদ্ধান্তভাস্কর

মহোদয় করকমলেষু।

নিবেদন

বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

বৈষ্ণব শাস্ত্রের বহু শব্দ ও তত্ত্ব বিশেষ অর্থজ্ঞাপক। সাধারণ আভিধানিক অর্থে এই সমস্ত শব্দ বা তত্ত্ব উল্লিখিত হয় নাই। সাধারণ অভিধানেও শাস্ত্রে ব্যবহৃত বহু শব্দ ও তত্ত্ব প্রযুক্ত হয় নাই। এ সমস্ত বিশেষ অর্থের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে বৈষ্ণব শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্যই বর্তমান প্রয়াস।

শ্রীধাম নবদ্বীপ হরিবোল কুটীর হইতে প্রকাশিত পরম ভাগবত, অশেষ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী সম্পাদিত চারিখণ্ড "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান" বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠেচ্ছু ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। কিন্তু এই বিশাল কোষগ্রন্থ সংগ্রহ সাধারণ পাঠকের পক্ষে ব্যয়সাপেক্ষ এবং সর্বদা ব্যবহারের পক্ষেও অসুবিধাজনক। সেজন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় শব্দ, তত্ত্ব ও তথ্য দ্বারা নিত্য ব্যবহারের উপযোগী করিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে এই কোষগ্রন্থ প্রণয়ন করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গদ্য সংস্করণের 'অবতরণিকায়' লিখিয়াছিলাম, "গ্রন্থ আমি পাঁচ খণ্ডে ভাগ করিয়াছি। প্রথম খণ্ডে আদিলীলা, দ্বিতীয় খণ্ডে মধ্যলীলার প্রথম হইতে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, তৃতীয় খণ্ডে মধ্যলীলার ষোড়শ হইতে পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ এবং চতুর্থ খণ্ডে সমগ্র অন্ত্যলীলা থাকিবে। **পঞ্চম খণ্ডে থাকিবে দুরূহ শব্দাদির অর্থসম্বলিত পরিশিষ্ট, মহাপ্রভুর পার্ষদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাঁহার পাদস্পর্শে ধন্য স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রভৃতি।"** শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় ও বৈষ্ণব ভক্তগণের আশীর্বাদে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সম্পূর্ণগ্রন্থ চারিখণ্ডে—মূল ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

শ্রদ্ধাভাজন বৈষ্ণব আচার্যগণের উপদেশে ও সহৃদয় পাঠকবর্গের পরামর্শে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'পঞ্চম খণ্ড' প্রকাশ না করিয়া বর্তমান কোষগ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে। উহাতে উপরোক্ত সমস্ত তথ্যই পরিবেশিত হইয়াছে। অধিকন্তু অন্যান্য শাস্ত্রেরও বহু শব্দ, তত্ত্ব এবং তথ্যও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে অপরিহার্য হইবে। অন্যান্য শাস্ত্র পাঠেরও সহায়ক হইবে।

বৈষ্ণবাচার্য ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ ভাগবত ভূষণ সম্পাদিত বৈষ্ণবশাস্ত্র-সম্ভার, সাহিত্যাচার্য শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত শাস্ত্র-সম্ভার, দেব সাহিত্য কুটীর ও বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত শাস্ত্র-সম্ভার, শ্রীমদ্‌ভাগবত, শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিবিধ সংস্করণ, উজ্জ্বল নীলমণি, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, লঘুভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস, হরিভক্তি সুধোদয়, ভক্তি সন্দর্ভ প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ, বৈষ্ণব শাস্ত্রের বিবিধ সমালোচনা গ্রন্থ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মূল্যবান ও প্রামাণিক প্রবন্ধ প্রভৃতি হইতে আমি শব্দাদি চয়ন করিয়াছি এবং শব্দার্থ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছি। যেখানে শাস্ত্র পাঠে শব্দার্থাদি ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারি নাই, সেখানে বিশ্বকোষ, শব্দকল্পদ্রুম ও শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। সেজন্য ইঁহাদের সকলের কাছে আমি অশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের অমূল্য গ্রন্থরাজিই আমাকে প্রেরণা ও শক্তি দান করিয়াছে। অনেক তথ্যাদি আমি ইঁহার "গৌরকৃপাতরঙ্গিনী টীকা" হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। সেজন্য আমি ইঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আসামের শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ (Ex-D.P.I., Assam), নিত্যধামগত হরিদাস নামানন্দ ডক্টর সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় আমার পাণ্ডুলিপিতে সংগৃহীত শব্দসম্ভার পাঠ করিয়া অভিধান প্রণয়নে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। গভীর পরিতাপের বিষয় তিনি ইহা গ্রন্থাকারে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার স্নেহ, আশীর্বাদ ও উপদেশ আমার জীবনের অপরিশোধ্য সম্পদ।

কলিকাতা 'বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচারিণী সমিতি'-র সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, প্রাক্তন সদস্যবর্গ ও শিলং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রবীণ সদস্যগণ এই কর্মে আমাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

শিলং-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীনর্মদাকুমার দাস মহাশয়ের 'মনোরমা পুস্তকালয়'-এর গ্রন্থ সম্ভারের সুযোগ না পাইলে এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভবপর হইত না।

মহা উদ্ধারণ মঠের অধ্যক্ষ অশেষ শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম. এ., পি-এইচ্. ডি. (চিকাগো), ডি. লিট., পরম ভাগবত প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মনীষী শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণ পাণ্ডুলিপি পাঠে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

বিখ্যাত 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ও পরে চেরাপুঞ্জী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ স্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজ পাণ্ডুলিপি পাঠে নানা সৎপরামর্শ দানে অশেষ উপকার করিয়াছেন।

শ্রীধর স্বামী পাদের ব্যাখ্যার আনুকূল্যে "শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী" গ্রন্থের সম্পাদক, শ্রীহট্টনর্তন সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও রানী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী শ্রীনর্মদাকুমার দাস মহাশয় পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে সংশোধনের পরামর্শ দিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

যাঁহাদের আশীর্বাদে, সাহায্যে, পরামর্শে ও প্রেরণায় এই গ্রন্থ সম্পন্ন হইল, তাঁহারা সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ।

আশা করি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্র পাঠেচ্ছু ব্যক্তিগণ, ভক্তিভাজন বৈষ্ণবগণ এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতম পরীক্ষার্থীদের পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত অভিধান বিশেষ সহায়ক হইবে। ইহাতেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। আমার ন্যায় অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বৃহৎ কর্মে হস্তক্ষেপ দুঃসাহস। সহৃদয় পাঠকবর্গ দোষ-ত্রুটি প্রদর্শন করিলে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের চেষ্টা করিব।

"সুপ্রীতি"
৬১/৫নং মেইন রোড, জয়লক্ষ্মীপুরম্,
মহীশূর-১২

ভক্ত-বৈষ্ণব পদরজঃ প্রার্থী
শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য

সঙ্কেত

উ. নী.—উজ্জ্বল নীলমণি।

গী. ৭।৫—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭ম অধ্যায়, ৫ম শ্লোক।

গো. তা.—গোপাল তাপনী উপনিষদ্।

গো. লী. মৃ.—গোবিন্দ লীলামৃত।

চক্রবর্তী—শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

চৈ. চ. ১।৫।১০—চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ, ১০ম পয়ার।

চৈ. চ. ২।৬।৮—চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৮ম পয়ার।

চৈ. চ. ৩।২০।৮০—চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ২০শ পরিচ্ছেদ, ৮০শ পয়ার।

চৈ. চ. ১।৪।১০ শ্লো.—চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ১০ম শ্লোক।

চৈ. ভা. ২২৫।২।২৩—চৈতন্য ভাগবত, দেব সাহিত্য কুটীর সংস্করণ, ২২৫ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ, ২৩শ পংক্তি।

দ্রঃ—দ্রষ্টব্য।

নাথ—ডঃ রাধা গোবিন্দ নাথ।

না. প. রা.—নারদ পঞ্চরাত্র।

না. ভ. সূ.—নারদীয় ভক্তি সূত্র।

বি. মা.—বিদগ্ধ মাধব।

বৈ. অ.—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান।

ব্র. সং—ব্রহ্ম সংহিতা।

ভ. র. সি—ভক্তি রসামৃত সিন্ধু।

ভ. স.—ভক্তি সন্দর্ভ (বহরমপুর সংস্করণ)।

ভাঃ ১০।৩২।৫—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৩২শ পরিচ্ছেদ, ৫ম শ্লোক।

মহাপ্রভু—শ্রীচৈতন্যদেব।

ল. ভা. মৃ. বা লঘু.—লঘু ভাগবতামৃত।

শ. ক. দ্রু.—শব্দকল্পদ্রুম।

শা. ভ. সূ.—শাণ্ডিল্য ভক্তি সূত্র।

স্বামী—শ্রীধর স্বামী।

হ. ভ. বি.—হরিভক্তি বিলাস।

হ. ভ. সু.—হরিভক্তি সুধোদয়।

সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান

অ

অ—বিষ্ণু (ভাঃ ১০।৮৭।৪১); (ওঁ=অ+উ+ম, অতএব) অ প্রণবের আদ্য অক্ষর।

অংশাবতার—অবতার দ্রষ্টব্য।

অংশাংশিবাদ—"ভগবান্ অংশী ও জীব তাঁহার অংশ, সুতরাং জীব ও ঈশ্বরে অংশাংশিত্ব সম্বন্ধ বিদ্যমান।…বৈষ্ণবগণ জীবকে 'অণু', ভগবদ্দাস এবং অণুর পূরক নিখিল কল্যাণগুণার্ণব ভগবান্‌কে 'বিভু' বলিয়াছেন। ইহাদের মতে ব্রহ্ম সগুণ; নির্গুণ বোধক শব্দরাজি ঔপচারিক…। ভাস্করাচার্য পরিণামবাদী—এই মতে ব্রহ্মই যেন জীবরূপে পরিণত, কার্যাবস্থাতেই কারণের পরিসমাপ্তি।… রামানুজ প্রভৃতির মতে জীব [ব্রহ্মের অংশ]। ভাস্করের মতে মুক্তিতে অংশাংশিত্ব সম্বন্ধ ত্যাগ হয়, কিন্তু অন্যান্য আচার্যেরা তাহা স্বীকার করেন না। শঙ্করাচার্য অংশাংশিত্ব সম্পর্ক মানেন নাই—তাঁহার মতে ঈশ্বর ও জীববিম্ব প্রতিবিম্ব স্থানীয়—ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই জীব ও ঈশ্বরে ভেদ দেখা যায়, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। আত্মা নির্বিকার, নির্গুণ বলিয়া তাঁহার অংশ বা বিকার নাই।…গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে জীব অণু, অংশ, ব্রহ্মের পরিণাম, সেবক এবং ভগবৎ কৃপায় মুক্ত হইতে পারে। মাধ্ব মতে [জীব ও ব্রহ্ম বিভিন্ন বস্তু], মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভাবে থাকে। অচিন্ত্য ভেদাভেদে কিন্তু গুণ ও [গুণী]ভাবে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে; কিন্তু এই সম্বন্ধ অচিন্ত্য অর্থাৎ মানব তর্কের অগোচর।" —(বৈ. অ.)।

অংশী—অংশ সকলের আশ্রয়। স্বয়ং রূপ, সর্বকারণ কারণ, যথা—'অতএব অংশী—কৃষ্ণ, অংশ—অবতার'। —(চৈ. চ. ১।৬।৮৫)।

অংস—স্কন্ধ; বিভাগ। অন্‌স্ (ভাগ করা)+ঘঞ্, ভাববা বা কর্মবা।

অকথ্য—কহিবার অযোগ্য। —(চৈ. চ. ১।৫।১৭৪)।

অকর্ম—কর্ম দ্রঃ।

অংহঃ, অংহস্—পাপ (পদ্যাবলী ২৯, চৈ. চ. ২।১৫।২ শ্লোঃ)।

অকিঞ্চন—১. দরিদ্র (চৈ. চ. ১।১৩।১০৫); ২. নিষ্কাম (ভাঃ ৫।১৮।১২); ৩. ভগবৎ উদ্দেশ্যে সর্বপরিগ্রহ ত্যাগী (ভাঃ ১০।৮৭।৩)। **অকিঞ্চন** ও **শরণাগত**—উভয়ে একই লক্ষণ বিদ্যমান। উভয় ক্ষেত্রেই আত্মসমর্পণ আছে (চৈ. চ. ২।২২।৫৩-৫৪)। তবে সাধারণতঃ যিনি ভগবৎ সেবার জন্য সংসার

ত্যাগ করিয়া ভগবানে আত্ম সমর্পণ করেন, তাঁহাকে অকিঞ্চন এবং যিনি সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ভগবানের শরণ লন, তাঁহাকে শরণাগত বলে। —শরণাগত দ্রষ্টব্য।

অকৃষ্ণ—পীতবর্ণ (চৈ. চ. ১।৩।৪৫)।

অকৈতব—কপটতা শূন্য ; স্বসুখ বাসনা শূন্য। কৈতব দ্রষ্টব্য (চৈ. চ. ২।২।৩৮)।

অক্রূর—১. সরল ; ২. শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য ; মথুরা পার্ষদ (চৈ. চ. ১।১০।৭৪ ; ২।১৮।১২৬ ; ৩।১৯।৪৬)।

অক্রূরতীর্থ—বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যস্থলে যমুনার একটি ঘাট। এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ ও ব্রজবাসিগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু একদিন এই ঘাটে যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তীর্থরাজ, হরির প্রিয় স্থান (চৈ. চ. ২।১৮।১২৪-২৫)।

অক্ষত—১. আতপ তণ্ডুল ; ২. যব ; ৩. ছিদ্ররহিত ; ৪. পূর্ণ।

অক্ষর—১. অকারাদি বর্ণ ; ২. পরমাত্মা ; ৩. পরব্রহ্ম, (গী ৮।৩) ; ৪. নিত্য, নাশশূন্য ; ৫. পুং. শিব, বিষ্ণু ; ৬. ক্লী. ব্রহ্ম ; ৭. (সাংখ্য দর্শণে) প্রকৃতি।

অখিল রসামৃত-মূর্তি—শান্তাদি মুখ্য পঞ্চ এবং হাস্যাদি সপ্ত গৌণ রসবিশিষ্ট পরমানন্দঘন বিগ্রহ (চৈ. চ. ২।৮।৩১ শ্লোঃ)। **অখিল**—সমস্ত।

অগস্ত্য—ঋষি পুলস্ত্য ও তৎপত্নী হবির্ভুকের পুত্র—মুনি বিশেষ। ইনি বিন্ধ্য পর্বতকে প্রণত রাখিয়া দক্ষিণ ভারতে প্রস্থান করেন। মলয় পর্বতে ইঁহার বিগ্রহ আছে (চৈ. চ. ২।৯।২০৬)।

অগেয়ান—প্রা. অজ্ঞান (চৈ. চ. ২।২।১৯)।

অঘ—১. অপরাধ—স্বামী (ভাঃ ১১।৮।৪৯) ; ২. অজগররূপী অসুর, পুতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ সহোদর (এই অসুর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হয়)।

অঙ্গ—১. অবয়ব ; ২. মূর্তি ; ৩. অংশ ; ৪. উপকরণ ; ৫. প্রিয়তাবোধক সম্বোধন সূচক শব্দ। নাটকের ভারতী বৃত্তির অঙ্গ তিনটি, যথা—প্ররোচনা, বীথী ও প্রহসন (চৈ. চ. ৩।১।১৩৫)। **প্ররোচনা**—দেশ-কাল-কথা-বস্তু-সভ্যাদীনাং প্রশংসয়া। শ্রোতৄণামুন্মুখীকারঃ কথিতেয়ং প্ররোচনা॥—নাটক-চন্দ্রিকা। অর্থাৎ কোন নাটকে দেশ, কাল, কথা, বস্তু ও শ্রোতাদের প্রশংসা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের মনকে অভিনয় বিষয়ে প্ররোচিত বা উন্মুখ করাকে প্ররোচনা বলে। (চৈ. চ. ৩।১।১১৯)। **বীথী**—ইহাতে একটি অঙ্ক ও একটি নায়ক।

আকাশবাণী দ্বারা বিচিত্র প্রত্যুত্তরের আশ্রয়ে বহু পরিমাণ শৃঙ্গার রসের এবং অন্য রসেরও সূচনা করা হয়।—সাহিত্য দর্পণ। **প্রহসন**—হাস্যরসাত্মক পরিহাসপূর্ণ নাট্যাংশ। প্রস্তাবনা দ্রষ্টব্য।

অঙ্গমলা—প্রা. অঙ্গের ময়লা (চৈ. চ. ২।৪।৫৯)।

অঙ্গদ—১. কেয়ূর ; ২. কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি বালির পুত্র ; ৩. লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

অঙ্ঘ্রি—১. পাদ ; ২. বৃক্ষমূল।

অচিৎ—১. মায়া ; ২. অচেতন (ভাঃ ১১।২৮।১১)।

অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব—শক্তি ও শক্তিমান্ বা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধ-সূচক শ্রীচৈতন্যদেব প্রপঞ্চিত তত্ত্ব। কস্তুরীকে তাহার গন্ধ হইতে পৃথক করা যায় না, অথচ কস্তুরী ও তাহার গন্ধ দুইটি একই বস্তুও নয়। কস্তুরী ও তাহার গন্ধের মধ্যে কেবল অভেদ মনন যেমন দুষ্কর, তাদের মধ্যে কেবল ভেদ মননও তেমনি দুষ্কর। সুতরাং কস্তুরী ও তাহার গন্ধের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়েই যুগপৎ বিদ্যমান—ইহা স্বীকার করিতে হয়, যদিও ইহা চিন্তার অতীত। সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ বিদ্যমান। ভেদ ও অভেদের যুগপৎ বিদ্যমানতা এক অচিন্ত্য ব্যাপার, কোন যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহা প্রমাণ করা যায় না। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে তথা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধকে বলেন—অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ।

রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥ মৃগমদ, তার গন্ধ, জৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥ রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

—চৈ. চ. ১।৪।৮৩-৮৫।

ইহাতে পূর্ণ শক্তিমতী শ্রীরাধা ও পূর্ণ শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণে অভেদ সূচিত হইতেছে, অথচ লীলারস আস্বাদনের জন্য তাঁহারা দুই রূপ ধারণ করেন। ইহাতে শক্তি ও শক্তিমানে যুগপৎ ভেদাভেদ তত্ত্বের অবস্থিতিই সূচিত হইতেছে, যদিও ইহা চিন্তার অতীত। জীব ও ব্রহ্মেও অনুরূপ সম্বন্ধ। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নীলাচলে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকটে, কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকটে ও সনাতন গোস্বামীর শিক্ষা প্রসঙ্গে অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছেন ; যথা—জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ॥ সূর্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি-জ্বালাচয়। স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥—চৈ. চ. ২।২০।১০১-১০২। অর্থাৎ সূর্যের বহিশ্চর কিরণাদি সকল সূর্য হইতে

তেজোরূপে অভিন্ন। কিন্তু কিরণ সূর্য নহে। কিরণ ছায়াদি দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে, সূর্য হয় না। তাই কিরণ সূর্য হইতে ভিন্ন। সেইরূপ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গসমূহ অগ্নি হইতে তেজোরূপে অভিন্ন এবং তাহা হইতে পৃথক হইয়া অন্যাকারে পতিত হয় বলিয়া ভিন্ন। এরূপ জীব সকল চিদানন্দাংশে ভগবান্ হইতে অভিন্ন এবং মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভগবৎ-সাম্মুখ্য লাভ করিতে পারে না, এ কারণ ভিন্ন। এই ভেদ ও অভেদের যুগপৎ অস্তিত্ব এক অচিন্ত্য ব্যাপার। ইহাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু কর্তৃক প্রপঞ্চিত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব। পরে সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতে (২।২।১৮৬) ও বৈষ্ণব তোষণীতে, শ্রীরূপ লঘু-ভাগবতামৃতে এবং শ্রীজীব ষট্ সন্দর্ভে ও সর্ব সম্বাদিনীতে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। যথা—

তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ ভেদঃ ভিন্নত্বেন
চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি শক্তিমতো
র্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ। —সর্বসম্বাদিনী।

শক্তি শক্তিমানের সম্বন্ধ সম্পর্কে দার্শনিক আচার্যগণ ভিন্নমত পোষণ করেন। যথা—শঙ্করাচার্য পরমার্থে শক্তিই স্বীকার করেন না, ভেদও স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ভেদাংশ ব্যবহারিক, প্রাতীতিক মাত্র। মধ্বাচার্যের মতে শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ বিদ্যমান। নিম্বার্কাচার্য বাস্তবিক ভেদ ও অভেদ স্বীকার করেন। রামানুজাচার্যের মতে শক্তি ও শক্তিমান্ বিভিন্ন। ভেদ দ্রষ্টব্য।

অচ্যুত—যাহার চ্যুতি বা পরিবর্তন নাই। কৃষ্ণ; বিষ্ণু।

অচ্যুতানন্দ—শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য। আনুমানিক ১৪২৭ শকে সীতা দেবীর গর্ভে শান্তিপুরে জন্ম। মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত। "অচ্যুতের যেইমত, সেই মত সার। আর যত মত—সব হৈল ছারখার॥" —চৈ. চ. ১।১২।৭২। ইনি ব্রজলীলায় অচ্যুতা নাম্নী গোপী ছিলেন।

অজ, অজন—১. জন্মরহিত (গী. ২।২০,৪।৬); ব্রহ্মা (চৈ. ভা. ১২৪।১।৩০); ভগবান্ (বি. পু. ৫।১৮।৫৩); ২. মনু বংশের রাজাবিশেষ; ৩. ছাগ।

অজন—ন (নাই) জনা (জন্ম) যাহার।

অজাগলস্তন ন্যায়—বাহ্যিক আকারে প্রয়োজন সাধক বলিয়া মনে হইলেও যাহা প্রয়োজন সাধন করে না, এরূপ বস্তু বুঝাইবার জন্য এই ন্যায়ের প্রয়োগ হয়। যথা—কৃষ্ণ মূল জগৎ কারণ। প্রকৃতিকারণ যৈছে অজাগলস্তন॥—(চৈ. চ. ১।৫।৫৩)।

অর্থাৎ ছাগলের গলায় স্তন সদৃশ মাংসপিণ্ড যেরূপ বাস্তবিক স্তন নহে, তদ্রূপ প্রকৃতিও জগতের বাস্তব কারণ নহে। কৃষ্ণই মূল জগৎকারণ।

অজাবিযূথ—অজ (ছাগ) ও অবি (মেষ)-এর দল (ভাঃ ১০।৮৩।৮ ; চৈ. চ. ১।৬।১১ শ্লোঃ)।

অজিন—মৃগচর্ম (গীঃ ৬।১১)।

অজ্ঞান-তমোধর্ম—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি বাঞ্ছা ; অজ্ঞতারূপ অন্ধকারের ফল-স্বরূপ বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠানাদি ; ইহাতে আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি হয়, অস্থায়ী ঐহিক বা পারলৌকিক সুখ হয়, কিন্তু জীব নিত্য শাশ্বত আনন্দের অনুসন্ধান হইতে বিরত হয় (চৈ. চ. ১।১।৫০-৫২)।

অঝরনয়নে—প্রা. অজস্র অশ্রুযুক্ত নয়নে (চৈ. চ. ৩।১২।৭৪)।

অট্টহাস—প্রা. অট্ট অট্ট হাসি (চৈ. চ. ১।৬।৪৭)।

অট্টালী—প্রা. অট্টালিকা (চৈ. চ. ২।১১।২১৯)।

অণুচিৎ—ব্রহ্ম চিদ্‌বস্তু, জীব ব্রহ্মের চিদংশ ; জীবের পরিমাণ অণু বা কণা। তাই জীব **অণুচিৎ** বা **চিৎকণ**। যথা—কেশাগ্র শতভাগস্য শতাংশ সদৃশাত্মকঃ। জীব সূক্ষ্ম স্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥—(ভাঃ ১০।৮৭।৩০)।

অণুভাষ্য—শ্রীমধ্বাচার্যকৃত ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্য, যাহাতে অধিকরণ তাৎপর্য সংক্ষেপে সূচিত হইয়াছে।

অতিরথ—মহারথ দ্রঃ।

অদভ্র—ন দভ্র (অল্প), অত্যধিক (চৈ. চ. ২।১৩।৯ শ্লোঃ)।

অদ্ধা—সত্য, যথার্থ, সাক্ষাৎ (ভাঃ ১০।৮৩।৩৯ ; চৈ. চ. ১।৬।১৩ শ্লোঃ)।

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব—অদ্বয়—দ্বিতীয় হীন ; একমেবাদ্বিতীয়ম্ ; ভেদহীন। যিনি একমাত্র স্বয়ং সিদ্ধ তত্ত্ব, যাঁহা ব্যতীত অপর কোনও স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব নাই। স্বয়ংসিদ্ধ অর্থ সর্বতোভাবে অন্য নিরপেক্ষ ; সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত। ভেদ দ্রষ্টব্য। **জ্ঞান**—চিদেক বস্তু, যাহা কেবলমাত্র চিৎ, যাহাতে জড় নাই। **তত্ত্ব**—পরম সুখস্বরূপ বস্তু। অতএব **অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব** অর্থ স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদশূন্য পরমতত্ত্ব। ভাগবত বলেন—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

—ভাঃ ১।২।১১।

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে॥
—চৈ. চ. ২।২০।১৩৪।

তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ দ্বিতীয় রহিত জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন, সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া কথিত হন। **ব্রহ্ম**—নিরাকার নির্বিশেষ আনন্দসত্তা মাত্র। **আত্মা**—পরমাত্মা; অন্তর্যামী। **ভগবান্**—পরব্যোমাধিপতি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ নারায়ণ (চৈ. চ. ১।২।৫৩; ২।২০।১৩১-১৩৪; ২।২২।৫; ২।২৪।৫৫)। পরিপূর্ণ সর্বশক্তি বিশিষ্টং ভগবানিতি—ক্রম সন্দর্ভ টীকা। গৌড়ীয় মতে শ্রীকৃষ্ণ এবং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ।—ভগবান্ দ্রঃ। **অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব**—ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্‌রূপে প্রকাশিত হন।

অদ্বেষ্টা—দ্বেষহীন (গীঃ ১২।১৩)।

অদ্বৈতবাদ—শঙ্করাচার্য প্রপঞ্চিত জীব ও ব্রহ্মের একত্ব এবং তদ্ভিন্ন অন্য বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদক মত বিশেষ। নির্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য, তদ্ভিন্ন জগৎ মিথ্যা—এই জ্ঞানপথকে অদ্বৈতবাদ বলে। অদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিরাকার, নির্গুণ ও নিঃশক্তিক (চৈ. চ. ২।২৫।৩৯)।

অদ্বৈতাচার্য—ভক্তি কল্পতরুর একটি প্রধান স্কন্ধ। পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত ভক্তাবতার। প্রভু। শ্রীহট্ট জেলার লাউড় গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে রাজা দিব্য সিংহের সভাপণ্ডিত কুবের পণ্ডিতের ঔরসে ও নাভাদেবীর গর্ভে ১৩৫৫ শকের মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে আবির্ভূত। পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। দুই পত্নী—শ্রীসীতাদেবী ও শ্রীশ্রীদেবী। অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল এবং বলরাম নামে ইহার চারিপুত্রের উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতে আছে। ইহারা সীতাদেবীর গর্ভজাত। এতদ্ব্যতীত স্বরূপ ও জগদীশও সীতাদেবীর পুত্র বলিয়া কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। শ্রীদেবীর গর্ভজাত পুত্রের নাম শ্যামদাস। চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্রীস্বরূপ দামোদরের মতে—অদ্বৈতাচার্য মহাবিষ্ণুর (কারণার্ণব শায়ীর) অবতার, ভক্তাবতার। গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকার মতে সদাশিব—যিনি ব্রজে আবেশরূপত্ব হেতু ব্যূহ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। ইনি লাউড় হইতে নবহট্টে, তৎপরে শান্তিপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। নবদ্বীপেও ইহার এক বাড়ী ছিল। ইহার প্রেম হুঙ্কারেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয় বলিয়া কথিত। আনুমানিক ১৪৮০ শকে তিরোভাব।

অদ্ভুতরস—গৌণরস দ্রষ্টব্য (চৈ. চ. ২।১৯।১৬০)।

অধিকাই—প্রা. অধিক (চৈ. চ. ১।৪।২১৫)।

অধিগম—জ্ঞানলাভ (জৈন মতে)। জ্ঞানলাভ বা অধিগমের উপায় দুইটি—'প্রমাণ' ও 'নয়'। **প্রমাণ** দুই প্রকার—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। **জ্ঞান** পাঁচ প্রকার—মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্যয় ও কেবল। **মতি** শব্দে স্মৃতি, সংজ্ঞা, অনুমান প্রভৃতি বুঝায়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ। **শ্রুত**—জৈন তীর্থংকরদের শাস্ত্র। শ্রুত দুই প্রকার—অঙ্গ প্রবিষ্ট (শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত) ও অঙ্গবাহ্য (শাস্ত্র ছাড়া অন্য উপায়ে প্রাপ্ত)। পরোক্ষ প্রমাণ। **অবধি**—সাধারণ ইন্দ্রিয়লভ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান। **মনঃপর্যয়**—পরের মনের যে প্রত্যক্ষ লভ্যজ্ঞান। **কেবল** সর্বোচ্চ পরম-তত্ত্বের যে সাক্ষাৎ জ্ঞান। **'নয়' বা সপ্তভঙ্গি নয়**—নৈয়ায়িকের ভাষায় 'ন্যায়'। সত্য নির্ধারণের জন্য একপ্রকার বিচারভঙ্গি। ইহা সাত প্রকারে প্রকাশ করা হয় বলিয়া 'নয়'-কে 'সপ্তভঙ্গী' বলা হয়।

অধিদৈবত—হিরণ্য গর্ভাখ্য পুরুষ ; অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—স্বামী (গীঃ ৮।৪)।

অধিভূত—নশ্বর দেহাদি পদার্থ (গীঃ ৮।৪)।

অধিযজ্ঞ—যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; যজ্ঞাদি কর্ম প্রবর্তক ও তৎফল দাতা—স্বামী (গীঃ ৮।২, ৪)।

অধিরূঢ় মহাভাব—প্রেমের ঘনীভূত অবস্থা বা অনুরাগের চরম পরিণতির নাম **ভাব**। আর ভাবের পরবর্তী উর্ধ্বতর স্তরের নাম **মহাভাব**। কৃষ্ণপ্রেমে দেহে অশ্রু কম্পাদি পাঁচ বা ততোধিক ভাবের বিকার একসঙ্গে উদিত হইলে তাহাকে বলে **উদ্দীপ্ত**। আর সমস্ত উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব মহাভাবে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে তাহাকে বলে **সুদ্দীপ্ত ভাব**। মহাভাবের যে অবস্থায় সাত্ত্বিক ভাব সকল উদ্দীপ্ত হয় অর্থাৎ অধিকরূপে প্রকাশ পায়, তাহার নাম **রূঢ় মহাভাব**। আর রূঢ় মহাভাবের অনুভাব অর্থাৎ বাহ্য লক্ষণ সকল যখন অনির্বচনীয় বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার নাম **অধিরূঢ় মহাভাব**। ইহা একমাত্র ব্রজগোপীতে অভিব্যক্ত হইতে পারে। (উ. নী.—সাত্ত্বিক প্রকরণ—২৯ ; উ. নী.—স্থায়ীভাব—১২৩)।

অধীরপ্রগল্ভা, অধীরমধ্যা, অধীরা—নায়িকা দ্রঃ।

অধোক্ষজ—যিনি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে অধঃকৃত অর্থাৎ অতিক্রম করিয়াছেন। পরমাত্মা। ইন্দ্রিয়বৃত্তির অগোচর ভগবান্। পরব্যোম—চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত বাসুদেবের বিলাস (চৈ. চ. ২।২০।১৭৩-৪, ২০৪)। বিষ্ণু—(শ. ক. দ্রু.)।

অধ্যাত্ম—১. স্বভাব ; ২. 'স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেণ বর্তমানোঽধ্যাত্ম শব্দেন উচ্যতে'—দেহ অধিকার করিয়া যিনি ভোক্তৃরূপে বর্তমান তিনিই অধ্যাত্ম শব্দবাচ্য—শ্রীধর (গী. ৮।৩)।

অধ্যাত্মবিদ্যা— মোক্ষপ্রদ আত্ম বিদ্যা (গী. ১০।৩২)।

অধ্যেতব্য—যাহা অধ্যয়ন করিতে হইবে এরূপ ; পঠনীয়।

অধ্ব—পথ (চৈ. চ. ২।২৩।৪৭ শ্লোঃ)।

অনন্ত—১ অশেষ, অসীম ; ২. ব্রহ্ম, ভূধারী সহস্রবদন শেষ নাগ ; ৩. বলরাম (চৈ. চ. ১।৫।১০০-০৮ ; ২।১০।৩০৮-৯) ; ৪. বাহুর অলঙ্কার বিশেষ, তাগা ; ৫. দাক্ষিণাত্যের শ্রীবিগ্রহ বিশেষ (চৈ. চ. ২।১।১০৬)।

অনন্তপণ্ডিত—ইনি ২৪ পরগনায় আটিসারা গ্রামে বাস করিতেন। পুরী গমনের পথে মহাপ্রভু সপরিকর ইঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনন্তপদ্মনাভস্থান (অনন্তপুর)—দক্ষিণ ভারতে অনন্তপুর জেলায়, বর্তমান নাম 'ত্রিবান্দ্রম্'। বর্তমানে কেরালা রাজ্যের রাজধানী। এই স্থানে শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ নামক বিষ্ণু বিগ্রহ আছে (চৈ. চ. ২।৯।২২৪)।

অনবসর—প্রা. জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রার পরের পনর দিন (চৈ.চ. ২।১।১১৩)।

অনর্গল—বাধাবিঘ্ন শূন্য (চৈ. চ. ১।১১।৫৬)।

অনর্পিতচরী—যাহা পূর্বে অর্পিত হয় নাই (চৈ. চ. ১।১।৪ শ্লোঃ)।

অনাচার—আচার হীন (চৈ. চ. ১।১০।৮৭)।

অনাত্মধর্ম—যে ধর্মের সহিত স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্যের কোনও সম্বন্ধ নাই অথবা যে সমস্ত ধর্ম জীব স্বরূপের অনুরূপ নহে। দেহাদি অনাত্ম বস্তু অনিত্য, পরিবর্তনশীল। সমাজধর্ম, লোকধর্ম, বেদধর্ম, আচার প্রভৃতি অনাত্মধর্ম। ইহারা আত্মসুখ তাৎপর্যময়। আত্মধর্ম দ্রঃ।

অনাদিতত্ত্ব—পঞ্চ নিত্য বস্তু, যথা কাল, কর্ম, মায়া, জীব ও ঈশ্বর। এই পাঁচটি বস্তু নিত্য, অনাদি ; ইহার মধ্যে কাল, কর্ম ও মায়া—জড়, অচেতন। ঈশ্বর চিদ্-বস্তু, বিভুচিৎ ; জীব—অণুচিৎ, চিৎকণ। 'মায়া' এখানে 'প্রকৃতি' অর্থে এবং 'কর্ম' 'অদৃষ্ট' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

[**অনাসঙ্গ ভজন**—স্বর্গাদি লাভের আকাঙ্ক্ষায় সাক্ষাৎ ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভজন। পঞ্চাঙ্গ সাধন ব্যতীত নতি স্তুতি বন্দনাদি অনাসঙ্গ ভজন। এরূপ শত সহস্র ভজনেও হরিভক্তি লাভ হয় না। আর শ্রীহরিও সহজে ভক্তি প্রদান করেন না (চৈ. চ. ১।৮।১৫-১৬ ; সিন্ধু ১।১।৩৫)। **সাসঙ্গ ভজন**—১. ভক্তি যোগের সহিত জ্ঞান যোগাদি যে ভজনে মিশ্রিত আছে, তাহাই সাসঙ্গ ; ২. পার্ষদ দেহে (অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ দেহে) যেন উপাস্য দেবের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়াই তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা হইতেছে, এরূপ চিন্তার সহিত যে ভজন তাহা **সাসঙ্গ**।

অনিকেতন, অনিকেত—নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান বিহীন (চৈ. চ. ২।১৯।১১৫, গীঃ ১২।১৯)।

অনিমিষ—যিনি চক্ষের পলক ফেলেন না ; দেবতা ; যিনি কাল প্রবাহের অধীন নহেন—শ্রীজীব (ভাঃ ৩।১৫।২৫ ; চৈ. চ. ২।২৪।২৭ শ্লোঃ)।

অনিরুদ্ধ—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ও প্রদ্যুম্নের পুত্র। ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাভববিলাস এবং দ্বারকা ও পরব্যোম চতুর্ব্যূহের অন্যতম। চতুর্ব্যূহ দ্রঃ।

অনিশ—সর্বদা (চৈ চ. ২।২৩।১১ শ্লোঃ ; হ. ভ. সু. ১২।৩৭)।

অনুকার—তুল্য (চৈ. চ. ১।১৭।১১২)।

অনুক্রম—আরম্ভ (চৈ. চ. ১।১৭।২)।

অনুপম, অনুপম বল্লভ—শ্রীরূপ গোস্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর। পিতা কুমার দেব। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীব গোস্বামী ইঁহার পুত্র। রূপ গোস্বামী দ্রঃ।

অনুপাম—প্রা. অতুলনীয় (চৈ. চ. ২।১।১৫৬)।

অনুপ্রাস—'বর্ণ সাম্যমনুপ্রাসঃ'। বাক্যে কোনও বর্ণের বা শব্দের বহুবার প্রয়োগে 'অনুপ্রাস' অলঙ্কার হয় (চৈ. চ. ১।১৬।৪৩ ; অলঙ্কার কৌস্তভ ৮।৩৮)।

অনুবন্ধ—আরম্ভ, সূচনা (চৈ. চ. ১।১৩।৫) ; প্রাপ্যবস্তু (চৈ. চ. ২।২০।১১৫)।

অনুবন্ধ চতুষ্টয়—চতুঃশ্লোকী দ্রঃ।

অনুবাদ—১. 'বিধেয়' কহিয়ে তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত। 'অনুবাদ' কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত (চৈ. চ. ১।২।৬২)॥ অর্থাৎ কোনও বাক্যে যে বস্তু অজ্ঞাত তাহার নাম **বিধেয়**, আর যাহা জ্ঞাত তাহার নাম **অনুবাদ**। অতএব পূর্বে অনুবাদ বলিয়া পরে বিধেয় বলিতে হয়। ২. কথিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পুনরুল্লেখ (চৈ. চ. ১।১৭।৩০১)।

অনুব্রজ্যা—১. যাত্রা উৎসবে শ্রীভগবন্মূর্তি বাহির হইলে তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন (চৈ. চ. ২।২২।৬৮) ; ২. পশ্চাৎ গমন (চৈ. চ. ২।৭।১৩২)।

অনুভাব—যে সমস্ত বহির্বিক্রিয়া দ্বারা চিত্তস্থ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদিগকে অনুভাব বলে। যে সমস্ত বহির্বিকার স্বাভাবিক, স্বতঃই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিয়াও দমন করা যায় না, তাহাদিগকে বলে **সাত্ত্বিক ভাব**, যেমন অশ্রুকম্পাদি। আর যে সমস্ত বিকারকে ভক্ত ইচ্ছা করিলে দমন করিতে পারেন, যেমন কৃষ্ণ সম্বন্ধীভাবের প্রভাবে নৃত্য, গীত, ভূমিতে গড়াগড়ি, চীৎকার, হুঙ্কার, জৃম্ভন, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি,—তাহাদিগকে বলে **উদ্‌ভাস্বর**'

অনুবাদ—(চৈ. চ. ২।২৩।২৮,৩১)।

অনুমান—অলঙ্কার বিশেষ। সাধনা (অর্থাৎ হেতু) দ্বারা সাধ্যবস্তুর অর্থাৎ (প্রতিপাদ্য বিষয়ের) জ্ঞানকে ন্যায় শাস্ত্রে অনুমান কহে (চৈ. চ. ১।১৬।৭৭)।

অনুযায়ী—অনুপ্রবিষ্ট (চৈ. চ. ১।৬।৭৮)।

অনুরাগ—প্রেম দ্রঃ।

অনূপ—অনুগত অপ্ জল যেখানে ; জলময় স্থান (চৈ চ. ৩।৯।১ শ্লোঃ)।

অন্ত—১. কুল কিনারা (চৈ. চ. ১।৪।১৮৮); ২. সীমা ; প্রান্ত; ৩. মৃত্যু, নাশ ; ৪ স্বরূপ।

অন্তর—১. পার্থক্য ; (চৈ. চ. ১।৪।১৪৭ ; ২. ব্যবধান ; ৩. মন, হৃদয়।

অন্তর সাধন—রাগানুগা ভক্তির সাধন দুই প্রকার—**বাহ্য** বা যথাবস্থিত দেহের সাধন এবং **অন্তর** বা মানসিক সাধন। যথাবস্থিত দেহে নব বিধা ভক্তি অঙ্গের (বা ৬৪ অঙ্গ সাধন ভক্তির) অনুষ্ঠানকে **বাহ্য সাধন** বলে, আর মনে মনে নিজ সিদ্ধ দেহ চিন্তা করিয়া সেই **অন্তশ্চিন্তিত দেহে** স্বীয় ভাবানুকূল পরিকর বর্গের আনুগত্যে সর্বদা ব্রজেন্দ্র নন্দনের সেবা চিন্তাকে **মানসিক সেবা** বা **অন্তর সাধন** বলে। ব্রজ পরিকরবর্গ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি, তাঁহারা স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় কৃষ্ণ সেবা করিয়া থাকেন। জীবের সেরূপ সেবায় অধিকার নাই। কারণ জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের দাস, আনুগত্যময়ী সেবায় দাসের অধিকার, স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় নহে। 'বাহ্য' 'অন্তর' ইহার (রাগানুগার) দুইত সাধন। বাহ্যে—সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন ॥ মনে—নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ (চৈ. চ. ২।২২।৮৯-৯০)। রাগানুগা ও সিদ্ধ দেহ দ্রঃ।

অন্তরঙ্গা শক্তি—শক্তি দ্রঃ।

অন্তর্দ্বীপ—(আতোপুর):—শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত নয়টি দ্বীপের অন্যতম। শ্রীচৈতন্যের সময়ে গঙ্গার পূর্বপারে অবস্থিত ছিল। এখন গঙ্গার ভাঙ্গনে স্থান বিপর্যয় ঘটিয়াছে।

অন্তর্বাণী—অন্তঃ 'চিত্তে' বাণী (সরস্বতী) আছে যাহার। পণ্ডিত ; বহু শাস্ত্রবিৎ (চৈ. চ. ২।২৩।১৯ শ্লোঃ ; ভ. র. সি. ১।৪।১২)।

অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ দেহ—সিদ্ধ দেহ দ্রঃ।

অন্তিকে—নিকটে (চৈ. চ. ৩।১৫।৩৫)।

অন্ধা—অন্ধকার, অন্ধতা, অজ্ঞান (চৈ. চ. ৩।৭।১১৩)।

অন্নকূট—অন্নের কূট (পর্বত বা রাশি) যাহাতে। যে উৎসবে পর্বত প্রমাণ বা রাশিকৃত অন্ন নিবেদিত হয় (চৈ. চ. ২।৪।৭৪)।

অন্নকূট গ্রাম—মথুরায় গোবর্ধন পর্বতের উপরে স্থিত একটি গ্রাম। অপর নাম 'আনিয়োর'। এই স্থানেই গোবর্ধন পূজার সময় অন্নকূট হয়। এ স্থানের বিগ্রহ—গোবর্ধন পতি শ্রীগোপাল দেব (চৈ. চ. ২।১৮।২২)।

অন্বয় বিধি—অভিধেয় দ্রঃ।

অন্যকামী—বিষয় ভোগ আকাঙ্ক্ষাকারী। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা ভুলিয়া কোন কৃষ্ণভক্ত বিষয় সুখ আকাঙ্ক্ষা করিলে কৃষ্ণ স্বচরণামৃত দিয়া তাহার বিষয় সুখ ছাড়াইয়া থাকেন (চৈ. চ. ২।২২।২৪-২৭)।

অন্য নিরপেক্ষ বিধি অভিধেয় দ্রঃ।

অন্যোন্যে—পরস্পর (চৈ চ. ১।৪।৪৯)।

অপতিত—নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া (চৈ চ. ১।১০।৯৯)।

অপবর্গ—১. মোক্ষ ; মুক্তি (চৈ চ. ১।১।২৯ শ্লোঃ) ; ২. "বাসুদেবেঽনন্য নিমিত্ত ভক্তি যোগ লক্ষণঃ"—অর্থাৎ বাসুদেবের প্রতি ফলাভিসন্ধিশূন্য ভক্তিযোগই অপবর্গের লক্ষণ (ভাঃ ৫।১৯।১৯) ; ৩. আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তি ; ৪. প্রীতি (ভাঃ ১০।৫১।৫৫) ; ৫. নাশক (ভাঃ ১।৭।২২) ; ৬. অন্ত (ভাঃ ৫।১৪।২৯) ; ৭. নির্দিষ্ট দেশে ও কালে কার্যের সমাপ্তি ও ফললাভ (হরি ৪।১০৯)।

অপরশ—প্রা. অপরের স্পর্শহীনভাবে (চৈ. চ. ১।১০।১৪০)।

অপরাধ—অপগত হয় রাধ (সন্তোষ) যাহা হইতে। দোষ ; পাপ। অপরাধ তিন প্রকার, যথা—সেবাপরাধ, নামাপরাধ ও বৈষ্ণব অপরাধ।

অপরাবিদ্যা—১. নিকৃষ্ট বিদ্যা ; ২. অবিদ্যা ; ৩. বেদ ও বেদাঙ্গ অপরাবিদ্যা। উপনিষদ্ **পরাবিদ্যা**—'যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে',—(মুণ্ডক) যাহা দ্বারা সেই অক্ষর-ব্রহ্মকে জানা যায়।

অপরাশক্তি—শক্তি দ্রঃ।

অপস্মৃতি—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

অপাণি পাদশ্রুতি—'অপাণি পাদো জবনো গৃহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ'—অর্থাৎ ব্রহ্মের হস্ত নাই, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারেন, পদ নাই তবু বেগে ধাবিত হইতে পারেন, চক্ষু নাই অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই তথাপি শ্রবণ করেন,—এই সত্য যে শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে (চৈ. চ. ২।৬।১৪০-৪১)।

অপার—অনন্ত (চৈ. চ. ১।১৬।৭৮)।

অপি—সম্ভাবনা ; প্রশ্ন ; শঙ্কা ; নিন্দা ; সমুচ্চয় ; যুক্ত পদার্থ ; কামাচার (আপন ইচ্ছামত) ক্রিয়া—বিশ্ব প্রকাশ (চৈ. চ. ২।২৪।২০ শ্লোঃ)।

অপুনরাবৃত্তি—অপুনর্জন্ম ; মোক্ষ (গী. ৫।১৭)।

অপ্রকট—প্রকট দ্রঃ।

অব—প্রা. এক্ষণে (চৈ. চ. ২।৮।১৫৬)।

অবগাহ সাধ—প্রা. সাধ মিটাইয়া অবগাহন (চৈ. চ. ১।১২।৯২)।

অবগ্রহ—অনাবৃষ্টি ; বৃষ্টির ব্যাঘাত (চৈ. চ. ২।১০।১ শ্লোঃ)।

অবজল্প—চিত্রজল্প দ্রঃ।

অবজ্ঞান—প্রা. অবজ্ঞা ; উপেক্ষা (চৈ. চ. ৩।৭।১০২)।

অবতংস—ভূষণ ; কর্ণভূষণ ; শিরোভূষণ ; শ্রেষ্ঠ (চৈ. চ. ২।৮।১৪০)।

অবতার—সৃষ্টিকার্যের নিমিত্ত ঈশ্বরের যে স্বরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তাঁহাকে অবতার বলে (চৈ. চ. ২।২০।২২৭)। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—শ্রীহরির অবতার অসংখ্য (ভাঃ ১।৩।২৩ ; চৈ. চ. ২।২০।৩০ শ্লোঃ)। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান—অংশাবতার, পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশ অবতার। **অংশাবতার**—যে ভগবৎ অবতারে ঐশ্বর্য, মাধুর্য, কৃপা, তেজঃ প্রভৃতি নানাবিধ গুণ বা শক্তির অল্প পরিমাণে অভিব্যক্তি হয় তাঁহাকে অংশাবতার বলে। স্বয়ং রূপ হইতে অভিন্ন হইলেও ইঁহাতে বিলাস শক্তির অপেক্ষাকৃত অল্প অভিব্যক্তি থাকে। কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী—এই তিন পুরুষ এবং মৎস্য কূর্মাদি অংশাবতার (চৈ. চ. ১।১।৩৩)। **পুরুষাবতার**—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা মহাবিষ্ণু অবতারী। তাঁহার তিনটি পুরুষ রূপ আছে। প্রথম রূপ মহত্তত্ত্বের স্রষ্টিকর্তা, প্রকৃতির বা সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী—কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণ, দ্বিতীয় রূপ ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্ন এবং তৃতীয় পুরুষ প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ (ল. ভা. মৃ., পূর্ব খণ্ড ২।৯ ; চৈ. চ. ২।২০।৩১ শ্লোঃ ; চৈ. চ. ২।২০।২১৩-২১৭)। **লীলাবতার**—বিবিধ বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ ও নিত্য নব নব উল্লাসতরঙ্গে তরঙ্গায়িত, ভগবানের স্বেচ্ছাধীন চেষ্টা ও কার্যাদিকে 'লীলা' কহে। এরূপ নানা লীলা উদ্‌যাপনের জন্য ভগবান্ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, রামচন্দ্র, প্রভৃতি রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। ইঁহারা লীলাবতার। শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতে মৎস্য, অশ্ব, কূর্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাম, পরশুরাম এবং বামন প্রভৃতি লীলাবতার (চৈ. চ. ২।২০।২১২-১৩ ; ২৫৪-৫৬ ; চৈ. চ. ২।২০।৪০ শ্লোঃ ; ভাঃ ১০।২।৪০)। জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রে দশজন অবতারের উল্লেখ আছে ; যথা—মীন, কূর্ম, শূকর, নরহরি (নৃসিংহ), বামন, ভৃগু (পরশুরাম), রাম, হলধর (বলরাম), বুদ্ধ ও কল্কি। জয়দেব ভাগবতের

অশ্ব ও হংসের উল্লেখ করেন নাই। চৈতন্য চরিতামৃত মতে কলিযুগে লীলাবতার নাই, এজন্য বিষ্ণুর অপর নাম **'ত্রিযুগ'**। তিনি কলিতে স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হন (চৈ. চ. ২।৬।৯৭-৯৮)। **গুণাবতার**—বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য রজঃ, সত্ত্ব ও তমো গুণের অধিষ্ঠাতৃরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের আবির্ভাব হয়; সেজন্য ইঁহাদিগকে গুণাবতার বলে (চৈ. চ. ২।২০।২৪৯)। **মন্বন্তরাবতার**—প্রতি মন্বন্তরে একজন অবতার হন, তাঁহাকে মন্বন্তরাবতার বলে। ১৪টি মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন। এই একদিনে ১৪ জন মন্বন্তরাবতার অবতীর্ণ হন। যথা—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অবতার যজ্ঞ, স্বারোচিষের বিভু, ঔত্তমের সত্যসেন, তামসের হরি, রৈবতের বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষের অজিত, বৈবস্বতের বামন, সাবর্ণির সার্বভৌম, দক্ষ সাবর্ণির ঋষভ, ব্রহ্ম সাবর্ণির বিশ্বক্ সেন, ধর্ম সাবর্ণির ধর্মসেতু, রুদ্র সাবর্ণির সুধাম, দেব সাবর্ণির যোগেশ্বর এবং ইন্দ্র সাবর্ণির অবতারের নাম বৃহদ্ভানু। বর্তমানে সপ্তম মন্বন্তর বৈবস্বত, সুতরাং বামন অবতারের কাল চলিয়াছে। ১০০ দিব্য বৎসর ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল। ব্রহ্মার জীবন মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস সময় মাত্র। মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের অন্ত নাই। সুতরাং মন্বন্তরাবতারও অনন্ত। মন্বন্তর দ্রঃ (চৈ. চ. ২।২০।২৬৯-৭৮)। **যুগাবতার**—প্রতি যুগের অবতারকে যুগাবতার বলে। যুগভেদে যুগাবতারের বর্ণভেদ হয়। "কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥" (ল. ভা. যুগাব—২৫)। অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগে যুগাবতারগণের বর্ণ সাধারণতঃ যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ। কিন্তু যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই দ্বাপরের শ্যামবর্ণ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হন এবং তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহা বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে ঘটিয়াছিল। তৎ পরবর্তী কলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন এবং কলিযুগের কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার মহাপ্রভুতেই প্রবিষ্ট হইয়া পীতবর্ণ ধারণ করেন। যথা—"শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত ক্রমে চারিবর্ণ। চারিবর্ণ ধরি কৃষ্ণ করায় যুগধর্ম॥" (চৈ. চ. ২।২০।২৮০)। সত্যযুগের ধর্ম ধ্যান বা তপস্যা, ত্রেতার যজ্ঞ, দ্বাপরের অর্চনা এবং কলির নামকীর্তন (ভাঃ ১২।৩।৫৫)। **শক্ত্যাবেশ অবতার**—যে সকল মহত্তম জীব জনার্দনের স্বীয় জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতির কলা বা অংশ দ্বারা আবিষ্ট হন, তাঁহাদিগকে **শক্ত্যাবেশ** বা **আবেশ অবতার** বলে। শক্ত্যাবেশ অবতার অসংখ্য। ইঁহারা দ্বিবিধ—মুখ্য ও গৌণ। যাঁহাতে সাক্ষাৎ শক্তির আবেশ, তাঁহাকে মুখ্য শক্ত্যাবেশ অবতার বলে। যেমনঃ সনকাদিতে জ্ঞানশক্তি, নারদে

ভক্তি শক্তি, ব্রহ্মায় সৃষ্টি শক্তি, অনন্তে ভূধারণ শক্তি, শেষে কৃষ্ণ সেবা শক্তি, পৃথুতে পালন শক্তি এবং পরশুরামের দুষ্ট বিনাশ শক্তির আবেশ। ইহারা মুখ্য শক্ত্যাবেশ অবতার। আর যাঁহাতে শক্তির আভাসের আবেশ হয়, তাঁহাকে গৌণ **শক্ত্যাবেশ অবতার** বা **বিভূতি** বলে (ল. ভ. মৃ., পূর্বখণ্ড ১।১৮; চৈ. চ. ১।১।৩৩-৩৪,—২।২০।৩০৪-১০ ; গী. ১০।৪১-৪২)।

অবতরি—অবতরণ করিয়া (চৈ. চ. ১।৪।৩১)। **অবতারী**—অবতার কর্তা (চৈ. চ. ১।৫।৬৭)। **অবতারি**—অবতীর্ণ করাইয়া (চৈ. চ. ১।৪।২২৬)।

অবধান—দৃষ্টি (চৈ. চ. ১।৫।৫৭) ; মনোযোগ (চৈ. চ. ২।১৫।২৪৬)।

অবধি—শেষ সীমা ; চরম উৎকর্ষ (চৈ. চ. ১।৪।৪৩)। অধিগম দ্রঃ।

অবধূত—১. সর্ব সংস্কার মুক্ত সন্ন্যাসী ; সন্ন্যাসাশ্রমী (শব্দ কল্পদ্রুম)। অবধূত চারি প্রকার—ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, কুলাবধূত ও বীরাবধূত। সর্বশ্রেষ্ঠ অবধূতকে পরমহংস বলে (চৈ. চ. ২।৩।৮২); ২. পাগল, বিক্ষিপ্ত (চৈ. চ. ২।২১।১৩)।

অবন্তী—বর্তমান উজ্জয়িনী। সিপ্রাতীরে অবস্থিত। মালব দেশের ও ঐ দেশের রাজধানীর নাম। কৃষ্ণ বলরামের অধ্যাপক সান্দীপন মুনির বাসস্থান।

অবসর—সুযোগ (চৈ. চ. ৩।৩।১৬); অবকাশ (চৈ. চ. ২।১৫।৮১)।

অবসাদ—দ্বিধা (চৈ. চ. ১।৭।৬১); অবসন্নতা (চৈ. চ. ২।২।৩২)।

অবস্থা—দুরবস্থা ; কষ্ট (চৈ. চ. ২।২৪।১৭১)।

অবহি—প্রা. এক্ষণই (চৈ. চ. ২।১৮।১৬০)।

অবহিথা—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

অবিদ্যা—ত্রিগুণাত্মিকা মায়া ; মায়াজনিত অজ্ঞান (চৈ. চ. ২।২৪।৪৬)। পাতঞ্জলে অবিদ্যার পঞ্চপর্ব এই প্রকারে উক্ত হইয়াছে ; যথা—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ।

অবিস্পষ্ট বিধেয়াংশ—কোন বাক্যে বিধেয়াংশ প্রাধান্যরূপে বর্ণিত না হইলে তাহাকে অলঙ্কার শাস্ত্রে অবিস্পষ্ট বিধেয়াংশ দোষ বলে (চৈ. চ. ১।২।৭৩ ; ১।১৬।৫২)। অনুবাদ দ্রঃ।

অব্যয়—ব্যয়হীন, ক্ষয়শূন্য (গীঃ ২।২১); বেদমূল, অক্ষয় ফলবান ; অবিনাশী (গীঃ ৪।১)।

অব্যক্ত—ইন্দ্রিয়ের অগোচর (গীঃ ৮।২১); প্রজাপতির নিদ্রাবস্থা—শঙ্কর (গীঃ ৮।১৮); প্রপঞ্চাতীত—শ্রীধর ; অপ্রকাশ—শঙ্কর (গীঃ ৭।২৪); উৎপত্তি-বিনাশরহিত (ভাঃ ৩।২৬।১০)।

অভব—মোক্ষ (চৈ. চ. ২।৯।২৫ শ্লোঃ) প্রলয়, বিনাশ, জন্ম রহিত।

অভাগিয়া—প্রা. হতভাগা (চৈ. চ. ২।৮।২১৩)।

অভিক্রম নাশ—আরম্ভের নাশ (গীঃ ২।৪০)।

অভিচার—অন্যের অনিষ্ট বা নিজের ইষ্ট সাধনের জন্য তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া বিশেষ।

অভিজল্প—চিত্রজল্প দ্রঃ।

অভিধা—১. শব্দের যে শক্তি দ্বারা তাহার প্রধান অর্থের বোধ হয় তাহাকে অভিধা বলে; শব্দের অর্থবোধক শক্তি (চৈ. চ. ১।৭।১০৩, ১২৪ ;—২।৬।১২৬)। ২. নাম, সংজ্ঞা, উপাধি। **অভিধাবৃত্তি**—মুখ্যাবৃত্তি। **অভিধান**—শব্দকোষ।

অভিধেয়—কর্তব্য, নামধারী, বাচ্য। **অভিধেয় তত্ত্ব**—অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির উপায়। ব্রহ্মবস্তু লাভের উপায় বা উপাসনা পদ্ধতি চারিটি ; যথা—কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি। ইহাদের মধ্যে সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য উপায় নির্ণয়ে পাঁচটি বিধি শাস্ত্রে আছে। যথা—১. **অন্বয় বিধি**—অর্থাৎ উপায়টি সম্বন্ধে শাস্ত্র-নির্দেশ আছে কি-না ; ২. **ব্যতিরেক বিধি**—অর্থাৎ ইহা ব্যতিরেকে হয় না এরূপ কি-না ; ৩. **অন্য নিরপেক্ষ বিধি**—অর্থাৎ অন্য উপায়ের সাহচর্য প্রয়োজন কি-না ; **সার্বত্রিকতা**—অর্থাৎ সর্বত্র প্রযোজ্য কি-না ; এবং ৫. **সদা তনত্ব**—অর্থাৎ সব সময়ে প্রযোজ্য কি-না। কর্ম মার্গের অভিধেয়ত্ব নাই, কারণ কর্মদ্বারা স্বর্গাদি লাভ করিলে পুণ্যক্ষয়ে আবার মর্তে আগমন করিতে হয়। যথা—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি' —(গী. ৯।২১) ; 'প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা'—(মুণ্ডক ১।২।৭)। যোগমার্গ ও জ্ঞানমার্গ অভিধেয় হইলেও শ্রেষ্ঠ অভিধেয় নহে। কারণ এইসব মার্গ ভক্তির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ভক্তিই শ্রেষ্ঠ অভিধেয় (চৈ. চ. ১।৭।১৩৫, ২।২০।১০৯-১০, ২।২২।৩-৪)।
বেদ শাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন। কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্ত্যের সাধন ॥ অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন। (চৈ. চ. ২।২০।১০৯-১০)। অর্থাৎ বেদে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সম্বন্ধ—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, অভিধেয়—সাধন ভক্তি এবং প্রয়োজন প্রেম।

অভিমান—১. দম্ভ, অহঙ্কার ; ২. 'বহু রমণীয় বস্তু থাকিলেও ইহাই আমার চাই'—এরূপ নিশ্চয়করণকে অভিমান বলে। মমতাময় বস্তুতে অনন্য মমতাময় সম্বন্ধ।

অভিরাম—সুন্দর, রমণীয় (চৈ. চ. ২।২।২৪)।

অভিরাম ঠাকুর—রামদাস অভিরাম দ্রঃ।

অভিলাষ—১. প্রিয়জনের সঙ্গলাভার্থ ব্যবসায় (চৈ. চ. ২।১৪।১৭১); ২. ইচ্ছা, বাঞ্ছা, স্পৃহা।

অভিসার—মিলনাভিলাষে নায়ক নায়িকার সঙ্কেত স্থানে গমন। **অভিসারিকা**—প্রণয়ীর জন্য সঙ্কেত স্থানে গমনকারিণী নারী (উ. নী.—নায়িকা ভেদ—৩৯.)।

অভ্যঙ্গ মর্দন—তৈলাদি দ্বারা অঙ্গমর্দন।

অভ্যাস যোগ—সকল বিষয় হইতে চিত্তকে সমাহৃত করিয়া কোন দেবতার মানস মূর্তি বা প্রতিমাদির আলম্বনে পুনঃ পুনঃ উহাতে চিত্ত নিবেশ করার নাম অভ্যাস যোগ। চিত্তবৃত্তি নিরোধের সাধনা (গী. ১২।৯)।

অমর্ষ—১. অসহিষ্ণুতা, ক্রোধ; ২. ক্রোধী, ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

অমূর্ত—১. নিরাকার; ২. ভগবৎ শক্তি সমূহের দুইরূপে স্থিতি। শক্তিরূপে **অমূর্ত** এবং শক্তির অধিষ্ঠাত্রী রূপে **মূর্ত**। (চৈ. চ. ১।৪।৫২, ৫৫)।

অমেধ্য—অপবিত্র (চৈ. চ. ২।৯।৪৯)।

অমোঘ—১. অব্যর্থ; সার্থক; ২. সার্বভৌম ভট্টাচার্যের জামাতা; কন্যা ষাঠীর বর। ইনি ভোজন কালে মহাপ্রভুর নিন্দা করায় সার্বভৌম কর্তৃক গৃহ হইতে বিতাড়িত হন। পরে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলে মহাপ্রভুর কৃপায় রক্ষা পান এবং কৃষ্ণ প্রেম লাভ করিয়া মহাপ্রভুর ভক্ত মধ্যে গণ্য হন (চৈ. চ. ২।১৫।২৪২-৯০)।

অমৃত লিঙ্গশিব—কাবেরী তীরের বিগ্রহ বিশেষ। শ্রীচৈতন্য এই বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।৯।৭০)।

অম্বরস—প্রা. আপোষ (চৈ. চ. ৩।৬।৩৩)।

অম্বুরুহ—পদ্ম (ভাঃ ১০।৩১।১৯; চৈ চ. ১।৪।২৬ শ্লোঃ)।

অম্বুয়া মুলুক—বর্ধমান জেলার কালনার সংলগ্ন গ্রাম অম্বিকা। বর্তমান প্যারীগঞ্জ। এখানে নকুল ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট ছিল (চৈ. চ. ৩।২।১৫)।

অম্বু লিঙ্গ ঘাট—২৪ পরগনার ছত্রভোগে গঙ্গার ঘাট। এখন গঙ্গা বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন।

অর্চ্চি, অর্চি—অগ্নিশিখা (ভাঃ ১১।১৪।১৯; চৈ. চ. ২।১৪।১৮ শ্লোঃ)।

অর্থ—১. ধন, সম্পত্তি; ২. প্রয়োজন, হেতু; ৩. দ্বিতীয় পুরুষার্থ, কাম্য বা প্রয়োজনীয় বস্তু। **অর্থবাদ**—অতিরঞ্জিত প্রশংসা বাক্য (চৈ. চ. ১।১৭।৬৮)। **অর্থালঙ্কার**—অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যবহৃত উপমা, বিরোধাভাস, অনুমান প্রভৃতি।

অর্থার্থী—আর্ত দ্রঃ।

অর্ধকুক্কুটী ন্যায়—কুক্কুটীর পশ্চাদ্ভাগ ডিম্ব প্রসব করে বলিয়া পূর্বার্ধ কাটিয়া আহার করিয়া পশ্চাদ্ভাগ রাখিয়া দিলে সেই পশ্চাদ্ভাগ আর ডিম্ব প্রসব করে না। উভয়ই নষ্ট হয়। "কোন একটা প্রমাণের সমগ্র অংশ গ্রহণ ব্যতীত যেখানে কোন সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না, সেস্থানে এক অংশ বাদ দিয়া অপর অংশ গ্রহণ করিলে তাহাকে 'অর্ধকুক্কুটী ন্যায়' বলে। ইহার দ্বারা কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না।" (ডঃ নাথের টীকা, চৈ. চ. ১।৫।১৫৪).

অর্ধরথ—মহারথ দ্রঃ।

অর্পিল—অর্পণ করিল (চৈ. চ. ২।৪।৬৪)

অর্ভক—বালক (ভাঃ ১০।৩৯।১৯; চৈ. চ. ৩।১৯।৩ শ্লোঃ)।

অয়ন—আশ্রয় (চৈ. চ. ১।২।২৯)।

অলঙ্কার—১. ধাতু নির্মিত ভূষণ; ২. কাব্য শাস্ত্রে শব্দার্থের শোভাবিধায়ক রসের উপকারক অনুপ্রাস উপমাদি; ৩. নায়িকাদের যৌবন কালে কান্তের প্রতি অভিনিবেশ বশতঃ সত্ত্বগুণ জনিত ভাব বিকার, (চৈ. চ. ২।৮।১৩৫-১৩৬, ২।২৪।১৬৩-৬৪)। ইহা বিংশতি প্রকার, অঙ্গজ, অযত্নজ ও স্বভাবজ ভেদে ত্রিবিধ। **অঙ্গজ**—অলঙ্কার তিনটি, যথা—হাব, ভাব, হেলা। **অযত্নজ** অলঙ্কার সাতটি, যথা—শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য ও ধৈর্য্য। **স্বভাবজ** অলঙ্কার দশটি, যথা—লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টামিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত।

ভাব—শৃঙ্গার রসে নির্বিকার চিত্তে রতি নামক স্থায়ী ভাবের প্রাদুর্ভাবে চিত্তের প্রথম বিকার।

হাব—নায়িকার গ্রীবার বক্রতা, ভ্রূ নেত্রাদির বিকাশ, 'ভাব' অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক প্রকাশ পাইলে তাহাকে 'হাব' বলে।

হেলা—যে অবস্থায় নায়িকার হাবের বিকাশ স্পষ্ট রূপে শৃঙ্গার সূচক হয়, তাহাকে 'হেলা' বলে।

শোভা—রূপ ও ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের বিভূষণ।

কান্তি—কন্দর্পের তৃপ্তি জনিত উজ্জ্বল শোভার নাম 'কান্তি'।

দীপ্তি—বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদি দ্বারা 'কান্তি' অতিশয় প্রকাশ পাইলে তাহাকে 'দীপ্তি' বলে।

মাধুর্য—সর্বাবস্থায় চেষ্টার মনোহারিত্বের নাম 'মাধুর্য'।

প্রগল্‌ভতা—সম্ভোগ বিষয়ে নিঃশঙ্কত্ব।

ঔদার্য—সর্বাবস্থায় বিনয় প্রদর্শন।

ধৈর্য—উন্নত অবস্থায় চিত্তের স্থিরতা।

লীলা—রমণীয় বেশ ও ক্রিয়া দ্বারা প্রিয়ের অনুকরণ।

বিলাস—প্রিয় সঙ্গে হঠাৎ মিলনে নায়িকার গতি, স্থান ও আসন, এবং মুখ ও নেত্রাদির ভঙ্গী ও ক্রিয়াদির তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য।

(চৈ. চ. ২।১৪।৮-৯ শ্লোঃ)

বিচ্ছিত্তি—যে বেশ রচনা অল্প হইয়াও দেহ কান্তির পুষ্টি সাধক।

বিভ্রম—বল্লভ সমীপে অভিসার কালে প্রবল মদনাবেগবশতঃ হারমাল্য, ভূষণ প্রভৃতির স্থান বিপর্যয়।

কিল কিঞ্চিত—হর্ষ হেতু গর্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষৎ হাস্য, অসূয়া, ভয়, ক্রোধ এই সাত ভাবের যুগপৎ প্রাকট্য (চৈ. চ. ২।১৪।৬-৭ শ্লোঃ)।

মোট্টায়িত—কান্তের স্মরণে ও বার্তাদি শ্রবণে স্থায়ী রতির ভাবনা বশতঃ হৃদয়ে অভিলাষের প্রাকট্য।

কুট্টমিত—নায়ক নায়িকার বক্ষ অধরাদি স্পর্শ করিলে নায়িকার হৃদয়ে আনন্দ হইলেও সম্ভ্রম বশতঃ বাহিরে ব্যথিতবৎ ক্রোধ প্রকাশ (চৈ. চ. ২।১৪।১২ শ্লোঃ)।

বিব্বোক—গর্ব বা মানবশতঃ কান্তের প্রতি বা কান্তদত্ত দ্রব্যের প্রতি অনাদর।

ললিত—অঙ্গ সকলের বিন্যাস ভঙ্গী, সৌকুমার্য ও ভ্রূবিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশক ভাব বিশেষ (চৈ. চ. ২।১৪।১০-১১ শ্লোঃ)। **বিকৃত**—লজ্জা, মান, ঈর্ষ্যাদি বশতঃ যে স্থলে বিবক্ষিত বিষয় প্রকাশিত হয় না, কিন্তু যাহা চেষ্টা দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহাকে বিকৃত বলে। (উ. নী. অনুভাব প্রকরণ, ৫৭-৭৯)।

অলম্পট—অনাসক্ত (চৈ. চ. ১।১৩।১১৬)।

অলস—আগ্রহের অভাব (চৈ. চ. ১।২।৯৯)।

অলাত—জ্বলন্ত কাষ্ঠ (চৈ. চ. ২।১৩।৭৭)।

অশ্রু—সাত্ত্বিক ভাব দ্রঃ।

অষ্ট ধাতু—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, দস্তা, পারদ, সীসা ও রাং।

অষ্ট নায়িকা—(রসশাস্ত্রে) অভিসারিকা, বাসক সজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, স্বাধীনভর্তৃকা ও প্রোষিতভর্তৃকা।

অষ্ট বর্গ—ষড়্‌বর্গ দ্রঃ।

অষ্ট বসু—গঙ্গা হইতে উৎপন্ন অষ্ট গণদেবতা, যথা—আপ, ধ্রুব, সোম, ধর (বিষ্ণু), অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস—বহ্নিপুরাণ। "ভগবান্ বসূনাং পাবকঃ"—(গী. ১০।২৩)।

অষ্টম মনু—সাবর্ণি।

অষ্ট সখী—ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকবল্লিকা, তুঙ্গভদ্রা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী। ইহারা শ্রীরাধিকার অষ্ট সখী।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম—বাহুযুগল, চরণযুগল, জানুযুগল, বক্ষঃ, শিরোদেশ, দৃষ্টি, মন ও বচন—এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা প্রণতি।

অষ্টাদশ পুরাণ—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড, নারদীয়, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম ও ব্রহ্মাণ্ড।

অষ্টাদশ সিদ্ধি—১. অনিমা (শিলার মধ্যেও প্রবেশযোগ্য ক্ষুদ্রতা); ২. লঘিমা (দেহকে হাল্‌কাকরণ, ইহাতে সূর্যরশ্মি ধরিয়াও উপরে আরোহণ করা যায়); ৩. মহিমা (দেহকে পর্বতের মত বৃহৎকরণ); ৪. প্রাপ্তি (যাহাতে অঙ্গুলি দ্বারাও চন্দ্রকে স্পর্শ করা যায়); ৫. প্রাকাম্য (শ্রুত, দৃষ্ট ও দর্শনযোগ্য বিষয়ে ভোগ ও দর্শনের সামর্থ্য); ৬. ঈশিতা (অন্য জীবে নিজের শক্তি সঞ্চার); ৭. বশিতা (ভোগ বিষয়ে সঙ্গহীনতা); ৮. কামাবশায়িতা (ইচ্ছার চরম সীমায় গমন); ৯. ক্ষুৎ পিপাসাদি রাহিত্য; ১০. দূর শ্রবণ; ১১. দূর দর্শন; ১২. মনোজব (মনের মত দ্রুত গতিতে দেহকে চালনা); ১৩. কামরূপতা (অভিলষিত রূপ ধারণ); ১৪. পরকায় প্রবেশ (পরের শরীরে নিজের সূক্ষ্ম দেহকে প্রবেশ করানো); ১৫. ইচ্ছা মৃত্যু; ১৬. দেবক্রীড়া প্রাপ্তি (দেবতাদের ন্যায় অপ্‌সরাদের সহিত ক্রীড়া); ১৭. সঙ্কল্পানুরূপ সিদ্ধি (সঙ্কল্পিত বিষয় প্রাপ্তি); ১৮. অপ্রতিহতাজ্ঞতা (আজ্ঞা বা গতি সকল সময়েই অপ্রতিহত রাখা)।—ইহার প্রথম আটটি ভগবদাশ্রিত, পরের দশটি সত্ত্বগুণের কার্য। অনিমা, লঘিমা ও মহিমা—দেহের সিদ্ধি।

অষ্টদশাক্ষর মন্ত্র—শ্রীগোপীজন বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মধুর ভাবাত্মক উপাসনার আঠার অক্ষরযুক্ত মন্ত্ররাজ।

অষ্টাপদ—স্বর্ণ (বি. মা. ১৬০)।

অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, স্বভাব, সূত্র, মহৎ, অহঙ্কার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত।

অসমোর্দ্ধ প্রেম—যে প্রেমের সমকক্ষ বা উর্দ্ধে আর কিছু নাই (চৈ. চ. ১।৪।১৯৭)।

অসৎ সঙ্গ—যাহা সৎ নয়, তাহার সঙ্গ (সন্‌জ্‌ ধাতু হইতে সঙ্গ শব্দ নিষ্পন্ন, সন্‌জ্‌ অর্থ সাহচর্য, আসক্তি), অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর সাহচর্য, বা অন্য

বস্তুতে আসক্তিই অসৎ সঙ্গ। কিম্বা সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কার্যাদির অনুষ্ঠান বা অন্য কার্যাদিতে আসক্তিকেও বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রে অসৎ সঙ্গ বলে। সৎ-সঙ্গ—সতের সাহচর্য বা সতে আসক্তি। অস্ ধাতু হইতে সৎ শব্দ নিষ্পন্ন। অস্ ধাতু অস্ত্যর্থে। সুতরাং যিনি অনাদি কাল হইতে ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন, তাঁহার সাহচর্য বা তাঁহাতে আসক্তিই সৎ সঙ্গ। অতএব বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রমতে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ মনন ইত্যাদিই সৎ সঙ্গ।

অস্তেয়—মনে মনেও পরদ্রব্য অগ্রহণ (ভাঃ ১১।১৯।৩৩)।

অহিবল্লিকাসুদলবীটিকা—অহিবল্লিকা অর্থাৎ পানের লতা, তাহার সুদল (সুন্দর পত্র) নির্মিত বীটিকা (খিলি); পানের খিলি (গো. লী. মৃ. ৮।৮; চৈ. চ. ৩।১৬।১০ শ্লোঃ)।

অহৈতুকী ভক্তি—ভুক্তি (ঐহিক ও পারত্রিক সুখ শান্তি, পঞ্চবিধ মুক্তি এবং অষ্টাদশ সিদ্ধি)—কামনা যে ভক্তির প্রবর্তক নহে, শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি কামনাই যে ভক্তির প্রবর্তক, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি। শুদ্ধাভক্তি। (চৈ. চ. ২।২৪।২ শ্লোঃ, ২।২৪।২০-২২)।

অহোবত—আহা (গী. ১।৪৫)।

অহোবল নৃসিংহ—দক্ষিণাত্যে কর্ন্ল জেলায় অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনৃসিংহ বিগ্রহ (চৈ. চ. ২।১।৯৭, ২।৯।১৪)।

আ

আই—প্রাঃ মাতা (চৈ. চ. ২।৩।১৪২); যুঁই ফুল (চৈ. চ. ২।১৪।৬৩)।

আইটোটা—যুঁই ফুলের বাগান; রমণীয় উদ্যান। (চৈ. চ. ২।১৪।৬৩, ৮৯; ৩।১।৫৭)।

আউটে—প্রা. জ্বাল দেয় (চৈ. চ. ২।১৪।২০১)।

আউল—প্রা. আকুলতা (চৈ. চ. ৩।১৯।২০)।

আউলায়—প্রা. এলাইয়া পড়ে (চৈ. চ. ১।৮।২০); বিশৃঙ্খল হইয়া যায় (চৈ. চ. ৩।১৭।৪৩)।

আঁখরিয়া—প্রা. পুঁথি লেখক (চৈ. চ. ১।১০।৬৩)।

আগম—মন্ত্র বিধি শাস্ত্র; বৃহদ্ গৌতমীয়, ক্রমদীপিকা এবং নারদ পঞ্চ রাত্রাদি শাস্ত্র; বেদাদি শাস্ত্র; তন্ত্র শাস্ত্র। **আগমাপায়িন**—উৎপত্তি ও বিনাশশীল (গী. ২।১৪)।

আগল—প্রা. অগ্রগণ্য (চৈ. চ. ১।৬।৪৪)।

আগে—প্রা. পূর্বে (চৈ. চ. ১।১৪।৩০) ; পরে, ভবিষ্যতে (চৈ. চ. ২।১।৬৯) ; অগ্রে, সম্মুখে (চৈ. চ. ১।৫।১৮৭) ; অগ্রে, তুলনায় (চৈ. চ. ১।৭।৯৩)। **আগেত**—পরে, পরবর্তী কালে (চৈ. চ. ৩।৩।১৩৬)। **আগে হৈলা**—অগ্রসর হইলেন (চৈ. চ. ৩।৪।১৮)।

আগুবাড়ি—প্রা. অগ্রসর করিয়া (চৈ. চ. ২।১৬।৪০)।

আঙ্গটিয়া-পাত—প্রা. অখণ্ড কলাপাতা (চৈ. চ. ২।৩।৪০)।

আঙ্গিনা—প্রা. অঙ্গন, উঠান (চৈ. চ. ৩।১২।১১৮)।

আঙ্গিরস—দেবগুরু বৃহস্পতি।

আচম্বিতে—প্রা. হঠাৎ (চৈ. চ. ৩।১।৪২)।

আচরি—প্রা. আচরণ করিয়া (চৈ. চ. ১।৪।৩৭)। **আচরিয়ে**—আচরণ করি (চৈ. চ. ২।৯।২৪৮)।

আঁচল—প্রা. কাপড়ের শেষ প্রান্ত (চৈ. চ. ৩।৯।৩৮)।

আচার্য নিধি—শ্রীচৈতন্যের বিশেষ ভক্ত। প্রতি বৎসর রথ যাত্রা উপলক্ষে প্রভুকে দর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেন এবং গুণ্ডিচা মার্জনাদিতে যোগ দিতেন (চৈ. চ. ২।১০।৮০, ৩।১০।৩)।

আচার্য রত্ন—চন্দ্রশেখর আচার্য। শ্রীচৈতন্য শখা। আদি নিবাস শ্রীহট্টে। বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর এক কন্যা—শচীমাতার ভগিনীকে বিবাহ করেন। জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পর ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। ইনি কাটোয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ সময়ে অভিভাবকত্ব করেন। পরে মহাপ্রভুর ভক্ত হন। প্রতি বৎসর ইঁহাকে দর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেন। গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে পদ্ম-শঙ্খ-আদি নবনিধির একতম (চৈ. চ. ১।১৩।৫৩ ; ২।১০।৮০)।

আছয়—প্রা. আছে (চৈ. চ. ২।৮।৬৪)। **আছয়ে**—আছে (চৈ. চ. ১।১৬।৭৮)।

আছাড়—প্রা. হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া যাওয়া (চৈ. চ. ২।৩।১৬০)।

আছুক—প্রা. থাকুক (চৈ. চ. ১।৬।৯৩)।

আঁছো—প্রা. আছি (চৈ. চ. ২।১৫।৫৩)।

আজল্প—চিত্রজল্প দ্রঃ।

আজা—প্রা. মাতামহ (চৈ. চ. ৩।৬।১৯৩)।

আজাড়—প্রা. খালি (চৈ. চ. ৩।১০।৫৪)।

আন্ধুক—প্রা. অন্ধকার।

আজ্য—ঘৃত।

আটোপ—প্রা. হুঙ্কার গর্জন উল্লম্ফনাদি।

আঠার নালা—শ্রীক্ষেত্রের একটি ক্ষুদ্র নদী। ইহার উপরে পুরীর নিকটে একটি সেতুতে আঠারটি খিলান আছে। এজন্য ইহার নাম আঠার নালা। এই সেতু পার হইয়া পুরীতে প্রবেশ করিতে হয়।

আঁঠিয়া কলা—প্রা. বীচিকলা (চৈ. চ. ২৷৩৷৪০)।

আড়ানী—প্রা. বড় পাতা (চৈ. চ. ২৷১৫৷১২২)।

আড়ে—আড়ালে (চৈ. চ. ৩৷১৬৷৩৮), তীরে, ঘাটে (চৈ. চ. ৩৷১৪৷১১০)।

আড়েল গ্রাম—প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমের নিকটে যমুনার অপর তীরের একটি গ্রাম। ইহাতে বল্লভ ভট্ট বাস করিতেন। তিনি প্রয়াগ হইতে প্রভুকে এই গ্রামে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২৷১৯৷৫৭,৭৬)।

আততত—সর্ব ব্যাপক (ভাঃ ১০৷৩১৷৯)।

আততায়ী—"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ" ॥ অর্থাৎ গৃহদাহক, বিষদাতা, ভূমি, স্ত্রী বা ধন অপহারক, শস্ত্রপাণি—আততায়ী (গীঃ ১৷৩৬)।

আত্মবিদ্যা—সংবিৎ (জ্ঞান) শক্তির অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করিলে, বিশুদ্ধ সত্ত্বকে আত্মবিদ্যা বলে। আত্মবিদ্যার বৃত্তি দুইটি,—জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রবর্তক। ইহা দ্বারা উপাসকের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। অধ্যাত্ম বিদ্যা; পরমার্থ বিদ্যা; ব্রহ্ম বিদ্যা।

আত্মধর্ম—যে সমস্ত ধর্মের সহিত জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্যের সম্বন্ধ আছে অথবা যে সমস্ত ধর্ম জীব স্বরূপের অনুরূপ, তাহা আত্মধর্ম। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণ দাস। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সেবা জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য।

আত্মসাথ—নিজত্বে অঙ্গীকার; স্বকীয়ত্ব রূপে গ্রহণ (চৈ. চ. ১৷১৷২)।

আত্মা—ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি ও স্বভাব—(বিশ্বপ্রকাশ; চৈ. চ. ২৷১৪৷৯)। **আত্মারাম**—আত্মাতে রমণ করেন যিনি (ভাঃ ১৷৭৷১০)। **আত্মরতি**—পরমাত্মাতে প্রীত। **আত্মতৃপ্ত**—পরমাত্মাতে তৃপ্ত (গী. ৩৷১৭)।

আদি কেশব—দাক্ষিণাত্যে পয়োস্বিনী নদী তীরে অবস্থিত বিগ্রহবিশেষ (চৈ. চ. ২৷৯৷২১৭)।

আদি চতুর্ব্যূহ—দ্বারকার বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; ইহারা অনন্ত চতুর্ব্যূহের মূল (চৈ. চ. ২৷২০৷১৫৮)।

আদিদেব—সর্ব প্রথম অবতার। ঈশ্বরের যে সমস্ত স্বরূপ সৃষ্টিকার্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সর্বপ্রথম সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, এজন্য ইঁহাকে আদিদেব বলে।

আদিবশ্যা—প্রা. স্নেহ সূচক গালি (চৈ. চ. ৩।১০।১১৩)।

আদৌ—প্রথমে। (চৈ. চ. ৩।৫।৯৭)।

আধারশক্তি—বিশুদ্ধ সত্ত্বে যখন সন্ধিনী শক্তির (সত্ত্বাবিষয়ক শক্তির) অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে আধার শক্তি বলে।

আধিদৈবিক—অধিদেব+ইক্ নিবারণার্থে। দৈবজাত; অতিবাত, অতি-বৃষ্টি, বজ্রপাত প্রভৃতি দৈব উৎপাতজনিত (বিপদ, দুঃখ)। ত্রিতাপ দ্রঃ।

আধিভৌতিক—অধিভূত+ইক্ জাতার্থে। প্রাণী হইতে সংঘটিত, জন্তু হইতে উৎপন্ন, ভূতাধীন; (সাংখ্যমতে) জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্বিধ জীবজাত (বিপদ, দুঃখ)। ত্রিতাপ দ্রঃ।

আধ্যাত্মিক—অধ্যাত্ম+ইক্ ভাবার্থে, সম্বন্ধার্থে। আত্ম সংক্রান্ত, আত্মা হইতে জাত (বিপদ, দুঃখ)। ব্রহ্মবিষয়ক, ঈশ্বরসংক্রান্ত। ত্রিতাপ দ্রঃ।

আন—প্রা. অন্য (চৈ. চ. ১।১।৩৮); অন্যথা (চৈ. চ. ১।৫।২০১)। **আনের**—অন্যের (চৈ. চ. ৩।২০।১৯)।

আনন—১. প্রা. আনয়ন করা (চৈ. চ. ৩।১৮।৬৯); ২. বদন, মুখ।

আনহ—লইয়া আস (চৈ. চ. ৩।২।১০২)।

আবরণ—১. পাহারা (চৈ. চ. ২।১৬।২৪২); ২. বেড়া বা প্রাচীর (চৈ. চ. ২।১৯।১৩৯); ৩. আচ্ছাদন।

আবর্ত্ত—ঘূর্ণীপাক (চৈ. চ. ২।২৫।২৩১)।

আবির্ভাব—১. প্রকাশ, উদয়; ২. যানাদির সাহায্য ব্যতীত, কোন লৌকিক উপায়ে না গিয়া অন্য কোন স্থানে আত্মপ্রকাশ (চৈ. চ. ৩।২।৩)।

আবেগ—উৎকণ্ঠা। ব্যাভিচারী ভাব দ্রঃ।

আবেশ—অধিষ্ঠান, ভর। **আবেশ অবতার**—জনার্দনের স্বীয় জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতির অংশ দ্বারা আবিষ্ট মহত্তম জীব। শক্ত্যাবেশ অবতার দ্রঃ। (চৈ. চ. ১।১।৩১-৩৪)। 'যত্রৈকৈক শক্তি সঞ্চার মাত্রং স আবেশঃ; যথা—ব্যাসাদয়ঃ'—চক্রবর্তী। যাঁহাতে এক একটি মাত্র শক্তির সঞ্চার হয় তাঁহাকে আবেশ কহে, যেমন—ব্যাসাদি।

আভাস—অভিপ্রায়; উপক্রমণিকা (চৈ. চ. ১।৪।৩)।

আমুখ—নাটকের প্রস্তাবনা (চৈ. চ. ৩।১।১১৮)। **আমুখ বীথী**—নাটকের ভারতী বৃত্তির বীথী নামক অঙ্গ। অঙ্গ দ্রঃ (চৈ. চ. ৩।১।১৩৬)।

আয়াম—দৈর্ঘ্য (চৈ. চ. ১।৫।৮১)।

আরাৎ—নিকটে (চৈ. চ. ২।১৩।৯ শ্লোঃ)।

আরাম—১. বাগান ; উপবন (চৈ. চ. ১।৫।১০৬, ২।১৩।১৯৬) ; ২. আনন্দ, সুখ ; ৩. আরোগ্য।

আরিট গ্রাম—অরিষ্ট গ্রাম ; মথুরা মণ্ডলের অন্তর্গত গোবর্ধনে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুর বধ লীলা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড এই গ্রামে অবস্থিত (চৈ. চ. ২।১৮।২-৩)।

আরিন্দা—প্রা. খাজানার টাকা বহনকারী (চৈ. চ. ৩।৩।১৭৮)।

আরোপণ—রোপণ (চৈ. চ. ২।১৯।১৩৪)।

আর্ত—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারি প্রকার সুকৃতীলোক ভগবান্‌কে ভজনা করেন (গীঃ ৭।১৬)। **আর্ত**—রোগাদি দ্বারা অভিভূত বা ভয়ে ভীত ব্যক্তি। **অর্থার্থী**—ধনকামী, অর্থলিপ্সু, সিদ্ধিকামী। **জিজ্ঞাসু**—আত্মজ্ঞানেচ্ছু, ভগবৎ তত্ত্ব জ্ঞানে ইচ্ছুক। জিজ্ঞাসু অবস্থা ভেদে আর্ত ও অর্থার্থী হইতে পারেন। যেমন ভগবদ্ বিরহে আর্ত, ভগবৎ কৃপা অভিলাষে অর্থার্থী। **জ্ঞানী**—আত্মবিৎ, ভগবৎ তত্ত্ববিৎ। জ্ঞানী সর্বত্র ভগবানের রূপ দর্শন করেন। ইনি নিষ্কাম। আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী সকাম। কিন্তু যখন আর্ত প্রেমের দৃষ্টিতে, জিজ্ঞাসু জ্ঞানের দৃষ্টিতে আর অর্থার্থী সকলের কল্যাণ দৃষ্টিতে সমগ্র ক্রিয়া দর্শন করেন, তখন তাঁহারা নিষ্কাম।

আর্য—পূজনীয় (চৈ. চ. ১।৬।১০৪)। **আর্যপথ**—সৎপথ (চৈ. চ. ১।৪।১৪৪)।

আলবাটী—প্রা. পিকদানী (চৈ. চ. ৩।১৬।১২৩)।

আলম্বন—১. আশ্রয় ; ২. আধার ; ৩. গতি ; ৪. রত্যাদির যোগ্য (উদ্দীপন, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবেরও) বিষয় রূপে শ্রীকৃষ্ণকে এবং আশ্রয় রূপে ভক্তগণকে 'আলম্বন' বলে। যাহার উদ্দেশ্যে রতি প্রবৃত্ত হয় তাহাকে **'বিষয়'** এবং রতির আধারকে **'আশ্রয়'** বলে। বিভাব দ্রঃ।

আলস্য—জড়তা। ব্যাভিচারী ভাব দ্রঃ।

আলাত, অলাত—জলন্ত অঙ্গার।

আলালনাথ—পুরী হইতে ১৪।১৫ মাইল দূরে। শ্রীজগন্নাথের অনবসরে মহাপ্রভু আলালনাথে গিয়া থাকিতেন। সেখানকার বিগ্রহের নামও আলালনাথ। (চৈ. চ. ২।৭।৭৪)।

আলী—সখী (চৈ. চ. ১।১।১৬ শ্লোঃ)।

আলোয়ার—মগ্ন বা ভাবমগ্ন। দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন বৈষ্ণবগণ। প্রাচীন কালে দ্বাদশ আলোয়ার দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। যথা—১. পয়োহৈ বা সরোযোগী, ২. পূদত্ত বা ভূত যোগী, ৩. পেয় বা মহৎ যোগী, ৪. তিরুমড়িশৈ বা ভক্তিসার, ৫. নম্ম বা শঠ কোপ, ৬, মধুর কবি, ৭. কুলশেখর, ৮. তিরুপ্পন বা যোগিবাহন, ৯. পেরিয় বা বিষ্ণুচিত্ত, ১০. অণ্ডাল বা গোদা, ইনি গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করিতেন, ১১. তোণ্ডর ডিপ্পোডি বা ভক্ত পদরেণু এবং ১২. তিরুমঙ্গৈ বা পরকাল। আলোয়ারগণ বহু কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেন। সমস্তই ভগবৎ প্রেমে ভরপুর।

আশীর্বাদ—মঙ্গলাচরণ দ্রঃ।

আশ্চর্য—যাহা অকস্মাৎ দৃষ্ট হয়, যাহা অদ্ভুত বা পূর্বে অদৃষ্ট তাহাই আশ্চর্য। যথা—স্বপ্ন মায়া ইন্দ্রজালাদি—নীলকণ্ঠ (গী. ২।২৯)।

আশ্রয়—১. যাঁহাতে প্রেম থাকে বা যিনি প্রেমের সহিত সেবা করেন, তাঁহাকে প্রেমের **আশ্রয়** বলে। আর যাঁহার প্রতি প্রেম প্রয়োগ হয়, তাঁহাকে প্রেমের **বিষয়** বলে (চৈ. চ. ১।৪।১১৪)। স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব—এই কয়টি প্রেম বিকাশের স্তর। মহাভাবের আবার দুইটি স্তর আছে—মোদন ও মাদন। স্নেহ হইতে মোদন পর্যন্ত স্তর শ্রীকৃষ্ণে, গোপীগণে ও শ্রীরাধায় আছে। কিন্তু মাদন কেবল শ্রীরাধায় আছে, সুতরাং মাদনের একমাত্র **আশ্রয়** শ্রীরাধিকা, আর শ্রীকৃষ্ণকে তিনি ইহা দ্বারা সেবা করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইহার বিষয় (চৈ. চ. ১।৪।১১৪, ১৬৯)। ২. দশম পদার্থ। পদার্থ দ্রঃ।

আশ্রয়ালম্বন—বিভাব দ্রঃ।

আশ্লিষ্ট দোষ—যে শব্দের একাধিক অর্থ হইতে পারে তাহার গৌণ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ বা গৌণ অর্থ প্রয়োগরূপ দোষ (চৈ. চ. ২।৬।২৪৬)।

আসোয়াস—প্রা. অস্বস্তি (চৈ. চ. ২।১৪।১৯২)।

আসোয়ার—প্রা. অশ্বারোহী (চৈ. চ. ২।১৮।১৫৩)।

আস্তিক—বেদাদী শাস্ত্রে বিশ্বাসী।

আস্তে ব্যস্তে—প্রা. উদ্বিগ্ন চিত্তে, খুব তাড়াতাড়ি (চৈ. চ. ১।১৫।১৫)।

আহব—যুদ্ধ (গী. ১।৩১)।

ই

ইক্ষ্বাকু—সূর্য বংশীয় প্রথম রাজা। বৈবস্বত মুনির হাঁচির সময় নাসা হইতে

জন্ম বলিয়া প্রথিত। বশিষ্ঠের সহিত জ্ঞানালোচনা করিয়া ইনি যোগ বলে দেহত্যাগ করেন (ভাঃ ৯।৬।৪)।

ইজ্যা—১. বৈদিক কর্ম; ২. যজ্ঞ; ৩. দেবপূজা (ভাঃ ৩।৩।৫১)।

ইড়া—মেরুদণ্ডের বামভাগে অবস্থিত নাড়ীবিশেষ। ডান ভাগে অবস্থিত নাড়ীর নাম **পিঙ্গলা**। আর ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী মেরুদণ্ডের বহির্দেশে অবস্থিত নাড়ীর নাম **সুষুম্না**। সুষুম্না মূলাধার হইতে হৃদয়ের মধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রসারিত। সুষুম্নার যোগে উর্ধ্বদিকে উত্থিত হইতে পারিলে উপাসক মোক্ষ লাভ করেন (ভাঃ ১০।৮৭।১৮; চৈ. চ. ২।২৪।৫৫ শ্লোঃ)।

ইতর—১. অন্য; ২. যাহারা সংস্কৃত জানে না (চৈ. চ. ২।২।৭৪)।

ইতিউতি—প্রা. এদিক ওদিক (চৈ. চ. ১।৭।৮৫)।

ইথিলাগি—প্রা. এইজন্য (চৈ. চ. ১।৪।৫১)।

ইথে—ইহাতে (চৈ. চ. ১।২।৩৫); এই হেতু (চৈ. চ. ১।৭।১০)।

ইত্থম্ভূত গুণ—এতাদৃশ গুণ সম্পন্ন (চৈ. চ. ২।২৪।২৮-২৯)।

ইন্দীবর—নীলপদ্ম (চৈ. চ. ৩।১৫।৫৬)।

ইন্দ্রগোপ—এক প্রকার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র কীট (চৈ. চ. ২।১৫।৩ শ্লোঃ)।

ইন্দ্রনীল—মরকত মণি, পান্না।

ইন্দ্রিয়—জ্ঞানকর্মসাধন। ইন্দ্রিয় ত্রিবিধ, যথা—জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক), অন্তরিন্দ্রিয় (মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত) এবং কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। মন ইন্দ্রিয় গণের নিয়ামক।

ইভ—হস্তী (চৈ. চ. ২।১৭।১ শ্লোঃ)।

ইষ্টকামধুক—অভীষ্ট ভোগপ্রদ, অভীষ্ট ফলদানকারী (গী. ৩।১০)।

ইষ্টগোষ্ঠী—১. অভীষ্ট মণ্ডলী; ২. পরস্পর আলোচনাদি; ভগবৎ কথা (চৈ. চ. ২।৬।৯১)।

ইষ্ট সমীহিত—ইষ্ট দেবতা যাহা ভালবাসেন সেরূপ শারীরিক ব্যবহার (চৈ. চ. ১।৪।১৭৫)।

ইম্বাস—ধনুক (গী. ১।৪)।

ইলা, ঈলা—পৃথিবী।

ইঁহ, ইঁহো—প্রা. ইনি (চৈ. চ. ১।২।২১, ৫০)। **ইঁহা**—প্রা. এইস্থানে— (চৈ. চ. ১।২।৬৪)। **ইহায়**—প্রা. ইহাতে (চৈ. চ. ১।৭।৯৬)।

ঈ

ঈশ—১. ঈশ্বর; ২. প্রভু, স্বামী; ৩. বিষ্ণু; ৪. মহাদেব; ৫.

শ্রীগৌরাঙ্গ (চৈ. চ. ১।১।১ শ্লোঃ) ; ৬. নায়ক ; ৭. ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ —এই অষ্ট স্বরবর্ণ। **ঈশ প্রকাশ**—শ্রীনিত্যানন্দাদি ঈশ্বরের প্রকাশ-মূর্তিগণ। **ঈশ ভক্ত**—শ্রীবাসাদি ঈশ্বরের ভক্তগণ। **ঈশ শক্তি**—শ্রীগদাধরাদি ঈশ্বরের শক্তিসমূহ। **ঈশাবতার**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্যাদি ঈশ্বরের অবতারগণ (চৈ. চ. ১।১।১ শ্লোঃ)।

ঈশান—১. শচীমাতার গৃহভৃত্য ; ২. মহেশ্বর (ভাঃ ৮।৪।১) ; ৩. শিবের অষ্ট মূর্তির সূর্যমূর্তি ; যথা—ঈশানায় সূর্য মূর্তয়ে নমঃ।

ঈশান নাগর—বৈষ্ণবাচার্য অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। শ্রীহট্টের লাউড়ের অন্তর্গত নবগ্রামে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম (১৪৯২ খ্রীঃ)। ইনি ১২ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতের ছাত্র হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইনি প্রায় সকল সময়ে অদ্বৈতের সঙ্গে থাকিতেন। ইনি পরে শ্রীহট্টে ফিরিয়া 'অদ্বৈত প্রকাশ' নামে এক বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন (১৫৬৮ খ্রীঃ)। ইহার বংশধরেরা বর্তমান গোয়াল-নন্দের নিকটবর্তী ঝালপাল গ্রামে আছেন (নূতন বাঙ্গালা অভিধান)।

ঈশানু কথা—ঈশ্বরের অবতার ও সাধুগণের চরিত কথা। পদার্থ দ্রঃ।

ঈশ্বরকোটিব্রহ্মা—ব্রহ্মা দ্রঃ।

ঈশ্বরকোটিরুদ্র—রুদ্র শিবমূর্তি বিশেষ। রুদ্র দ্বিবিধ—জীব কোটি ও ঈশ্বর কোটি। কোন কল্পে যোগ্য জীব পাইলে, ভগবান্ সেই জীবেই সংহার শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহা দ্বারা রুদ্রের কাজ করান, ইঁহাকে **জীবকোটিরুদ্র** বলে। আর যে কল্পে এরূপ জীবের উদ্ভব হয় না, সেই কল্পে ভগবানই রুদ্ররূপে জগতের সংহারকার্য সমাধা করেন। ইঁহাকে **ঈশ্বরকোটিরুদ্র** বলে।

ঈশ্বরপুরী—কুমারহট্টে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভাব। ইঁহার পিতা শ্যাম-সুন্দর আচার্য। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ইঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ লীলা অভিনয় করেন। কুমারহট্ট বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার হালিসহর। ১৫০৭ খ্রীঃ অব্দে তিরোভাব। গ্রন্থ—'কৃষ্ণলীলামৃত'। পুরী গোস্বামীর আদেশ অনুসারে তাঁহার তিরোধানের পর স্বীয় সেবক গোবিন্দ দাস ও শিষ্য কাশীশ্বর গোঁসাই মহাপ্রভুর সেবার ভার গ্রহণ করেন। অসামান্য গুরু-ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ মহাপ্রভু গুরুর জন্মস্থান কুমারহট্টের মৃত্তিকা বহন করিয়া নিয়াছিলেন।

ঈহা—চেষ্টা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা (ভাঃ ১১।২।৪৭)।

উ

উকাশিতে—প্রা. খুলিতে (চৈ. চ. ২।২।১৯)।

উখড়া—প্রা. মুড়কি (চৈ. চ. ৩।১০।২৯)।

উঘাড়ে—প্রা. খোলে (চৈ. চ. ৩।৭।১০৩)। উঘাড়িয়া—খুলিয়া।

উচ্চাটন—উৎ-চট্+নিচ্ অনট্, ভাব বা. করণ বা.। উন্মূলন, চঞ্চল করণ ; উৎপাটন (চৈ. চ. ২।১৫।২ শ্লোঃ)।

উচ্চৈঃশ্রবাঃ—ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে উদ্ভূত অশ্ব ; ইন্দ্রের অশ্ব (গী. ১০।২৭)।

উজাড়—প্রা. জনশূন্য (চৈ. চ. ২।১৮।২৬) ; ধ্বংস (চৈ. চ. ১।১৭।২০৪)।

উজীর—প্রধান রাজ কর্মচারী, মন্ত্রী (চৈ. চ. ৩।৩।১৫১)।

উজোর—প্রা. উজ্জ্বল (চৈ. চ. ৩।১৯।৩৪)।

উজ্জল্প—চিত্রজল্প দ্রঃ।

উজ্জ্বলরস—শৃঙ্গার রস, মধুর রস (চৈ. চ. ১।১।৪ শ্লোঃ)।

উঝালি—প্রা. ছড়াইয়া (চৈ. চ. ২।৩।৯১)।

উটজ—পর্ণশালা ; কুটীর।

উডুপকৃষ্ণ—দাক্ষিণাত্যে মধ্বাচার্যের স্থানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের বালগোপাল বিগ্রহ। কথিত আছে, কোন বণিক দ্বারকা হইতে নৌকা যোগে গোপীচন্দন আনিতেছিলেন। দৈবাৎ সেই নৌকা ডুবিয়া গেলে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য স্বপ্নাদেশ পাইয়া সেই নৌকা তুলিয়া গোপীচন্দনের মধ্যে এই শ্রীগোপাল মূর্তি প্রাপ্ত হন এবং ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন (চৈ. চ. ২।৯।২২৮-৩২)।

উডুম্বর—১. যজ্ঞডুমুর ; ২. তাম্র।

উডুরাজ—নক্ষত্রাধিপতি চন্দ্র (ভাঃ ১০।২৯।২)।

উঢ়ি—প্রা. উড়ানী, চাদর (চৈ. চ. ৩।১৪।৩২)।

উতরে—প্রা. নামিয়া আসে (চৈ. চ. ২।১৮।৩৭)।

উতার—প্রা. খোল (চৈ. চ. ৩।১২।৩৬)।

উৎকণ্ঠিতা—নায়িকা দ্রঃ। উদ্বিগ্না।

উত্তর কৃত্তি—অন্ত্যেষ্টি কর্ম—চক্রবর্তী (বি. মা. ২৭০)।

উত্তরিলা—প্রা. নামিল (চৈ. চ. ২।১৮।১৫৩)।

উত্তমশ্লোক—১. উৎ অর্থাৎ উদ্গত বা দূরীভূত হয় তমঃ (তমোগুণ) যাঁহার শ্লোক (কীর্তন) দ্বারা নির্মলকীর্তি। ২. যাঁহার যশঃ শ্রবণে বা কীর্তনে তমো নাশ হয় (চৈ. চ. ২।২৩।১২ শ্লোঃ)।

উত্তানশয়ন—চিৎ হইয়া শয়ন (চৈ. চ. ১।১৪।৪)।

উৎপল—পদ্ম, কুমুদ।

উৎপ্রেক্ষা—(অলঙ্কার শাস্ত্রে) উপমেয় বস্তুই যেন উপমান বস্তু—এইরূপ কল্পনা।

উৎসঙ্গ—১. আলিঙ্গন ; ২. উরু ; ৩. ক্রোড়।

উথলিল—প্রা. উত্থিত হইল (চৈ. চ. ৩।১৫।৭৪)।

উদার—প্রশস্ত চিত্ত (চৈ. চ. ১।১১।২৯)।

উদাস—উপেক্ষা (চৈ. চ. ২।৩।১৪৪) ; ঔদাসীন্য (চৈ. চ. ২।১৪।১৮)।

উদীচী—উত্তর দিক।

উদূখল—ধান ভানিবার যন্ত্র বিশেষ (চৈ. চ. ২।৯।১১৯)।

উদ্‌গ্রাহ—বিচারার্থ তর্ক (চৈ. চ. ২।৯।৩৭ ; ৩।৭।৮৪)।

উদ্‌ঘাত্যক—১. অবোধিত অর্থযুক্ত পদকে অর্থ বোধের জন্য যখন অন্য পদের সঙ্গে যোজনা করা হয়, তখন তাহাকে উদ্‌ঘাত্যক বলে। ২. নাটকের প্রস্তাবনার অঙ্গের একটি নাম বিশেষ। অঙ্গ দ্রঃ। (সাহিত্য দর্পণ ৬।২৮৯ ; চৈ. চ. ৩।১।৫০ শ্লোঃ)

উদ্‌ঘূর্ণা—১. উদ্‌ঘূর্ণ+স্ত্রী আপ্‌। ঘূর্ণিতা। ২. উৎ-ঘূর্ণ+অ ভাব বা +স্ত্রী আপ্‌। চিন্তা। মোহনাখ্য মহাভাবের বৃত্তি বিশেষ, ইহাতে নানা প্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্য-চেষ্টা আছে। দিব্যোন্মাদ। (চৈ. চ. ২।১।৭৮ ; ২।২৩।৩৮ ; উ. নী.—স্থায়ীভাব ১৩৭)।

উদ্দীপন—যাহা স্থায়ীভাব প্রভৃতিকে প্রকাশিত করে। বিভাব দ্রঃ।

উদ্দীপ্ত—একই সময়ে পাঁচ, ছয় বা সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব উদিত হইয়া পরমোৎকর্ষ লাভ করিলে তাহাকে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব বলে। (চৈ. চ. ২।৬।১১, ২।৮।১৩৫ ; ভ. র. সি. ২।৩।৪৬)।

উদ্দেশ—উল্লেখ (চৈ. চ. ২।১।৬৯)।

উদ্ধব—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা মথুরা পরিকর। ইনি বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগের পুত্র, মাতার নাম কংসা। ইনি বৃহস্পতির শিষ্য ও শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী ও ভক্ত ছিলেন। (চৈ. চ. ১।৬।৫৪, ১।১৬।৩৯)।

উদ্ধারণ দত্ত—সপ্তগ্রামে সুবর্ণ বণিক কুলে আবির্ভূত। পিতা শ্রীকর, মাতা ভদ্রাদেবী। এক পুত্রের নাম শ্রীনিবাস। নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ও অন্তরঙ্গ পার্ষদ। গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে ব্রজের সুবাহু গোপাল; ইনি দ্বাদশ গোপালের একতম।

উদ্বেগ—বিরহে মনের চঞ্চলতাকে উদ্বেগ বলে। ইহাতে দীর্ঘশ্বাস, চপলতা,

স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বিবর্ণতা, ঘর্ম প্রভৃতি প্রকাশ পায় (চৈ. চ, ২।২।৫০; ৩।১১।১৩)।

উদ্ভাস্বর—অনুভাব দ্রঃ।

উদ্দাম—আড়ম্বর, ঘটা (চৈ. চ. ১।১৭।১২০)।

উদ্যান—যে বাগানে ফলের গাছ বেশী। **উপবন**—যে বাগানে ফুলের ভাগ বেশী (চৈ. চ. ২।২।৯)।

উন্নত উজ্জ্বল রস—শৃঙ্গার রস, মধুর রস। ইহাতে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের কৃষ্ণ সেবা, সখ্যের কৃষ্ণে অসঙ্কোচ ভাব, বাৎসল্যের মমতাধিক্য এবং মধুরের নিজাঙ্গ দ্বারা সেবন আছে। সুতরাং এই রসে সর্বাপেক্ষা স্বাদাধিক্য ও সর্বাপেক্ষা গুণাধিক্য আছে বলিয়া ইহা সর্বাপেক্ষা উন্নত ও উজ্জ্বল। এজন্য শৃঙ্গার রসকে 'উন্নত উজ্জ্বল রস' বলে। (চৈ. চ. ১।১।৪ শ্লোঃ, ২।৮।৬৭)।

উন্মাদ—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

উপকর্তা—হিতকারী (চৈ. চ. ২।৬।৫৭)।

উপজয়—প্রা. উৎপন্ন হয় (চৈ. চ. ২।২২।২৯)।

উপবন—উদ্যান দ্রঃ।

উপমা—অর্থালঙ্কার বিশেষ। 'উপমানোপমেয়য়োর্যথাকথঞ্চিদ্ যেন কেনাপি সমাসেন ধর্মেন উপমা।' উপমান ও উপমেয়ের যে কোন প্রকারের সমান ধর্ম-দ্বারা যে সম্বন্ধ, তাহাকে 'উপমা' বলে (অলঙ্কার কৌস্তভ)। ইহাতে সাধারণ ধর্ম বিশিষ্ট ভিন্ন জাতীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য করিতে হয়। **উপমান**—যাহার সহিত তুলনা করা যায় তাহা উপমান। **উপমেয়**—যাহাকে উপমা করা হয় তাহা উপমেয়। **উপমিত**—সদৃশীকৃত, তুলিত; যাহার উপমা বা তুলনা করা হইয়াছে এরূপ।

উপযোগ—উপভোগ, আহার (চৈ. চ. ৩।১০।১৩)।

উপরাগ—চন্দ্রগ্রহণ (চৈ. চ. ১।১৩।৯৬), (চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ উভয় অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হয়।)

উপল ভোগ—ছত্র ভোগ, বাল্য ভোগ, প্রাতঃকালীন ভোগ (চৈ. চ. ২।১।৫৮)।

উপাংশু—উপ-অন্‌শ্‌+উ কর্তৃ বা। অপরের শ্রবণ—অযোগ্য রূপ বিশেষ। উপাংশু জপ কেবল নিজের কর্ণেরই গ্রাহ্য হয়।

উপাদান কারণ—নিমিত্ত কারণ দ্রঃ (চৈ. চ. ১।৫।৫০)।

উপায়—১. সাধন; ২. সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—(অর্থাৎ শত্রুর সহিত সন্ধি,

শত্রুকে অর্থাদি দানে বশ, শত্রুর গৃহ বিচ্ছেদ ঘটান এবং শত্রুর সহিত যুদ্ধ)—রাজ্য রক্ষার চতুর্বিধ পন্থা ; ৩. উপার্জন।

উপেন্দ্র—পরব্যোম চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত সংকর্ষণের বিলাস (চৈ. চ. ২।২০।১৭৩-৭৪, ২০৫); বিষ্ণু ইন্দ্রলোকের উপরে আছেন বলিয়া তাঁহাকে উপেন্দ্র বলে। অথবা বামনাবতারে বিষ্ণু ইন্দ্রের পরে আবির্ভূত হওয়ায় তাঁহাকে উপেন্দ্র বলে। •

উপেন্দ্র মিশ্র—শ্রীহট্টবাসী। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পিতামহ। "বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী, সদ্‌গুণ প্রধান।" পুত্র কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ। জগন্নাথের পুত্র মহাপ্রভু। জগন্নাথ দ্রঃ (চৈ. চ. ১।১৩।৫৪-৬২)।

উপেয়—সাধ্য, প্রয়োজন, প্রাপ্য।

উপোষণ—উপবাস (চৈ. চ. ২।১১।১০২)।

উবরিল—প্রা. উদ্‌বৃত্ত (বেশী) হইল (চৈ. চ. ২।১৪।৪১)।

উরুক্রম—যাহার ক্রম বড়। ক্রম শব্দের অর্থ—পাদবিক্ষেপণ, শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্তি ও শক্তি দ্বারা আক্রমণ। যিনি বিভুরূপে সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন, শক্তিদ্বারা সকলকে ধারণ ও পোষণ করেন, মাধুর্য শক্তিদ্বারা গোলোক ও ঐশ্বর্য শক্তিদ্বারা পরব্যোম প্রকাশ করেন এবং মায়া শক্তিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটীরূপে সৃষ্টি করেন তিনিই উরুক্রম। বামন দেব; বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণ (চৈ. চ. ২।২৪।১৫-১৮)।

উরুগায়—উরু—বহু+গায় (যাঁহার মহিমাদি বহু গীত), ভগবান্।—(ভাঃ ৩।৯।১১, চৈ. চ. ১।৩।২০ শ্লোঃ)।

উরোজ-কোক—স্তনরূপ চক্রবাক্ (চৈ. চ. ৩।১।৪৭ শ্লোঃ)।

উর্জিতা—দৃঢ়া (ভাঃ ১১।১৪।২০)।

উর্বীশ—উর্বী—পৃথিবী+ঈশ, পৃথিবীপতি (চৈ. চ. ১।৩।৯ শ্লোঃ)।

উলটি—ফিরিয়া (চৈ. চ. ২।৫।৯৭)।

উলূক—পেচক (চৈ. চ. ১।৩।৬৯)।

উল্ব—জরায়ু (গী. ৩।৩৮)।

উল্লাস—উচ্ছ্বাস (চৈ. চ. ১।৪।৬৯)।

উশনা—শুক্রাচার্য (গী. ১০।৩৭)।

উষিমিষি—প্রা. উস্‌পিস্ ; অস্থিরভাবে উঠা বসা, নড়াচড়া (চৈ. চ. ৩।৩।১১৫)।

উ

উক্তি—১. কর্ম বাসনা ; ২. লীলা (চৈ. চ. ২।২১।২ শ্লোঃ)। পদার্থ দ্রঃ।

উর্ধ্বপুণ্ড্র—চন্দনাদি দ্বারা ললাটাঙ্কিত উর্ধ্বমুখ সরল রেখা।

উষরভূমি—লবণাক্ত অনুর্বরা ভূমি (চৈ. চ. ২।৬।৯৯)।

ঋ

ঋত—পরব্রহ্ম, সত্য।

ঋত্বিক—পুরোহিত, যজ্ঞকৃৎ।

ঋদ্ধি—১. সমৃদ্ধি ; ২. স্বস্তিবাচনের অঙ্গ বিশেষ (চৈ. চ. ২।১৯।২০ শ্লোঃ)।

ঋষভ—১. বৃষ ; ২. সঙ্গীতে স্বরগ্রামের দ্বিতীয় স্বর—রে ; ৩. শ্রেষ্ঠ—(চৈ. চ. ২।২৪।২৭ শ্লোঃ); ৪. দক্ষ সাবর্ণি মন্বন্তরে মন্বন্তরাবতার (চৈ. চ. ২।২০।২৭৬)।

ঋষভপর্বত—দাক্ষিণাত্যে দক্ষিণ কর্ণাটে মাদুরা জেলার একপ্রান্তে অবস্থিত। বর্তমান নাম 'পালনি হিলস্'।

ঋষ্যমুখ পর্বত—অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। নিজাম রাজ্যের বেলারি জেলার হাম্পি গ্রামের নিকট তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরের অপ্রশস্ত গিরিবর্ত্মের পার্শ্ববর্তী পর্বতকে ঋষ্যমুখ বলিয়া কেহ কেহ বলেন। কাহারো মতে ইহা মধ্যপ্রদেশের 'রাম্প' পর্বত। আবার কেহ বলেন—পম্পা নদীর উৎপত্তি স্থলের পর্বতই ঋষ্যমুখ।

এ

একাক্ষর—প্রণব (গী. ১০।২৫)।

একঠাঞি—প্রা. একস্থানে (চৈ. চ. ১।৪।৫০)।

একতান—একান্ত (চৈ. চ. ২।৬।২৩১)।

একল, একলা, একলি, একলে—প্রা. একাকী (চৈ. চ. ২।৫।৫৯)।

একাদশ তত্ত্ব—পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দ্রিয় ও আত্মা (ভাঃ ১১।২২।২২—স্বামি-টিকা)।

একাদশ মনু—ব্রহ্মার ১৪জন পুত্র মনু নামে খ্যাত। একাদশ মনুর নাম—ধর্ম সাবর্ণি। মন্বন্তর দ্রঃ। **একাদশ মন্বন্তর**—একাদশ মনু ধর্ম সাবর্ণির কাল (ভাঃ ৮।১৩।১৪)।

একাদশ রুদ্র, একাদশ তনু—মহাদেবের ভিন্ন ভিন্ন এগারটি মূর্তি, যথা—অজ, একপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ, ঈশ্বর।—(মহাভারত)।

একেশ্বর—একাকী (চৈ. চ. ২।১৫।১৯৩)।

এড়াইল—প্রা. পলাইয়া গেল, বাদ পড়িল (চৈ. চ. ১।৭।৩০), অব্যাহতি পাইল (চৈ. চ. ২।৪।১৮১)।

এণ—হরিণ (চৈ. চ. ২।১৭।১ শ্লোঃ)।

এথা, এথাকে—প্রা. এইস্থানে (চৈ. চ. ৩।২।৩৯)।

এধ, এধঃ—ইন্ধন, কাষ্ঠ (ভাঃ ১১।১৪।১৯ ; চৈ. চ. ২।২৪।১৮ শ্লোঃ)।

এভো—প্রা. এখনও (চৈ. চ. ৩।১২।১৯)।

এহো—প্রা. ইহাও (চৈ. চ. ১।৪।৫, ৮৯)।

ঐ

ঐছন—প্রা. এইরূপ (চৈ. চ. ১।১৩।৯৭)।

ঐছে—প্রা. এইরূপ (চৈ. চ. ১।২।১৪)।

ঐরাবত—ইন্দ্রের হস্তী।

ঐশ্বর্য—নর লীলার ভাবকে অপেক্ষা না করিয়া যে ঈশ্বরত্বের প্রকাশ, তাহাকে ঐশ্বর্য কহে, যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে পিতামাতাকে চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শন। **মাধুর্য**—যেখানে ঐশ্বর্য প্রকাশিত হইলেও বা না হইলেও নর লীলার ভাব অতিক্রম করে না, তাহাকে মাধুর্য কহে।

ও

ওঁ—প্রণব, ওঙ্কার, আদ্যবীজ। প্রণব দ্রঃ।

ওঁ তৎসৎ—পরব্রহ্মের অবয়বত্রয় যুক্ত নাম। পুরাকালে উহা হইতে ব্রাহ্মণ, বেদসকল ও যজ্ঞের সৃষ্টি হইয়াছিল। ওঁ ব্রহ্মার্পণ, তৎ ঈশ্বর নির্দেশক এবং তৎ এর নিমিত্ত যে কর্ম তাহাই সৎ। আবার যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে দৃঢ়তাকেও সৎ বলে। সুতরাং বৈগুণ্য দোষ পরিহারের নিমিত্ত **ওঁ তৎসৎ** উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বিধিবৎ অনুষ্ঠান করিতে হয় (গী. ১৭।২৩-২৮)।

ওঝা—রোজা, সর্প বিষের চিকিৎসক, যে ভূত নামায়, (চৈ. চ. ৩।১৮।৫৩)।

ওড়ফুল—জবাফুল (চৈ. চ. ১।১৭।৩৫)।

ওড়নপাড়ন—লেপ তোষক (চৈ. চ. ৩।১৩।১৮)।

ওড্র—উড়িষ্যাবাসী। **ওড্র কৃষ্ণানন্দ, ওড্র শিবানন্দ, ওড্র সিংহেশ্বর**—শ্রীচৈতন্য শাখার উড়িষ্যাবাসী তিন জন ভক্ত (চৈ. চ. ১।১০।১৩৩, ১৪৬)।

ওঢ়ায়—প্রা. উড়ুনীর মত করিয়া গায়ে দেয় (চৈ. চ. ৩।১৯।৬৮)।

ওত হৈয়া—প্রা. দেহকে গোপন করিয়া (চৈ. চ. ২।২৪।১৫৬)।

ওথা—প্রা. ঐস্থানে (চৈ. চ. ৩।১৮।৫৬)।

ওদন—১. অন্ন ; ২. ভক্ত—শ. ক. দ্রু.।

ওর—প্রা. সীমা (চৈ. চ. ২।৩।১১১)।

ওরপার—প্রা. সীমা পরিসীমা (চৈ. চ. ৩।২০।৭১)।

ওলাহন—প্রা. দোষ, তিরস্কার, মৃদু অভিযোগ (চৈ. চ. ১।১৪।৩৪ ; ৩।৭।১৪০ ; ৩।১৭।৩১)।

ঔ

ঔগ্র্য—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

ঔডুম্বর—১. যমরাজ ; ২. তাম্রময় পাত্র।

ঔড়ুলোমি—ব্রহ্মবাদী ঋষি। ভেদাভেদবাদের প্রবর্তক বা সমর্থক।

ঔদার্য—অলঙ্কার দ্রঃ (চৈ. চ. ২।৮।১৩৬)।

ঔর্ধ্বদেহিক, ঔর্ধ্বদৈহিক—মৃত্যুর পরে প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে কৃত্যাদি।

ঔৎসুক্য—ব্যভিচারী দ্রঃ।

ক

কংসারিসেন—সদাশিব দ্রঃ।

কঞ্চুক—১. কাঁচুলি, স্তন আচ্ছাদনের জামা ; ২. জীর্ণত্বক্, সর্পত্বক্ (ভাঃ ১০।৮৭।৩৮)।

কঞ্জ—ব্রহ্মা, কেশ, অমৃত, পদ্ম (ভাঃ ২।২।৮)।

কড়চা—১. স্থূল কথা ; ২. সংক্ষিপ্ত বিবরণ, দিনলিপি ; ৩. যে পুস্তকে স্মরণীয় বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হয় (চৈ. চ. ৩।১।৩১)।

কড়ার—প্রা. প্রসাদী চন্দন (চৈ. চ. ৩।১১।৬৫)।

কড়ি—১. কড়া (চৈ. চ. ১।১৩।১০৮) ; ২. দধি ও বেসম সংযোগে প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ (চৈ. চ. ২।৪।৬৯) ; ৩. ছাদের লম্বা কাঠ, লোহা ইত্যাদি ; ৪. চড়াসুর।

কটক—উড়িষ্যার গঙ্গা বংশীয় রাজাদের রাজধানী। বর্তমানে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে উড়িষ্যা রাজ্যের রাজধানী কটক হইতে ভুবনেশ্বরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কাটজুড়ী ও মহানদীর মধ্যবর্তী।

কতি—প্রা. কোথায় (চৈ. চ. ১।১২।৪০)। **কতে**—কত রকম (চৈ. চ. ২।৪।৫৭। **কতেক**—কত পরিমাণ (চৈ. চ. ১।৭।৪৮)।

কদম্ব—সমূহ (চৈ. চ. ১।১।৪ শ্লোঃ) ; বৃক্ষ বা পুষ্প বিশেষ।

কদলক—কলা (চৈ. চ. ২।১৪।২৪)।

কন্দুক—খেলার লাটিম।

কবি—১. বিদ্বান্ (ভাঃ ৭।১৩।১৯); ২. কর্মনিপুণ (ভাঃ ৩।২০। ৩); ৩. সর্বজ্ঞ (ভাঃ ১০।৮৬।১৩); ৪. ব্রহ্মবিৎ (ভাঃ ১১।২৯।৬; ৫. অধ্যাত্মবিদ্, জ্ঞানী (ভাঃ ৪।২৯।১); ৬. নব মহাভাগবতের অন্যতম (ভাঃ ৫।৪।১১); ৭. যজ্ঞরূপী বিষ্ণু ও দক্ষিণার অষ্টম পুত্র (ভাঃ ৪।১।৬); ৮. তুষিত দেবগণের অন্যতম (ভাঃ ৪।১।৭); ৯. [বিবস্বানের (সূর্যের)] পুত্র (ভাঃ ৯।১।১২); ১০. ক্ষত্রিয় দুরিতপয়ের পুত্র (ভাঃ ৯।২১।১৯); ১১. শ্রীকৃষ্ণের পত্নী কালিন্দীর গর্ভজাত পুত্র (ভাঃ ১০।৬১।১৪); ১২. বিবেকী; ১৩. ভাবুক; ১৪. ক্রান্তদর্শী (সর্বজ্ঞ) (গী. ৮।৯); ১৫. শুক্রাচার্য; ১৬. ভগবদ্ভক্ত, পণ্ডিত; ১৭. অনুভবী; ১৮. সর্বজ্ঞব্যক্তি (স্রষ্টা); ১৯. লেখক।—বৈ. অ. ২০. সর্বদৃক্ (ঈশোঃ ৮)।

কমঠ—১. কূর্ম, কচ্ছপ (চৈ. চ. ৩।১৭।৫ শ্লোঃ); ২. সন্ন্যাসীদের জলপাত্র বিশেষ।

কমলপুর—পুরী হইতে তিন ক্রোশ দূরে একটি প্রাচীন গ্রাম। এখান হইতে পুরীর শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের ধ্বজা দেখা যায়।

কমলাকর পিপ্পলাই—রাঢ়ীয় পিপ্পলাই শাখাভুক্ত ব্রাহ্মণ। হুগলী জেলায় মাহেশ ইঁহার শ্রীপাট। দ্বাদশ গোপালের একতম, ব্রজের মহাবল—গোপাল। সুন্দরবনের নিকটবর্তী খালিজুলি গ্রামে ইঁহার আবির্ভাব। নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত। ইঁহার পুত্রের নাম চতুর্ভুজ। চতুর্ভুজের পুত্রের নাম নারায়ণ ও জগন্নাথ। নারায়ণের পুত্র জগদানন্দ এবং জগদানন্দের পুত্র রাজীব লোচন। ধ্রুবানন্দ নামে একজন নিষ্কিঞ্চন ভক্ত মাহেশে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় কমলাকরের হস্তে তাঁহার সেবার ভার অর্পণ করেন। ইঁহার বংশের রাজীব লোচন ১০৬০ সালে মুসলমান নবাবের নিকট হইতে শ্রীজগন্নাথের সেবার জন্য ১১৮৫ বিঘা জমি দান স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহা হইতে বিগ্রহের সেবাপূজা চলিতেছে।

কমলাকান্ত বিশ্বাস—অদ্বৈত শাখা। অদ্বৈতের কিঙ্কর ও হিসাব রক্ষক। অদ্বৈতের ঋণ দেখিয়া ইনি রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে সাহায্য চাহিয়া এক পত্র দেন। কিন্তু সে পত্র রাজার হাতে না পৌঁছিয়া পাকেচক্রে মহাপ্রভুর হাতে পড়ে। ঈশ্বর তত্ত্ব অদ্বৈতের দৈন্য জানাইয়া পত্র দেওয়ায় মহাপ্রভু অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং কমলাকান্তকে তাঁহার বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়া 'দ্বার মানা' করেন। পরে কমলাকান্তকে অদ্বৈতের প্রিয় সেবক জানিয়া

ক্ষমা করেন এবং উপদেশ দিয়া বলেন—যাহাতে আচার্যের লজ্জা বা ধর্মহানি হয়, এমন কাজ করিও না। "প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন। বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥ মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥" (চৈ. চ. ১।১২।২৬-৫২)।

কম্প—সাত্ত্বিক ভাব দ্রঃ।

করঙ্গ—প্রা. জলপাত্র (চৈ. চ. ৩।১৬।৩৭)।

করঙ্গিয়া—জলপাত্র বহনকারী (চৈ. চ. ২।২৫।১৩৬)।

করড়িয়া লোন—এক রকম লবণ (চৈ. চ. ৩।১০।১৪৬)।

করনা পাটব—করণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপাটব অর্থাৎ অপটুতা। ইন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য (চৈ. চ. ১।২।৭২)।

করয়—করে (চৈ. চ. ১।১৭।২৫১)।

করয়ে লাগানি—বিরুদ্ধে কথা বলে (চৈ. চ. ২।১।১৬৩)।

করসিঞা—আসিয়া কর (চৈ. চ. ৩।১৬।১১৭)।

করপুষ্কর—হস্তরূপ শুণ্ড (চৈ. চ. ২।১৮।৮১)।

করাঙ্—করাইব (চৈ. চ. ৩।১৬।৭৬)।

করাকরি—হাতে হাতে (চৈ. চ. ৩।১৮।৮৪)।

করিনু—করিলাম (চৈ. চ. ১।৫।১৫২)।

করিয়াছোঁ—করিয়াছি (চৈ. চ. ২।৩।৩৬)।

কর্ণপুর—বৈষ্ণব কবি ও পদকর্তা। প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। কবি কর্ণপুর নামে প্রসিদ্ধ। মহাপ্রভু পরিহাস করিয়া ইঁহাকে পুরী দাস বলিয়া ডাকিতেন। শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। কাঞ্চন পল্লীতে (বর্তমান কাঁচড়াপাড়ায়) আবির্ভাব। সাত বৎসরের বালক শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাগণের কর্ণভূষণের বর্ণনা করায় চৈতন্যদেব ইঁহাকে 'কর্ণপুর' আখ্যা প্রদান করেন। কবি কর্ণপুরের রচিত গ্রন্থের নাম আর্যশতক, অলঙ্কার কৌস্তুভ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, আনন্দ বৃন্দাবন, চম্পূ প্রভৃতি। ইনি পিতার সঙ্গে প্রতি বৎসর নীলাচলে গিয়া প্রভুকে দর্শন করিতেন। ইঁহার অনেক বর্ণনা তাঁহার গ্রন্থে আছে।

করুণ রস—গৌণ রস দ্রঃ (চৈ. চ. ২।১৯।১৬০)।

করোয়া—জলপাত্র (চৈ. চ. ৩।১৪।৯১)।

কর্ম—কার্য, ক্রিয়া, লোকপ্রসিদ্ধ দেহাদি চেষ্টা, শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান। **বিকর্ম**—শাস্ত্রনিষিদ্ধ ব্যাপার—(স্বামী)। **অকর্ম**—ক্রিয়ার অভাব,

শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্ম ত্যাগ বা সন্ন্যাস ও তদ্বিরুদ্ধাচরণ—(স্বামী)। **অপরার্থে—কর্ম**—স্বধর্মাচরণ। **বিকর্ম**—বিশেষ কর্ম। স্বধর্মাচরণের বাহ্য কর্মের সহায়ক মানসিক কর্ম। কর্মের সহিত মনের সংযোগ। **অকর্ম**- বাহ্য কর্ম ও বিকর্ম বা মানসিক কর্ম একরূপ হইয়া চিত্তের পূর্ণশুদ্ধ, শান্ত ও বাসনাহীন অবস্থার নাম অকর্ম (গী. ৪।১৬।১৮)।

কলন—১. • দর্শন, গণন (চৈ. চ. ৩।১৫।১৩ শ্লোঃ) : ২. চিহ্ন, দোষ, ভ্রূণ ; ৩. বেতস বৃক্ষ।

কলহান্তরিতা—নায়িকা দ্রঃ।

কলা—১. অংশের অংশ (চৈ. চ. ১।১।৭ শ্লোঃ); ২. কদলী, রম্ভা ; ৩. চন্দ্রের ষোড়শ ভাগের এক ভাগ ; ৪. বিভূতি—(ক্রম সন্দর্ভ) ; ৫. নৃত্য গীতাদি চৌষট্টী বিদ্যা। ভাগবতের (১০।৪৫।৩৬) শ্লোকের শ্রীধর স্বামিকৃত টীকায় উদ্ধৃত শিবতন্ত্রোক্ত ৬৪ কলার বিবরণ এইরূপ :—

১. গীত ; ২. বাদ্য ; ৩. নৃত্য, ৪. নাট্য ; ৫. আলেখ্য, ৬. বিশেষকচ্ছেদ্য, ৭. তণ্ডুল-কুসুম-বালি-বিকার ; ৮. পুষ্পাস্তরণ, ৯. দশন-বসনাঙ্গরাগ ; ১০. মণিভূমিকা-কর্ম ; ১১. শয়ন-রচনা ; ১২. উদক বাদ্য, উদক ঘাত, ১৩. চিত্র যোগ ; ১৪. মাল্য গ্রথন বিকল্প ; ১৫. শেখরা পীড় যোজন ; ১৬. নেপথ্য যোগ ; ১৭. কর্ণপত্রভঙ্গ ; ১৮. সুগন্ধ যুক্তি ; ১৯. ভূষণ যোজন, ২০. ঐন্দ্রজাল ; ২১. কৌচুমার যোগ ; ২২. হস্তলাঘব ; ২৩. চিত্রশাকাপুপ ভক্ষ্য বিকার ক্রিয়া ; ২৪. পানক-রস-রাগাসব-যোজন ; ২৫. সূচবায় কর্ম ; ২৬. সূত্র ক্রীড়া ; ২৭. বীনা ডমরুক বাদ্যাদি ; ২৮. প্রহেলিকা ; ২৯. প্রতিমালা ; ৩০. দুর্বচক যোগ ; ৩১. পুস্তক বাচন ; ৩২. নাটকাখ্যায়িকা দর্শন ; ৩৩. কাব্য সমস্যা পুরণ ; ৩৪. পট্টিকা বেত্রবাণ বিকল্প ; ৩৫. তর্ক কর্ম সমূহ ; ৩৬. তক্ষণ ; ৩৭. বাস্তু বিদ্যা, ৩৮. রূপ্য রত্ন পরীক্ষা ; ৩৯. ধাতুবাদ ; ৪০. মণিরাগ জ্ঞান ; ৪১. আকার জ্ঞান ; ৪২. বৃক্ষায়ুর্বেদ যোগ ; ৪৩. মেষ-কুক্কুট-লাবক-যুদ্ধবিধি ; ৪৪. শুক-সারিকা প্রলাপন ; ৪৫. উৎসাদন ; ৪৬. কেশ মার্জন কৌশল ; ৪৭. অক্ষর-মুষ্টিকা-কথন ; ৪৮. ম্লেচ্ছিত কুতর্ক বিকল্প ; ৪৯. দেশ ভাষা জ্ঞান ; ৫০. পুণ্য শকটিকা-নির্মিত জ্ঞান ; ৫১. যন্ত্র মাতৃকা ধারণ মাতৃকা ; ৫২. সম্পাট্য ; ৫৩. মানসী কাব্য ক্রিয়া ; ৫৪. অভিধান কোশ ; ৫৫. ছন্দোজ্ঞান ; ৫৬. ক্রিয়া বিকল্প ; ৫৭. ছলিতক যোগ, ৫৮. বস্ত্র গোপন ; ৫৯. দ্যুত বিশেষ ; ৬০. আকর্ষ ক্রীড়া ; ৬১. বাল ক্রীড়নক,

৬২. বৈনায়িকী বিদ্যার জ্ঞান; ৬৩. বৈজয়িকী বিদ্যার জ্ঞান এবং ৬৪. বৈতালিকী বিদ্যার জ্ঞান।

কলার সরলা—আস্ত কলাপাতার মধ্যবর্তী ডগা।

কল্প—ব্রহ্মার এক দিনকে কল্প বলে। মন্বন্তর দ্রঃ।

কল্মষ—পাপ, ভক্তি বিরোধী ধর্ম, অধর্ম (চৈ. চ. ২।১৫।২৭০)।

কশ্মল—১. মোহ, মূর্চ্ছা (ভাঃ ৩।১৪।১৬); ২. শিষ্টজন নিন্দিত মালিন্য, মোহ (গী. ২।২)।

কহিলে না হয়—বলা যায় না (চৈ. চ. ১।১০।৩৯)।

কহোঁ—কহি (চৈ চ. ১।৮।১২)।

কাঁকর—কঙ্কর (চৈ. চ. ২।১২।৯০)।

কংসারি মিশ্র—মহাপ্রভুর পিতৃব্য। মহাপ্রভুর পিতৃব্য ছয়জন, যথা—কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর, জনার্দন, ত্রৈলোক্যনাথ (চৈ. চ. ১।১৩।৫৫-৫৬)।

কাকতালীয়—ন্যায় বিশেষ। তালগাছ হইতে পাকা ফল আপনা আপনি পড়ে। গাছে কাক বসার পর স্বভাবতঃ পাকা তাল পড়িলে কাকের বসার দরুণ এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, কখন কখন অনুমান করা হয়। এ ভাবে কার্য কারণ সম্বন্ধহীন দুইটি ঘটনা ঘটিলে এই 'ন্যায়' প্রযোজ্য হয়।

কাচ—ছদ্মবেশ (চৈ. ভা. ২৪।২।৪)।

কাঞ্চন পঞ্চালিকা—সোনার পুতুল (চৈ. চ. ২।৮।২২২)।

কাটোয়া—বর্ধমানের অন্তর্গত কটক নগর। এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কাঢ়—প্রা. বাহির কর (চৈ. চ. ২।৪।৩৬)।

কাত্যায়নী—পরম বৈষ্ণবী শিবপ্রিয়া পার্বতী, যোগমায়া (ভাঃ ১০।২২।১, চণ্ডী—১১।২)।

কানাই খুঁটিয়া—নীলাচলবাসী উৎকল দেশীয় ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ জন্ম যাত্রা লীলাভিনয়ে ইনি নন্দবেশে শ্রীনন্দ মহারাজের ভাবে আবিষ্ট হইয়া গোপবেশধারী মহাপ্রভুর নমস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 'আবেশে বিলাইল ঘরে যত ছিল ধন'। (চৈ. চ. ২।১৫।২০; ৩০-৩১)।

কানাইর নাটশালা—গৌড়ের নিকটে, রাজমহল হইতে তিন ক্রোশ দূরে। মহাপ্রভু এখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

কানু ঠাকুর—নিত্যানন্দ শাখার ভক্ত। বৈদ্য। যশোহর জেলার বোধখানাবাসী পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের পুত্র। মাতার নাম জাহ্নবা দেবী। নদীয়ার

ভাজন ঘাটের গোস্বামীগণ ইহারই বংশধর। কানু ঠাকুর, তাঁহার পিতা পুরুষোত্তম দাস, পিতামহ সদাশিব কবিরাজ ও প্রপিতামহ কংসারি সেন—এই চারি পুরুষই গৌর পরিকর ভুক্ত।

কান্তা প্রেম—গোপী প্রেম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা। কান্তা বলিতে পরকীয়া ভাবাপন্না প্রিয়া বুঝায়। কান্তা প্রেমে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ ভাব, বাৎসল্যের লালন ও মমতাধিক্য ত আছেই, অধিকন্তু কৃষ্ণ-সুখার্থে নিজাঙ্গ দ্বারা সেবাও আছে। সেজন্য ইহা সর্বসাধ্যসার (চৈ. চ. ২।৮।৬৩, ২।১৯।১৮৯-৯২)।

কান্তারতি—মধুরা রতি। কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম। রতি দ্রঃ (চৈ. চ. ২।২৪।২৭)।

কান্তি—অলঙ্কার দ্রঃ।

কাবেরী—দক্ষিণ ভারতের নদী। পশ্চিমঘাট পর্বত শ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। কাবেরীর জলপানে ভগবদ্ভক্তি জন্মে বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের সাতটি পবিত্র নদীর অন্যতম। ইহাকে অর্ধগঙ্গাও বলা হয়। শিব সমুদ্রম্, শ্রীরঙ্গপাটনা, শ্রীরঙ্গম্ প্রভৃতি প্রধান বৈষ্ণব তীর্থগুলি ইহার তীরে অবস্থিত। প্রায় ৫৭৪ মাইল দীর্ঘ।

কাম—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা। নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি। "কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্কর"—(চৈ. চ. ১।৪।১৪৭)। প্রেম দ্রঃ। গোপী প্রেম প্রাকৃত কাম নহে, ইহাতে স্বসুখ বাসনার লেশ মাত্র নাই এবং ইহা অপ্রাকৃত। কাম ক্রীড়ার সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া গোপী প্রেমকে কাম বলা হয়, যথা—"সহজে গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম"।—(চৈ. চ. ১।৪।১৪০-৪৭, ২।৮।১৭৪-৭৬)।

কামকোষ্ঠীপুর—দক্ষিণ ভারতের শ্রীশৈল ও মাদুরার মধ্যে অবস্থিত। তাঞ্জোর জেলার কুম্ভকোনম্।

কাম গায়ত্রী—"কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গপ্রচোদয়াৎ।" এই গায়ত্রী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা মন্ত্র। ইহা কৃষ্ণস্বরূপ। ইহাতে সার্ধ চব্বিশ অক্ষর আছে। 'কামদেবায়' শব্দের 'য়'-কে অর্ধ অক্ষর বলা হয় (চৈ. চ. ২।৮।১০৯, ২।২১।১০৪-১৪)। 'কাম' শব্দে বুঝায় স্পৃহনীয়তা ও কামনীয়তা। সৌন্দর্য, মাধুর্য, বিলাস ও বৈদগ্ধ্যে কৃষ্ণই সর্বোত্তম কাম্য বস্তু। এই মন্ত্র জপে কৃষ্ণবাসনা, কৃষ্ণে গাঢ় প্রীতিময়ী উদ্বেলতা জন্মে।

কামলেখ—নিজের প্রেম প্রকাশক পত্র (চৈ. চ. ৩।১।১২০ ; উ. নী. পূর্বরাগ—২৬)।

কাম্যবন—ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি বন। কাম্যবনে অনেক তীর্থ আছে।

কায়ব্যূহ—কায়—মূর্তি ; ব্যূহ—সমূহ। যোগবলে এক শরীরীর বহুতর শরীর প্রকটকরণের নাম কায়ব্যূহ। যথা—একই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে রস বিশেষ আস্বাদন করাইবার জন্য ব্রজগোপী রূপে বহু হইয়াছেন। (চৈ. চ. ১।১।৪২, ২।২০।১৪২)। "আকার স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥"—(চৈ. চ. ১।৪।৬৮)। ষোল হাজার মহিষী বিবাহে ও রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ কায়ব্যূহ করেন নাই। সেখানে তাঁহার **প্রকাশ**-রূপ। কিন্তু সৌভরী ঋষি যোগবলে কায়ব্যূহ প্রকাশ করিয়া বহুমূর্তিতে বহু স্ত্রী উপভোগ করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ১।১।৩৬-৩৭)।

কারণার্ণবশায়ী, কারণাব্ধিশায়ী—আদ্য অবতার ; প্রথম পুরুষ অবতার ; সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী। ইনি সহস্রশীর্ষা। সৃষ্টির পূর্বে দৃষ্টি দ্বারা শক্তি সঞ্চার করিয়া ইনি সাম্যাবস্থাপন্না মায়া বা প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধ করেন। এই অঙ্গাভাসেই জীবরূপ বীর্যের আধান হয় এবং ব্রহ্মাণ্ড সকলের জন্ম হয়। ইনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা, সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় এবং গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ ইহার অংশ। ইনি মৎস্য কূর্মাদি অবতারের অংশী এবং প্রকৃতির আধার ও আধেয় হইয়াও প্রকৃতির সহিত ইহার স্পর্শ নাই। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া স্বীয় স্বেদজলে অর্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন এবং **গর্ভোদকশায়ী** দ্বিতীয় পুরুষ রূপে পরিচিত হন। গর্ভোদশায়ী ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী। ইহার নাভিপদ্ম হইতে ব্যষ্টি জীব স্রষ্টা ব্রহ্মার উদ্ভব। ইনি ব্রহ্মারূপে ব্যষ্টি সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন এবং রুদ্ররূপে সৃষ্টি সংহার করেন। ইনি হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী, সহস্রশীর্ষা, মায়ার আশ্রয় হইয়াও মায়াতীত। ইনিই আবার তৃতীয় পুরুষ **ক্ষীরোদাশায়ী** চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী এবং জগতের পালনকর্তা। ক্ষীরোদ সমুদ্রের অন্তর্গত শ্বেতদ্বীপ ইহার নিজ ধাম বলিয়া ইহাকে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু বলে। ইনি প্রতি যুগে ও প্রতি মন্বন্তরে নানা অবতার রূপে ধর্ম সংস্থাপন ও অধর্ম সংহার করেন (চৈ. চ. ১।২।৪০, ১।৫।৬৪-৭৯, ১।৬।৭৮, ২।২০।২৩০-৫৩)।

কারণার্ণব, কারণ সমুদ্র—বিরজা। সিদ্ধ লোকের বাহিরে যে চিন্ময়

জলপূর্ণ সমুদ্র পরিখাকারে পরব্যোমকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহা নিত্য, চিন্ময়, 'সর্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণ তনুসম'। ইহারই এক কণিকা—পতিত পাবণী গঙ্গা। (চৈ. চ. ১।৫।৪৩-৪৭)।

কারিকর—শিল্পী (চৈ. চ. ৩।১৪।৪১)।

কারুণ্য—করুণা। পরদুঃখ সহ্য করিতে অসমর্থব্যক্তিকে করুণ বলে। করুণের ভাব কারুণ্য (ভ.র.সি. ২।১।৬৪ চৈ. চ. ২।৮।১২৮)।

কারে—কাহাকেও (চৈ. চ. ১।৫।১৪২) ; কাহারও নিকটে (চৈ. চ. ১।১৭।২৬)।

কালসাম্য—তুল্যধর্ম বিশিষ্ট সময় বর্ণনা প্রসঙ্গ (চৈ. চ. ৩।১।১১৮)।

কালাকৃষ্ণদাস—শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দ শাখা। বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটবর্তী আকাই হাটে শ্রীপাট। মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ যাত্রার সঙ্গী। ইনি দ্বাদশ গোপালের একতম ; ব্রজের লবঙ্গ সখা।

কাষ্ঠা—মর্যাদা ; নিত্যধাম (ভাঃ ১।১।২৩)।

কালিদাস—রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্ঞাতি খুড়া। কায়স্থ। সপ্তগ্রামে শ্রীপাট। বৈষ্ণবের পদরজে ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে ইঁহার অচলা নিষ্ঠা ছিল।

কালিন্দী—যমুনা নদী।

কাশী—উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বারাণসী।

কাশীমিশ্র—উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ। উৎকলের রাজা প্রতাপ রুদ্রের গুরু ও শ্রীজগন্নাথের সেবার অধ্যক্ষ। ইঁহারই গৃহস্থিত গম্ভীরায় মহাপ্রভু অবস্থান করিতেন। মহাপ্রভুর প্রিয় সেবক।

কাশীশ্বর গোসাঞি—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ও সেবক। পুরী গোস্বামীর নির্যানের পর তাঁহার আদেশে ইনি নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতে থাকেন।

কাঁহা—কোথায় (চৈ. চ. ১।৯।৩২), কি (চৈ. চ. ৩।৬।৩১৫), কাহাও (চৈ. চ. ২।২।৭৫)। **কাঁহা কাঁহা**—কি কি (চৈ. চ. ২।৪।১১২), **কাঁহাতে**—কোনও স্থানে (চৈ. চ. ৩।১।৬১), **কাহাঁসো**—কাহারও সহিত (চৈ. চ. ২।২।৭৫), **কাহে**—কেন (চৈ. চ. ১।১২।৪৭), **কাহো**—কোনও স্বরূপ (চৈ. চ. ১।৫।১১১), **কাহোঁ**—কোনও স্থানে (চৈ. চ. ২।২৫।২১৯)।

কিঞ্জল্ক—কেশর (ভাঃ ৩।১৫।৪৩, চৈ. চ. ২।১৭।৯ শ্লোঃ)।

কিতব—শঠ (ভাঃ ১০।৩১।১৬)।

কিলকিঞ্চিত—অলঙ্কার দ্রঃ।

কিল্বিষ—পাপ (গী. ৩।১৩)।

কীড়া—কীট, পোকা (চৈ. চ. ২।৭।১৩৩-৩৪)।

কুঁজা—জলপাত্র বিশেষ (চৈ. চ. ৩।৬।২৯০)।

কুটা—ক্ষুদ্র তৃণ খণ্ড (চৈ. চ. ২।১২।১২৮)।

কুট্টমিত—অলঙ্কার দ্রঃ।

কুড়ঙ্গ—কুঞ্জ (উ. নী. সখী—৪)।

কুণ্ডিকা—ভাণ্ড (চৈ. চ. ২।৩।৫০)।

কুশীলব—১. স্তুতি পাঠক ; ২. নট, অভিনেতা।

কুমার হট্ট—বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার হালি-সহর। শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর আবির্ভাব স্থান। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর শ্রীবাস পণ্ডিতও এই স্থানে আসিয়া বাস করিয়া ছিলেন।

কুমারিল ভট্ট—পূর্ব মীমাংসাবাদী শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। ইনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃত প্রভাব হইতে দেশকে উদ্ধার করেন। পূর্ব মীমাংসার ভাষ্য ও বৈদিক দেবতত্ত্ব ব্যাখ্যা ইঁহার প্রধান কর্মকৃতি। কথিত আছে ইনি ছদ্মবেশে বৌদ্ধ গুরুর নিকটে বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং প্রকাশ্য বিচারে গুরুদেবকে পরাজিত করেন। বিচারের সর্ত অনুসারে বৌদ্ধগুরু বিচারে পরাজিত হইয়া মৃত্যুবরণ করেন। ইহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ইনি নিজেকে তুষানলে দগ্ধ করেন। এই অবস্থায় শঙ্করাচার্যের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইঁহার পরামর্শে শঙ্কর কুমারিলের শ্রেষ্ঠ শিষ্য মণ্ডন মিশ্রকে বিচারে আহ্বান করেন এবং মণ্ডন পরাজিত হইলে তাঁহাকে শিষ্যরূপে সন্ন্যাসী সঙ্ঘে গ্রহণ করেন।

কুমুদবন— ব্রজ মণ্ডলস্থিত দ্বাদশ বনের একটি বন।

কুরুক্ষেত্র—কলিকাতা হইতে ১,০৫১ মাইল দূরবর্তী থানেশ্বর ষ্টেশন। এখানে মহাভারতে উল্লিখিত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানেই অর্জুনের নিকটে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্বে এই স্থান স্যমন্ত পঞ্চক নামে খ্যাত ছিল। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া এখানে পাঁচটি শোণিত-পূর্ণ হ্রদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরে ঋষিগণের বরে ইহা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। এবং মহারাজ কুরু এই ক্ষেত্রকে কর্ষণ করাইয়াছিলেন বলিয়া ইহা কুরুক্ষেত্র নামে পরিচিত হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে কোন এক সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্ত পঞ্চক তীর্থক্ষেত্রে গিয়াছিলেন এবং সেই স্থানে শ্রীরাধিকাদির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

কুলবর তনু—কুলাঙ্গনা। **কুলবর তনু ধর্ম**—সতীত্ব ধর্ম (বি. মা. ১।১০৬ ;—চৈ. চ. ৩।১।৪২ শ্লোঃ)।

কুলিয়া—নবদ্বীপ গঙ্গার যে তীরে, তাহার অপর তীরের একটি গ্রাম। প্রাচীন নবদ্বীপের অধিকাংশই এখন গঙ্গাগর্ভে। বর্তমান সাতকুলিয়াই কুলিয়া বলিয়া অনুমিত হয়।

কুলিনগ্রাম—বর্ধমান জেলায়, মহাপ্রভুর ভক্ত গুণরাজ খান ও রামানন্দ বসুর বাসস্থান। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও কিছুকাল কুলিনগ্রামে ছিলেন।

কুশাবর্ত্ত—নাসিকের নিকটবর্তী। পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রি কুশট্ট বা কুশাবর্ত নামক প্রদেশ হইতে গোদাবরী নদীর উদ্ভব। (চৈ. চ. ২।৯।২৮৯)।

কুহক—ঐন্দ্রজালিক, যাহারা পুতুল নাচায়।

কুম্ভকর্ণ কপাল—দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত বর্তমান কুম্ভকোনম্।

কুটস্থ—১. নির্বিকার, গূঢ়, চিরস্থায়ী (গী. ৬।৮); ২. কূটে মায়া প্রপঞ্চে অধিষ্ঠানত্বেন অবস্থিতম্ স্বামী; মায়াধিষ্ঠিত (গী. ১২।৩)। **কূট**—মিথ্যা হইয়াও যাহা সত্যবৎ প্রতীত।

কূর্প—কঙ্কর (ভাঃ ১০।৩১।১৯, চৈ. চ. ১।৪।২৬ শ্লোঃ)।

কূর্পর—অধীন, দাস, ভৃত্য (চৈ. চ. ২।১।১৮২)।

কূর্মক্ষেত্র—বর্তমান শ্রীকূর্মম্। দক্ষিণ ভারতের গঞ্জাম জেলায় সমুদ্রের ধারে চিকাকোল হইতে ৮ মাইল পূর্বদিকে। শ্রীবিষ্ণুর কূর্ম অবতার মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

কৃত—১. সত্যযুগ (ভাঃ ১২।৩।৫২); ২. যাহা করা হইয়াছে, সম্পাদিত; ৩. শিক্ষিত।

কৃতজ্ঞ—১. কৃতকর্মাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ; কৃতকর্ম যিনি জানেন (চৈ. চ. ২।২২।৫১); ২. উপকারীর উপকার স্বীকারকারী।

কৃতমালা—নদী। বর্তমান নাম ভাইগা বা ভাগাই। মলয় পর্বত হইতে উৎপন্ন। মাদুরা সহর ইহার তীরে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্য ইহার পবিত্র জলে স্নান করিয়াছিলেন।

কৃৎস্নকর্মকৃৎ—(**কৃৎস্ন**—সকল) সর্বকর্মের অনুষ্ঠাতা; সর্বকর্মকারী—(গী. ৪।১৮)। **কৃৎস্নবিৎ**—জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ (গী. ৩।২৯)।

কৃপণ—১. ক্ষুদ্রাশয়, দীন, কাতর (গী. ২।৪৯ শ্লোঃ, ভাঃ ১০।৩০।৩৯, (চৈ. চ. ১।৬।১০ শ্লোঃ); ২. ব্যয়কুণ্ঠ; ৩. যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।—(বৃহঃ উপ. ৩।৮।১০) অর্থাৎ যিনি এই অক্ষর ব্রহ্মাকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন তিনি কৃপণ (গী. ২।৭)।

কৃষ্ণ—দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র। পিতা বসুদেব। ইনি শৈশবে গোকুলে

নন্দগোপের গৃহে যশোদার পুত্ররূপে পালিত হন। ইঁহার লৌকিক জীবন প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—ব্রজলীলা, মথুরালীলা ও অন্ত্যলীলা (দ্বারকা ও প্রভাস লীলা)। শকট ভঙ্গ, পুতনাবধ, যমলার্জুন ভঙ্গ, কালিয় দমন, ধেনুক—প্রলম্বাসুর বধ, গিরিযজ্ঞ, গোবর্দ্ধন ধারণ, অরিষ্ট বধ, রাসলীলা প্রভৃতি ব্রজলীলার অন্তর্গত। কেশীবধ, ধনুভঙ্গ, কুবলয়াপীড় বধ, কংসবধ, উগ্রসেনের অভিষেক, বিদ্যাধ্যয়ন প্রভৃতি মথুরালীলা। মহাভারত বর্ণিত কুরু পাণ্ডব সংঘর্ষে এবং জরাসন্ধবধ, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ প্রভৃতিতে ইনি পাণ্ডব সহায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি পার্থ সারথি। অন্ত্যলীলায় যদুবংশ ধ্বংস ও যোগাবিষ্ট অবস্থায় ব্যাধশরে লীলাবসান। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে যদুবংশ ধ্বংস ও ব্যাধ শরে কৃষ্ণের দেহাবসান কৃষ্ণের মায়া বা ছল। প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। ইহার বিবরণ মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, দেবীভাগবত, গরুড় পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, কূর্মপুরাণ, আদি পুরাণ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম বিনিঃসৃতা। যিনি ইঁহাকে যে ভাবে ও যতটুকু দেখিয়াছেন, ততটুকু বিবৃত করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে 'কৃষ্ণস্তু ভবগবান্ স্বয়ং'—(ভাঃ ১।৩।২৮, চৈ. চ. ১।২।১৩ শ্লোঃ)। ইনি সমস্ত অবতারের অবতারী। ব্রহ্ম সংহিতা (৫।১) মতে—শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর,—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদি কিন্তু সকলের আদি, গোবিন্দ এবং সমস্ত কারণের কারণ।

কৃষ্ণ শব্দের অর্থ:—কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি বাচকঃ।

তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥—

(মহাভারত উদ্যোগ পর্ব ৭১।৪, চৈ. চ. ২।৯।৪ শ্লোঃ)।

কৃষ্ণ=কৃষ্+ন+ক। কৃষিভূবাচক অর্থাৎ সত্তাবাচক আর 'ণ' নিবৃত্তি বাচক অর্থাৎ আনন্দ বাচক শব্দ। এই উভয় শব্দের ঐক্যে বা মিলনে কৃষ্ণশব্দ নিষ্পন্ন। অতএব কৃষ্ণ শব্দে সৎ স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মকে বুঝায়। **অপর অর্থ**—কৃষি শব্দের অর্থ সংসার ও ণ শব্দের অর্থ নির্বৃতি বা মোচন করা। অতএব যিনি সংসার হইতে মোচন (অর্থাৎ উদ্ধার) করেন, সেই পরব্রহ্মকেই কৃষ্ণ বলে। **অথবা**—কর্ষয়েৎ সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।

কালরূপেন ভগবাংস্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যতে॥—অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎকে, সমস্ত শক্তিবর্গকে এমন কি নিজেকে পর্যন্ত যিনি আকর্ষণ করিতে সমর্থ, সেই আনন্দ বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ।—(বৃহৎ গৌতঃ)। বিভিন্ন

স্বরূপে কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার মধ্যে নরলীলাই সর্বোত্তম। এই লীলায় তাঁহার স্বরূপ নরবপু এবং তিনি গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর। ব্রজলীলায় তিনি দ্বিভুজ। অন্যান্য স্বরূপে কখনও দ্বিভুজ কখনও চতুর্ভুজ।

কৃষ্ণধাম তত্ত্ব—"ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে চতুর্দশ ভুবন—সপ্তস্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। তাহার বাহিরে প্রকৃতির আটটি আবরণ, তাহার পর বিরজা, কারণ সমুদ্র। তদূর্ধ্বে সিদ্ধ লোক, সাযুজ্যমুক্তিস্থান অথবা নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় লোক, সিদ্ধ লোকের উর্ধ্বে পরব্যোম; শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্তি—শ্রীনারায়ণ ইহার অধিপতি। পরব্যোমে মৎস্য কূর্মাদি অনন্ত ভগবৎ স্বরূপ স্ব স্ব পরিকরগণের সহিত বিহার করেন। ইহাদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন বৈকুণ্ঠ আছে—কাজেই—পরব্যোমে অনন্ত বৈকুণ্ঠের সংস্থিতি। যে ভগবৎ স্বরূপ যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট বিহার করিতে ইচ্ছুক হন, তখন ধাম পরিকরাদির সহিত তিনি আবির্ভূত হয়েন। স্কন্দ পুরাণে উক্ত আছে যে প্রত্যেক ভগবদ্ধামই বৈকুণ্ঠে ও পৃথিবীতে—উপরে ও নীচে—স্থিত আছে। একই শ্রীকৃষ্ণ যেমন যুগপৎ বহু প্রকাশ মূর্তি ধরিতে পারেন, তদ্রূপ ধামও যুগপৎ বহু ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান থাকিতে কোনই বাধা হয় না। ভগবদ্ধাম—সর্বগ, অনন্ত, বিভু ও শ্রীকৃষ্ণতনু সম। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া যেমন পরমতম স্বরূপ, তদ্রূপ তদীয় ধামও সর্বোপরি বিরাজমান। সর্বোপরি বিরাজ করিলেও শ্রীবৃন্দাবনাদি শ্রীকৃষ্ণধামত্রয় তদীয় ইচ্ছায় এই পৃথিবীতেও অভিন্ন রূপে প্রকাশ পান। ধামত্রয়ের তত্ত্বতঃ অভিন্নতা থাকিলেও লীলা মাধুরী প্রকটনের তারতম্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপবৎ তারতম্য ভজন করেন। শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন—স্বরূপে যেমন শ্রীকৃষ্ণের অনন্য সাধারণ মাধুরী প্রকটিত হয়, তদ্রূপ শ্রীবৃন্দাবনও অসমোর্ধ্ব ধাম বলিয়া স্বীকার্য। আবার উপরিতন গোলোক বৃন্দাবন হইতেও ভৌম গোকুলের অধিকতর মাধুরী রসগ্রন্থ সমূহে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ভৌম ধামও প্রপঞ্চাতীত, নিত্য, অলৌকিক এবং শ্রীভগবানের নিত্য বিহার ভূমি। কদাচিৎ এই অপ্রাকৃত গোলককে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে দ্যুলোক, স্বর্গ, কাষ্ঠা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ধামের প্রকাশ দ্বিবিধ—**অপ্রকট** ও **প্রকট**। প্রাপঞ্চিক লোকের অগোচর হইলে অপ্রকট এবং তদ্‌গোচর হইলে প্রকট প্রকাশ বলা হয়। অপ্রকট প্রকাশে ধাম পৃথিবীস্থ হইলেও অন্তর্ধান শক্তি বলে তাহাকে স্পর্শ না করিয়াই বিরাজ করেন, পক্ষান্তরে প্রকট প্রকাশে কৃপা করিয়া ঐ ধাম পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াই থাকেন, লীলার অপ্রকট কালে দর্শন পার্থিব চক্ষুতে সম্ভবপর নহে, প্রকট কালের যথাযথ দর্শনও কৃপা সাপেক্ষ। প্রকট প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ বিহার

করিতে ইচ্ছুক হইলে ধাম স্পৃষ্ট পৃথিবীকে স্বীকার করেন। আবার অপ্রকট কালে ধামও যেমন পৃথিবীকে স্পর্শ না করিয়াই বিরাজ করেন, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ পৃথিবীর অস্পর্শে বিরাজমান থাকেন। এই দুই প্রকাশ সম্বন্ধে কখনও ভেদে, কখনও বা অভেদে বিবক্ষা হয়"।—বৈ. অ.।

কৃষ্ণের চতুঃষষ্ঠী গুণ—শ্রীকৃষ্ণের গুণ অনন্ত, ইহার মধ্যে ৬৪টি প্রধান (চৈ. চ. ২।২৩।৪৬)। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু দক্ষিণ বিভাগে, বিভাব লহরীতে (২।১।১১-১৯) ইহা বিবৃত হইয়াছে এবং চৈ. চ. ২।২৩।২৪-৩৮ শ্লোকে উদ্ধৃত হইয়াছে। গুণগুলি চারিভাগে বিভক্ত। নিম্নলিখিত পঞ্চাশটিগুণ একমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেই পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশিত, সাধারণ জীবে সম্ভবপর নহে; তবে কোন কোন জীবে গুণের বিন্দু বিন্দু অর্থাৎ আভাস মাত্র দৃষ্ট হয়। যথা—নায়ক শ্রীকৃষ্ণ—১. সুরম্যাঙ্গ (ইঁহার অঙ্গ সন্নিবেশ অত্যন্ত রমণীয়), ২. সর্বসল্লক্ষণান্বিত (ইনি সমস্ত সৎ লক্ষণ যুক্ত), ৩. রুচির (নয়নাভিরাম), ৪. তেজসান্বিত, ৫. বলীয়ান্, ৬. বয়সান্বিত (নব কিশোর), ৭. বিবিধ অদ্ভুত ভাষাবিৎ, ৮. সত্যবাক্ (ইঁহার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না), ৯. প্রিয়ংবদ, ১০. বাবদূক (ইঁহার বাক্য শ্রবণপ্রিয় ও সর্বগুণান্বিত), ১১. সুপণ্ডিত, ১২. বুদ্ধিমান্, ১৩. প্রতিভান্বিত, ১৪. বিদগ্ধ (চৌষট্টি বিদ্যায় ও বিলাসাদিতে নিপুণ), ১৫. চতুর (একই সময়ে বহু কার্য সাধনে সমর্থ), ১৬. দক্ষ, ১৭. কৃতজ্ঞ (অন্যকৃত সেবাদি কার্য জানিতে সমর্থ), ১৮. সুদৃঢ়ব্রত, ১৯. দেশকাল সুপাত্রজ্ঞ (দেশকাল পাত্রানুসারে কাজে নিপুণ), ২০. শাস্ত্রচক্ষু (শাস্ত্রানুসারে কর্ম করেন), ২১. শুচি, ২২. বশী (জিতেন্দ্রিয়), ২৩. স্থির, ২৪. দান্ত (দুঃসহ হইলেও ক্লেশ সহনশীল), ২৫. ক্ষমাশীল, ২৬. গম্ভীর, ২৭. ধৃতমান্ (পূর্ণকাম ও ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও ক্ষোভশূন্য), ২৮. সম (রাগদ্বেষশূন্য), ২৯. বদান্য, ৩০. ধার্মিক, ৩১. শূর (যুদ্ধে উৎসাহী ও অস্ত্র প্রয়োগে নিপুণ), ৩২. করুণ (পর দুঃখে অসহিষ্ণু), ৩৩. মান্যমানকৃৎ (গুরু, ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধাদির পূজক), ৩৪. দক্ষিণ (সুস্বভাব বশতঃ কোমলচরিত), ৩৫. বিনয়ী, ৩৬. হ্রীমান (স্বীয় স্তবে সঙ্কুচিত), ৩৭. শরণাগত পালক, ৩৮. সুখী, ৩৯. ভক্তসুহৃদ্, ৪০. প্রেমবশ, ৪১. সর্বশুভঙ্কর (সকলের হিতকারী), ৪২. প্রতাপী, ৪৩. কীর্তিমান্, ৪৪। রক্তলোক (সকল লোকের অনুরাগের পাত্র), ৪৫. সাধু সমাশ্রয়, ৪৬. নারীগণ মনোহারী, ৪৭. সর্বারাধ্য, ৪৮. সমৃদ্ধিমান্, ৪৯. বরীয়ান্ (সর্বশ্রেষ্ঠ) এবং ৫০. ঈশ্বর (ইনি স্বতন্ত্র ও ইঁহার আজ্ঞা দুর্লঙ্ঘ্য)।

গিরিশাদিতে (শিবাদিতে) অংশতঃ বিদ্যমান্ থাকিলেও নিম্নলিখিত পাঁচটিগুণ শ্রীকৃষ্ণেই পরিপূর্ণ রূপে বিরাজিত, যথা—৫১. সদাস্বরূপ সম্প্রাপ্ত (সর্বদা স্বরূপে বিরাজিত), ৫২. সর্বজ্ঞ, ৫৩. নূতন, ৫৪. সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গ (সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্যতীত অন্য বস্তুর স্পর্শও তাঁহাতে নাই), ৫৫. সর্বসিদ্ধি নিষেবিত (সমস্ত সিদ্ধি তাঁহাকে সেবা করে)।

নিম্নলিখিত পাঁচটি গুণ নারায়ণাদিতে দৃষ্ট হইলেও শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুত ভাবে বিদ্যমান। যথা—৫৬. অবিচিন্ত্য মহাশক্তি (ইঁহার মহাশক্তি চিন্তার অতীত), ৫৭. কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ (ইঁহার দেহ কোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত), ৫৮. অবতারাবলী বীজ (অবতার সমূহের মূল, অবতারী), ৫৯. হতারি-গতি-দায়ক (নিপাতিত শত্রুর মুক্তিদাতা), ৬০. আত্মারামগণাকর্ষী (আত্মানন্দে বিভোর মুণিগণের চিত্ত আকর্ষণকারী)।

নিম্নের চারিটি অসাধারণ গুণ চরাচরের বিস্ময়, এমনটি আর কোন স্বরূপে নাই, যথা—৬১. লীলামাধুর্য, ৬২. প্রেমমাধুর্য, ৬৩. বেণুমাধুর্য ও ৬৪. রূপ-মাধুর্য।

কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ বিলাস—স্বয়ংরূপ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ সাধারণতঃ আরো ছয় রূপে বিলাস করেন, যথা—প্রাভব ও বৈভব দুইটি প্রকাশ রূপে ; অংশ ও শক্ত্যাবেশ,—দ্বিবিধ অবতার রূপে ; এবং বাল্য ও পৌগণ্ড দুইটি দেহ ধর্মে। (চৈ. চ. ১।২।৮০-৮৩)।

স্বয়ংরূপে—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্তি,—গোপবেশ, বেণুকর, নব কিশোর, নটবর। স্বয়ংরূপ—অন্য নিরপেক্ষ স্বয়ং সিদ্ধরূপ। আকার, গুণ ও লীলায় সম্যক্ রূপে একরূপ থাকিয়া একই বিগ্রহের একই সময়ে অনেক স্থানে যে আবির্ভাব, তাহাকে **প্রকাশ** বলে—(চৈ. চ. ১।১।৩৪ শ্লোঃ)

প্রকাশ দ্বিবিধ, প্রাভব প্রকাশ ও বৈভব প্রকাশ, যথা—প্রাভব—বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে। একবপু বহুরূপ যৈছে হৈলরাসে॥ মহিষী বিবাহে হৈল মূর্তি বহুবিধ। 'প্রাভব প্রকাশ' এই শাস্ত্রে পরসিদ্ধ।—(চৈ. চ. ২।২০।১৪০-৪১)। একই দেহ সর্বতোভাবে সমান বহু দেহরূপে আবির্ভূত হইলে সেই বহু দেহের প্রত্যেককে মূল দেহের **প্রাভব প্রকাশ** বলে। রাসলীলায় প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বে এবং দ্বাপর লীলায় ষোল হাজার মহিষী বিবাহে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব **প্রাভব প্রকাশ**। এই প্রকাশ স্বয়ং রূপ হইতে অভেদ। একই দেহে থাকিয়া যদি ভাব ও আবেশ ভেদে বর্ণ বা অঙ্গ সন্নিবেশের কিছু পার্থক্য থাকে, তবে তাহাকে **বৈভব প্রকাশ** বলে। প্রাভব প্রকাশ অপেক্ষা **বৈভব প্রকাশে**

শক্তির বিকাশ কিছু বেশী। স্বয়ং রূপ শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিশেষের জন্য অন্য আকারে প্রতিভাত হইলে এবং এই অন্য আকারের শক্তি প্রায় স্বয়ং রূপের তুল্য হইলে, তাহাকে **বিলাস** বলে। (চৈ. চ. ১।১।৩৫ শ্লোঃ)।

বিলাস দ্বিবিধ—**প্রাভব বিলাস** ও **বৈভব বিলাস**। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের **প্রাভব বিলাস**। আর কেশব, নারায়ণ, মাধবাদি **বৈভব বিলাস**। ব্রজে গোপবেশে বলরাম **বৈভব প্রকাশ** কিন্তু. দ্বারকায় ক্ষত্রিয় বেশে **প্রাভব বিলাস** (চৈ. চ. ২।২০।১৫৪-১৬০)।

অংশ ও শক্ত্যাবেশের জন্য অবতার দ্রঃ।

কৃষ্ণলোক—প্রকৃতির পারে মায়াতীত চিন্ময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠ অবস্থিত। ইহার উপরে কৃষ্ণলোক বা শ্রীকৃষ্ণের ধাম। ইহার ত্রিবিধ অভিব্যক্তি, যথা—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল। গোকুলের অপরাপর নাম ব্রজলোক, গোলক, শ্বেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন। গোকুলের অবস্থিতি সর্বোপরি। ইহা মাধুর্য, ঐশ্চর্য ও কৃপাদির ভাণ্ডার। এই ধর্মেই রাসাদি লীলাসার প্রকটিত হয়। সমস্ত কৃষ্ণলোক—সর্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণ তনু সম। ইহার উর্ধ্ব অধের নিয়ম নাই, সর্বত্র ব্যাপিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হন, তাঁহার ধামও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হন। প্রাকৃত চর্মচক্ষে ইহা প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় মনে হইলেও সেখানকার ভূমি চিন্তামনি ও বন কল্পবৃক্ষময়। প্রেমনেত্রে দর্শন করিলে তাহার স্বরূপ ও গোপ গোপী সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাস প্রকাশ পায়। (চৈ. চ. ১।৫।১৩-১৮, ২।২০।১৮২-৮৩, ২।২১।৩৩-৩৪)। কৃষ্ণধাম তত্ত্ব দ্রঃ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচয়িতা। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে জন্ম। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন ‘বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যে’ লিখিয়াছেন—কবিরাজ গোস্বামীর জন্ম ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা ও ভ্রাতার নাম শ্যামদাস। পিতা কবিরাজী ব্যবসা করিতেন। অল্প বয়সেই কবিরাজ গোস্বামী পিতৃমাতৃহীন হন। এ সমস্ত তথ্য কোথা হইতে পাইয়াছেন, ডক্টর সেন লিপিবদ্ধ করেন নাই। কবিরাজ গোস্বামীর জন্মসন সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ডক্টর রাধা গোবিন্দ নাথের মতে আনুমানিক ১৫২৮ খ্রীঃ অব্দে কবিরাজ গোস্বামীর জন্ম। শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবেই তিনি ‘কবিরাজ’ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকের অভিমত। কবিরাজ গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত ছিলেন। স্বপ্ন যোগে তাঁহার আদেশে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে চলিয়া যান। তিনি লিখিয়াছেন—“শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব

গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥"—তাঁহার শিক্ষা গুরু ছিলেন (চৈ. চ. ১।১।১৮-১৯)। ইঁহাদের শিক্ষায় ও বৃন্দাবনের বৈষ্ণব গোস্বামীদের কৃপায় ও সাহচর্যে কৃষ্ণদাস সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন এবং শ্রীরাধা গোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলাত্মক 'শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতম্' এবং বিল্বমঙ্গল ঠাকুরকৃত শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের 'সারঙ্গ রঙ্গদা' নাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা ও জীবনী সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত যে সমস্ত গ্রন্থ ছিল, তাহাদের মধ্যে প্রধান—মুরারিগুপ্তের কড়চা (শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃতম্), কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যম্, লোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল এবং বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য ভাগবত। শেষোক্ত গ্রন্থ বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধার সহিত আস্বাদন করিতেন। কিন্তু ইহাতে শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলা বিশেষ না থাকায় বৈষ্ণবগণের আদেশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—তাঁহার মতে তখন—"অন্ধজরাতুর আমি অন্ধ বধির। হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥"—(চৈ. চ. ৩।২০।৮৪) হইলেও শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ভ করেন এবং নয় বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৬১৫ খৃঃ অব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে রবিবারে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে তথ্যবহুল বাষট্টি পরিচ্ছেদে এই বিশাল গ্রন্থ রচনা সমাপন করেন। এই গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ জীবন চরিত। প্রতি পরিচ্ছেদে বিষয়বস্তুর উপাদান উল্লেখ করায় গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুদৃঢ়। গ্রন্থ রচনার পর কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব হয়।

কৃষ্ণদাস—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস ব্যতীত সেই গ্রন্থে ও শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বার (১২) জন কৃষ্ণদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—১. মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের সঙ্গী। কালাকৃষ্ণ দাস দ্রঃ। (চৈ. চ. ১।১০।১৪৩ ; ২।১০।৬০, ৭২, ৭৩)।

২. কৃষ্ণদাস পণ্ডিত—দেবানন্দের ভ্রাতা, নিত্যানন্দ শাখা, (চৈ. চ. ১।১১।৪৩)।

৩. দ্বিজ কৃষ্ণদাস, রাঢ়ে জন্ম, নিত্যানন্দ শাখা (চৈ. চ. ১।১১।৩৩, ২।১৬।৫০-৫১)।

৪. কৃষ্ণদাস—অদ্বৈত শাখা (চৈ. চ. ১।১২।৬০)।

৫. কৃষ্ণদাস—নিত্যানন্দ শাখা, সূর্যদাস সরখেলের ভ্রাতা (চৈ. চ. ১।১১।২২)।

৬. জগন্নাথ সেবক স্বর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাস (চৈ. চ. ২।১০।৪০)।

৭. কৃষ্ণদাস বৈদ্য—শ্রীচৈতন্য শাখা (চৈ. চ. ১।১০।১০৭)।

৮. কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী—গদাধর শাখা (চৈ. চ. ১।১২।৮৩)।

৯. কৃষ্ণদাস রাজপুত—মথুরাবাসী। ব্রজ মণ্ডলে, প্রয়াগে ও আড়ৈল গ্রামে ভ্রমণ কালে ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন (চৈ. চ. ২।১৮।৭৫-৮৩, ১২৮, ১৪৮-২০৮, ২।১৯।৮২)।

১০. কৃষ্ণদাস হোড়—বড়গাছি নিবাসী ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দ শাখা। ইনি রঘুনাথ দাস প্রদত্ত চিড়া মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ৩।৬।৬১)।

১১. কৃষ্ণদাস—অদ্বৈতাচার্যের দ্বিতীয় পুত্র। মহাপ্রভুর ভক্ত। (চৈ. চ. ১।১২।১৬)।

১২. প্রেমী কৃষ্ণদাস—বৃন্দাবন বাসী, ভূগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য।

কৃষ্ণবেন্বা—নদী। সহ্যাদ্রি পর্বতের মহাবালেশ্বর হইতে উদ্ভূত। ইহার তীরে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বাসস্থান ছিল।

কৃষ্ণা—১. দ্রৌপদী; ২. দক্ষিণ ভারতের একটি পবিত্র নদী।

কেবল—১. অধিগম দ্রঃ; ২. অভিন্ন; ৩. শুদ্ধ; ৪. বিকার রহিত (চৈ. চ. ২।১৯।১৬৫)। **কেবল ব্রহ্মোপাসক**—জ্ঞানমার্গ দ্রঃ। **কেবলারতি**—যে রতিতে ঐশ্বর্য গন্ধ নাই, শুধু নিজের মমতাময় সম্বন্ধ সর্বদা স্ফুরিত হয়, তাহার নাম কেবলারতি—(চৈ. চ. ২।১৯।১৬৬)।

কেশব—১. কৃষ্ণ (কেশী নামক অসুরের বধকারী)—(ভাঃ ১।১।২০); ২. শ্রীরাধার কেশ বাঁধিয়া দেন যিনি তিনি কেশব; ৩. হরি, বিষ্ণু।

কেশবছত্রী—গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের কর্মচারী। মহাপ্রভু রামকেলিতে গেলে হুসেন সাহ ইহাকে মহাপ্রভুর গতিবিধি জানার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কেশব ভারতী—শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু। কণ্টক নগর বা কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে ইহার আশ্রম ছিল। ইনি শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত 'ভারতী' সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়াতে গিয়া ইহার নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ লীলার অভিনয় করেন।

কেশাবতার—কেশ+অবতার। ক্ষীরোদ শায়ী বিষ্ণুর শুক্ল ও কৃষ্ণ কেশ হইতে উৎপন্ন অবতার। আবার কেশ অর্থ জ্যোতিঃ। অতএব কেশাবতার অর্থ শুক্ল ও কৃষ্ণদ্যুতি বিশিষ্ট বলরাম ও কৃষ্ণ।

কেশীতীর্থ—শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার কেশী ঘাট।

কৈতব—অজ্ঞানান্ধকার, কপটতা, আত্মবঞ্চনা, যাহা ভগবদ্ভক্তির সাধক।

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা-
আদি সব ॥ তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হৈতে
কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥ কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম।
সেহো এক জীবের অজ্ঞান-তমো ধর্ম ॥ (চৈ. চ. ১।১।৫০-৫২)।

ভগবানের সহিত জীবের সেব্য সেবক সম্বন্ধ। তাহা ভুলিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষা কৈতব বা আত্মবঞ্চনা। বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণে যে স্বর্গাদিলাভ, ধনরত্নাদি লাভে যে আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি, কাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে যে সুখ, মোক্ষ, মুক্তি বা ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভে যে আনন্দ তাহা কৈতব অর্থাৎ কপটতা বা ঘোর অজ্ঞানতা প্রসূত আত্মবঞ্চনা। মানব ফল লাভের আশায় ধর্মকর্মাদির অনুষ্ঠান করে, সুতরাং এইসব ধর্মাকর্মাদি কৈতব। তবে ধর্মকর্মাদির অনুষ্ঠানে হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে, কিন্তু মুক্তিকামী ব্যক্তির হৃদয়ে কখনও ভক্তির স্থান নাই, কারণ 'সোঽহম্' অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্ম—এইভাব মনে আসিলেই মন হইতে সেব্য সেবক ভাব অর্থাৎ ভক্তি দূর হয়, সেজন্য মোক্ষ লাভের ইচ্ছা কৈতব প্রধান।

কৈশোর—১১শ হইতে ১৫শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত। কৈশোরে কৃষ্ণের নিত্যস্থিতি (চৈ. চ. ২।২০।৩১৮)।

কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
কৌমারমাপঞ্চদশাদ্ যৌবনন্তু ততঃপরম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৩।৩৭ শ্রীধর স্বামী টীকা)।

কোঁকড়—বাঁকা, কোঁকড়া (চৈ. চ. ৩।৩।১৯৭)।

কোঙর—কুমার, পুত্র (চৈ. চ. ২।২০।১৭০)।

কোণার্ক—তর্কতীর্থ। বর্তমান নাম 'কোনারক'। পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে, সমুদ্রতীরে। ইহার সূর্য মন্দির স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

কোথলী—প্রা. থলিয়া (চৈ. চ. ৩।১০।২১)।

কোথাকে—প্রা. কোথায় (চৈ. চ. ২।৩।২২)।

কোনপাকে—প্রা. কোনও প্রকারে (চৈ. চ. ১।১২।২৮)।

কোলাপুর—বোম্বাই প্রদেশের একটি রাজ্য। এখানে অনেক দেবমন্দির আছে (চৈ. চ. ২।৯।২৫৪)।

কোলি—প্রা. কুল, বদরি (চৈ. চ. ৩।১০।২২)।

ক্রোধ—প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা চিত্তের দাহ; রোষ। ইহাতে পারুষ্য, ভ্রুকুটি, নেত্রলৌহিত্যাদি প্রকট হয় (চৈ. চ. ২।১৪।১৭১)।

ক্রোশে—চীৎকার করে (চৈ. চ. ২।৪।১৯৭)।

ক্ষপা—রাত্রি।

ক্ষর—নশ্বর (গী. ৮।৪)।

ক্ষান্তি—ক্ষোভ শূন্যতা (চৈ. চ. ২।২৩।৮ শ্লোঃ)

ক্ষীরোদ—পুরাণোক্ত দুগ্ধ সমুদ্র, যাহাতে বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় থাকেন।

ক্ষীরোদশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী—কারণার্ণব শায়ী দ্রঃ।

ক্ষেত্র—১. পুরীধাম; ২. প্রকৃতি; ৩. ভার্যা; ৪. দেহ, পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন, শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সঙ্ঘাত (শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সংহতি), চেতনা শক্তি ও ধৃতি—এ সমস্ত সবিকার (বিকারের সহিত) 'ক্ষেত্র'। (গী. ১৩।৬-৭); সাংখ্যমতে—চতুর্বিংশতি তত্ত্বই একত্রে ক্ষেত্র নামে অভিহিত। "সবিকারম্ ইন্দ্রিয়াদি বিকার সহিতম্"—শ্রীধর; "সবিকারং জন্মাদি ষড়্ বিকার সহিতম্"—বিশ্বনাথ। [জন্মাদি ষড়্ বিকার—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ]।

ক্ষেত্রজ্ঞ—১. অন্তর্যামী (ভাঃ ১১।১১।৪৪); ২. জীবাত্মা (গীতা ১৩।১)।

ক্ষেত্র সন্ন্যাস—সংসার ত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন শ্রীপুরুষোত্তমে বাসের সংকল্প (চৈ. চ. ২।১৬।১২৯)।

ক্ষেম—১. কল্যাণ; ২. মোক্ষ (ভাঃ ৭।৩।১৩)।

ক্ষৌণী—পৃথিবী (চৈ. চ. ১।১।১১ শ্লোঃ)।

ক্ষৌম—১. রেশমী বস্ত্র; ২. সূক্ষ্ম অতসী তন্তুজাত বস্ত্র।

খ

খণ্ড—১. গুড় (চৈ. চ. ৩।১০।২৩); ২. শ্রীখণ্ড, বর্ধমান জেলায়। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট।

খণ্ডিতা—নায়িকা দ্রঃ।

খদিরবন—ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশবনের একটি বন।

খাজুয়া—গ্রা. চুলকুনি (চৈ. চ. ৩।৪।৪)।

খাপরা—গ্রা. ১. ভাঙ্গা ঘটের খোলা; ২. যুক্ত করের অঞ্জলি (চৈ. চ. ২।১২।৭৫)।

খেলাতীর্থ—ব্রজ মণ্ডলস্থ একটি তীর্থ।

খোলা—বকল (চৈ. চ. ৩।১৬।৩১)।

গ

গঙ্গাদাস পণ্ডিত—মহাপ্রভুর ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক। পরে ইনি মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব লীলায় ইনি শ্রীরঘুনাথের গুরু বশিষ্ট মুনি ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

গঙ্গাদাস বিপ্র—নিত্যানন্দ শাখার ভক্ত। নবদ্বীপ লীলায় ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ইনি মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য নীলাচলেও যাইতেন। রাঢ় দেশের চতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র। ইঁহার অপর দুই ভ্রাতার নাম বিষ্ণুদাস ও নন্দন। কাজীর ভয়ে সপরিবারে নিশা ভাগে দেশান্তরী হওয়ার উদ্দেশ্যে খেয়া ঘাটে নৌকা না পাইয়া ইনি অগতির গতি ভগবানের শরণ লইলে মহাপ্রভু ইঁহাদিগকে নৌকায় গঙ্গা পার করিয়া দিয়াছিলেন।

গজপতি—উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের উপাধি।

গড়খাই—প্রা. পরিখা (চৈ. চ. ২।১৫।১৭৪)।

গড়বড়ি—প্রা. হট্টগোল (চৈ. চ. ২।১৮।১৩৮)।

গড়া—প্রা. ঘড়া, ঘট (চৈ. ভাঃ ২৩৮।১।১২)।

গড়িদ্বার—প্রা. গড়ের (দুর্গের) ফটক (চৈ. চ. ২।২০।১৫)।

গণ—প্রা. পার্ষদ, সঙ্গীয় লোক (চৈ. চ. ৩।১০।১৩৫)।

গদাধর দাস—শ্রীচৈতন্য শাখার ভক্ত। ইনি গোপী ভাবে তন্ময় থাকিতেন। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে প্রেম ভক্তি প্রচারের জন্য গৌড়ে প্রেরণ সময়ে বাসুদেব, মাধব, রামদাসাদি ভক্তের সঙ্গে গদাধর দাসকেও নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে দিয়াছিলেন। ইনি তদবধি নিত্যানন্দের সঙ্গী। নবদ্বীপেই বাস করিতেন।

গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী—পঞ্চতত্ত্বের শক্তি-তত্ত্ব। শ্রীগৌরাঙ্গের আবাল্য সঙ্গী ও সহপাঠী। চট্টগ্রামের বেলেটি গ্রামে আবির্ভাব। পিতার নাম মাধব মিশ্র ও মাতার নাম রত্নাদেবী। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাণীনাথ। অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আসেন। ইনি পণ্ডিত পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির শিষ্য। ব্রজলীলায় গদাধর পণ্ডিত ছিলেন শ্যামসুন্দর-বল্লভা বৃন্দাবন-লক্ষ্মী (শ্রীরাধা)। ললিতাও তাঁহাতে প্রবিষ্ট। গদাধরে রুক্মিণী দেবীর ভাবও ছিল।

গম্ভীরা—অভ্যন্তর গৃহ, বাড়ীর ভিতরের নির্জন গৃহ (চৈ. চ. ২।২।৬)। মহাপ্রভু নীলাচলে কাশী মিশ্রের বাড়ীতে যে গম্ভীরায় বাস করিতেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাহাতে মহাপ্রভুর পাদুকা ও ছেঁড়া কাঁথা রক্ষিত হইয়াছে।

গয়া—ফল্গু নদীর তীরে অবস্থিত বিহারের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। গয়ায় পিতৃ তর্পণ ও বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান প্রশস্ত।

গরগর—প্রা. চঞ্চল (চৈ. চ. ২।১৭।২০৯)।

গরুড়—১. পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের গরুড় স্তম্ভ (চৈ. চ. ৩।১৬।৭৯); ২. পক্ষিরাজ, বিষ্ণুর বাহন, কশ্যপ-বিনতার পুত্র; ৩. ঈগল পক্ষী।

গরুড়ধ্বজ—বিষ্ণু।

গরুড় পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য শাখা। ব্রাহ্মণ মহান্ত। শ্রীপাট—নবদ্বীপ, আকনা। নামের বলে ইনি সর্পবিষের প্রভাব হইতেও মুক্ত থাকিতেন। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার মতে ইনি ছিলেন গরুড়।

গর্ব—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

গর্ভোদশায়ী, গর্ভোদকশায়ী—কারণার্ণবশায়ী দ্রঃ।

গাগরী—কলসী (চৈ. চ. ৩।১২।১০২)।

গাড়ে—প্রা. গর্ত (চৈ. চ. ৩।১৬।৩৮)।

গাঁঠুলি গ্রাম—গোবর্ধন পর্বতের পশ্চিম দিকে নিকটবর্তী একটি গ্রাম।

গাণ্ডু—প্রা. তোষক (চৈ. চ. ৩।১৩।৭)।

গায়ত্রী—'গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতঃ।' গানকারীকে যিনি ত্রাণ করেন তাঁহাকে গায়ত্রী বলে। প্রণব দ্রঃ।

গায়ন—প্রা. ১. গান, কীর্তন (চৈ. চ. ১।৭।৩৯); ২. গায়ক (চৈ. চ. ২।১৩।৩৩)।

গিরিশ—মহাদেব (চৈ. চ. ২।২৩।৩২ শ্লোঃ)।

গুঞ্জাফল—কুঁচ।

গুড়ত্বক্—দারুচিনি (চৈ. চ. ৩।১৬।১০২)।

গুড়াকেশ—গুড়াকা (নিদ্রা), তাহার ঈশ (জেতা); জিতনিদ্র (গী ১।৪)।

গুণ—১. উৎকর্ষ; ২. সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতির এই তিন গুণ; ৩. কাব্যের বা অলঙ্কার শাস্ত্রের গুণ প্রধানতঃ তিনটি, যথা—প্রসাদ, মাধুর্য ও ওজঃ (চৈ. চ. ১।১৬।৪২)।

গুণমায়া—শক্তি দ্রঃ।

গুণরাজখান—বাংলা পয়ারাদি ছন্দে বিখ্যাত "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" রচয়িতা বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামবাসী মালাধর বসু। গৌড়েশ্বর প্রদত্ত উপাধি গুণরাজখান। ইঁহার পুত্রের নাম লক্ষ্মীনাথ বসু। উপাধি সত্যরাজখান। লক্ষ্মীনাথের পুত্র ভক্ত রামানন্দ বসু। গুণরাজখান শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পুর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে' ভাগবতের গল্পাংশ প্রধানভাবে অনুসৃত। ইহার রচনা ১৩৯৫ শকাব্দে (১৪৭৩-৭৪ খৃঃ) আরম্ভ এবং ১৪০২ শকাব্দে (১৪৮০-৮১ খৃঃ) শেষ বলিয়া অনুমিত।

গুণাবতার—অবতার দ্রঃ।

গুণোত্থ সল্লক্ষণ—মহাপুরুষের লক্ষণ দ্রঃ।

গুণ্ডি—প্রা. গুঁড়া, চূর্ণ (চৈ. চ. ৩।১০।১৫)।

গুণ্ডিচা—রথযাত্রা (চৈ. চ. ২।১।৪৩-৪৪)। **গুণ্ডিচা মন্দির**—পুরীধামে জগন্নাথ দেবের মন্দির হইতে এক ক্রোশ পূর্বোত্তরে এই মন্দির অবস্থিত। রথযাত্রার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ এক সপ্তাহকাল এই মন্দিরে অবস্থান করেন (চৈ. চ. ২।১২।৭০)।

গুপত—প্রা. গুপ্ত বা রক্ষিত (চৈ. চ. ১।১০।২৪)।

গুরু—জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা যিনি শিষ্যের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করেন, তিনিই গুরু। গুরু দ্বিবিধ—দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা গুরু। উপাস্য দেবের মূলমন্ত্র প্রদাতা দীক্ষা গুরু, আর শাস্ত্রাদি বা ভজন বিষয়ে শিক্ষাদাতা শিক্ষাগুরু। ভক্তি শাস্ত্রানুসারে দীক্ষা গুরু কৃষ্ণতুল্য, শ্রীকৃষ্ণ গুরু রূপেই ভক্তগণকে কৃপা ক[illegible]রিয়া থাকেন। শিক্ষা গুরুকেও কৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে [illegible]য়। চিত্তের অন্তর্যামী ভগবান্ গুরুরূপে জীবের দৃষ্টি গোচর হন না, [illegible]ান মহান্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া ভক্তকে কৃপা করিয়া থাকেন। তাঁ[illegible]াকে 'চৈত্ত গুরু' বলা হয়। আর যাঁহা হইতে ভগবানের নাম লীলা[illegible]দি শুনা যায়, তিনি কখনও কখনও 'শ্রবণ গুরু' বলিয়া কথিত হন। [illegible]এই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, শূদ্রই হউন, যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই [illegible]রু হইতে পারেন (চৈ. চ. ১।১।২৭, ২৯; চৈ. চ. ২।৮।১০০ এবং ভাঃ ১[illegible]।১৮।২৭)। গুরু শাস্ত্রজ্ঞ, নিষ্পাপ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন। বিবেক চূড়ামণি (৩৩) মতে সদ্গুরুর লক্ষণ—'শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবি[illegible]ত্তমঃ'। গুরুর আদেশ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলে পালনীয় নয়। অবলিপ্ত, উৎ[illegible]পথগামী গুরু পরিত্যাজ্য, যথা—গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যম্ জানতঃ। উৎপথ প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ ভক্তি সন্দর্ভ—২৩৮।

গুরু পরম্পরা—মাধ্বগৌড়েশ্বর গুরুপরম্পরা (মহাপ্রভু পর্যন্ত) দ্রঃ।

গুহ্যবিদ্যা—হ্লাদিনী শক্তির অভিব্যক্তি—আনন্দ-প্রাধান্য লাভ করিলে বিশুদ্ধ সত্ত্বকে গুহ্যবিদ্যা বলে। গুহ্যবিদ্যার দুইটি বৃত্তি—ভক্তি ও ভক্তির প্রবর্ত্তক। ইহাদ্বারা প্রীত্যাত্মিকা ভক্তি বা প্রেমভক্তি প্রকাশিত হয়।

গেলাঙ—প্রা. গিয়াছিলাম (চৈ. চ. ১।৮।৬৮)।

গেলুঁ—প্রা. গেলাম (চৈ. চ. ১।১৭।১৮২)।

গৈরিক—প্রা. গিরিমাটী (চৈ. চ. ৩।১৩।৬)।

গোকুল—১. ব্রজ, গোলক, বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপ (চৈ. চ. ২।১৮।৬২); ২. মথুরার দক্ষিণ পূর্ব দিকে, যমুনার অপর পারে, মথুরা হইতে ২।৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

গো-খর—প্রা. গোগণের মধ্যেও অবিবেকী; অতিমূর্খ (চৈ. ভা. মধ্য পঞ্চদশ-অধ্যায় ২৩৩।১।১৫)।

গোঙাইতে—প্রা. কাটাইতে (চৈ. চ. ২।২।৫০)। **গোঙাইনু**—কাটাইলাম (চৈ. চ. ২।২০।৯৩)।

গোদাবরী—নাসিক হইতে ২৯ মাইল দূরবর্তী ব্রহ্মগিরি পর্বত (মতান্তরে জটাফট্‌কা পর্বত) হইতে উৎপন্ন দাক্ষিণাত্যের একটি প্রধান নদী। দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০০ মাইল। বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ভারতের সপ্ত পবিত্র নদীর অন্যতম।

গোপাল—১. গোপালক, গোয়ালা; ২. কৃষ্ণ; ৩. অদ্বৈতাচার্যের পুত্র। ইনি নীলাচলে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জনের সময়ে মহাপ্রভুর আদেশে নৃত্য করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য নৃসিংহ মন্ত্র পাঠ করিয়া বালকের চৈতন্য সম্পাদনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ফল লাভ না করায় বিহ্বল হইয়া পড়েন। তখন মহাপ্রভু তাঁহার বুকে হাত দিয়া "উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বরে কৈল"। ইহাতে গোপাল উঠিয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। (চৈ. চ. ২।১২।১৪০-১৪৬)।

দ্বাদশ গোপাল—নিম্নোদ্ধৃত দ্বাদশ জন গৌরাঙ্গ-পরিকর ব্রজলীলায় কৃষ্ণ-সখা ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি,—যথা—১. উদ্ধারণ দত্ত—ব্রজের সুবাহু গোপাল, ২. কমলাকর পিপ্পলাই—ব্রজের মহাবল গোপাল, ৩. গৌরীদাস পণ্ডিত—ব্রজের সুবল সখা, ৪. ধনঞ্জয় পণ্ডিত—ব্রজের বসুদাম সখা, ৫. পরমেশ্বর দাস—ব্রজের অর্জুন সখা, ৬. পুরুষোত্তম দাস—ব্রজের দাম সখা, ৭. পুরুষোত্তম পণ্ডিত—ব্রজের স্তোক কৃষ্ণ, ৮. মহেশ পণ্ডিত—ব্রজের মহাবাহু সখা, ৯. রামদাস অভিরাম—ব্রজের শ্রীদাম সখা, ১০. শ্রীধর পণ্ডিত

(খোলাবেচা শ্রীধর)—ব্রজের কুসুমাসব সখা বা মধু মঙ্গল, ১১. সুন্দরানন্দ ঠাকুর—ব্রজের সুদাম সখা, ১২. কালা কৃষ্ণদাস—ব্রজের শ্রীলবঙ্গ। ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গোপাল ভট্ট গোস্বামী—শ্রীরঙ্গম্‌বাসী বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে মহাপ্রভু বেঙ্কট ভট্টের গৃহে চতুর্মাস্য যাপনের সময়ে ইনি প্রাণ ভরিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় পিতৃব্য প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকটে দীক্ষিত। পরে ইনি মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া রূপ সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন। ইনি বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম। শ্রীশ্রীহরি ভক্তি বিলাস প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণেতা এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা।

গোপী—গুপ্‌ ধাতু রক্ষণে। যে সমস্ত রমণী শ্রীকৃষ্ণ বশীকরণ যোগ্য প্রেম (মহাভাব) রক্ষা করেন, তাঁহারাই গোপী। গোপীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা **নিত্যসিদ্ধা**, স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তি। ইঁহাদের দেহাদি চিন্ময়, প্রাকৃত কিছুই নাই। আর যাঁহারা সাধন প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্রজে গোপীত্ব লাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সেবা করিতেছেন, তাঁহারা **সাধন সিদ্ধা**। ইঁহারা স্বরূপতঃ জীবতত্ত্ব।

গোপীগণ রস বৈচিত্রীর জন্য আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে শ্রীরাধার কায়ব্যূহ রূপ। (চৈ. চ. ১।৪।৬৮)। শৃঙ্গার রসাত্মিকা লীলার সহায়ের জন্যই শ্রীরাধার ব্রজদেবী বিগ্রহে বহু কান্তারূপে প্রকাশ। গোপী প্রেম নিত্যসিদ্ধ, কামগন্ধহীন এবং দগ্ধ হেমের ন্যায় শুদ্ধ, নির্মল ও উজ্জ্বল। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্বস্ব, তাঁহার গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী, প্রিয়া, শিষ্যা, সখী ও দাসী (চৈ. চ. ১।৪।১৭৩-৭৪)।

গোপী প্রেম—অধিরূঢ় মহাভাব, বিশুদ্ধ ও নির্মল। ইহা প্রাকৃত কাম নহে। কামক্রীড়ার সাম্যে ইহাকে রস শাস্ত্রে কাম বলা হয়। ইহা হ্লাদিনী শক্তির বিলাস বৈচিত্রী। কামের তাৎপর্য নিজ সুখ সম্ভোগ, তাহার গন্ধমাত্রও গোপী প্রেমে নাই। গোপী প্রেম কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্যময়। সাধন সিদ্ধা গোপীগণ **যৌথিকী** ও **অযৌথিকী** ভেদে দ্বিবিধ। যাঁহারা একইভাবে ভাবিত হইয়া দলবদ্ধভাবে সাধন ভজন করেন, তাঁহারা **যৌথিকী** আর যাঁহারা দলবদ্ধ না হইয়া গোপী ভাবের প্রতি অনুরাগী হইয়া রাগানুগা মার্গে সাধন করেন তাঁহারা **অযৌথিকী**। যৌথিকী গোপীগণ **ঋষিচরী** ও **শ্রুতিচরী** ভেদে আবার দ্বিবিধ। যৌথিকী ঋষিচরী গোপীগণ সাধনকালে দণ্ডকারণ্যবাসী

মুনি ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বরে যোগমায়ার সহায়তায় ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলায় গোপীগর্ভ হইতে গোপকন্যারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

গোপীনাথ আচার্য—শ্রীচৈতন্য শাখা। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভগ্নীপতি। নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। পরে নীলাচলে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে বাস করিতেন। নবদ্বীপে ও নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী। ব্রজলীলায় ইনি রত্নাবলী সখী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

গোপীনাথ পট্টনায়ক—রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা ও ভবানন্দ রায়ের পুত্র। ইনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের অধীনে মালজাঠ্যাদণ্ডপাটের শাসন কর্তা ছিলেন। এক সময়ে রাজার প্রাপ্য দুই লক্ষ টাকা বাকী পড়ায় ও বড়রাজপুত্রকে উপহাস করায় রাজপুত্র ইঁহার প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চৈতন্য প্রভুর কৃপা ভাজন জানিয়া রাজা তাঁহাকে ক্ষমা করেন।

গোফা—গুহা (চৈ. চ. ২।১৮।৫৫)।

গোবর্ধন—মথুরা হইতে ৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ পর্বত। ইঁহার অন্নকূট নামক গ্রামে গোপাল দেবের মন্দির অবস্থিত ছিল। গোবর্ধন পর্বতকে মহাপ্রভু ও বৈষ্ণব আচার্যগণ কৃষ্ণতুল্য জ্ঞান করিতেন, তাঁহারা ইঁহাতে আরোহণ করিতেন না। শ্রীগোপাল দেব কোন অছিলায় নিম্নে নামিয়া আসিতেন। তখন ইঁহারা সেখানেই বিগ্রহ দর্শন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ বসন্ত ঋতুতে গোবর্ধন পর্বতে রাসলীলা করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ (বিগ্রহ)—১. গো (ইন্দ্রিয়) বিন্দতি, ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা; অথবা গাং বিন্দতীতি, পৃথিবীর পরিপালক শ্রীকৃষ্ণ; ২. নীলাচলে জগন্নাথ মন্দিরস্থ বিগ্রহ বিশেষ, ইনি জলকেলি আদি লীলাতে জগন্নাথ দেবের প্রতিনিধিত্ব করেন (চৈ. চ. ৩।১০।৪০, ৫০), ৩. শ্রীবৃন্দাবনস্থ প্রসিদ্ধ বিগ্রহ; ৪. পরব্যোম চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত সঙ্কর্ষণের বিলাস, ইনি ব্রজেন্দ্র নন্দন গোবিন্দ নহেন।—(চৈ. চ. ২।২০।১৬৫, ১৬৮)।

গোবিন্দ (দাস)—১. নীলাচলে চৈতন্য প্রভুর অঙ্গ সেবক। শূদ্র। ইনি পূর্বে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সেবক ছিলেন। অন্তর্ধানের সময়ে পুরী গোস্বামী গোবিন্দ দাসকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবা করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। সেভাবে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে ইনি তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের বৃত্তান্ত “গোবিন্দ দাসের কড়চা” নামে প্রসিদ্ধ। ব্রজলীলায়

ইনি ভঙ্গুর নামক শ্রীকৃষ্ণভৃত্য ছিলেন। (চৈ. চ. ২।১০।১২৮-১৩৮)। কড়চাতে ইনি নিজেকে 'কর্মকার' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ২. শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দ দাস ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। ইনি বিদ্যাপতির অনুকরণে ব্রজবুলীতে বহু পদ রচনা করায় ইঁহাকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলা হইত। ইঁহার রচিত প্রায় ৫৫০টি পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইনি সংস্কৃতে 'সঙ্গীত মাধব' নাটক ও 'কর্ণামৃত' কাব্য রচনা করেন। প্রসিদ্ধ কবি হিসাবে ইনি 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হন।

গোবিন্দ কবিরাজ—নিত্যানন্দ শাখার ভক্ত (চৈ. চ. ১।১১।৪৮)।

গোবিন্দ কুণ্ড—গোবর্ধন-পর্বত-তটে একটি প্রসিদ্ধ কুণ্ড বা সরোবর।

গোবিন্দ গোসাঞি—কালীশ্বর গোস্বামীর শিষ্য ও বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ দেবের প্রিয় সেবক।

গোবিন্দ ঘোষ—বিখ্যাত পদকর্তা। ইনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। বাসুদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষ ইঁহার সহোদর। নীলাচলে ইঁহাদের কীর্তনে গৌর-নিত্যানন্দ নৃত্য করিতেন। কাটোয়ার নিকটবর্তী কুলাই গ্রামে আবির্ভাব। রামকেলি গমন সময়ে শ্রীচৈতন্য গোবিন্দ ঘোষকে অগ্রদ্বীপে রাখিয়া যান। সেখানে ইনি গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল পরে ইঁহার একমাত্র পুত্র দেহত্যাগ করিলে ইঁহার আর শ্রাদ্ধাধিকারী নাই বলিয়া ইনি বিচলিত হইলেন। তখন গোপীনাথ স্বপ্নযোগে জানাইলেন, তিনি ঘোষ ঠাকুরের পুত্ররূপে ইঁহার শ্রাদ্ধ করিবেন। তাহাই হইয়াছিল এবং এখনও গোপীনাথ বিগ্রহ দ্বারাই তিরোভাব তিথিতে ঘোষ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করান হয়। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন কলাবতী। ইনি বিশাখা রচিত গীত গান করিতেন।

গোবিন্দ দত্ত—খড়দহের নিকটে সুখচর গ্রামে শ্রীপাট। নবদ্বীপে শ্রচৈতন্যের কীর্তনের সঙ্গী, মূল গায়ক। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ বৈষ্ণব তোষণীর সূচনায় বাসুদেব দত্ত, গোবিন্দ ও মুকুন্দের বন্দনা করিয়াছেন। এজন্য ইঁহারা তিন জন সহোদর ছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ইনি পূর্বলীলায় বৈকুণ্ঠ মণ্ডলে পুণ্ডরীকাক্ষ ছিলেন।

গোমণ্ডল—ইন্দ্রিয় বর্গ (উ. নী. সখী—৪)।

গোয়াণ্ড—প্রা. কাটাইব (চৈ. চ. ২।১১।১৫১)।

গোলোক—বৈকুণ্ঠের উপরিতন স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ লোক। গোকুলের বৈভব বিশেষ। (চৈ. চ. ২।২১।৭৪)।

গোসাঞি, গোঁসাঞি—গোস্বামী (চৈ. চ. ১।৭।৭৮), ভগবান্ (চৈ. চ. ২।১।১৫৯)।

গোহারি—(উড়িয়া) নালিশের আর্জি (চৈ. ভা. ১২১।২।১৬)।

গৌড়—১. বঙ্গদেশের প্রাচীন নাম। নবদ্বীপ ও তদুত্তরে মালদহের অন্তর্গত রামকেলি প্রভৃতি স্থান; ২. উৎকল দেশীয় গোয়ালা (চৈ. চ. ২।১৩।২৬)। ৩. 'কালাপিঠিয়া' নামে খ্যাত শ্রীজগন্নাথের রথ আকর্ষণকারী লোক। **গৌড়ীরীতি**—ওজোগুণ প্রকাশক দীর্ঘ সমাস বহুল রচনাই গৌড়ীরীতি।

গৌড়েরে—গৌড়দেশে (চৈ. চ. ২।১।১৩৮)।

গৌণভক্তি রস—গৌণভক্তি রস ৭টি। যথা—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়। (চৈ. চ. ২।১৯।১৬০)।

হাস্য—বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতি বশতঃ চিত্তের প্রকাশকে হাস্য বলে। নয়নের বিকাশ, নাসা, ওষ্ঠ ও কপালের স্পন্দনাদি ইহার চেষ্টা (ভ. র. সি. ২।৫।৩০) কৃষ্ণ সম্বন্ধি চেষ্টা জনিত হাস্য, স্বয়ং-সঙ্কোচময়ী কৃষ্ণরতি কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে হাস্যরতি বলিয়া কথিত হয়। এই হাস্যরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে হাস্য-ভক্তি রসে পরিণত হয়। (ভ. র. সি. ৪।১।১২)।

অদ্ভুত—অলৌকিক বিষয়াদির দর্শনাদিবশতঃ চিত্তের যে বিস্তৃতি জন্মে তাহাকে বিস্ময় বলে (ভ. র. সি. ২।৫।৩৩)। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি অলৌকিক বিষয়াদির দর্শনাদি জনিত বিস্ময় শ্রীকৃষ্ণরতি কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে, বিস্ময় রতি বলিয়া কথিত হয়। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট ও আস্বাদ্য হইলে বিস্ময় রতিকে অদ্ভুত ভক্তিরস বলে। নেত্র বিস্তার, অশ্রু, স্তম্ভ, পুলকাদি ইহার অনুভাব। আবেগ, হর্ষ, জড়তা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব।

বীর—যাহার ফল সাধুগণের প্রশংসার যোগ্য, সেই যুদ্ধাদি কার্যে স্থিরতর মনের আসক্তিকে উৎসাহ বলে (ভ. র. সি. ২।৫।৩৪)। কাল বিলম্বের অসহন, ধৈর্য্যত্যাগ ও উদ্যম প্রভৃতি ইহার চেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি যুদ্ধাদি কার্যে উৎসাহ, শ্রকৃষ্ণরতি কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে উৎসাহ রতি বলিয়া কথিত হয়। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট ও আস্বাদ্য হইলে উৎসাহ-

রতিকে বীর ভক্তি রস বলে। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাব। গর্ব, আবেগ, ধৃতি, ব্রীড়া, মতি, হর্ষ, স্মৃতি প্রভৃতি সঞ্চারী।

করুণ—ইষ্ট বিয়োগাদি দ্বারা চিত্তের ক্লেশাতিশয়কে শোক বলে (ভ. র. সি. ২।৫।৩৫)। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি শোক, শ্রীকৃষ্ণরতি কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে শোকরতি বলিয়া কথিত হয়। আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা পুষ্ট হইলে শোক রতিকে করুণ ভক্তি রস বলে। মুখশোষ, বিলাপ, স্রস্তগাত্রতা, শ্বাস, ক্রোশন, ভূপতন, ও বক্ষ তাড়নাদি অনুভাব। জাড্য, নির্বেদাদি সঞ্চারী ভাব।

রৌদ্র—প্রাতিকূল্যাদি জনিত চিত্তজ্বলনকে ক্রোধ বলে (ভ. র. সি. ২।৫।৩৬)। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি প্রাতিকূল্যাদি জনিত ক্রোধ, শ্রীকৃষ্ণরতি-কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে ক্রোধরতি বলিয়া কথিত হয়। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্ত-হৃদয়ে পুষ্টি লাভ করিলে ক্রোধরতি রৌদ্র ভক্তি রসে পরিণত হয়। রক্তনেত্রতা, ওষ্ঠ দংশন, মৌন প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাব। আবেগ, জড়তা, গর্বাদি সঞ্চারী।

বীভৎস—অহৃদ্য বস্তুর অনুভব জনিত চিত্ত-নিমীলনকে জুগুপ্সা বলে (ভ. র. সি. ২।৫।৩৭)। শ্রীকৃষ্ণরতি-কর্তৃক অনুগৃহীত জুগুপ্সাকে জুগুপ্সারতি বলে। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পুরিপুষ্ট জুগুপ্সারতিকে বীভৎস ভক্তি রস বলে। নিষ্ঠীবন, মুখ বাঁকা করা, ধাবন, কম্প, পুলকাদি অনুভাব। গ্লানি, শ্রম, উন্মাদ, মোহ, দৈন্যাদি সঞ্চারী।

ভয়—পাপ ও ভয়ানক দর্শনাদি দ্বারা চিত্তের সাতিশয় চাঞ্চল্যকে ভয় বলে (ভ. র. সি. ২।৫।৩৮)। শ্রীকৃষ্ণ-রতি কর্তৃক অনুগৃহীত ভয়কে ভয়-রতি বলে। স্বযোগ্য-বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট ভয়-রতিকে ভয়ানক-ভক্তি রস বলে। মুখশোষ, উচ্ছ্বাস, উদ্ঘূর্ণা, রক্ষাকর্তার অন্বেষণাদি অনুভাব। অশ্রু ভিন্ন সাত্ত্বিক ভাব; ত্রাস, মরণ, আবেগ, দৈন্যাদি সঞ্চারী।—(নাথ)

গৌণী-বৃত্তি—বৃত্তি দ্রঃ।

গৌর, গোরাজ, শ্রীগৌরাজ—শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রীঃ (১৪০৭-১৪৫৫ শকাব্দ)। আটচল্লিশ বৎসর কাল প্রকট ছিলেন। পিতা জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর, মাতা শচী দেবী। জগন্নাথ মিশ্র ও শচী দেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তীর পূর্ব নিবাস শ্রীহট্ট জেলায় ছিল। পরে তাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান, পুণ্যতীর্থ নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এখানে ১৪৮৫ খ্রীঃ অব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম হয়। শৈশবে তিনি

বিশ্বম্ভর, গৌর, গোরা, গৌরাঙ্গ ও নিমাই নামে সাধারণতঃ পরিচিত ছিলেন। আরো বহু নামে ভক্তগণ তাঁহাকে ডাকিতেন, যথা—গৌরকৃষ্ণ, গৌরচন্দ্র, গৌরধাম, গৌর ভগবান্, গৌর রায়, গৌর হরি, চৈতন্য কৃষ্ণ, প্রভু, মহাপ্রভু, শচীসুত, শচীনন্দন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীচৈতন্য। যৌবনারম্ভে বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ হয়। কিন্তু অতি অল্প বয়সে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর তিরোধান ঘটিলে নিমাই পণ্ডিত সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। নিমাই অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সে নবদ্বীপে টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ইনি পিতৃবিয়োগের পরে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানের জন্য গয়ায় গমন করেন এবং সেখানে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তৎপর হইতে কৃষ্ণ ভক্তিতে বিভোর হইয়া নাম কীর্তনে মগ্ন হইয়া পড়েন। ২৪ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া ১৫০৯ খ্রীঃ মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে কাটোয়ায় শ্রীপাদ কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে (২।৩।২)—'চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস'। সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। সন্ন্যাসের পরে মাতৃ আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ইনি প্রকট লীলার বাকী ২৪ বৎসর নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে (১৫০৯-১৫১৫ খ্রীঃ) ছয় বৎসর দক্ষিণ ভারত, দ্বারকা, গৌড়, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া সারা ভারতবর্ষ কৃষ্ণ-নাম-প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দেন। শেষ দ্বাদশ বৎসর নীলাচলে "গম্ভীরায়" বাস করিয়া রাধাভাবে কৃষ্ণ প্রেমের অনন্ত বৈচিত্রীরস আস্বাদন করিয়াছিলেন। ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক ও অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের উদ্গাতা। শ্রীমৎ গৌর গোবিন্দানন্দ ভাগবত স্বামি পাদের মতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূ'ত একটি শাখা, যথা—"স্বনিঃশ্বসিত বেদোঽপি গৌর মাধ্বমতং গতঃ।" "সম্প্রদায়ৈক দীক্ষাণাং মিথঃ কিঞ্চিন্মতান্তরাৎ। শাখা ভেদো ভবেন্মাত্রং সম্প্রদায়ো ন ভিদ্যতে"॥—কুসুমসরোবরস্থ শ্রীলকৃষ্ণদাসজী মহারাজের সম্পাদিত 'শ্রীব্রহ্মসূত্র গোবিন্দ ভাষ্যম্' গ্রন্থে ধৃত শ্রীমৎ ভগবৎ স্বামিপাদের 'মীমাংসাপত্রম্'।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের সর্ব প্রধান ও প্রামাণিক জীবন চরিত। এতদ্‌ব্যতীত বাংলা পদ্যে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য ভাগবত, লোচনদাস ঠাকুরের চৈতন্য মঙ্গল, সংস্কৃতে স্বরূপ দামোদর ও মুরারি গুপ্তের কড়্‌চা, কবি কর্ণপূরের

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যম্ ও শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকম্—শ্রীচৈতন্যের প্রসিদ্ধ জীবন চরিত। বাংলা পদ্যে গোবিন্দ দাসের কড়্চায় প্রভুর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। গোবিন্দ দাসের কড়্চার প্রামাণ্য সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে।

গৌর অবতারের হেতু—ভগবান্ যশোদা নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শচীনন্দন রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহা সমস্ত শ্রীচৈতন্য-জীবনীকারেরই সিদ্ধান্ত। কিন্তু কৃষ্ণাবতরণের কারণ সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—শ্রীঅদ্বৈতের আরাধনা ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নাম সংকীর্তনে আকৃষ্ট হইয়াই কলিহত জীবকে নাম প্রেম বিতরণের উদ্দেশ্যে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হন। কিন্তু নাম প্রেম বিতরণ আনুষঙ্গ বা বহিরঙ্গ কারণ। মুখ্য কারণ—দ্বাপর লীলার তিনটি অপূর্ণ বাসনার পূরণ, যথা—শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্যই বা কিরূপ এবং সেই মাধুর্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ অনুভব করেন, তাহাই বা কিরূপ—ইহা আস্বাদন। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কড়্চা অবলম্বনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন (চৈ. চ. ১।১।৫-৬ শ্লোঃ, ১।৪।৮৯-২২৩)। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—যে উন্নত উজ্জ্বল রসে রসাল নিজস্ব প্রেম ভক্তি চিরদিন অনর্পিত ছিল, সেই প্রেম ভক্তি সম্পদ সর্ব সাধারণকে বিতরণের উদ্দেশ্যে গৌরহরি কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন (চৈ. চ. ১।১।৪ শ্লোঃ)। বাসুদেব সার্বভৌম বলিয়াছেন—কালক্রমে নষ্ট নিজ ভক্তি যোগ ও বৈরাগ্য বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই পুরাণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আবির্ভাব (চৈ. চ. ২।৬।২০-২১ শ্লোঃ)। রায় রামানন্দ বলিয়াছেন—'রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার। নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥ নিজ গূঢ়কার্য তোমার প্রেম আস্বাদন। আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥' তৎপরে তিনি দেখিলেন—'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।' চৈ. চ. ২।৮।২৩০-৩১, ২৩৩), শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ভাগবত সন্দর্ভে (ষট্ সন্দর্ভের প্রথম (১।২) সংখ্যকতত্ত্ব সন্দর্ভে) বলিয়াছেন—সংকীর্তন প্রধান যজ্ঞ প্রচারই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতারের উদ্দেশ্য ছিল ('চৈ. চ. ১।৩।১৪ শ্লোঃ)। শ্রীল বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বলিয়াছেন—অধর্মের অভ্যুত্থান নিবারণ, ধর্ম-সংস্থাপন এবং নাম-প্রেম-প্রচারই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কারণ।

গৌর অবতারের শাস্ত্রীয় প্রমাণ—চৈতন্য চরিতামৃত বলেন—**ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ। চৈতন্যকৃষ্ণ অবতারে প্রকট প্রমাণ॥**—(চৈ. চ. ১।৩।৬৭)

শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রমাণ :—আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥—ভাঃ ১০।৮।৯
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥—ভাঃ ১১।৫।৩২

অর্থাৎ সত্য ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির অবতারের অঙ্গের বর্ণ যথাক্রমে—শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ এবং পীত। কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ ভগবান্ অকৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ পীতকান্তি ধারণ করেন এবং অঙ্গ ও উপাঙ্গ রূপ অস্ত্র ও পার্ষদগণ দ্বারা পরিবৃত থাকেন। সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সংকীর্তন প্রধান যজ্ঞ দ্বারা অর্চনা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত গুণাবলী একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গেই প্রযোজ্য হয়। মহাভারত, দান ধর্মে, বিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্রের (১২৭।৭৫) শ্লোকও শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্বের প্রমাণ স্বরূপ, যথা—"সুবর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাস কৃচ্ছমঃ শান্তোনিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ ॥" অর্থাৎ হরিনাম প্রচার উপলক্ষে "কৃষ্ণ" এই উত্তম বর্ণদ্বয় সর্বদা বর্ণন করেন বলিয়া তাঁহার একটি নাম 'সুবর্ণ বর্ণ'। অঙ্গ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বলিয়া তাঁহার একটি নাম 'হেমাঙ্গ'। সাধারণ লোক অপেক্ষা তাঁহার অঙ্গ সমূহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার একটি নাম 'বরাঙ্গ'। চন্দনের অঙ্গদ (কেয়ূর) পরিধান করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'চন্দনাঙ্গদী'। সন্ন্যাস গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'সন্ন্যাসী'। ভগবন্নিষ্ঠ বুদ্ধি বলিয়া তাঁহার নাম 'শম'। অচঞ্চল চিত্ত বলিয়া তাঁহার নাম 'শান্ত'। কৃষ্ণ ভক্তিতে নিষ্ঠা এবং নিবৃত্তি পরায়ণ বলিয়া তাঁহার একটি নাম 'নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণ'। এই সমস্ত নামই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রতি প্রযোজ্য। দেবী পুরাণাদি উপপুরাণে ইহার সমর্থক শ্লোক আছে, যথা—'অহমেব কচিদ্ ব্রহ্মণ, সন্ন্যাসাশ্রম মাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্' ॥—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিতেছেন—হে ব্যাসদেব! কোনও কলিযুগে আমি স্বয়ং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত মনুষ্যদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব ॥—ইহাও শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বের সমর্থক।

মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।৩) পর ব্রহ্মের এক রুক্মবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ) স্বরূপের উল্লেখ আছে, যথা—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥" অতএব ভাগবত, মহাভারত, উপপুরাণ ও শ্রুতি—সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারত্বের সমর্থক।

গৌর গোপাল মন্ত্র—চারি অক্ষর যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র—ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং।

গৌরীদাস পণ্ডিত—দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল। ব্রজের সুবল সখা। নবদ্বীপ হইতে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরবর্তী শালিগ্রামে আবির্ভাব। পিতা কংসারি মিশ্র (ঘোষাল), মাতা কমলা দেবী। কংসারি মিশ্রের ছয় পুত্র—দামোদর, জগন্নাথ, সূর্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহ চৈতন্য। সকলেই পরম বৈষ্ণব। গৌরীদাস শালিগ্রাম হইতে গঙ্গাতীরবর্তী অম্বিকায় আসিয়া নির্জনে সাধন ভজন করিতে থাকেন। পরে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীমতী বিমলা দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের দুই পুত্র—বলরাম দাস ও রঘুনাথ দাস। গৌরীদাস সখ্যভাবের উপাসক ও নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য।

গ্রাব—প্রস্তর (চৈ. চ. ৩।১।৪২ শ্লোঃ)।

গ্রাহ—কুম্ভীর (চৈ. চ. ১।২।১ শ্লোঃ)।

গ্লানি—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

ঘ

ঘটপটিয়া—প্রা. তার্কিক (চৈ. চ. ৩।৩।১৮৮)।

ঘটি একে—প্রা. এক ঘটিকার মধ্যে (চৈ. চ. ১।১৬।৩৪)।

ঘড়া—প্রা. কলস (চৈ. চ. ১।১০।১৪২)।

ঘরভাত—প্রা. ঘরে রান্না করা অন্নাদি (চৈ. চ. ৩।১০।১৫২)।

ঘর্ম—প্রা. রৌদ্র (চৈ. চ. ৩।২০।১৯)।

ঘটাইয়া—প্রা. কমাইয়া (চৈ. চ. ৩।৯।২২)।

ঘাটি—প্রা. কর আদায়ের স্থান (চৈ. চ. ২।৪।১৮৩)। **ঘাটিআল**—প্রা. কর আদায়কারী।

ঘাটিমূল্য—প্রা. কম মূল্য (চৈ. চ. ৩।৯।২৫)।

ঘোড়াপিটা—প্রা. ঘোড়া ও অন্যান্য জিনিষ (চৈ. চ. ২।১৮।১৬৪)।

চ

চকিত—প্রিয়তমের অগ্রভাগে ভয়ের অস্থানেও যে গুরুতর ভয়, তাহাকে চকিত বলে (চৈ. চ. ২।১৪।১৬৩-৬৪)।

চক্রভ্রমি—প্রা. চাকার মত ঘুরিয়া (চৈ. চ. ২।১৩।৭৭)।

চটকপর্বত—পুরীতে সমুদ্র তীরস্থ বালুর পাহাড়কে চটক পর্বত বলে।

চড়াঞা—প্রা. উঠাইয়া (চৈ. চ. ২।৩।৩৭)। **চড়াইয়া**—উঠাইয়া (চৈ. চ. ৩।১১।৬১)। **চড়াইল**—উঠাইল (চৈ. চ. ২।১৬।১১৬); বসাইল (চৈ. চ.

৩।১৩।৪৮)। **চড়াইলা**—লাগাইলেন (চৈ. চ. ২।৪।১৭৩)। **চড়ি, চড়িয়া**—আরোহণ করিয়া (চৈ. চ. ২।২১।৮৯)। **চড়ে**—উঠে (চৈ. চ. ১।৫।১৪২)।

চণ্ডীদাস—শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তা। চণ্ডীদাস নামে বহু পদকর্তা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলী রচয়িতা দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস সমধিক প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের সহিত দিবারাত্র চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক ও পদাবলী এবং বিল্বমঙ্গল ঠাকুরকৃত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থের রসাস্বাদন করিতেন (চৈ. চ. ২।২।৬৬)। চৈতন্যদেব বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলীই আস্বাদন করিতেন। বড়ু চণ্ডীদাসের পিতা নান্নুর গ্রামে বাশুলী-দেবীর পূজারী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর চণ্ডীদাস দেবীর পূজার ভার গ্রহণ করেন। মন্দিরের পরিচারিকা রামী রজকিনী তাঁহার সাধনার নায়িকা ছিলেন। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—'রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ কাম গন্ধ নাহি তায়। রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম, বড়ু চণ্ডীদাস গায়'॥

চতুর্দশ ভুবন—চৌদ্দভুবন দ্রঃ।

চতুর্দশ মনু—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, ধর্ম সাবর্ণি, রুদ্র সাবর্ণি, দেব সাবর্ণি এবং ইন্দ্র সাবর্ণি (চৈ. চ. ১।৩।৭)।

চতুর্দ্বার—মহানদীর যে তীরে কটক, তাহার অপর তীরে চতুর্দ্বার অবস্থিত। সাধারণ নাম চৌদার।

চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম দ্বারা প্রথম ত্রিবর্গ এবং নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্মদ্বারা চতুর্থ বর্গ মোক্ষ লাভ হয়।

চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত চতুর্ব্যূহ। ইহার মধ্যে দ্বারকা চতুর্ব্যূহ অন্যান্য চতুর্ব্যূহের অংশী, তুরীয় (মায়াতীত) ও বিশুদ্ধ (চিদ্‌ঘন মূর্তি)। পরব্যোম বৈকুণ্ঠে নারায়ণের চারি পার্শ্বে দ্বারকা চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশ। ইহারাও তুরীয় ও বিশুদ্ধ। **বাসুদেব**—দেবকী গর্ভজাত, পিতা বসুদেব। ইনি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপ। ব্রজেন্দ্রনন্দন দ্বিভুজ, তাঁহার গোপবেশ এবং গোপ অভিমান। বাসুদেব কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ। বাসুদেবের ক্ষত্রিয় বেশ ও ক্ষত্রিয় অভিমান। **সঙ্কর্ষণ**—বলরাম যে স্বরূপে দ্বারকা মথুরায় লীলা করেন, তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ। দেবকী গর্ভ হইতে আকৃষ্ট হইয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে সঙ্কর্ষণ বলে। বর্ণে ও অঙ্গসন্নিবেশে ব্রজবিলাসী

বলরামে ও দ্বারকা-মথুরা-বিলাসী সঙ্কর্ষণে কোনও প্রভেদ নাই, উভয়েই দ্বিভুজ ও শ্বেতবর্ণ। ব্রজে ইঁহার গোপভাব, দ্বারকা মথুরায় ক্ষত্রিয় ভাব। **প্রদ্যুম্ন**—রুক্মিণী দেবীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। **অনিরুদ্ধ**—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীর (বিষ্ণুপুরাণ মতে ককুদ্বতীর) গর্ভে প্রদ্যুম্নের পুত্র (চৈ. চ. ১।১।৩৯, ১।৫।১৯-২০, ৩০-৩৪ ; ২।২০।১৪৬-১৬৬, ১৭৫, ১৯৪)।

চতুঃশ্লোকী—শ্রীমদ্‌ভাগবতের ২য় স্কন্ধের ৯ম অধ্যায়ের ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ও ৩৫ সংখ্যক ছয়টি শ্লোক (চৈ. চ. ২।২৫।১৮-২৩ শ্লোক) শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন। প্রথম দুইটি ভূমিকা এবং ৩২-৩৫ শ্লোক চতুঃশ্লোকী। ইহাতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ—এই চারিটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। জ্ঞান—শাস্ত্রার্থ বোধ এবং বিজ্ঞান—তত্ত্বানুভূতি ; শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানই সম্বন্ধ তত্ত্ব। রহস্য—প্রেমভক্তি বা প্রয়োজন তত্ত্ব এবং তদঙ্গ—সাধন ভক্তি বা অভিধেয় তত্ত্ব। এই চারিটি বিষয়কে দর্শনে **অনুবন্ধ চতুষ্টয়** বলে।

চতুঃষষ্ঠি কলা—কলা দ্রঃ।

চতুঃসম্প্রদায়—বেদান্তের ভাষ্য ভেদে চারিজন প্রধান আচার্যের প্রবর্তিত চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়। রামানুজ স্বামী শ্রীসম্প্রদায়ের, মধ্বাচার্য বা মাধ্বি স্বামী চতুর্মুখ সম্প্রদায়ের, বিষ্ণুস্বামী রুদ্র সম্প্রদায়ের এবং নিম্বাদিত্য স্বামী চতুঃসন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব দ্রঃ।

চতুঃসম—চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুমকুমের মিশ্রণে প্রস্তুত সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ।

চন্দ্রশেখর আচার্য—আচার্য রত্ন দ্রঃ।

চন্দ্রশেখর বৈদ্য—শ্রীচৈতন্য শাখার কাশীবাসী ভক্ত। জাতিতে বৈদ্য। লিখনবৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতেন। তপন মিশ্রের বন্ধু। কাশী বাস কালে মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করিতেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। চন্দ্রশেখরের গৃহেই মহাপ্রভুর সহিত সনাতন গোস্বামীর মিলন হয়। চন্দ্রশেখর ও কাশীবাসী অন্যান্য ভক্তের অনুরোধে মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের নিকটে বেদান্তসূত্রের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা করিলে ইঁহারা সকলে বৈষ্ণব হইয়া যান।

চব্বিশ ঘাট—যমুনার চব্বিশ ঘাট, যথা—অবিমুক্ত, বিশ্রান্তি, সংসার মোচন, প্রয়াগ, কনখল, তিন্দুক, সূর্য, বটস্বামী, ধ্রুব, ঋষি, মোক্ষ, বোধ, নব, ধারাপতন, সংযমন, নাগ, ঘণ্টাভরণ, ব্রহ্মলোক, সোম, সরস্বতী, চক্র, দশাশ্বমেধ, বিঘ্নরাজ ও কোটি।

চরাঞা—প্রা. উপভোগ করিয়া (চৈ. চ. ৩।২।১১৮)

চরায়—প্রা. পালন করে (চৈ. চ. ১।১০।৮১)।

চলয়ে—প্রা. নড়ে (চৈ. চ. ২।৬।৯)।

চলিলা—প্রা. বিচলিত হইলে (চৈ. চ. ৩।৭।১৪৫)।

চলে হালে—প্রা. নড়ে বা হেলিয়া পড়ে (চৈ. চ. ২।৩।৪৮)।

চাখি—প্রা. পরীক্ষার্থ আস্বাদন করি (চৈ. চ. ১।১২।৯৩)।

চাঙড়া—প্রা. ভাণ্ড (চৈ. চ. ৩।১১।৭৪)।

চাঙ্গে—প্রা. উচ্চমঞ্চে (চৈ. চ. ৩।৯।১২)

চাতুর্মাস্য—শয়ন একাদশী হইতে উত্থান একাদশী পর্যন্ত চারিমাস (চৈ. চ. ২।৯।৭৮)।

চানা চাবানা—শুষ্ক ছোলা (চৈ. চ. ২।২৫।১৫৭)।

চান্দপুর—হুগলী জেলার ত্রিবেনীর নিকটবর্তী একটি গ্রাম ; সপ্তগ্রামের পূর্বদিকে। হিরণ্য দাস—গোবর্ধন দাসের পুরোহিত বলরাম আচার্য এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গুরু যদুনন্দন দাস এই চান্দপুরে বাস করিতেন।

চাপল—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

চাম—চর্ম (চৈ. চ. ২।১০।১৫২)।

চারিবিধ পাপ—পাতক, উপপাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক। অথবা, অপ্রারব্ধ ফল, ফলোন্মুখ, বীজ ও কূট। **কূট**—প্রারব্ধ ভাবে উন্মুখ, **বীজ**—বাসনাময়, **ফলোন্মুখ**—প্রারব্ধ, **অপ্রারব্ধ ফল**—যাহা এখনও কূটাদি রূপ কার্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই (চৈ. চ. ২।২৪।৪৫)।

চারিভিতে—চারিদিকে (চৈ. চ. ২।৯।২১৫)।

চালাইল—ক্ষেপাইবার চেষ্টা করিল (চৈ. চ. ৩।৭।১৪৫), ছুড়িয়া দিল (চৈ. চ. ২।১২।৯৫)।

চালায়—আচরণ করে (চৈ. চ. ১।১৭।১৯৯)।

চাহয়ে—প্রা. চাহে (চৈ. চ. ১।১৬।৮২)।

চিৎকণ—চিৎ শক্তির কণিকা, জীব ভগবানের চিৎকণ অংশমাত্র (চৈ. চ. ২।১৮।১০৫)।

চিত্ত—অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি (চৈ. চ.,২।২।২৭)।

চিত্র—অদ্ভুত, আশ্চর্য (চৈ. চ. ২।১৩।১৩৬) ; **চিত্রবর্ণ**—বিচিত্র বর্ণের (চৈ. চ. ১।১৩।১০৯)।

চিত্রজল্প—মোহনাখ্য মহাভাবের বৃত্তি বিশেষ। প্রিয়তমের কোনও সুহৃদের দর্শনে গূঢ় রোষ বশতঃ বিবিধ ভাবময় জল্প বা বাগ্‌বিন্যাস। ইহার অবসানে

তীব্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়। চিত্রজল্পের দশটি অঙ্গ, যথা—প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প। ভ্রমর-গীতায় ইহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে (চৈ. চ. ২।২৩।৩৮-৪০)। সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই : **প্রজল্প**—অসূয়া, ঈর্ষা, মদযুক্ত বাক্যাদি দ্বারা অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্বক প্রিয় ব্যক্তির অকৌশল (অপটুতা) বর্ণন। **পরিজল্প**—প্রভু কর্তৃক প্রেরিত দূতের নিকটে প্রভুর নির্দয়তা, শঠতা ও চাপল্যাদির উল্লেখ করিয়া ভঙ্গীতে মোহন ভাববতীর নিজের বিচক্ষণতা প্রকাশক জল্পকে পরিজল্প বলে। **বিজল্প**—প্রিয়তমের প্রতি ভিতরে গূঢ় মান, অথচ বাহিরে সুস্পষ্ট অসূয়া প্রকাশক কটাক্ষোক্তি। **উজ্জল্প**—যাহার ভিতরে গূঢ় গর্ব আছে, এরূপ ঈর্ষা দ্বারা প্রিয়তমের কুহকতা কীর্তন ও অসূয়াযুক্ত আক্ষেপ। **সংজল্প**—দুর্গম সোল্লুণ্ঠ (উপহাসাত্মক) আক্ষেপ দ্বারা প্রিয়তমের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশক বাক্য। **অবজল্প**—প্রিয়তম অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কামুক ও ধূর্ত, তাঁহাতে আসক্তিতে ভয়ের কারণ আছে, এরূপ ভাব প্রকাশক ঈর্ষাপূর্ণ উক্তি। **অভিজল্প**—প্রিয়তম পক্ষিগণকে পর্যন্ত খেদান্বিত করেন বলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করা কর্তব্য, এরূপ অনুতাপমূলক বচন। **আজল্প**—অনুতাপ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা ও দুঃখ-প্রদত্বাদি এবং ভঙ্গিক্রমে অন্যের সুখদায়িতার কীর্তন। **প্রতিজল্প**—'দ্বন্দ্বভাব (মিথুনীভূত অবস্থা) যাহার পক্ষে দুস্ত্যজ্য, তাহার সঙ্গপ্রাপ্তি বাঞ্ছনীয় নহে' —এই বিনয়গর্ভ অথচ দূতের সম্মানসূচক বাক্য যে অবস্থায় উক্ত হয়, তাহাকে প্রতিজল্প বলে। **সুজল্প**—যাহাতে সরলতা নিবন্ধন গাম্ভীর্য, দৈন্য, চপলতা এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সংবাদাদি জিজ্ঞাসিত হয়, তাহাকে সুজল্প বলে। (উ. নী. স্থা. ১৪০-১৫৩)।

চিত্রোৎপলা নদী—মহানদীর যে অংশ কটকের নিকটে তাহাকে চিত্রোৎপলা নদী বলে।

চিৎশক্তি—শক্তি দ্রঃ।

চিন্তা—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

চিরিচিরি—ছিন্ন করিয়া (চৈ. চ ৩।১৩।১৭)।

চিহ্নিতে—চিনিতে (চৈ. চ. ৩।১৮।৮৯)।

চিহ্নোত্থ সলক্ষণ—মহাপুরুষের লক্ষণ দ্রঃ।

চীর ঘাট—যমুনার একটি ঘাট। এখানে বস্ত্রহরণ লীলা হইয়াছিল।

চুলা—চুল্লী, উনুন (চৈ. চ. ৩।১৩।৫৪)।

চেড়ী—দাসী (চৈ. চ. ১।১৩।১১০)।

চৈতন্য—১. চেতনা, ২. জীবনের লক্ষণ, ৩. জ্ঞান, ৪. চৈতন্যদেব, গৌর দ্রঃ।

চৈত্ত্য—চিত্ত+ষ্ণ্য। চিত্তের অধিষ্ঠাতা অন্তর্যামী (চৈ. চ. ১৷১৷২৯)। **চৈত্ত্য**—বৌদ্ধমঠ ; মন্দির।

চোকা—প্রা. যাহা চুষিয়া খাওয়া হইয়াছে (চৈ. চ. ৩৷১৬৷৩২)।

চৌঠাজন—প্রা. চতুর্থজন (চৈ. চ. ২৷৪৷১৯৩)।

চৌঠী—প্রা. চারিভাগের একভাগ (চৈ. চ. ৩৷৮৷৫০)।

চৌতরা, চবুতরা—প্রা. চত্বর (চৈ. চ. ৩৷৬৷৫৯)।

চৌদোলা—প্রা. চতুর্দোলা (চৈ. চ. ২৷১৪৷১২৬)।

চৌদ্দভুবন—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। বিরাট পুরুষের পদযুগল ভূর্লোক, নাভিযুগল ভুবর্লোক, হৃদয় স্বর্লোক, বক্ষ মহর্লোক, গ্রীবা জনলোক, ওষ্ঠদ্বয় তপোলোক, মস্তক সত্যলোক, কটি অতল, উরুদ্বয় বিতল, জানুদ্বয় সুতল, জঙ্ঘাদ্বয় তলাতল, গুল্‌ফদ্বয় মহাতল, চরণযুগলের অগ্রভাগ রসাতল এবং পদতল পাতাল (চৈ. চ. ১৷৫৷৮২)। ভাঃ ২৷৫৷৩৬-৪২ অনুসারে বিরাট পুরুষের চরণ হইতে কটি পর্যন্ত অবয়বে অতলাদি সপ্তপাতাল এবং জঘন হইতে মস্তক পর্যন্ত অবয়বে ভূরাদি সপ্ত ঊর্ধ্বলোক কল্পিত। বিষ্ণুপুরাণ মতে পাতালগুলির নাম কিঞ্চিৎ ভিন্ন, যথা—অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, শ্রেষ্ঠ সুতল ও পাতাল (বি. পু. ২৷৫৷২)।

চৌরাশী লক্ষ যোনি—জীব ৯ লক্ষ বার জলজ যোনিতে, ২০ লক্ষ বার স্থাবর যোনিতে, ১১ লক্ষ বার কৃমি যোনিতে, ১০ লক্ষ বার পক্ষি যোনিতে, ৩০ লক্ষ বার পশু যোনিতে এবং ৪ লক্ষ বার মনুষ্য যোনিতে ভ্রমণ করে। পরে সাধন বলে সকল যোনি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম যোনি প্রাপ্ত হয়। (চৈ. চ. ২৷১৯৷১২৫)।

চৌষট্টি অঙ্গ সাধন ভক্তি—সাধন ভক্তি দ্রঃ।

ছ

ছটা—প্রা. লেশমাত্র (চৈ. চ. ৩৷১৫৷১৯)।

ছত্র—প্রা. সত্র, অন্নাদি বিতরণের স্থান (চৈ. চ. ৩৷৬৷২১৭)।

ছত্রভোগ—চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর-মজিলপুর হইতে দুই-তিন ক্রোশ দক্ষিণে। এই গ্রামকে কেহ কেহ 'খাড়ি' বলেন। এ স্থানে 'বৈজুরকানাথ' শিবলিঙ্গ এবং তাহার কিছু দূরে 'দেবী ত্রিপুরেশ্বরী' আছেন। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদে নন্দ-স্নান উপলক্ষে এখানে মেলা হয়।

ছদ্ম—ছল (চৈ. চ. ২।১০।১৫০)।

ছয় গোস্বামী—শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাস। যথা—"জয় রূপ-সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥ এ ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥ এ ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলেন বাস। রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ॥"—নরোত্তম দাস ঠাকুর।

ছয় তত্ত্ব—ষড়্ তত্ত্ব দ্রঃ।

ছল—বক্তার উক্তির মর্মের বহির্ভূত কল্পিত দোষারোপ (চৈ. চ. ২।৬।১৬১)।

ছাওনি—প্রা. চালা, ডেরা (চৈ. চ. ৩।১৩।৬৯)।

ছাওয়াল—প্রা. সন্তান (চৈ. চ. ১।১৭।১০৫)।

ছানি—প্রা. মিশাইয়া (চৈ চ. ৩।১৯।৩৯)।

ছার—প্রা. তুচ্ছ (চৈ. চ. ২।১৫।২৭৫)।

ছিণ্ডাকানি—প্রা. ছেঁড়া পুরাতন বস্ত্র (চৈ. চ. ৩।৬।৩০৬)।

ছিণ্ডিয়া—প্রা. ছিড়িয়া (চৈ. চ. ১।১৭।৫৮)।

ছুঁই—প্রা. স্পর্শ করিয়া (চৈ. চ. ১।১৭।২১২); **ছুঁইতে**—স্পর্শ করিতে (চৈ. চ. ১৭।২৮)।

ছুটিলুঁ—নিস্তার পাইলাম (চৈ. চ. ২।২০।২৯)।

ছোট হরিদাস—ইনি নীলাচলে মহাপ্রভুকে নিত্য কীর্তন শুনাইতেন। ভগবান্ আচার্যের আদেশে ইনি মহাপ্রভুর ভিক্ষার জন্য বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবী দাসীর নিকট হইতে ভাল চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন। প্রকৃতি (নারী) সম্ভাষণে মহাপ্রভুর নিষেধ ছিল। এই আদেশ অমান্য করায় মহাপ্রভু ইহাকে বর্জন করেন (চৈ. চ. ৩।২।১০০-১৪৫)।

জ

জগজন—প্রা. জগদ্বাসী লোক (চৈ. চ. ২।২৫।২২৮)।

জগদানন্দ পণ্ডিত—কাঞ্চন পল্লী নিবাসী মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ব্রাহ্মণ ভক্ত। পূর্ব লীলায় সত্যভামা। সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভু যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচলে আসেন, তখন ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। সাধারণতঃ নীলাচলে থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর আদেশে নবদ্বীপে যাইতেন। ইনি মহাপ্রভুকে সুখে রাখিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। মহাপ্রভুর বায়ুরোগ নিবারণের জন্য ইনি এক ভাণ্ড সুগন্ধি পাক তৈল গৌড় হইতে

আনিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু ইহা অঙ্গীকার না করায় ইনি অভিমান ভরে উপবাস করিতে থাকেন। মহাপ্রভু ইঁহার হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া ইঁহার মানভঞ্জন করিয়াছিলেন। মথুরায় তীর্থযাত্রা কালে ইনি সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে বাস করিতেন। একদা গোস্বামী পাদ মহাপ্রভু ভিন্ন অন্য এক সন্ন্যাসীর রক্তবর্ণ বহির্বাস মস্তকে ধারণ করায় ইনি সনাতন গোস্বামীকে প্রহার করিতে উদ্যত হন। জগদানন্দের মহাপ্রভুর প্রতি নিষ্ঠা পরীক্ষার জন্যই গোস্বামী-পাদ এরূপ করিয়াছিলেন। তিনি সেই বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া দেন।

জগদীশ পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য পার্ষদ। পূর্ব নিবাস শ্রীহট্ট, পরে নবদ্বীপবাসী। ইঁহার সহোদরের নাম হিরণ্য। ইঁহারা কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং অদৈতাচার্যের সভায় সর্বদা কৃষ্ণকথা শুনিতেন। একদা এক একাদশী তিথিতে তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ উপচারে বিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন শিশু। তিনি কিজন্য খুব কান্নাকাটি আরম্ভ করিলেন। সকলে হরিনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যান্য দিনের ন্যায় হরিনামে প্রভুর কান্না বন্ধ হইল না। তিনি বলিলেন—জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিত বিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই নৈবেদ্য তাঁহাকে আনিয়া দিলে কান্না বন্ধ হইবে। সকলে বিস্মিত হইলেন। কারণ সেই শিশুর পক্ষে পণ্ডিতদ্বয়ের বিষ্ণুপূজার আয়োজনের কথা জানা সম্ভব নয়। কান্না যখন কিছুতেই থামিল না, তখন জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতকে সমস্ত জানানো হইল। তাঁহারা গোপাল জ্ঞানে মহাপ্রভুকে সেই নৈবেদ্য প্রদান করিলেন, নৈবেদ্য খাইয়া মহা-প্রভুর কান্নাও বন্ধ হইল। পূর্ব লীলায় উভয় পণ্ডিত যজ্ঞপত্নী ছিলেন।

জগন্নাথ (ক্ষেত্র)—পুরী। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্থান।

জগন্নাথ মিশ্র—শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পিতা এবং উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র। ইঁহার পূর্ব নিবাস শ্রীহট্ট জেলায়। ইনি ধার্মিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। পুরন্দর ইঁহার উপাধি ছিল। ইনি গঙ্গাতীরে বাস ও সংস্কৃত চর্চার উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে নবদ্বীপে চলিয়া আসেন। এখানে নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচী দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ক্রমে ক্রমে জগন্নাথ-শচীমাতার আটটি কন্যার মৃত্যুর পর বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খ্রীঃ) শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম হয়। বিশ্বরূপ অদৈতাচার্যের নিকটে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অল্প বয়সেই অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠেন। ইনি যৌবনে পদার্পণ করিলে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু বিশ্বরূপের সংসারে স্পৃহা ছিল না। তিনি গোপনে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ অসাধারণ প্রতিভাধর হইলেও শৈশবে অত্যন্ত চঞ্চল ছিলেন। শিশুর অঙ্গে নানারূপ ভগবৎ চিহ্ন থাকিলেও জগন্নাথ ইঁহাকে পুত্রবৎ লালন পালন করিতেন এবং নানাভাবে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করায় জগন্নাথের দেহ-মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইনি অল্পকাল পরে পরলোক গমন করেন।

জগন্নাথ-বল্লভ-উত্থান—পুরীধামে জগন্নাথ মন্দির ও গুণ্ডিচা মন্দিরের মধ্যবর্তী একটি উত্থানের নাম।

জগভরি—প্রা. জগৎ ভরিয়া, সমস্ত জগতে (চৈ. চ. ১।১৩।৯৪)।

জগমোহন—দেবমন্দিরের সম্মুখস্থ দালান যাহা হইতে বিগ্রহ দর্শন করা হয় (চৈ. চ. ২।৪।১১২)।

জগাই মাধাই—ইঁহারা নবদ্বীপের কোটাল ছিলেন। ভাল নাম জগন্নাথ ও মাধব। সদ্‌ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। পূর্ব জন্মে ইঁহারা বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় ও বিজয় ছিলেন। সদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও ইঁহারা অতিশয় মদ্যপ, অত্যাচারী ও অসৎ-চরিত্র ছিলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ ও হরিদাস হরিনাম প্রচার করিতেন। কিন্তু ইঁহারা তাহাতে বাধা দিতেন। শেষে একদিন মাতাল অবস্থায় মাধাই কলসীর কানা ছুড়িয়া নিত্যানন্দ প্রভুর মাথায় আঘাত করেন এবং ইহাতে রক্ত ঝরিতে থাকে। মাধাই আবার মারিতে চাহিলে জগাই তাহাকে বাধা দেন। মহাপ্রভু এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসেন এবং ক্রোধে ইঁহাদিগকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন। দয়াল নিতাই প্রভুকে শান্ত করেন এবং ইঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে প্রভুর চরণে বিনীত আবেদন করেন। জগাই নিত্যানন্দ প্রভুকে আবার প্রহারে মাধাইকে বাধা দিয়াছেন জানিয়া মহাপ্রভু জগাইকে কোল দেন। তিনি ইহাতে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া পড়েন। প্রভুর ইঙ্গিতে মাধাই নিত্যানন্দের চরণে লুটাইয়া পড়িলে নিতাইও তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া আলিঙ্গন করেন। তখন মহাপ্রভুও মাধাইকে কোল দেন। সেই হইতে ইঁহারা সমস্ত দুষ্কর্ম পরিত্যাগ করিয়া পরম ভাগবত কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠেন। ইঁহারা প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া দুইলক্ষ বার কৃষ্ণনাম জপ করিতেন।

জগাতি—প্রা. ১. চুঙ্গী, বিক্রেয় দ্রব্যের কর আদায়ের স্থান; ২. জঙ্গল; ৩. ঝঞ্ঝাট; ৪. আপদ বিপদ (চৈ. চ. ২।৪।১৮২)।

জঘন—উরুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান ও নিতম্ব।

জঙ্গম—গতিশীল (চৈ. চ. ২।১৯।১২৭); যথা—মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি। **স্থাবর**—স্থিতিশীল, যথা—বৃক্ষাদি।

জড়শক্তি—শক্তি দ্রঃ।

জড়িমা—জড়তা (চৈ. চ. ৩।১৭।১৬)।

জন্মসদ্ম—জন্মস্থান (চৈ. চ. ২।২০।২৪৫)।

জন্মাইহ—প্রা. উৎপাদন করিও (চৈ. চ. ৩।৩।২৮)।

জপ—নামাভাস দ্রঃ। পতঞ্জলি মতে মন্ত্রের অর্থ ভাবনাই জপ এবং মন্ত্রোক্ত দেবতার মূর্তি চিন্তাই ধ্যান। মন্ত্রস্য সুলঘুঃ উচ্চারো জপঃ (ভ. র. সি. ২।৬৫)।

জরজরে—প্রা. জর্জরিত (চৈ. চ. ২।২।২০)।

জরদ্গব—বৃদ্ধ গরু (চৈ. চ. ১।১৭।১৫৫)।

জরে—প্রা. জর্জরিত হয় (চৈ. চ. ২।৩।১২১)।

জলাজলি—প্রা. জল ফেলাফেলি (চৈ. চ. ৩।১৮।৮৪)।

জল্প—পরস্পর গোষ্ঠী ও বাদানুবাদ যুক্ত কথা (উ. নী., গৌণ সম্ভোগ—১০)।

জাড্য—১. জড়তা (চৈ. চ. ১।৫।১৪৪); ২. ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ (চৈ. চ. ২।৮।১২৫)।

জাড়ি—প্রা. জালা, পাত্র (চৈ. চ. ২।২০।১২০)।

জাতপ্রেমভক্ত—ব্রজভাবের সাধকের চিত্তে কৃষ্ণরতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া প্রেম পর্যায়ে উন্নীত হইলে তাঁহাকে **জাতপ্রেমভক্ত** বলে। সাধন মার্গে প্রেম বিকাশের স্তর এইরূপ :—

> আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন ক্রিয়া।
> ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
> অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
> সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ (ভ. র. সি. ১।৪।১১)।

—অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহে প্রেম বিকাশের পূর্বে সাধু সঙ্গে শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে ক্রমশঃ স্বীয় উত্তমে সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, ভজনে নিষ্ঠা, ভজনে রুচি, ভজনে আসক্তি, তৎপরে রতি বা প্রেমাঙ্কুর এবং সর্বশেষে প্রেম প্রকাশ পায়। সাধক যথাবস্থিত দেহে প্রেমের পরবর্তী স্নেহ, মান, প্রণয়াদি স্তরে উন্নীত হইতে পারেন না। যাঁহারা রতি পর্যায়ে উন্নীত হন, তাঁহাদিগকে **জাতরতিভক্ত** বলে এবং যাঁহারা প্রেম পর্যায়ে উন্নীত হন, তাঁহাদিগকে **জাত-প্রেমভক্ত** বলে। জাতরক্তিভক্তদের সম্যক্‌রূপে অনর্থ নিবৃত্তি হয় না। ইঁহাদিগকে **সাধকভক্ত**-ও বলা হয়। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর **জাতরতিভক্ত**।—(ভ. র. সি., দক্ষিণ বিভাগ—১।১৩৮)।

জাতপ্রেমভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীপাদকে বলিয়াছেন—

যার চিত্তে কৃষ্ণ প্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা (অর্থাৎ চেষ্টা) বিজ্ঞে না বুঝয়॥
—(চৈ. চ. ২।২৩।২১)।

শ্রীমদ্ ভাগবতে ইহাদের লক্ষণ (ভাঃ ১১।২।৪০) এইরূপ :—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

অর্থাৎ জাত প্রেম ভক্তের সাংসারিক মান অপমান বোধ লুপ্ত হয়। তিনি উন্মত্তের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে হাস্য, চীৎকার, গান বা নৃত্য করিয়া থাকেন।

জাতরতিভক্ত—জাতপ্রেমভক্ত দ্রঃ।

জাতু—কদাচিৎ (গী. ৩।৫)।

জানা—প্রা. রাজপুত্র (চৈ. চ. ৩।৯।১২)।

জানি—প্রা. যেন, মনে হয় (চৈ. চ. ১।১৪।৭)। **জানিল**—জানিতে পারিল —(চৈ. চ. ২।৬।২৫২)।

জানুচঙ্ক্রমণ—হামাগুড়ি দেওয়া (চৈ. চ. ১।১৪।১৮)।

জানোঁ—প্রা. জানি (চৈ. চ. ২।২১।২০)।

জাম্বুবন্ত, জাম্ববান্—শ্রীকৃষ্ণ মহিষী জাম্ববতীর পিতা (চৈ. ভা. ৯৭।২।২৯)।

জারণ—দাহ (চৈ. চ. ১।৫।৫২)।

জারে—প্রা. জর্জ্জরিত করে (চৈ. চ. ২।২০।৯৬)।

জালিক—প্রা. জালিয়া (চৈ. চ. ৩।১৮।৪৩)।

জিজ্ঞাসু—আর্ত দ্রঃ।

জিন্দাপীর—প্রা. জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ (চৈ. চ. ২।২০।৪)।

জীতে—প্রা. জীবিত থাকিতে (চৈ. চ. ৩।১৯।৪২)।

জীব'—প্রা. জীবিত থাকিব (চৈ. চ. ২।৩।১৭৩)।

জীবকোটিব্রহ্মা—ব্রহ্মা দ্রঃ।

জীবকোটি রুদ্র—ঈশ্বর কোটি রুদ্র দ্রঃ।

জীব গোস্বামী—শ্রীজীব গোস্বামী দ্রঃ।

জীবতত্ত্ব—ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীব বিদ্যমান, তাহারা চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ভগবান্ বিভুচিৎ আর জীব ভগবানের চিৎকণ অংশমাত্র। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলেন—জীব একটি চুলের অগ্রভাগের শতাংশের

ন্যায় ক্ষুদ্র। জীব স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ। বৃক্ষলতাদি স্থাবর এবং মনুষ্য পশুপক্ষী প্রভৃতি গতিশীল জীব জঙ্গম। জঙ্গমের মধ্যে মনুষ্যের সংখ্যা অতি অল্প। এই অল্প সংখ্যক মনুষ্যের মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দাদি বহু আছে যাহারা বেদ মানে না। যাহারা বেদনিষ্ঠ, তাহাদের মধ্যে অর্ধেকেই মুখে মাত্র বেদ মানে, বৈদিক ধর্ম পালন করে না। যাহারা ধর্মাচারী, তাহাদের মধ্যে অনেকেই আবার ভক্তিহীন কর্মনিষ্ঠ। কোটি কর্মনিষ্ঠের মধ্যে কদাচিৎ একজন জ্ঞানী ব্যক্তি দেখা যায়। কোটি জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে একজন মুক্ত পুরুষ থাকিতে পারেন। আর কোটি মুক্ত পুরুষের মধ্যেও একজন কৃষ্ণভক্ত দুর্লভ (চৈ. চ. ২।১৯।১২৫-১৩১)।

জীব স্বরূপতঃ ভগবানের শক্তি। বিষ্ণুপুরাণ (৬।৭।৬১) বলেন—

> "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
> অবিদ্যা কর্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে"।

অর্থাৎ বিষ্ণুশক্তি বা অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি পরাশক্তি, আর একটি শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি বা তটস্থা জীবশক্তি এবং তৃতীয় শক্তির নাম অবিদ্যা কর্ম সংজ্ঞা বা বহিরঙ্গা মায়াশক্তি।

জীব ভগবানের অংশ। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

> "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"।—(গী. ১৫।৭)।

বেদান্ত মতেও জীব ব্রহ্মের অংশ। ভগবানের অংশ দুই প্রকার—**স্বাংশ** ও **বিভিন্নাংশ**। লীলাবতার গুণাবতারাদি স্বাংশ এবং জীব ভগবানের বিভিন্নাংশ অর্থাৎ স্বরূপশক্তি হইতে বিশেষ রূপে ভিন্ন অংশ। জীব দুই প্রকার—**নিত্যমুক্ত** ও **অনাদিবদ্ধ**। নিত্যমুক্ত জীব কৃষ্ণ পার্ষদ শ্রেণীভুক্ত। অনাদিবদ্ধ জীব অনাদি কাল হইতে কৃষ্ণ বহির্মুখ। সেজন্য মায়া তাহাকে শাস্তি দিয়া থাকে (চৈ. চ. ২।২২।৫-১১)। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। সাধুসঙ্গে শাস্ত্রানুশাসনে চলিলে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখন মায়া তাহাকে ত্যাগ করে ও সে সংসারের দুঃখ যন্ত্রনা হইতে অব্যাহতি লাভ করে (চৈ. চ. ২।২৪।১৩০-১৩১)।

জীবন্মুক্তি—স্ব স্বরূপাখণ্ড ব্রহ্মণি সাক্ষাৎ কৃতেঽজ্ঞান-তৎকার্য সঞ্চিত কর্মাদীনাং বাধিতত্বাদখিল বন্ধ রহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ জীবন্মুক্তঃ—বেদান্তসার। অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে জীবের অজ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত কর্মাদি ধ্বংস হইলে তিনি বন্ধনমুক্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হন। এই অবস্থার নাম জীবনমুক্তি (চৈ. চ. ২।২২।২০)।

জীবমায়া—স্বরূপ লক্ষণে **জীবমায়া** শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি, আর **যোগমায়া** তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি। **যোগমায়া** প্রকট লীলার সহায়কারিণী। তটস্থ লক্ষণে জীবমায়ার কার্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে, আর যোগমায়ার কার্য চিন্ময় ভগবদ্ধামে। জীবমায়া শ্রীকৃষ্ণ বহির্মুখ জীবের মুগ্ধত্ব জন্মায়। আর যোগমায়া প্রকট লীলায় লীলারস আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ, তৎপরিকর বা ভক্তগণের মুগ্ধত্ব জন্মায়। যোগমায়া দ্রঃ।

জীবশক্তি—শক্তি দ্রঃ।

জীয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্র—মাদ্রাজের বিশাখাপত্তনম্ জেলার একটি তীর্থস্থান। সেখানে পর্বতের চূড়ায় শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির আছে।

জীবাতু—১. জীবনৌষধি ; ২. জীবন ধারণের উপায় (চৈ. চ. ১।৪।২০৫)।

জীবিত—প্রা. জীবন (চৈ. চ. ৩।১৬।১২৬)।

জীবে—প্রা. জীবিত থাকিবে (চৈ. চ. ২।২।২২)। **জীবের স্বরূপ**—

১. কেশাগ্র শত ভাগস্য শতাংশ সদৃশাত্মকঃ।
জীবঃসূক্ষ্ম স্বরূপোঽয়ং সঙ্খ্যাতীতো হি চিৎকনঃ॥
(ভাঃ ১০।৮৭।৩০,—শ্রুতি ব্যাখ্যাধৃত শ্লোক)।

—অর্থাৎ কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম—ভগবানের চিৎকণ অংশ জীবের স্বরূপ। ২. জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। জীবতত্ত্ব দ্রঃ।

জীয়য়—প্রা. জীবিত থাকে (চৈ. চ. ২।২।৩৮)।

জীয়াইতে—প্রা. বাঁচাইতে (চৈ. চ. ১।১৭।১৫৪) **জীয়াইল**—প্রা. জীবিত করিল (চৈ. চ. ১।১২।৬৬)।

জীলা—প্রা. জীবিত হইল (চৈ. চ. ২।২৫।১৭৭)।

জুয়ায়—প্রা. সঙ্গত হয় (চৈ. চ. ১।৪।১৮৮)।

জ্ঞানদাস—বিখ্যাত পদকর্তা। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে সিউড়ি ও কাটোয়ার মধ্যবর্তী কাঁদড়া গ্রামে জন্ম। ব্রাহ্মণ। পদকর্তা বলরাম দাস ও গোবিন্দ দাসের সমসাময়িক। গোবিন্দদাস ছিলেন বিদ্যাপতির অনুকরণকারীদের মধ্যে প্রধান এবং জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের অনুকরণকারীদের মধ্যে প্রধান। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবা দেবীর মন্ত্র শিষ্য ছিলেন।

জ্ঞানমার্গ—নির্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক সাধন পথ। জ্ঞানমার্গের সাধক দ্বিবিধ, যথা—**কেবলব্রহ্মোপাসক** ও **মোক্ষাকাঙ্ক্ষী**। **কেবলব্রহ্মোপাসক**—ব্রহ্ম সম্পত্তি লাভের আশায় যাঁহারা উপাসনা করেন, মায়ামুক্তি বাসনা

যাঁহাদের উপাসনার প্রবর্তক নয়, তাঁহারা কেবলব্রহ্মোপাসক। ইঁহারা ত্রিবিধ—সাধক, ব্রহ্মময় এবং প্রাপ্ত ব্রহ্মলয়। **সাধক**—নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনায় শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নব যোগেন্দ্রাদির ন্যায় মুক্ত হইয়াও যিনি সাধকের ন্যায় আচরণ করেন, তিনি সাধক। **ব্রহ্মময়**—যাঁহার সর্বত্রই ব্রহ্মস্ফূর্তি হয়, অথচ যিনি ব্রহ্মে লীন না হইয়া যথাবস্থিত দেহে আছেন, তিনি ব্রহ্মময়। **প্রাপ্ত ব্রহ্মলয়**—যিনি ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন তিনি প্রাপ্ত. ব্রহ্মলয়। **মোক্ষাকাঙ্ক্ষী**—মাত্র মুক্তিলাভের আশায় যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহারা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী। মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানমার্গের উপাসক তিন প্রকার, যথা—মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত এবং প্রাপ্তস্বরূপ। **মুমুক্ষু** -মুক্তিকামী। **জীবন্মুক্ত**—**স্ব** স্বরূপাখণ্ড ব্রহ্মণি সাক্ষাৎ কৃতেঽজ্ঞান তৎকার্য সঞ্চিত কর্মাদীনাং বাধিতত্বাদখিল বন্ধরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ জীবন্মুক্তঃ,—(বেদান্তসার)। অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে জীবের অজ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত কর্মাদি ধ্বংস হইলে তিনি বন্ধনমুক্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হন। এই অবস্থায় তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে। **প্রাপ্ত স্বরূপ**—মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ-বন্ধন হইতে মুক্ত জ্ঞান মার্গের সাধক যখন মায়াজনিত কর্তৃত্বাভিমান হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাকে প্রাপ্ত স্বরূপ বলে (চৈ. চ. ২।২৪।৭৬-৯৩)।

জ্ঞানমিশ্রাভক্তি—কৈবল্যকামাভক্তি। তত্ত্বজ্ঞান লিপ্সার সহিত মিশ্রিত ভক্তিমার্গের ভজন। জ্ঞানের তিনটি অঙ্গ, যথা—তৎপদার্থের জ্ঞান বা ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান, ত্বং পদার্থের জ্ঞান বা জীবতত্ত্ব জ্ঞান এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান। ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া এই সমস্ত তত্ত্বালোচনার লোভ হইলে, ভজনে বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং ইহা দ্বারা সাধ্যবস্তু লাভ হয় না (চৈ. চ. ২।৮।৫৭-৫৮)।

জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—"জ্ঞানাপেক্ষা রহিত স্বরূপ সিদ্ধা অকিঞ্চনা ভক্তি"। ভগবানের মহিমাদি জ্ঞান, তত্ত্বাদি জ্ঞানশূন্যা ভক্তি। ভগবানের মহিমাদি, তত্ত্বাদি জানিবার কোন চেষ্টা না করিয়া কেবল সাধুমুখে ভগবৎ কথাদি শ্রবণ করিয়া যে ভগবৎ-প্রেম মনে উদিত হয়। এই প্রেম দ্বারা সাধ্যবস্তু লাভ হয় (চৈ. চ. ২।৮।৫৮-৫৯)। জ্ঞানমিশ্রাভক্তি দ্রঃ।

জ্ঞানী—আর্ত দ্রঃ।

জ্বলিপুড়ি—প্রা. জ্বলিয়া পুড়িয়া, অন্তর্দাহ ভোগ করিয়া (চৈ. চ. ১।১৭।৩২)।

জ্যায়সী—শ্রেষ্ঠ (গী. ৩।১)।

জ্যোতিশ্চক্র—১. যে চক্রে সূর্যাদি ও অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রগণ অবস্থান করে, তাহাকে জ্যোতিশ্চক্র বলে; ২. রাশিচক্র; ৩. জ্যোতিষশাস্ত্র মতে গ্রহনক্ষত্রাদির ভ্রমণ পথ (চৈ. চ. ২।২০।৩২০)।

ঝ

ঝাটিনা—প্রা. ঝাট দিয়া সংগৃহীত আবর্জনা (চৈ. চ. ২।১২।৮৮)।

ঝামটপুর—বর্ধমান জেলার কাটোয়ার দুই ক্রোশ উত্তরে নৈহাটীর নিকটবর্তী একটি গ্রাম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাট।

ঝারিখণ্ড—বাংলাদেশের পশ্চিমে অবস্থিত জঙ্গলময় প্রদেশ। বর্তমান আটগড়, ঢেঙ্কানল, আঙ্গুল, লাহারা, কিয়োঞ্ঝর, বামড়া, বোলাই, গাঙ্গপুর, ছোটনাগপুর, যশপুর, সরগুজা প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চল। এই অঞ্চল দিয়া শ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

ঝালি—পেটেরা (চৈ. চ. ১।১০।২৪)।

ঝিকঁড়—প্রা. মাটীর পাত্র ভাঙ্গা খোলা (চৈ. চ. ১।১২।৮৫)।

ঝুট—প্রা. উচ্ছিষ্ট (চৈ. চ. ২।৩।৮৪)।

ঝুরি—প্রা. দগ্ধ হইয়া (চৈ. চ. ২।১।৫০)।

ঝুরেঁা—প্রা. ঝুরি, চিন্তায় ম্রিয়মান হই (চৈ. চ. ৩।১৩।১৪২)।

ঝুলনি—প্রা. শিরোবেষ্টন, পাগড়ি (চৈ. চ. ৩।১৪।২২)।

ঞ

ঞিহা—প্রা. এইস্থানে (চৈ. চ. ১।১২।৩৪)।

ট

টাটি—প্রা. বেড়া (চৈ. চ. ২।৪।৮১)

টানাটানি—প্রা. বর্ণনার বৃথা চেষ্টা (চৈ. চ. ২।৯।৩৩১)।

টুঙ্গী—মঞ্চ (চৈ. চ. ২।১৫।১২১)।

টুটি—ছিঁড়িয়া (চৈ. চ. ২।১৪।২৩১)।

টোটা—বাগান (চৈ. চ. ২।১১।১৫১)।

ঠ

ঠাঁই, ঠাঞি—প্রা. স্থানে (চৈ. চ. ১।১৬।৫২)।

ঠাকুর—১. শাসনকর্তা (চৈ. চ. ১।১৭।২০৬); ২. দেবতা; ৩. পূজ্য ব্যক্তি।

ঠাকুর মহাশয়—নরোত্তম দাস দ্রঃ।

ঠাকুরালি—প্রা. ঠাকুরের ভাব বা লীলা, প্রভুত্ব, রঙ্গ, ছলনা।

ঠাট—প্রা. ১. সমূহ (চৈ. চ. ১।১৭।২৭৫); ২. ভাবভঙ্গী, ছলাকলা; ৩. কাঠামো।

ঠান—প্রা. স্থান, স্থিতি (চৈ. চ. ৩।১৯।৩৭)।

ঠাম—প্রা. ভঙ্গী (চৈ. চ. ১।১৩।১১১)।

ঠারে—প্রা. ইঙ্গিতে (চৈ. চ. ৩।১৬।৫০)।

ঠিকারী—প্রা. ছোট ছোট টুকরা (চৈ. চ. ২।৪।১৩৮)।

ড

ডঙ্ক, ডাক—মন্ত্র দ্বারা যাহারা সর্প চিকিৎসা করেন (চৈ. ভা. ১০৫।২।১৮)।

ডর—প্রা. ভয় (চৈ. চ. ৩।৬।২২)।

ডাকা—প্রা. ডাকাইত (চৈ. চ. ৩।১৯।৮৯)। **ডাকাণ্ডিয়া**—প্রা. ডাকাইতের ন্যায় (চৈ. চ. ৩।১৫।৬৫)।

ডারা-প্রা. ঠেলিয়া দেওয়া (চৈ. চ. ৩।৯।৯৬)। **ডারি, ডারিয়া**—প্রা. ফেলিয়া—(চৈ. চ. ৩।৯।১৩, ৪০)।

ডিঙ্গা—প্রা. নৌকা (চৈ. চ. ২।৯।২৩০)।

ডোঙ্গা—প্রা. কলা গাছের খোলা দ্বারা প্রস্তুত পাত্র (চৈ. চ. ২।৩।৪৯)।

ডোর—প্রা. বস্ত্রখণ্ড (চৈ. চ. ২।১০।১৬৫)। **ডোরী**—দড়ি, কাছি (চৈ. চ. ২।১৪।২৩৪)।

ঢ

ঢাকা দক্ষিণ—শ্রীহট্ট জেলায়, বর্তমান বাংলাদেশে। শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃ-পুরুষের আদি নিবাস। এখনও এখানে মহাপ্রভুর বাড়ীতে বিগ্রহ আছেন। রথযাত্রাদি উপলক্ষে রথ হয় ও মেলা বসে। চৈত্রমাসেও প্রতি রবিবারে মেলা বসে।

ঢেকা—প্রা. ধাক্কা (চৈ. চ. ২।১২।১২৫)।

ত

তঙ্কা—প্রা. টাকা (চৈ. চ. ১।১২।৩০)

তটস্থ লক্ষণ—স্বরূপ লক্ষণ দ্রঃ।

তটস্থা শক্তি—জীবশক্তি। জীবশক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা হয়। কারণ তাহা চৈতন্যযুক্ত বলিয়া শ্রীভগবানে প্রবিষ্ট, আবার বহির্মুখী বলিয়া অপ্রবিষ্ট। শক্তি দ্রঃ।

"কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ।
সূর্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়" ॥ (চৈ. চ. ২।২০।১০১-০২)।

তত্তি—প্রা. সমূহ, সকল (চৈ. চ. ১।১৩।৯৯)।

ততেকে—প্রা. তাহাতে (চৈ. চ. ৩।২০।৮০)।

তত্ত্ব—১. পারমার্থিক জ্ঞান ; ২. তথ্য, স্বরূপ, যথার্থ অবস্থা ; ৩. উপঢৌকন।

তত্ত্ববাদী—শ্রীমধ্বাচার্য সম্প্রদায়ী দ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীবিশেষ।

তত্ত্বমসি—তৎ (তাহাই, সেই ব্রহ্মই) ত্বম্ (তুমি, জীব) অসি (হও) অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম। ইহা সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি বিশেষ বাক্য (ছান্দো. ৬।১৪।৩)। ইহাতে জীব ও ব্রহ্মে একত্ব বুঝায়। শঙ্করাচার্য এরূপ ব্যাখ্যাই করিযাছেন। কিন্তু শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ কালে 'তত্ত্বমসি' সম্বন্ধে কেশব ভারতীকে বলেন—তস্য ত্বম্=তত্ত্বম্ (ষষ্ঠীতৎ)। অতএব তস্য (তাহার—সেই ব্রহ্মের) তম্ (তুমি—জীব) অসি (হও); জীব ব্রহ্মেরই হয় অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের দাস হয়। মধ্বাচার্যের ব্যাখ্যাও অনুরূপ। মহাবাক্য দ্রঃ।

তথা—সেই ব্যাপারে, সেই স্থানে (চৈ. চ. ১।১৪।১৮)।

তথাগত—১. বুদ্ধ ; ২. তথা (যে রূপে পুনরাবৃত্তি না হয় সেই রূপ) গত (জ্ঞাত)।

তথি—সে স্থানে (চৈ. চ. ১।৫।৪৫)।

তথিলাগি—সেজন্য (চৈ. চ. ১।৩।৩১)।

তদেকাত্মরূপ—স্বয়ং রূপের সহিত যে রূপের স্বরূপতঃ ভেদ নাই, কিন্তু আকৃতি ও ভাববেশাদির কিছু পার্থক্য থাকায় অন্যরূপ বলিয়া মনে হয়, অথচ বাস্তবিক পক্ষে অন্যরূপ নহে (ল. ভা. মৃ. ১৪, চৈ. চ. ২।২০।১৫২)।

তন্ত্র—১. আগম নিগম শাস্ত্র ; ২. মন্ত্রবিদ্যা (তন্ত্রমন্ত্র); ৩. অধীন (পরতন্ত্র)।

তপন মিশ্র—পূর্ববঙ্গের পদ্মাতীরবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। চৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে গেলে ইনি তাঁহার সঙ্গে বাস করিয়া সাধ্যসাধনতত্ত্ব জানিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে কাশীবাসের ও তারক ব্রহ্মনাম জপের পরামর্শ দেন। মহাপ্রভু বলেন, ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক তারক ব্রহ্মনাম জপ করিতে করিতে প্রেমাঙ্কুর উৎপন্ন হইবে ও সাধ্যসাধনতত্ত্ব জানিতে পারিবে। সেই উপদেশ অনুসারে ইনি কাশীতে গিয়া বাস করিতে থাকেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাতায়াতের পথে কাশীতে তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে বাস করিতেন। তপন মিশ্রের আগ্রহে মহাপ্রভু কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সন্ন্যাসীদের প্রতি কৃপা

প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম বিখ্যাত রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী তপন মিশ্রের পুত্র।

তরণি—১. নৌকা, ভেলা ; ২. সূর্য (চৈ. চ. ৩।৩।১০ শ্লোঃ) ; আকন্দ বৃক্ষ ; তাম্র ; ৩. উদ্ধারকর্তা।

তর্জা—দুর্বোধ্য বাক্য। হেঁয়ালির ন্যায় ইহার যথাশ্রুত অর্থ এক এবং প্রকৃত অর্থ অন্য (চৈ. চ. ২।১৬।৫৯)।

তলানে—প্রা. তলায় (চৈ. চ. ৩।৬।৬৫)।

তহিঁ—প্রা. সেজন্য (চৈ. চ. ১।৬।২৮)।

তহিমধ্যে—প্রা. তাহার মধ্যে (চৈ. চ. ১।১।১২)।

তা'তে—প্রা. তাহাতে (চৈ. চ. ৩।১৪।৬১)।

তাৎপর্য—উদ্দেশ্য।

তাদাত্ম্য—তাহার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্নতা ; তদ্রূপতা ; তদ্ভাব।

তাপীনদী—বর্তমান 'তাপ্তী' নদী। সুরাট নগর ইহার তীরে। বর্তমান সাতপুরা পর্বত (বিন্ধ্যপাদ) হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিম সাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার তীরে বহু তীর্থ বিদ্যমান।

তাম্রপর্ণী নদী—দক্ষিণ ভারতের একটি পবিত্র নদী। কোর্টেল্লাম পর্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া তিন্নাভেলী ও টিউটিকোরিনের পাশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গসাগরে পতিত হইয়াছে। মহাপ্রভু ইহাতে স্নান করিয়া নয়ত্রিপদী দর্শন করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।৯।২০১-২)।

তারক—মুক্তিদাতা। শ্রীরামচন্দ্রের ষড়ক্ষরাদি মন্ত্র ও নাম (চৈ. চ. ৩।৩।২৪৪)।

তালবন—ব্রজ মণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি বন।

তালাক—প্রা. ১. শপথ, দিব্য (চৈ. চ. ১।১৭।২১৫) ; ২. মুসলমান বিবাহ বিচ্ছেদ।

তা-লাগি—প্রা. সেইজন্য (চৈ. চ. ১।৪।৪৭)।

তালি—কানে তালা (চৈ. চ. ১।১৭।২০০), হাতে তালি দ্বারা বাদ্য (চৈ. চ. ২।৬।২১৫)।

তাহাঁ—সেই স্থানে (চৈ. চ. ১।৫।৮৪)। **তাহাঁই**—সেই স্থানেই (চৈ. চ. ১।৭।৪৫)।

তিতিক্ষা—সহিষ্ণুতা, দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতা (চৈ. চ. ২।১৯।৩৭ শ্লোঃ)।

তিন তত্ত্ব—গৌর, নিতাই, অদ্বৈত (চৈ. চ. ১।৭।১১)।

তিন রঘুনাথ—১. তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ; ২. স্বরূপের রঘুনাথ

অর্থাৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামী; ৩. রঘুনাথ বৈদ্য (চৈ. চ. ৩।৬।২০১, ১।১০।১২৪)। প্রথম দুইজন বৃন্দাবনের বিখ্যাত ছয় গোস্বামীর দুইজন। রঘুনাথ বৈদ্য নীলাচলে মহাপ্রভুর ভক্তদের অন্যতম।

তিমিঙ্গিল—তিমিকে পর্যন্ত গিলিতে পারে এরূপ অতিকায় সমুদ্রজীব (চৈ. চ. ২।১৩।১৩৫)।

তির্যক—বক্রীভূত; পশুপক্ষী প্রভৃতি (চৈ. চ. ২।১৯।১২৭)।

তিরোহিত—বর্তমান ত্রিহুত জেলা, প্রাচীন নাম মিথিলা।

তিলকাঞ্চী—দক্ষিণ ভারতে 'তিন্নাভেলী'-র উত্তর-পূর্ব দিকে। বর্তমান 'তেনকাশী' বা দক্ষিণ কাশী। এখানে শিব বিগ্রহ আছেন।

তিঁহো—তিনি (চৈ. চ. ১।২।২১)।

তুঙ্গভদ্রা নদী—তুঙ্গ ও ভদ্রা এই দুইটি নদীর সম্মিলনে উৎপন্ন নদী। স্থানীয় নাম 'তুম্বুদ্রা'। এই উভয় নদী 'শিমোগা' জেলায় মিলিত হইয়াছে। সম্মিলিত তুঙ্গভদ্রা নদী মাদ্রাজ ও প্রাচীন নিজাম রাজ্যের সীমা ছিল।

তুণ্ড—বদন, মুখস্থিত জিহ্বা।

তুড়ুক—তুরস্ক দেশীয় মুসলমান (চৈ. চ. ৩।৬।১৮)।

তুড়ুকধারী—যবন শ্রেষ্ঠ। তুড়ুক (যবন)+ধাড়ী (প্রধান)।

তুরীয়—১. মায়াগন্ধহীন (চৈ. চ. ১।৫।২০)। স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ ও মায়া বা প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ শূন্য যে বস্তু তাহা তুরীয় (চৈ. চ. ১।২।১০ শ্লোঃ); ২. ব্রহ্ম; ৩. চতুর্থ।

তুলী—তুলার বালিশ (চৈ. চ. ২।১৩।১০)।

তেঁহ, তেঁহো—তিনি (চৈ. চ. ১।২।৫০, ১।১।২৫)।

তৈছে—সেইরূপ (চৈ. চ. ১।২।১৩)।

তোত্র—চাবুক (চৈ. চ. ২।৯।৯৩)।

ত্বষ্টা—বিশ্বকর্মা; তক্ষণকর্তা।

ত্বিষা—ত্বিট্ অর্থ কান্তি, অতএব ত্বিষা অর্থ কান্তিতে, রূপের ছটায় (ভা. ১১।৫।৩২)। **ত্বিষাকৃষ্ণ**—ত্বিষা+অকৃষ্ণ; কান্তিতে পীতবর্ণ (চৈ. চ. ১।৩।১০ শ্লোঃ, চৈ. চ. ১।৩।৪৫)। **ত্বিষাম্পতি**—(ত্বিষ্—তেজ) সূর্য।

ত্রপা—লজ্জা। **হতত্রপ**—নির্লজ্জ (চৈ. চ. ২।২।৪ শ্লোঃ)।

ত্রয়ী—ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ; ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব।

ত্রসরেণু, ত্র্যসরেণু—আলোক রশ্মিতে দৃশ্যমান ধূলিকণা, ছয়টি পরমাণু একত্র হইলে ত্র্যসরেণু হয়।

ত্রাস—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

ত্রিকচ্ছবসন—দেবক্রিয়ায় ত্রিকচ্ছ অর্থাৎ কাছা, কোঁচা ও কোঁচার প্রান্তভাগ বাম কক্ষের দিকে গুঁজিয়া বস্ত্র পরিধান (চৈ. ভা. ৫।১।১২৪)।

ত্রিকাল - ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান।

ত্রিকালহস্তী স্থান—দক্ষিণ ভারতে উত্তর আর্কটে তিরুপতি হইতে বাইশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে স্বর্ণমুখী নদীর তীরে অবস্থিত। রেণুগুণ্টা জংশন. হইতে ২৪ কিলোমিটার। এখানে মহাদেবের তেজোলিঙ্গ। বর্তমান নাম 'কালহস্তী'।

ত্রিতকূপ—কোচিন রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে ত্রিচুর বা তিরুশিবপুর নগর। মতান্তরে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী কূপ বিশেষ।

ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপ। **আধ্যাত্মিক তাপ**—শারীরিক ও মানসিক ভেদে দ্বিবিধ—বাত পিত্ত শ্লেষ্মাদির প্রকোপ-জনিত তাপ—শারীরিক তাপ, আর কাম ক্রোধাদি জনিত তাপ—মানসিক তাপ। মানুষ, পশু-পক্ষী প্রভৃতি হইতে যে দুঃখ তাহা **আধিভৌতিক,** আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যে দুঃখ তাহা **আধিদৈবিক** (চৈ. চ. ২।২০।৯৬; ২।২২।১১)। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দ্রঃ।

ত্রিপদী—তিরুপতি; তিরুপাটুর। উত্তর আর্কটে বেঙ্কটাচলের উপত্যকায় অবস্থিত। উহা দুই অংশে বিভক্ত—নীচে নগর, তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির; পর্বতের উপরে বালাজী বেঙ্কটেশ্বরের মন্দির। শ্রীচৈতন্য উভয় মন্দির দর্শন করিয়া স্তব-স্তুতি করিয়াছিলেন। বর্তমানে এখানে শ্রীবেঙ্কটেশ্বর বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

ত্রিপৃষ্ঠ—সত্যলোক (ভাঃ ২।৭।৪০)।

ত্রিবিক্রম—বামনদেব (চৈ. চ. ২।৯।১৯)।

ত্রিবেণী—প্রয়াগে গঙ্গা,যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থল।

ত্রিমল্ল—তিরুমলয়। তাঞ্জোর জেলায় অবস্থিত।

ত্রিযুগ—বিষ্ণু। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে বিষ্ণুর লীলাবতার আছে, কলিতে নাই। সেজন্য তিনি ত্রিযুগ (চৈ. চ. ২।৬।৯৭-৯৮)।

ত্রিশক্তিধৃক্—ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির নিয়ন্তা; মায়া যাঁহার শক্তি সেই—ভগবান্ (স্বামী)। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা—এই ত্রিবিধ শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ (ভাঃ ২।৬।৩২)।

ত্রিসর্গ—ত্রি রচিত সর্গ (সৃষ্টি); সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের এবং এই গুণত্রয় প্রধান বস্তুর সৃষ্টি (ভাঃ ১।১।১, চৈ. চ. ২।৮।৫১ শ্লোঃ)।

ক্রুটি, ক্রুটী—১. ন্যূনতা, ২. ক্ষতি, ৩. ক্ষণার্ধ সময় (শ্রীধর স্বামী); এক ক্ষণের সাতাশ ভাগের একভাগ সময়।

ত্র্যম্বক—শিব।

ত্র্যধীশ্বর—১. ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অধীশ্বর; ২. তিন পুরুষাবতারের অধীশ্বর; ৩. গোলোক, পরব্যোম ও ব্রহ্মাণ্ড—এই তিনের অধীশ্বর; ৪. গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা— এই তিন ধামের অধীশ্বর (চৈ. চ. ২।২১।২৭-৭৫)।

থ

থেহ—প্রা. স্থিরতা (চৈ. চ. ২।২।৩১১)।

দ

দক্ষিণ নায়িকা—যে নায়িকার মান নায়ক বিনয় দ্বারা ভাঙ্গাইতে সমর্থ তাহাকে দক্ষিণা বলে। যেমন চন্দ্রাবলী প্রভৃতি (চৈ. চ. ২।১৪।১৫৬)।

দক্ষিণ মথুরা—বর্তমান 'মাদুরা', মাদ্রাজ রাজ্যে অবস্থিত। এখানকার মীনাক্ষী মন্দির ভারতে বিখ্যাত।

দগ্ধহেম—আগুনে পোড়ানো সোনা।

দণ্ডকারণ্য—উত্তরে খান্দেশ হইতে দক্ষিণে আহাম্মদনগর এবং মধ্যে নাসিক ও আউরঙ্গাবাদ পর্যন্ত গোদাবরী নদীর তীরস্থিত বিস্তৃত ভূখণ্ডে দণ্ডকারণ্য নামে বন ছিল।

দণ্ডপরণাম—প্রা. দণ্ডবৎ প্রণাম (চৈ. চ. ২।৯।২৬০)।

দত্তাত্রেয়—মহর্ষি অত্রির ঔরসে ও কর্দম কন্যা অনসূয়ার গর্ভে নারায়ণের অংশ সম্ভূত। মন্বন্তরাবতার (ভাঃ ৯।২৩।২৪)।

দম—বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ (চৈ. চ. ২।১৯।৩৭ শ্লোঃ; ২।২২।৪০ শ্লোঃ)।

দময়ন্তী—রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী। পানিহাটীতে শ্রীপাট। শ্রীচৈতন্য শাখা। ব্রজলীলায় গুণমালা। ইনি শ্রীচৈতন্যের প্রতি অতিশয় স্নেহবশতঃ বার মাসের উপযোগী নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ঝালি ভরিয়া প্রতি বৎসর রাঘব পণ্ডিতের সঙ্গে নীলাচলে পাঠাইতেন। প্রভুও ভক্তের প্রীতিরস-সিঞ্চিত দ্রব্য বার মাস উপভোগ করিতেন। এই ঝালি 'রাঘবের ঝালি' বলিয়া কীর্তিত হইত।

দয়িত—প্রিয় ব্যক্তি (চৈ. চ. ২।১৯।১৩ শ্লোঃ। **দয়িতা**—জগন্নাথের পাণ্ডা বিশেষ (চৈ. চ. ২।১৩।৭)।

দলই, দলুই—দ্বারপাল (চৈ. চ. ৩।১৬।৭৪)।

দশ দশা—কৃষ্ণ বিরহে গোপীদের যে দশটি অবস্থা হয়, যথা—চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

দশ দেহ—ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান (বালিশ), বসন, উপবন (বাগান), বাসগৃহ, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ও পৃথিবী ধারণ। সহস্র বদন শেষ সঙ্কর্ষণ এই দশ দেহ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন (চৈ. চ. ১।৬।৬৫)।

দশনামী সম্প্রদায়—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, পুরী, ভারতী, সাগর ও সরস্বতী,—শঙ্করাচার্য-পন্থী সন্ন্যাসিগণ এই দশ নামে খ্যাত।

দশবাণ হেম—বিশুদ্ধ স্বর্ণ; বাণ অর্থ পাঁচ, পাঁচ দশ অর্থাৎ পঞ্চাশবার দগ্ধ স্বর্ণ।

দহর—সূক্ষ্মতত্ত্ব, জীবান্তর্যামী। জীব-হৃদয়ে অবস্থিত অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত বুদ্ধি বৃত্তির প্রবর্তক বিগ্রহ (ভাঃ ১০।৮৭।১৮; চৈ. চ. ২।২৪।৭৫ শ্লোঃ)।

দাড়ুকা—লোহার বেড়ী (চৈ. চ. ২।২০।১১)

দান—পথকর (চৈ. চ. ২।৪।১৮৩); ভিক্ষা (চৈ. চ. ১।১৭।২১৪); মানে ছলপূর্বক ভূষণাদি প্রদান (উ. নী., মান-৫০)।

দান ঘাটি—খেয়া ঘাট।

দানী—কর আদায়কারী (চৈ. চ. ২।৪।১১)

দান্ত—জিতেন্দ্রিয়।

দামোদর পণ্ডিত—ইনি শ্রীচৈতন্যের বিশেষ ভক্ত ব্রাহ্মণ। নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবাসঙ্গী শঙ্কর পণ্ডিত ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর। ইঁহার লোকাপেক্ষাহীনতায় ও নিরপেক্ষতায় মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। মহাপ্রভু বলিতেন—"আমার গণের মধ্যে দামোদরের মত নিরপেক্ষ কেহ নাই; নিরপেক্ষ হইতে না পারিলে কৃষ্ণ ভজন হয় না"। ইনি মহাপ্রভুর উপরেও বাক্যদণ্ড করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মহাপ্রভু ইঁহাকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন। ইনি ব্রজলীলায় প্রখরা শৈব্যা ছিলেন এবং কখনও সরস্বতীও ইঁহাতে প্রবেশ করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

দারবী—দারু (কাষ্ঠ) নির্মিত (চৈ. চ. ৩।২।১১৭)।

দারী—পরস্ত্রী (চৈ. চ. ৩।৯।৩১)। **দারী নাটুয়া**—পরস্ত্রী ও নর্তকাদি (চৈ. চ. ৩।৯।৩১)।

দারুব্রহ্ম—দারু (কাষ্ঠ) নির্মিত বিগ্রহ জগন্নাথ।

দালি—ডাইন (চৈ. চ. ২।৪।৬৬)।

দাস্যরতি—রতি দ্রঃ।

দিব্যোন্মাদ—'এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামাপ্যু পেয়ুষঃ।
ভ্রমাভাকাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যাতে' ॥

—মোহনাখ্য ভাব কোনও অনির্বচনীয় বৃত্তিবিশেষ প্রাপ্ত হইলে যে ভ্রম সদৃশ বিচিত্র দশা লাভ করে তাহাকে দিব্যোন্মাদ বলে।

দিষ্ট্যা—ভাগ্যবশতঃ (ভাঃ ১০।৮২।৪৪)।

দীপার্চি—দীপের অর্চি (শিখা)=দীপশিখা (ব্র. সং. ৫।৪৬)।

দীপ্ত, দীপ্তি—অলঙ্কার দ্রঃ।

দীয়টি, দেউটি—মশাল (চৈ. চ. ৩।১৪।৫৭)।

দুর্গা—১. "(ভাঃ ১০।২।১১) যোগমায়া; ২. (ভগবৎ সন্দর্ভ ১২০) জগৎপ্রলয় শক্তি; ৩. (ভক্তি চন্দ্রিকা পটল ২।৯) মাতৃকান্যাসে ক বর্ণের শক্তি; ৪. শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই দুর্গা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ শক্তি, মায়াংশভূতা দুর্গা নহেন। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে ইহার নাম—নিরুক্তি দ্রষ্টব্য। দুঃগে অর্থাৎ গুরু-আরাধনাদি প্রয়াস স্বীকারে গমন (জ্ঞান) হয় যাঁহার—তিনিই দুর্গা। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠা, তিনিই মাত্র কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ জানেন, সেই তদ্‌গতচিত্তা প্রকৃতিকেই 'দুর্গা' কহে। ইহা পরাৎপরা মহাবিষ্ণু সরূপিনী শক্তি ইত্যাদি। এই অখণ্ড রসবল্লভা পরমা প্রকৃতিকে অতি দুঃখেই জানা যায় বলিয়া ইনি 'দুর্গা'। ইহারই আবরিকা শক্তির নাম মহামায়া, অখিলেশ্বরী; তাঁহার মায়াতে নিখিল জগৎ ও দেহাভিমানী জীবনিচয় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃরূপে যে স্বরূপশক্তি আছেন, তিনি শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্না বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণই অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হইলেও কখনও দুর্গাকেও অভেদোপচারে বলা হয়; ৫. অপরাজিতা—" (বৈ. অ.)। ৬. সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিকা শক্তি (ব্র. সং. ৫।৪৪)। ৭. কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ—তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকা উপনিষদ। এখানে দুর্গি ও দুর্গা সমার্থক।

৮. দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি ॥
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যা শব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা ॥—শব্দকল্পদ্রুম।

—অর্থাৎ দুর্গ শব্দের বাচ্য দুর্গনামক দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক,

দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় এবং অতিরোগ। আ-শব্দ হন্তৃবাচক। যিনি এ সকলকে হনন করেন, তিনিই দুর্গা।

*　　*　　*

দৈত্যনাশার্থ বচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদ-সম্মতঃ॥
রেফো রোগঘ্ন বচনো গশ্চ পাপঘ্ন বাচকঃ।
ভয় শত্রুঘ্ন বচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তিতঃ॥—শব্দকল্পদ্রুম।

*　　*　　*

দুর্গেতি দৈত্যবচনোঽপ্যাকারো নাশবাচকঃ।
দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা॥
বিপত্তি বাচকো দুর্গশ্চাকারো নাশবাচকঃ।
তং ননাশ পুরা তেন বুধৈর্দুর্গা প্রকীর্তিতা॥—শব্দকল্পদ্রুম।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীমতে— দুর্গাদেবী দুস্তর সংসার সমুদ্রের তরণী। অদ্বিতীয়া ব্রহ্মময়ী। নারায়ণের হৃদয়বিলাসিনী লক্ষ্মী এবং মহাদেবের হৃদয় বিহারিনী গৌরী। যথা—

দুর্গাসি দুর্গ ভব সাগর নৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈক কৃতাধিবাসা।
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃত প্রতিষ্ঠা॥—চণ্ডী ৪।১১
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ—চণ্ডী ৫।১২

দুর্বেশন—দক্ষিণ ভারতে রামনাদ হইতে সাত মাইল পূর্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। বর্তমান নাম দর্ভশায়ন। এখানে জগন্নাথ, শ্রীদেবী, ভূদেবী, রাম-লক্ষণ-সীতা, হনুমান প্রভৃতি বিগ্রহ আছেন। শ্রীচৈতন্যদেব কৃতমালা (বর্তমান নাম ভাইগা) নদীতে স্নান করিয়া দর্ভশায়নে রঘুনাথ দর্শন করিয়াছিলেন।

দুঃসঙ্গ—অসৎ সঙ্গ, কুসঙ্গ (চৈ. চ. ২।২৪।৭০)।

দেউটি—মশাল (চৈ. চ. ১।১০।৩৫)।

দেউল—দেবালয়, মন্দির (চৈ. চ. ২।৫।১৪৩)।

দেখিছোঁ—দেখিতেছি (সম্ভ্রমার্থে) (চৈ. চ. ৩।১৮।৫২); **দেখিনু**—দেখিলাম (চৈ. চ. ২।২।৩৩); **দেখিলাঙ, দেখিলুঁ**—দেখিলাম (চৈ. চ. ১।১৭।১০৬, ২।৪।৬; **দেখোঁ**—দেখি (চৈ. চ. ১।১৩।৮১), দেখিব (চৈ. চ. ১।১৭।১২৮)।

দেও—দিয়া থাকি (চৈ. চ. ৩।৯।১১৯)।

দেবানন্দপণ্ডিত—কুলিয়া গ্রামবাসী। উপাধি ভাগবতী। ইনি ভক্তিহীন জ্ঞানমার্গী পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় শেষে ইনি ভক্তিমার্গে প্রবেশ করেন। ইনি পূর্বলীলায় নন্দমহারাজের সভাপণ্ডিত ভাগুরি মুনি ছিলেন বলিয়া কথিত।

দেবীধাম—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড; মায়াদেবীর ধাম (চৈ. চ. ২।২১।৩৯)।

দেহধর্মকর্ম—ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি নিবৃত্তির জন্য কর্ম।

দেহলী—বহির্দ্বার (উ. নী., সখী—৩৬)।

দৈন্য—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

দৈবত—যথার্থতঃ (চৈ. চ. ১।১২।৩২)।

দোনা—ডোঙ্গা (চৈ. চ. ২।৩।৮৭)।

দ্বাদশ—সন্ন্যাসীদের হাতের দণ্ড (চৈ চ. ৩।১৪।৪২)।

দ্বাদশ কানন—ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত বারটি বন, যথা—১. মধুবন, ২. তালবন, ৩. কুমুদবন, ৪. কাম্যবন, ৫. বহুলাবন, ৬. ভদ্রবন, ৭. খদিরবন, ৮. মহাবন, ৯. লৌহজঙ্গবন, ১০. বেলবন, ১১. ভাণ্ডীরবন, ১২. বৃন্দাবন (চৈ. চ. ২।১।২২৫)।

দ্বারকা—দ্বারাবতী। কাঠিয়াবার প্রদেশে কচ্ছ উপসাগরের উপরে স্থিত, প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

দ্বারকা চতুর্ব্যূহ—আদি চতুর্ব্যূহ দ্রঃ।

দ্বিজরাজ—চন্দ্র।

দ্বিষৎ—দ্বেষকারী, শত্রু (ভাঃ ১১।২।৪৬)।

দ্বৈপায়নী—দাক্ষিণাত্যের তীর্থ বিশেষ, সম্ভবতঃ গোকর্ণ তীর্থের নিকটে। শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীবলদেব গোকর্ণ তীর্থে শিবমূর্তি দর্শন ও দ্বৈপায়নী আর্য্যা দর্শনের পরে সূর্পারকে গমন করেন। 'আর্য্যা'—এক দেবীর নাম।

দ্যাবাপৃথিবী— স্বর্গ ও পৃথিবী।

দ্যুপতি—স্বর্গাদির লোকপাল (ভাঃ ১০।৮৭।৪১ শ্লোঃ)।

দ্যুমণি পটল—সূর্য সমূহ (উ. নী., সখী—২৮)।

দ্রব—আর্দ্র হওয়া (চৈ. চ. ১।১০।৪৭)

দ্রবিণ—ধন (চৈ. চ. ৩।৩।৩ শ্লোঃ)।

দ্রব্য—টাকাকড়ি (চৈ. চ. ৩।৯।১৯)।

ধ

ধটী—ধড়া (চৈ. চ. ৩।১।১০৫)।

ধড়া—বস্ত্রবিশেষ (চৈ. চ. ২।৪।১২৭)।

ধড়ে—দেহে (চৈ. চ. ৩।১৮।৫০)।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত—নিত্যানন্দ শাখা। চট্টগ্রামের জাড়গ্রামে আবির্ভাব। পিতার নাম শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা কালিন্দী দেবী। হরিপ্রিয়া নাম্নী একটি সুন্দরী কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। পিতা শ্রীপতি খুব ধনী ছিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় পণ্ডিত সংসার ত্যাগ করিয়া বর্ধমানের নিকটে শীতল গ্রামে আসিয়া লোকদিগকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করেন। পরে তিনি নবদ্বীপে গিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া কীর্তনানন্দে বিভোর হইয়া পড়েন। বর্তমান বোলপুরের নিকটে জলন্দি গ্রামে ও শীতল গ্রামে শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ করেন। ইনি দ্বাদশ গোপালের একতম ছিলেন। পূর্ব লীলায় ব্রজের বসুদাম সখা ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

ধনুস্তীর্থ—সেতুবন্ধে। বর্তমান "পম্বম প্যাসেজ্"। লক্ষ্মণের ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা সমুদ্রের সেতু বিচ্ছিন্ন হওয়ায় "ধনুতীর্থ" নাম হইয়াছে।

ধম্মিল্ল—চুলের খোঁপা (চৈ. চ. ২।৮।১৩৩)।

ধর্ম—ধৃ + মন্ = ধর্ম। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা আর মন্ প্রত্যয় কর্তৃবাচ্য ও করণবাচ্য উভয়েই প্রয়োজিত হয়। মন্ প্রত্যয় কর্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হইলে ধর্ম শব্দের অর্থ হইবে—ধারণ করে যে, ধরিয়া রাখে যে। আর মন্ প্রত্যয় করণ বাচ্যে প্রযুক্ত হইলে অর্থ দাঁড়ায়—ধারণ করা যায় যদ্দ্বারা, ধারণ করিয়া রাখা যায় যদ্দ্বারা। অগ্নিনির্বাপকত্ব জলকে জলত্ব দান করে বা জলকে জলত্বে ধারণ করিয়া রাখে, জলকে তাহার নিজের স্বরূপে ধারণ করিয়া রাখে ; তাই অগ্নি-নির্বাপকত্ব জলের ধর্ম (কর্তৃবাচ্যের অর্থে)।

বরফ ও বাষ্প জলের বিকৃত রূপ। উত্তাপ প্রয়োগে বরফ এবং শৈত্য প্রয়োগে বাষ্প তরল হইয়া জলে পরিণত হইলে উহার অগ্নিনির্বাপকত্ব গুণ লাভ হয়। সুতরাং উত্তাপ ও শৈত্য বিকৃতি প্রাপ্ত জলকে স্বীয় স্বরূপে আনয়ন করিবার উপায় বা করণ। এই উত্তাপ বা শৈত্য দ্বারাই জল বিকৃত অবস্থা হইতে স্বীয় স্বরূপে ধৃত হয়। সুতরাং উত্তাপ বা শৈত্য প্রয়োগ করণবাচ্যের অর্থে জলের ধর্ম বা জলত্বের সাধন।

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের দাস। কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণসেবার বাসনা জীবকে স্বীয় স্বরূপে (কৃষ্ণ দাসত্বে) ধারণ করিয়া রাখে। সুতরাং ইহা জীবের সাধ্য ধর্ম

(কর্তৃবাচ্যের অর্থে)। আর মায়াবদ্ধ জীবের স্বরূপ অবস্থা প্রকটিত করিবার নিমিত্ত যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গাদির শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান প্রয়োজন। সুতরাং এই সমস্ত ভজনাঙ্গ জীবের সাধন ধর্ম (করণবাচ্যে)।

ধর্মসেতু—ধর্মের মর্যাদা রক্ষক (চৈ. চ. ১।৩।৮৯)।

ধাম—১. ভগবানের লীলার স্থান, তীর্থস্থান; ২. তেজঃ, দীপ্তি (চৈ. চ. ২।১১।১ শ্লোঃ); ৩. ভগবানের স্বরূপশক্তি (ভাঃ ১।১।১—বিশ্বনাথ)।

ধামতত্ত্ব—১. গৃহ, দেহ, প্রভাব, রশ্মি, স্থান, জন্ম—শ. ক. দ্রু.। ২. প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ভোগলোক—তাহাতে স্বর্গলোক, তপোলোক, সত্যলোক বিদ্যমান। তাহার উপরে বিরজা বা কারণ সমুদ্র, মহা প্রলয়ে জীব সূক্ষ্মরূপে স্বীয় কর্মফল আশ্রয় করিয়া ইহাতে অবস্থিতি করে। তাহার উপরে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোক। জ্ঞানমার্গের সাধক ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করিয়া এই ধামে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকেন। ব্রহ্মলোকের উপরে পরব্যোম। ইহা **ভগবদ্ধাম**,—বৈকুণ্ঠ, শিবলোক প্রভৃতি এই ধামে অবস্থিত। মুক্তিকামী এই ধাম প্রাপ্ত হন। ইহার উপরে কৃষ্ণলোক - বৃন্দাবন বা ব্রজলোক। শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারা অন্তরে ভক্তির উন্মেষ হইলে কর্মফল ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়। তখন সাধক ক্রমশঃ ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া গোলোক ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে উপনীত হন। কৃষ্ণধামতত্ত্ব ও সিদ্ধলোক দ্রঃ।

ধীরা, ধীরাধীরা, ধীরপ্রগল্ভা, ধীরমধ্যা, ধীরললিত—নায়িকা দ্রঃ।

ধুনী—নদী (চৈ. চ. ১।১৩।১১৯)।

ধৃতি—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ। "জিহ্বোপস্থজয়োধৃতিঃ"—জিহ্বা ও উপস্থের বেগ ধারণ। অর্থাৎ ভোজ্যবস্তু ভোগের লালসার এবং যৌন সংসর্গের লালসার বেগ ধারণ (ভাঃ ১১।১৯।৩৬; চৈ. চ. ২।১৯।৩৭ শ্লোঃ)।

ধৈর্য—অলঙ্কার দ্রঃ।

ধোয়াপাখালা—ধৌত করা, প্রক্ষালন করা (চৈ. চ. ২।১২।২০০)।

ধ্রুবঘাট—মথুরায় যমুনার একটি ঘাট।

নকুলব্রহ্মচারী—নৃসিংহের উপাসক। কালনার নিকটবর্তী পিয়ারীগঞ্জে শ্রীপাট। ইহার পূর্ব নাম **প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী**; স্বীয় উপাস্য নৃসিংহদেবে অতিশয় প্রীতি দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ইহার নাম রাখেন **নৃসিংহানন্দ**। মহাপ্রভু গৌড়পথে বৃন্দাবন গমনের উদ্দেশ্যে নীলাচল হইতে কুলিয়ায় উপস্থিত হইয়াছেন, সঙ্গে

অজস্র ভক্ত। নৃসিংহানন্দ মনে মনে মহাপ্রভুর গমনের জন্য ছায়াঘন রত্নখচিত পথ রচনা করিতে লাগিলেন। কানাই'র নাটশালা পর্যন্ত পথ রচিত হইল। এর পরে নৃসিংহানন্দের কল্পনা অগ্রসর হয় না দেখিয়া ইনি বলিয়াছিলেন, এবার মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাওয়া হইবে না। বাস্তবিকই মহাপ্রভু কানাই'র নাটশালা হইতে ফিরিয়াছিলেন। নৃসিংহানন্দের দেহে একবার অম্বিকাতে মহপ্রভুর আবেশ হইয়াছিল। ইঁহার সাক্ষাতে অন্যের অগোচরে মহাপ্রভুর আবির্ভাবও হইত।

নাগরিয়া লোক—প্রা. নগরবাসী লোক (চৈ. চ. ১।১৭।১১৫)।

নগ্নজিত—শ্রীকৃষ্ণ মহিষী নাগ্নজিতীর পিতা কোশলরাজ (চৈ. ভা. ২।২।২৯)।

নটকায়—প্রা. ঝুলিয়া আছে, নড় বড় করে (চৈ. চ. ৩।১৮।৬৯)।

নড়বড়ে—প্রা. ঝুলিয়া নড়ে চড়ে (চৈ. চ. ৩।১৮।৫০)।

নন্দন আচার্য—ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপের চতুর্ভুজ পণ্ডিতের পুত্র এবং শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তনের সঙ্গী। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে আসিয়া ইঁহার গৃহে গোপনে অবস্থান করেন এবং ইঁহার গৃহেই নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর ও ভক্তবৃন্দের মিলন হয়। একবার মহাপ্রভুকে পরীক্ষার জন্য অদ্বৈতাচার্য ইঁহার গৃহে লুকাইয়াছিলেন। কিন্তু অন্তর্যামী মহাপ্রভুর ইহা অজ্ঞাত রহিল না। তিনি অদ্বৈতকে আনার জন্য রামাই পণ্ডিতকে নন্দনাচার্যের গৃহেই পাঠাইলেন। মহাপ্রভুও একবার শ্রীবাস ও অদ্বৈতকে পরীক্ষার জন্য নন্দনের গৃহে লুকাইয়াছিলেন। কাজী দমনের দিনে কীর্তনে ও শ্রীধরের গৃহে মহাপ্রভুর ভক্তবাৎসল্য প্রকটনের সময়েও নন্দন আচার্য সঙ্গী ছিলেন। ইনি রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন।

নন্দাই—শ্রীচৈতন্য শাখার বৈষ্ণব। ইনি নীলাচলে গোবিন্দের আনুগত্যে মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে গৌড়েও আসিয়াছিলেন। ব্রজ-লীলায় ইনি ছিলেন জলসংস্কারকারী বারিদ।

নন্দীশ্বর—মথুরা জেলায়। এস্থানে নন্দ মহারাজের বাড়ী ছিল।

নবখণ্ড—জম্বু দ্বীপের নয়টি ভাগ, ইহাদিগকে বর্ষও বলে। যথা—ইলাবৃত, কেতুমাল, হিরণ্যক, ভদ্রাশ্ব, হরিবর্ষ, হিরণ্ময়, কুরু, কিংপুরুষ ও ভারত (চৈ. চ. ৩।২।৯-১০)।

নবদ্বীপ—প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয় এবং তিনি সংসারাশ্রমের ২৪ বৎসর পার্ষদগণের সহিত নানা লীলা প্রকট করিয়াছিলেন।

নববিধাভক্তি—শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব লক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥—ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪।
—অর্থাৎ বিষ্ণুর নামাদি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন, পরিচর্যা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তি-অঙ্গ পূর্বে শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিত হইয়া পরে অনুষ্ঠিত হইলে শুদ্ধা-ভক্তি-সাধন বলিয়া গণ্য হয়।

নবব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ ও ব্রহ্মা (হরি),—এই নয় মূর্তি মথুরাদি পুরীর নয় দিকে ব্যূহরূপে প্রকাশিত থাকেন (ল. ভা., পূর্বখণ্ড—৫।১৭৫ ;—চৈ. চ. ২।২০।২৯ শ্লোঃ)।

নবমত—বৌদ্ধদিগের নয়টি সিদ্ধান্ত, যথা : (১) বিশ্ব অনাদি অর্থাৎ ঈশ্বরবিহীন, (২) জগৎ মিথ্যা, (৩) অহং তত্ত্ব, (৪) জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, (৫) বুদ্ধই তত্ত্ব লাভের উপায়, (৬) নির্বানই পরমতত্ত্ব, (৭) বৌদ্ধ দর্শনই দর্শন, (৮) বেদ মানবরচিত এবং (৯) দয়াদি সদাচরণই বৌদ্ধ জীবন।

নবযোগেন্দ্র—কবি, হবি, অন্তরীক, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রাবিড়, চমশ ও করভাজন।

নব্য ন্যায়—তর্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। ইহার প্রধান বিচার্য বিষয়—প্রমাণের সংখ্যা ও প্রকৃতি। এই শাস্ত্রমতে পদার্থ ষোড়শ প্রকার। ইহাদের জ্ঞানে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হয়। ১৩শ হইতে ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া বংলার রঘুনাথ, রামনাথ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ এই শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। **প্রাচীন ন্যায়**—গৌতমের ন্যায়সূত্র।

নমস্কার—আশীর্বাদ দ্রঃ।

নয়—অধিগম দ্রঃ।

নর দারক—নর বালক। চৈ. চ. ২।৮।১৪ শ্লোঃ)।

নরহরি দাস—শ্রীচৈতন্যের প্রিয় ভক্ত নরহরি সরকার ঠাকুর। বর্তমান শ্রীখণ্ডে আনুমানিক ১৪৭৮ খ্রীঃ অব্দে বৈদ্য বংশে আবির্ভাব। পিতা নারায়ণ দাস সরকার। নরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ সরকারের পুত্র রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন তনু ছিলেন বলিয়া কীর্তিত। নরহরি রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন। ব্রজের মধুমতী সখী বলিয়া প্রসিদ্ধি। ইঁহার অনেকগুলি গৌরাঙ্গ বিষয়কপদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইঁহার লিখিত 'ভক্তি চন্দ্রিকা পটল' ও 'ভক্তামৃত অষ্টক' নামে দুইখানা সংস্কৃত

গ্রন্থও আছে। **নরহরি চক্রবর্ত্তী**—নামে আর একজন পদকর্তা নরহরি দাস ছিলেন। তিনি ঘনশ্যাম-নরহরি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। নরহরি চক্রবর্তীর গ্রন্থ 'শ্রীনিবাস চরিত্র', 'নরোত্তম বিলাস', 'ভক্তি রত্নাকর' প্রভৃতি। 'ভক্তি রত্নাকর' বৈষ্ণব ইতিহাসের বিশ্বকোষবিশেষ। কিন্তু ইহার প্রামাণ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

নরেন্দ্র সরোবর—পুরীর একটি বৃহৎ জলাশয়। এই সরোবরে চন্দন যাত্রাদি উৎসব হইয়া থাকে।

নরোত্তম দাস—বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজসাহী জেলার গোপালপুর গ্রামে আবির্ভাব। পিতা রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত, মাতা নারায়ণী দাসী। ইনি রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি বৈষ্ণব সমাজে **ঠাকুর মহাশয়** বলিয়া পরিচিত। নিজে শূদ্র হইলেও ইঁহার বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। গ্রন্থ—সম্ভাব চন্দ্রিকা, রসভক্তি চন্দ্রিকা, সিদ্ধভক্তি চন্দ্রিকা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, স্মরণ মঙ্গল, কুঞ্জ বর্ণন, চমৎকার চন্দ্রিকা ও প্রার্থনা প্রভৃতি। বিখ্যাত কীর্তনীয়া, আখর বর্জিত বড় তালের 'গরেন হাটী' কীর্তনের প্রথম প্রবর্তক।

নর্মদা—দাক্ষিণাত্যের একটি প্রসিদ্ধ পবিত্র নদী। ভারতের সপ্ত মোক্ষদায়িকা নদীর একটি।

নহিব উদাস—প্রা. ভুলিব না (চৈ. চ. ২।৩।১৪৪)।

নহিল—প্রা. হইল না (চৈ. চ. ১।১০।৪৩), হয় নাই (চৈ. চ. ২।১।১৮১)।

নাচায়ন—প্রা. নাচানো (চৈ. চ. ২।৩।১০৩)।

নাট—নৃত্য ; বাসস্থান (চৈ. চ. ১।১৩।১০২)।

নাঢ়া—নাঢ়িয়াল বংশজাত। অদ্বৈতাচার্যের পূর্ব পুরুষের নাঢ়িয়াল গাঁই ছিল, এজন্য ইঁহাকে কৌতুক করিয়া 'নাঢ়া' বলা হইত। রাজা গণেশের মন্ত্রী নরসিংহ নাঢ়িয়াল অদ্বৈতাচার্যের পূর্বপুরুষ ছিলেন (চৈ. ভা. ১৪৫।১।১৪)।

না দে—প্রা. দেয় না (চৈ. চ. ৩।১৩।৩৪)।

নানা—বিবিধ (চৈ. চ. ১।৪।৭০), মাতামহ (চৈ. চ. ১।১৭।১৪৩)।

নান্দী—মঙ্গলাচরণ। আশীর্বাদ, নমস্কার বা বস্তু নির্দেশযুক্ত মঙ্গলাচরণকে নান্দী বলে (চৈ. চ. ৩।১।৩০)।—"নন্দন্তি দেবতা যস্মাৎ তস্মান্নান্দী প্রকীর্তিতা"।

নান্দীমুখ—বিবাহাদি শুভকর্মে কৃত্য আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ—এই ছয়জনের নাম নান্দীমুখ। নান্দীর (শুভের) মুখ (আরম্ভ) যাহা হইতে।

নাম—১. নময়তি ইতি নাম। যে নামাইয়া আনে তাহাই নাম। নাম ও নামী অভিন্ন। নাম তাই নামীকে নিকটে নামাইয়া আনে। ২. আখ্যা, সংজ্ঞা ; ৩. খ্যাতি ; ৪. বাক্যমাত্র ; ৫. ঈষৎ।

নামাপরাধ—যে অপরাধে ভগবৎ নাম (শ্রীহরি, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি) গ্রহণে হৃদয়ে বিকার জন্মে না, বা বিকার জন্মিলেও নেত্রে জল বা শরীরে রোমাঞ্চ হয় না তাহাকে নামাপরাধ বলে (ভাঃ ২।৩।২৪)। নামাপরাধ দশ প্রকার, যথা—১. সাধুনিন্দা ; ২. শিবের সত্তা, নাম, গুণ প্রভৃতি নারায়ণ হইতে পৃথক জ্ঞান করা ; ৩. গুরুদেবে অবজ্ঞা ; ৪. হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা ; অর্থাৎ হরিনাম মহিমাকে কেবল প্রশংসা মাত্র মনে করা ; ৫. নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি ; ৬. বেদাদি ধর্ম শাস্ত্রের নিন্দা ; ৭. ধর্ম, ব্রত, দান প্রভৃতির সহিত হরিনামের তুলনা ; ৮. শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং যে শুনিতে অনিচ্ছুক, তাহাকে নাম করিতে উপদেশ দেওয়া ; ৯. নাম মাহাত্ম্য শুনিয়া নাম করিতে প্রবৃত্ত না হওয়া ; ১০. নামে অহং মমতাপর হওয়া।

অনবধান প্রযুক্ত নামাপরাধ ক্ষালনের উপায়—সর্বদা নাম সংকীর্তন, যথা—"জাতে নামাপরাধেহপি প্রসাদেন কথঞ্চন। সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেক শরণো ভবেৎ॥ (হ. ভ. বি. ১১।২৮৭, চৈ. চ. ১।৮।২৬)।

নামাভাস—নামীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে নাম উচ্চারণ তাহার নাম **জপ**। আর নামীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াও যে নাম উচ্চারণ, তাহার নাম **নামাভাস**।

নাম সঙ্কীর্তন—চতুঃষষ্টি ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধন (সিন্ধু ১।২২।৩০)।

> ...নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়॥
> সংকীর্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
> সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
> নাম সংকীর্তন হৈতে সর্বানর্থনাশ।
> সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস॥
> সংকীর্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
> চিত্ত শুদ্ধি, সর্বভক্তি-সাধন-উদ্গম॥
> কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
> কৃষ্ণ প্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥—চৈ. চ. ৩।২০।৭-১১

নাম সংকীর্তন প্রণালী সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যের উপদেশ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥—চৈ. চ. ৩।২০।৫ শ্লোঃ।

—অর্থাৎ তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু ও নিজে নিরভিমান হইয়া এবং অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সর্বদা হরিনাম কীর্তন করিবে।

নায়ক—১. নেতা ; ২. গল্প নাটকাদির প্রধান ব্যক্তি ; ৩. প্রণয়ী।

নায়িকা—শৃঙ্গার রসের আশ্রয়ালম্বন রূপা নারী। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে (৫।১০০-১০২) নায়িকার বহু ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। স্থূল গণনায় ৩৬০টি প্রসিদ্ধ। নায়িকা স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধ। **স্বকীয়া**—যাঁহারা বিধি অনুসারে বিবাহিতা, পতির আদেশ পালনে তৎপরা এবং যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত পাতিব্রত্য ধর্মে অটলা, তাঁহারা স্বকীয়া। যেমন—শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি মাহষী (উ. নী. ৩।৪)। **পরকীয়া**—যে নায়িকা ইহলোক ও পরলোকের ধর্মাদি উপেক্ষা করিয়া অন্তরঙ্গ অনুরাগেই পরপুরুষে (শ্রীকৃষ্ণে) আত্ম সমর্পণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও যাঁহাকে বিবাহাত্মক ধর্মে স্বীকার না করিয়া অনুরাগেই অঙ্গীকার করেন, তিনিই 'পরকীয়া নারী'। যেমন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজদেবীগণ (উ. নী. ৩।১৭)। **স্বকীয়া ও পরকীয়া** নায়িকারা প্রত্যেকে মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা। মধ্যা ও প্রগল্‌ভা প্রত্যেকে আবার তিন প্রকার—ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা। ইহাদের প্রত্যেকে অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিত ভর্তৃকা ও স্বাধীন ভর্তৃকা ভেদে ১২০ প্রকার। নায়িকা আবার ব্রজেন্দ্র নন্দনের প্রতি প্রেম তারতম্যে উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা ভেদে ৩৬০ প্রকার। **মুগ্ধা নায়িকা**—মান সম্বন্ধে বিশেষ চতুরা নহেন। মান হইলে তিনি মুখ আচ্ছাদন করিয়া কেবল রোদন করেন। কিন্তু কান্তের বিনয় বাক্যে প্রসন্ন হন। **প্রখরা নায়িকা**—সদম্ভবাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহার বাক্য কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। যাহার প্রগল্‌ভ বচন ও তুর্লঙ্ঘ্য ভাষণ অপেক্ষাকৃত ন্যূন তিনি **মৃদ্বী**। আর এই গুণের যাঁহাতে সমভাবে স্থিতি তিনি **সমা** বা **মধ্যা**। **প্রগল্‌ভা নায়িকা**—পূর্ণ যৌবনা, মদান্ধা, অত্যন্ত-সম্ভোগেচ্ছা-শালিনী, প্রচুর ভাবোদ্গমে অভিজ্ঞা, রসদ্বারা কান্তকে স্বায়ত্ত করিতে সমর্থা। তাঁহার বচন ও চেষ্টা অতি প্রৌঢ়ভাবাপন্ন এবং তিনি মানে অত্যন্ত কঠিনা (উ. নী., নায়িকা ২৪)। **মধ্যা নায়িকার** কাম ও লজ্জা সমান; তিনি নবযৌবনা, কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভা, মোহ পর্যন্ত সুরতক্ষমা, মানে কখনও কোমলা, কখনও কর্কশা।

ধীরা নায়িকা—মানের অবস্থায় কান্তকে দূরে দেখিয়া গাত্রোত্থান করেন ও নিকটে আসিলে আসন প্রদান করেন। হৃদয়ে কোপ থাকিলেও মুখে মধুর বচনে কথা বলেন। প্রিয় আলিঙ্গন করিতে চাহিলে তাঁহাকে আলিঙ্গনও করেন। অন্তরে মান বাহিরে সরল ব্যবহার অথবা পরিহাস বাক্যে প্রিয়কে প্রত্যাখ্যান। **অধীরা নায়িকা**—নিষ্ঠুর বাক্যে কান্তকে ভৎ´সনা করেন, কর্ণভূষণ দ্বারা তাঁহাকে তাড়না করিয়া মালাদ্বারা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখেন। **ধীরাধীরা নায়িকা**—বক্রবাক্যে কান্তকে উপহাস করেন। কখনও তাহাকে স্তুতি, কখনও নিন্দা করেন, কখনও বা তাহার প্রতি উদাসীন হন। **অভিসারিকা**—প্রণয়ীর সহিত মিলনাভিলাসে সঙ্কেত স্থানে গমনকারিণী নারী। **বাসকসজ্জা**—বাসকে বা বাসে সজ্জা যাহার। যে নায়িকা বেশভূষা করিয়া ও বাসগৃহ সাজাইয়া নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করেন। **উৎকণ্ঠিতা**—উদ্বিগ্না। নির্দিষ্টকালে বাসস্থানে নায়কের অনাগমন জন্য নানা কারণ চিন্তা করিয়া যে নায়িকা অতিশয় শোকাকুলা হন। **খণ্ডিতা**—নায়কের দেহে অন্য-স্ত্রী-সঙ্গ চিহ্ন দর্শনে কুপিতা ও ঈর্ষান্বিতা নায়িকা। **বিপ্রলব্ধা**—সঙ্কেত স্থানে নায়কের অদর্শনে হতাশ নায়িকা। **কলহান্তরিতা**—নায়কের সহিত কলহের পর অনুতাপিনী নায়িকা। **প্রোষিত ভর্তৃকা**—প্রোষিত (প্র-বস্ +ক্ত কর্তৃবা—বিদেশগত, নিবৃত্ত, অপগত) ভর্তা (স্বামী বা নায়ক) যাহার। যে নায়িকার স্বামী বা নায়ক দূর দেশে গমন করিয়াছেন। প্রবাসী স্বামীর বিরহে দুঃখকাতরা নারী। **স্বাধীন ভর্তৃকা**—স্ব (নিজের) অধীন ভর্তৃ (পতি) যাহার। নায়ক যে নায়িকার বশীভূত (চৈ. চ. ২।১৪।১৪১-১৫১ ; উ. নী., নায়িকা ভেদ)।

নায়নার—দক্ষিণ ভারতে শৈবধর্ম প্রচারক প্রাচীন সিদ্ধ পুরুষ। তেষট্টিজন নায়নার ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

নার—পারনা (চৈ. চ. ১।১৭।১৫৮) ; জীবসমূহ (চৈ. চ. ১।২।২৯)।

নারঙ্গ—কমলালেবু।

নারদ পঞ্চরাত্র—বৈষ্ণব তন্ত্রশাস্ত্র বিশেষ। অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ নামক পাঁচটি উপাসনার বিষয় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

নারায়ণী—শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা এবং শ্রীচৈতন্য ভাগবতের রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মাতা। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তনাদি করিতেন, তখন নারায়ণীর বয়স মাত্র চারি বৎসর ছিল। এ সময়ে একদিন প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'নারায়ণী, কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ'। অমনি নারায়ণী

প্রভুর কৃপায় "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। প্রভু এই শিশুকে নিজের চর্বিত তাম্বূলরূপ অবশেষও দিয়াছিলেন। সেজন্য ইঁহার খ্যাতি ছিল—"চৈতন্যের অবশেষ পাত্র"। প্রেমবিলাস গ্রন্থমতে নারায়ণীর স্বামী ছিলেন—কুমার হট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস। নারায়ণীর গর্ভাবস্থায় স্বামী বিয়োগ হয় এবং পরে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। ইনি অতি ভক্তিমতী রমণী ছিলেন। মামগাছি গ্রামে গৌর পার্ষদ বাসুদেব দত্ত তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সেবার ভার নারায়ণী দেবীর হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন; সেই হইতে এই সেবা "নারায়ণীর সেবা" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ব্রজলীলায় নারায়ণী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজনকারিণী কিলিম্বিকা—অম্বিকার ভগিনী।

নারে—পারে না (চৈ. চ. ১।২।৯)।

নাশাবে—নষ্ট করাইবে (চৈ. চ. ২।১।২৫৭)

নাসিক—বোম্বাই রাজ্যে নাসিক জেলার সদর—নাসিক নগর। গোদাবরীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত, অপর তীরে পঞ্চবটী। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগরে অনেক দেবালয় আছে। মহাপ্রভু এই স্থানে ত্র্যম্বক-মহাদেব দর্শন করিয়াছিলেন।

নাস্তিক—বেদে অবিশ্বাসী। জৈন, বৌদ্ধ ও চার্বাক নাস্তিক দর্শন।

নিকাসিল—প্রা. বাহির হইল (চৈ. চ. ১।৯।১৩)।

নিকাশিয়া—প্রা. বাহির করিয়া (চৈ. চ. ৩।১৬।৩১)।

নিগ্রহ—নিরাকরণ। শাস্ত্র বিচার কালে প্রতিপক্ষকে ক্ষুব্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অকারণ ভর্ৎসনা। (চৈ. চ. ২।৬।১৬১)।

নিতি—প্রা. প্রত্যহ (চৈ. চ. ২।১৩।১৪৭)।

নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ—যে সমস্ত ভগবৎ পার্ষদ নিজ দেহ হইতেও শ্রীকৃষ্ণে কোটিগুণ প্রেম বহন করেন, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবৎ নিত্য ও আনন্দ স্বরূপ। পার্ষদ দ্রঃ।

নিত্যসিদ্ধাগোপী—গোপী দ্রঃ।

নিত্যানন্দ প্রভু—মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আনুমানিক বার বৎসর পূর্বে মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে রাঢ়দেশে বীরভূম জেলার অন্তর্গত এক চক্রা গ্রামে নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪৮৫ খ্রীঃ। সুতরাং নিত্যানন্দের আবির্ভাব আনুমানিক ১৪৭৩ খ্রীঃ-এর কাছাকাছি। ইঁহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়াই ওঝা (আসল নাম—মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়); মাতা পদ্মাবতী দেবী। গৃহস্থাশ্রমে ইঁহার নাম ছিল 'চিদানন্দ'। কাহারো কাহারো মতে 'কুবের'। বার বৎসর বয়সে ইনি

এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তীর্থ পর্যটনে বাহির হন এবং বিশ বৎসর কাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমা করিয়া নবদ্বীপে নন্দন আচার্যের বাড়ীতে আসিয়া লুকাইয়া থাকেন। মহাপ্রভু দৈবযোগে ইহা জানিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে আবিষ্কার করেন। এরপরে উভয়ে 'একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্নমাত্র কায়"—হইয়া নবদ্বীপে ব্যাস পূজাদি বিবিধ লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। জগাই মাধাই উদ্ধারে ইনি ও হরিদাস মহাপ্রভুর সহায় ছিলেন। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজলীলায় ছিলেন—কৃষ্ণ বলরাম বা কানাই বলাই, নবদ্বীপ লীলায়ও ইঁহারা গৌর নিত্যানন্দ বা গৌর নিতাই। সন্ন্যাসাশ্রমে নিত্যানন্দ 'অবধূত' ও 'নিত্যানন্দ স্বরূপ' রূপে কীর্তিত হইতেন। 'স্বরূপ' শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের অন্যতম। মহাপ্রভুও দশনামী 'পুরী' সম্প্রদায়ে দীক্ষা এবং 'ভারতী' সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীর্থ পরিক্রমার সময়ে নিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং উভয়ে কিছুকাল কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হইয়া একত্রে বাস করিয়াছিলেন। অনেকের মতে ইনি পুরী গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদিলীলা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আছে "মাধবেন্দ্র বোলে……নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইলুঁ সংহতি"। আবার "মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়। গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়"। ভক্তিরত্নাকরের মতে ইনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর গুরুদেব শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতির শিষ্য। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর মতে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য সঙ্কর্ষণ-পুরীর নিকটে নিত্যানন্দ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস নবদ্বীপে হরিনাম প্রচারে মহাপ্রভুর প্রধান সহায় ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দ নীলাচলে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। কিন্তু হরিনাম প্রচারের জন্য মহাপ্রভু ইঁহাকে গৌড়দেশে পাঠাইয়া দেন। নিষেধ সত্ত্বেও ইনি মধ্যে মধ্যে রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে যাইতেন, শ্রীচৈতন্যের প্রতি ইঁহার ছিল এতই প্রীতি। পরে গৃহস্থদের মধ্যে হরিনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু ইঁহাকে গার্হস্থ্য ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। ইনি তখন প্রভুর আজ্ঞায় গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ সহোদর সূর্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা জাহ্নবী দেবী ও বসুধা দেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীচৈতন্য ভক্তি মণ্ডপের মূল স্তম্ভ শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র। তাঁহার এক কন্যার নাম—গঙ্গামাতা। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে কয়েক বৎসর মাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রকট ছিলেন। **নিত্যানন্দতত্ত্ব**—নিত্যানন্দ ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ। যিনি দ্বাপর লীলায় হলধর বলরাম ছিলেন, তিনিই

নবদ্বীপ লীলায় নিত্যানন্দ। স্বয়ং বলরাম বলিয়া ইনি দ্বারকায় ও পরব্যোমের চতুর্ব্যূহ অন্তর্গত সংকর্ষণের এবং কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী—এই তিন পুরুষের অংশী। ধরণীধর শেষ ও সহস্রবদন অনন্ত নিত্যানন্দের অংশ। ত্রেতাযুগে ইনি লক্ষ্মণ ছিলেন। নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের অঙ্গবিশেষ। কিন্তু মহাপ্রভু ইঁহাকে গুরুপর্যায়ভুক্ত মনে করিতেন। নিত্যানন্দ কিন্তু নিজেকে শ্রীচৈতন্যের দাস বলিয়া জ্ঞান করিতেন (চৈ. চ. ১।৫)।

নিদ্রা—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

নিবর্তিলা—নিবারণ করিলেন (চৈ. চ. ২।১৬।৯৬)।

নিমিত্ত কারণ—কর্তা। যিনি বস্তু প্রস্তুত করেন তিনি **নিমিত্ত কারণ** আর যে দ্রব্য দ্বারা বস্তু প্রস্তুত হয় তাহাকে বলে **উপাদান কারণ**। সাংখ্য মতে জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই মায়া; ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আপনা আপনিই বিশ্বে পরিদৃশ্যমান বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানে পরিণত হইতে পারে।

বেদান্ত দর্শনের (২।২।১) সূত্রাভাসে শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যে সাংখ্যমত এইরূপে উক্ত হইয়াছে—"একৈব বিষমগুণা সতী পরিণাম শক্ত্যা মহদাদি বিচিত্র রচনং জগৎ প্রসূতে ইতি জগন্নিমিত্তোপাদানভূতা সেতি"। —অর্থাৎ একা (প্রকৃতি) বিষমগুণা হইয়া (অর্থাৎ ত্রিগুণের সাম্য হইতে বিচ্যুত হইয়া) পরিণাম শক্তিদ্বারা মহৎ-আদি বিচিত্র বস্তু রচিত জগৎ প্রসব করে। এই প্রকারে প্রকৃতি জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ হইয়াছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মতে—প্রকৃতি জড়বস্তু, ইহার স্বতঃপরিণামশীলতা নাই। সুতরাং জড়রূপা প্রকৃতি মুখ্য জগৎ কারণ বা নিমিত্ত কারণ নহে। শ্রীকৃষ্ণই মূল নিমিত্ত কারণ (চৈ. চ. ১।৫।৫০-৫৪)।

নিম্বার্কাচার্য—সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য চতুষ্টয়ের অন্যতম। অপর তিনজন—রামানুজ, মধ্বাচার্য ও বিষ্ণুস্বামী। বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈত ভাষ্যকার। ইনি চতুঃসন সম্প্রদায়ের মূল আচার্য। চতুঃসন—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। রাধাকৃষ্ণ যুগল এই সম্প্রদায়ের উপাস্য এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রধান শাস্ত্র। ভাগবতের শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত ব্যাখ্যা ইহাদের আদৃত। বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ, মধ্বমুখমর্দন, বেদান্ত তত্ত্ববোধ, বেদান্ত সিদ্ধান্তবোধ, সদ্ধর্মাধ্ববোধ, ঐতিহ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বহুগ্রন্থ ইহার রচিত। দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী তীরে বৈদুর্য পত্তনের নিকটে অরুণাশ্রমে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ইহার আবির্ভাব বলিয়া অনেকের অভিমত। ইহার আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে

মতভেদ আছে। কাহারো কাহারো মতে ইঁহার আবির্ভাব কাল দ্বাদশ শতাব্দী। ইনি সূর্যাবতার বলিয়া খ্যাত। ইঁহার নামকরণ সম্বন্ধে কিম্বদন্তি এই: একদা এক জৈন সন্ন্যাসী ইঁহার অতিথি হইলে, অতিথি সেবা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ইঁহার তপঃপ্রভাবে সূর্যদেব (অর্থাৎ অর্ক) নিম্ব বৃক্ষের মধ্য দিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। সেজন্য জৈন সন্ন্যাসী ইঁহার প্রভাবে বিস্মিত হইয়া ইঁহার নাম দিয়াছিলেন নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য।

নিয়ম—বেদান্ত সার মতে শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান—এই পাঁচটিকে নিয়ম বলে। তন্ত্রসার মতে নিয়ম দশটি, যথা—তপ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্ত শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ ও হোম (চৈ. চ. ২।২২।৮৩)।

নিরঞ্জন—নির্ (নাই) + অঞ্জন (উপাধি=ইহপরলোকে সুখ-ভোগ বাসনা) যাহাতে; নিরুপাধি (ভাঃ ১।৫।১২, চৈ. চ. ২।২২।৪ শ্লোঃ)।

নিরোধ—পদার্থ দ্রঃ।

নির্গর্ভযোগী—যোগমার্গে পরমাত্মার উপাসক যোগীগণ দ্বিবিধ—নির্গর্ভ ও সগর্ভ। **নির্গর্ভ যোগী**—যাঁহারা পরমাত্মাকে হৃদয় মধ্যে চিন্তা করেন না কিন্তু হৃদয়ের বাহিরে (ক্ষীরোদ সমুদ্রে) শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষকে চিন্তা করিয়া তাঁহাতে মনঃসংযোগ করেন। **সগর্ভ যোগী**—যাঁহারা শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী প্রাদেশ প্রমাণ চতুর্ভুজ পরমাত্মা পুরুষকে হৃদয় মধ্যে ধারণ করিয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করেন (চৈ. চ. ২।২৪।১০৬)।

নির্গ্রন্থ—অবিদ্যা গ্রন্থহীন (মায়ার বন্ধন শূন্য); শাস্ত্রজ্ঞান বিহীন; মূর্খ, নীচ ও ম্লেচ্ছাদি শাস্ত্র বহির্ভূত ব্যক্তি, ধন সঞ্চয়ী, নির্ধন (চৈ. চ. ২।২৪।১৩-১৪)।

নির্ঘৃণ—কুকর্মরত (চৈ. চ. ১।৫।১৮৫)।

নির্জিতে—পরাজিত করিতে (চৈ. চ. ১।২।৫১)।

নির্বচন—কথা বলার শক্তিহীন (চৈ. চ. ১।২।৫৪)।

নির্বিন্ধ্যা—উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী নদী। বিন্ধ্য পর্বত হইতে উদ্ভূত, চম্বলে আসিয়া পড়িয়াছে।

নির্বিশেষ—নিরাকার (চৈ. চ. ২।৬।১৩৩)।

নির্বিন্ন—খিন্ন (চৈ. চ. ২।৯।১৭০)।

নির্বেদ—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

নির্মঞ্ছন—সমর্পণ (চৈ. চ. ৩।৯।৭৪)।

নির্মৎসর—পরের উৎকর্ষ দেখিলেও যাঁহারা ক্ষুব্ধ হন না; ফলাভি-সন্ধান-শূন্য ব্যক্তি (চৈ. চ. ১।১।৩৭ শ্লোঃ)।

নির্যাণ—অন্তর্ধান (চৈ. চ. ৩।১১)।

নির্যাস—সার (চৈ. চ. ১।৪।১৪)।

নির্যোগ—দোহন কালে গাভীগণের পাদ বন্ধন রজ্জু (ভাঃ ১০।৩৫।৯)।

নিলয়—বাসস্থান (চৈ. চ. ২।১৫।৫)।

নিশিত—শানিত (চৈ. চ. ৩।১।৪২ শ্লোঃ)।

নিষ্কল—কলা (অংশ) নাই যাহার, পূর্ণ (চৈ. চ. ১।২।৫ শ্লোঃ)।

নিষ্কিঞ্চন—বিরক্ত, সংসার বিরাগী (ভাঃ ৭।৫।৩২, চৈ. চ. ২।২২।২১ শ্লোঃ)।

নিসকড়ি—যাহা অন্ন পর্যায়ভুক্ত নহে, যথা—ফলমূলাদি (চৈ. চ. ৩।৬।৭১)।

নিসৃষ্টার্থা দূতী—নায়ক-নায়িকার মধ্যে একজন কোন কার্যভার দিয়া কোন দূতীকে অপরের নিকটে পাঠাইলে, যদি সেই দূতী যুক্তিতর্কদ্বারা উভয়কে মিলিত করিতে পারেন, তবে তাহাকে নিসৃষ্টার্থা দূতী বলে (ললিত মাধব ১।৫০, চৈ. চ. ৩।১।৫১ শ্লোঃ)।

নীবী—কোমরের সম্মুখভাগের বস্ত্র গ্রন্থি (চৈ. চ. ২।২১।১২১)।

নীলাম্বর চক্রবর্তী—শচীমাতার পিতা। মহাপ্রভুর মাতামহ। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের সমাধ্যায়ী। আদি নিবাস শ্রীহট্টে। পরে নবদ্বীপে বেল পুকুরিয়াতে বাস করিতেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দ্বাপর-লীলায় গর্গাচার্য বলিয়া প্রসিদ্ধি।

নৃসিংহানন্দ—নকুল ব্রহ্মচারী দ্রষ্টব্য।

নেউটি—ফিরিয়া (চৈ. চ. ৩।১৩।৮৭)।

নেতধটী—শিরোপা (চৈ. চ. ৩।৯।১০৫)।

নৈমিষারণ্য—লক্ষ্ণৌ প্রদেশে গোমতী নদী তীরে বর্তমানে 'নিমখার বন' বা 'নিমসার' নামে পরিচিত অরণ্য।

নৈহাটী—বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী একটি গ্রাম। প্রাচীন নাম নবহট্ট। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর আবির্ভাব স্থান ঝামটপুর নৈহাটীর নিকটবর্তী।

নৈষ্কর্ম্য—১. নিষ্কর্ম (শুভাশুভ কর্মলেশশূন্য ব্রহ্মের সহিত একাকার বলিয়া নিষ্কর্ম শব্দে ব্রহ্ম বুঝায়)+ষ্ণ্য; ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় (ভাঃ ১।৫।২২); ২. কর্মবন্ধ-মোচকত্ব (ভাঃ ১।৩।৮); ৩. নিষ্কাম কর্ম (ভাঃ ১২।১২।৩৯)।

ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল—নিজ বাহু পরিমিত চারিহাত দীর্ঘ ও চারিহাত বিস্তৃত মহাপুরুষ (চৈ. চ. ১।৩।৩৩-৩৪)।

ন্যায়—তর্কশাস্ত্র। ষড়্‌দর্শনান্তর্গত দর্শন শাস্ত্র। বিচারার্থ নালিশ (চৈ. চ. ২।৫।৪১) ; তর্কিত বিষয়, মোকদ্দমা (চৈ. চ. ২।৫।৬৩)।

প

পঞ্চ—পাঁচ। **পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়**—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। **পঞ্চগব্য**—গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত। **পঞ্চজন**—চৈতন্য, নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ (চৈ. চ. ২।৪।২০৪)। **পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়**—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। **পঞ্চতত্ত্ব**—ভক্তরূপ—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ভক্তস্বরূপ—শ্রীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতার—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, ভক্তাখ্য—শ্রীবাসাদি এবং ভক্ত-শক্তিক—শ্রীগদাধর (চৈ. চ. ১।১।১৪ শ্লোঃ)। **পঞ্চতন্মাত্র**—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের অমিশ্রভাব। (সাংখ্যদর্শনে) সূক্ষ্মভূত। **পঞ্চনিত্যবস্তু**—কাল, কর্ম, মায়া, জীব ও ঈশ্বর। ইহার মধ্যে কাল, কর্ম ও মায়া জড় বা অচেতন ; ঈশ্বর চিদ্‌বস্তু, বিভুচিৎ ; জীব অণুচিৎ বা চিৎকণ। এখানে মায়া অর্থ প্রকৃতি এবং কর্ম অর্থ অদৃষ্ট। **পঞ্চবটী**—১. দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত একটি বন। বর্তমান 'নাসিক' সহরের নিকটে গোদাবরী নদী তীরে অবস্থিত। এখানে লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন করিয়াছিলেন। মতান্তরে বিদর জিলায় ইহা অবস্থিত। ২. পঞ্চ-বৃক্ষের বন, যথা—অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, আমলকী ও অশোক। **পঞ্চবাণ**—১. সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন—মদনের পঞ্চশর। ২. অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা বা শিরীষ নীলোৎপল। এই পঞ্চপুষ্পে পঞ্চবাণ। **পঞ্চভূত বা পঞ্চমহাভূত**—ক্ষিতি, অপ্ (জল), তেজঃ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু), ব্যোম (আকাশ)। **পঞ্চমহাযজ্ঞ**—ব্রহ্মযজ্ঞ বা বেদপাঠ, নৃযজ্ঞ বা অতিথি সৎকার, পিতৃযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধ তর্পণাদি, দেবযজ্ঞ বা দেবতাপূজা, ভূতযজ্ঞ বা ইতর প্রাণীর সেবা। **পঞ্চমুখ্যারতি**—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মুখ্যারতি স্বার্থা ও পরার্থা ভেদে দুই প্রকার। রতি দ্রঃ। **পঞ্চাপ্‌সরাতীর্থ**—শাতকর্ণিঋষির (মতান্তরে মাণ্ডকর্ণি অথবা অচ্যুত ঋষির) তপস্যা ভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত পাঁচটি অপ্‌সরা অভিশপ্তা হইয়া কুম্ভীর রূপে একটি সরোবরে বাস করে। অর্জুন তীর্থ যাত্রাকালে এখানে আসিলে অপ্‌সরাদিগকে কুম্ভীর যোনি হইতে উদ্ধার করেন। তদবধি এই সরোবর তীর্থরূপে পরিগণ্ত

হয়। **পঞ্চামৃত**—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি। **পঞ্চরূপ**—সংকর্ষণ (বলরাম), কারণার্ণবশায়ী (মহাবিষ্ণু), গর্ভোদকশায়ী (সহস্রশীর্ষা দ্বিতীয় পুরুষাবতার, ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী), ক্ষীরোদশায়ী (চতুর্ভুজ বিষ্ণু) ও শেষ (অনন্তদেব)। **পঞ্চরোগ**—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ। **পঞ্চশিখা**—পঞ্চ-প্রদীপ (চৈ. ভা. ১৭০।১।১১)।

পঞ্চালিকা—প্রতিমা, পুতুল (চৈ. চ. ২।৮।২২১)।

পট্টডোরি—রেশমের দড়ি (চৈ. চ. ২।১৪।২৩১)।

পড়িছা—ছড়িদার, শ্রীজগন্নাথের সেবক বিশেষ (চৈ. চ. ২।৬।৪)।

পড়িয়াছোঁ—প্রা. পড়িয়াছি (চৈ. চ. ৩।২০।২৬)। **পড়িলুঁ**—পড়িলাম (চৈ. চ. ২।৫।১৪৮)।

পড়ু—প্রা. পড়ুক (চৈ. চ. ২।২।২৬)। **পড়োঁ**—পড়ি, পতিত হই (চৈ. চ. ৩।৪।১৯)।

পঢ়ুয়া—প্রা. ছাত্র (চৈ. চ. ১।৭।২৭)।

পঢ়োঁ—প্রা. পাঠ করি (চৈ. চ. ২।৯।৯৫)।

পতিব্রতা—সাধ্বী নারী। পতি পরায়ণা। পতিব্রতার লক্ষণ: "আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা" ॥—অর্থাৎ পতি কাতর হইলে যিনি কাতর হন, পতি হৃষ্ট হইলে যিনি হৃষ্ট হন, পতি বিদেশে গেলে যিনি কৃশা, মলিনা হন এবং পতির মৃত্যু হইলে যিনি মৃতবৎ অথবা সহমৃতা হন, তিনিই পতিব্রতা। আবার ভাগবতে (ভাঃ ৭।১১।২৮) সাধ্বী নারীর আদর্শ সম্বন্ধে নারদ বলিয়াছেন :

সন্তুষ্টাঽলোলুপা দক্ষা ধর্মজ্ঞা প্রিয় সত্যভাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ॥

—অর্থাৎ যথালাভে সন্তুষ্টা, ভোগ বিষয়ে লোভহীনা, সর্বদা আলস্যহীনা, ধর্মজ্ঞা, প্রিয়বাদিনী, সত্যবাদিনী, শুচি ও স্নিগ্ধা হইয়া সাধ্বী নারী অপতিত (অর্থাৎ মহাপাতক শূন্য) পতিকে ভজনা করিবে (চৈ. চ. ২।১৫।৬ শ্লোঃ)। সার্বভৌমের কন্যা ষাঠীর পতি অমোঘ মহাপ্রভুর নিন্দা করিলে, অমোঘ পতিত হইয়াছেন মনে করিয়া সার্বভৌম ব্যবস্থা দিলেন—

ষাঠীকে কহ—তারে (পতিকে) ছাড়ুক সে হইল পতিত।
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত॥ (চৈ. চ. ২।১৫।২৬১)॥

পদব্রজে ক্রমণ—পায়ে হাঁটা (চ. চ. ১।১৪।২০)।

পদার্থ—পদার্থ দশটি, যথা : সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি, এবং আশ্রয়। **সর্গ**—প্রকৃতির গুণ পরিণাম দ্বারা পরমেশ্বর কর্তৃক পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারের সৃষ্টির নাম সর্গ। **বিসর্গ**—ব্রহ্মা হইতে যে চরাচর সৃষ্টি, তাহার নাম বিসর্গ। স্থান—বৈকুণ্ঠ বিজয়। বৈকুণ্ঠ=ভগবান্; বিজয়=উৎকর্ষ। **পোষণ**—ভক্তানুগ্রহ। **উতি**—কর্মবাসনা। **মন্বন্তর**—মন্বন্তরাধিপতিগণের সদ্ধর্ম। অনুগৃহীত সাধুদিগের চরিত্রে যে ধর্ম ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই মন্বন্তর। **ঈশানুকথা**—ঈশ্বরের অবতার ও সাধুদিগের চরিত কথা। **নিরোধ**—মহাপ্রলয়ে ভগবান্ যোগনিদ্রাগত হইলে উপাধির সহিত জীবের তাহাতে লয়। **মুক্তি**—মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ (ভাঃ ২।১০।৬)। অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া জীবের ভগবৎ স্বরূপে ব্যবস্থিতিই মুক্তি। **আশ্রয়**—যাঁহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় এবং যাঁহা হইতে বিশ্বের প্রকাশ, তাঁহার নাম আশ্রয়। ইহা হইতেই সর্গাদি নয়টি পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে (ভাঃ ২।১০।১-২, চৈ. চ. ১।২।১৫ শ্লোঃ)।

পদ্ধতি—পরিসর দ্রঃ।

পদ্মাসন—ব্রহ্মা (চৈ. চ. ১।৫।১৯৮)।

পয়াণ—প্রা. প্রয়াণ, গমন (চৈ. চ. ২।১৬।৯৩)।

পয়স্বিনী নদী—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে "তিরুবত্তর" নদী।

পয়োষ্ণী—দাক্ষিণাত্যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে নদী। বিন্ধ্যপাদ পর্বতের (বর্তমান সাতপুরা রেঞ্জ) দক্ষিণে প্রবাহিতা। বর্তমান নাম 'পূর্তি', মতান্তরে 'পারপুনী' নদী। মহাভারত, বনপর্বে ৮৫শ অধ্যায়ের বর্ণনানুসারে কৃষ্ণবেণ্বা জলোদ্ভূত জাতিস্মর হ্রদের পরে সর্বহ্রদ, তাহার পরে পয়োষ্ণী, ইহার পরে দণ্ডকারণ্য।

পরকীয়া—যে সকল স্ত্রীলোক ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় ধর্মের অপেক্ষা না করিয়া আসক্তি বশতঃ পর পুরুষের প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং যাহাদিগকে বিবাহ বিধি অনুসারে স্বীকার করা হয় না, তাহারাই পরকীয়া (উ. নী., কৃষ্ণবল্লভা ৬)। কন্যা ও পরোঢ়া ভেদে পরকীয়া দুই প্রকার (উ. নী., কৃষ্ণবল্লভা ৮)। প্রকটব্রজে কান্তাভাবময়ী ব্রজ সুন্দরীগণ **পরকীয়া**। পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ পতি-পত্নীর মধ্যে যে ভাব, তাহার নাম **স্বকীয়া** কান্তাভাব। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি। "পরকীয়া ভাবে অতিরসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস" ॥ (চৈ. চ. ১।৪।৪১-৪২)।

পরন্তপ—শত্রুতাপন (গী. ২।৩)।

পরব্যোম—মহা বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য ভগবৎ স্বরূপের ধাম সমষ্টির সাধারণ নাম পরব্যোম। পরব্যোম শ্রীকৃষ্ণলোকের নিম্নদেশে অবস্থিত। পরব্যোমের অধিপতি শ্রীনারায়ণ—শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ বিলাস রূপ। পরব্যোমে চিন্ময় নিত্যবস্তু ও চিচ্ছক্তির বিলাস (চৈ. চ. ১।৫।১১-১২)।

পরব্রহ্ম—১. পরতত্ত্বের যে স্বরূপে শক্তি আদির পূর্ণতম অভিব্যক্তি বা বিকাশ তাহাই পরব্রহ্ম। ২. গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে শ্রীকৃষ্ণ। —'একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি' (গো. তা. শ্রুতি)। 'বহু মূর্ত্যেক মূর্ত্তিকম্' (ভাঃ ১০।৪০।৭)। যিনি একরূপে বহুমূর্তি আবার বহুমূর্তিতে একমূর্তি তিনি পরব্রহ্ম। ৩. নির্বিশেষ পরতত্ত্ব (ভাঃ ৮।২৪।৩৮)। ব্রহ্ম দ্রঃ।

পরমধর্ম—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে সেবা ব্যতীত যাহাতে অন্য কোন বাসনা নাই, তাহাই পরম ধর্ম। চতুর্বর্গ লাভ বা পঞ্চবিধা মুক্তিলাভের বাসনা যাহাতে আছে তাহা পরমধর্ম নহে। জীব ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান সেব্য-সেবকত্ব ভাবের প্রতিকূল বলিয়া ভক্তি মার্গের ভজন বিরোধী, সুতরাং ইহা পরমধর্ম নহে।

পরমাত্মা—অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের যে স্বরূপ অন্তর্যামী, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সর্বব্যাপক, সর্বসাক্ষী ও পরমস্বরূপ। নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের মধ্যবর্তী যে সমস্ত স্বরূপ, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সবিশেষ, সাকার। এই সবিশেষ স্বরূপ সমূহের মধ্যে যাঁহাতে সর্বাপেক্ষা ন্যূন শক্তির বিকাশ, তিনিই যোগীদের ধ্যেয় পরমাত্মা। ইনি সাকার, কিন্তু লীলা বিলাসের যোগ্য শক্তির বিকাশ তাঁহাতে নাই (চৈ. চ. ২।২৪।৫৬-৬০)।

পরমানন্দ পুরী—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। ত্রিহুতে আবির্ভাব। ভক্তি-কল্পতরুর মধ্যমূল। চৈতন্যদেবের দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ সময়ে ঋষভ পর্বতে (বর্তমান নাম পাল্নি হিল্স্) ইঁহার সঙ্গে মিলন হয়। মহাপ্রভু ইঁহাকে নীলাচলে বাসের জন্য অনুরোধ করেন। ইনি ঋষভ পর্বত হইতে নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতার গৃহে কিছুকাল বাসের পর নীলাচলে আসেন। মহাপ্রভু কাশীমিশ্রের গৃহে ইঁহার বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে গৌড়েও গিয়াছিলেন। পরে নীলাচলেই স্থায়ীভাবে থাকিতেন। মহাপ্রভু ইঁহার প্রতি গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতেন। ইনি দ্বাপর লীলায় উদ্ধব ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

পরমানন্দ মহাপাত্র—মহাপ্রভুর পরমভক্ত। নীলাচলবাসী। জগন্নাথের সেবক।

পরমেশ্বর দাস—শ্রীনিত্যানন্দ শাখা। দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। ব্রজের অর্জুন সখা। কাউ গ্রামে আবির্ভাব। পরে খড়দহে আসিয়া বাস করেন। জাহ্নবা মাতা গোস্বামীর আদেশে ইনি হুগলী জেলার তড়া আটপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীরাধা গোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন। ইনি জাহ্নবা মাতার সঙ্গে খেতুরীর মহোৎসবে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। ইঁহার অনেক অলৌকিক শক্তি ছিল।

পরমানন্দ সেন—কর্ণপুর দ্রঃ।

পরমেশ্বর মোদক—নবদ্বীপবাসী মিষ্টান্ন বিক্রেতা। চৈতন্যদেবের বাল্যকাল হইতেই ইঁহার মহাপ্রভুর প্রতি স্নেহ ছিল। বাল্যকালে মহাপ্রভু বার বার ইঁহার গৃহে যাইতেন এবং সেখানে 'দুগ্ধখণ্ড-মোদকাদি' গ্রহণ করিতেন। একবার রথযাত্রা উপলক্ষে ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের জন্য পত্নী ও পুত্র মুকুন্দ সহ নীলাচলে গিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া মহাপ্রভু অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রীতি বশতঃ কিছু বলেন নাই।

পরস্পর বেণুগীত—দুইটি বাঁশের পরস্পর সংঘর্ষে যে শব্দ হয়।

পরাত্মনিষ্ঠা—জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞান। দেহ ও দৈহিক বস্তুতে অভিমান শূন্য শুদ্ধ জীবাত্মার নিষ্ঠা বা স্বরূপ জ্ঞান (—চক্রবর্তী) (ভাঃ ১১।২৩।৫৭)।

পরাবস্থ—ভগবানের যে অবতারে পূর্ণভাবে সর্বশক্তির প্রকাশ, তাহাকে 'পরাবস্থ' বলে। এই প্রকাশে ষড়গুণের পরিপূর্তি থাকে।

পরাবিদ্যা—পরা = শ্রেষ্ঠা। প্রকৃতি বিদ্যা, যথা—'যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে'—(মণ্ডক),—যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায় তাহাই পরাবিদ্যা।

পরাশক্তি—শক্তি দ্রঃ।

পরিকর—লীলাসঙ্গী।

পরিজল্প—চিত্রজল্প দ্রঃ।

পরিণামবাদ—১. আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ (ব্রহ্ম সূত্র ১।৪।২৬)। বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম পরিণামবাদ। যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট, সেইরূপ জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি। অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হইয়া স্যমন্তক মণিবৎ 'অবিকারী' আছেন (চৈ. চ. ১।৭।১১৪, ২।৬।১৫৪)। ২. গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মতে এই জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, আবার ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও নিজ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইতে অবিচ্যুত। ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। পরিণাম শব্দের পারিভাষিক অর্থ—"তত্ত্বতোঽন্যথাভাব"—অর্থাৎ তত্ত্ব হইতে

অন্যথা ভাবই পরিণাম, তত্ত্বের অন্যথা ভাব নহে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিকার হইতেই এই জড় জগৎ উদ্ভূত। কিন্তু মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া মায়া বা প্রকৃতিকে জগতের গৌণ কারণ এবং ব্রহ্মকে মুখ্য কারণ বলা হয়। প্রকৃতি দ্রঃ।

পরিদেবনা—পরিতাপ (গী. ২।২৮)।

পরিনির্বাণ—মহানির্বাণ, ভব বন্ধন হইতে মুক্তি।

পরিব্রঢ়িম—প্রভুত্ব (চৈ. চ. ১।৩।১৭ শ্লোঃ)।

পরিভাষা—১. কোনও তত্ত্ব বিষয়ে প্রামাণ্য ব্যক্তিদিগের সার সিদ্ধান্ত (চৈ. চ. ১।২।৪৮); ২. বিশেষ অর্থবোধক শব্দ, সংজ্ঞা।

পরিমুণ্ডা—নির্মঞ্ছন, (জগন্নাথের) চরণোপরি মস্তক স্থাপন, যেমন : 'জগমোহন পরিমুণ্ডা যাঙ্' (চৈ. চ. ৩।১০।৩ শ্লোঃ)।

পরিসর—পরিতঃ (চতুর্দিকে) সরন্তি (প্রসারিত হয়) ইতি পরিসরাঃ। একস্থান হইতে সর্বদিকে প্রসারিত হয় বলিয়া নাড়ীদিগকে **পরিসর** বলে। সুষুম্না নাড়ী হৃদয় দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে বলিয়া হৃদয়কে বলে **পদ্ধতি** (মার্গ বা রাস্তা) (ভাঃ ১০।৮৭।১৮ ; চৈ. চ. ২।২৪।৫৫ শ্লোঃ)।

পরোক্ষেহ—প্রা. অসাক্ষাতেও (চৈ. চ. ২।৮।৩০)।

পশা—সিঁড়ি, যথা—"বাইশ পশার তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে"। গাড়ে= গর্ত (চৈ. চ. ৩।১৬।৩৮)।

পসার—প্রা. দোকান (চৈ. চ. ৩।১১।৭৫)। **পসারি**—দোকানদার (চৈ. চ. ৩।৬।৯০); প্রসারিত করিয়া (চৈ. চ. ২।২১।১০৯)।

পহিলহি—প্রা. প্রথমে (চৈ. চ. ২।৮।১৫২)। **পহিলে**—প্রথমে (চৈ. চ. ২।২০।২৮)।

পাখালি, পাখালিয়া—প্রা. ধুইয়া (চৈ. চ. ২।৬।৩৯)।

পাঙ্—প্রা. পাই (চৈ. চ. ২।১।১৯২)।

পাঁচবাণ—মদনের পঞ্চবাণ। পঞ্চ দ্রঃ।

পাটুয়া খোলা—কলাগাছের খোলা দ্বারা প্রস্তুত ঠোঙ্গা (চৈ. চ. ৩।১৬।৩৩)।

পাড়ন—প্রা. তোষকের মত পাতিবার জিনিষ (চৈ. চ. ৩।১৩।১৮)।

পাণ্ডুপুর—পন্ঢরপুর। বোম্বাই রাজ্যে শোলাপুরের ৩৮ মাইল পশ্চিমে। ভীমরথী তীরে অবস্থিত নগর।

পাণ্ডু বিজয়—উৎকল ভাষায় পাণ্ডু অর্থ—হাত ধরিয়া পদব্রজে গমন। জগন্নাথ

দেবকে হাত ধরাধরি করিয়া রথের উপর লইয়া যাওয়ার নাম পাণ্ডু বিজয় (চৈ. চ. ২।১৩।৪)।

পাণ্ড্যদেশ—দাক্ষিণাত্যে কেরল ও চোল রাজ্যের মধ্যবর্তী প্রদেশ।

পাতনা— চাউলশূন্য ধান, চিটা ধান (চৈ. চ. ১।১২।১০)।

পাতশা, পাতশাহা—বাদশা, রাজা (চৈ. চ. ২।১৮।১৫৮,১৫৯)।

পাতিয়ায়—প্রা. প্রত্যয় (বিশ্বাস) করে (চৈ. চ. ২।২।৪৩)।

পাত্র—১. নাট্যোক্ত ব্যক্তি; ২. পরিকর; ৩. শ্রীরাধিকার সেবার অধিকারী। রাধিকার গণ দ্রঃ।

পাথার—সাগর (চৈ. চ. ২।১৭।২১৯)।

পাথোজনি—পাথো অর্থাৎ জলে জন্ম যাহার, পদ্ম (চৈ. চ. ১।২।২ শ্লোঃ)।

পানাগড়ী তীর্থ—ত্রিবান্দ্রমের পথে তিনেভেলী হইতে ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

পানা-নরসিংহস্থান—কৃষ্ণা জেলার বেজওয়াদা সহরের সাত মাইল দূরে মঙ্গল গিরির মধ্যে অবস্থিত। এ স্থানে পর্বতের উপরে শ্রীনৃসিংহ বিগ্রহ আছেন। কথিত আছে, এই নৃসিংহ দেবকে সরবত ভোগ দিলে, তিনি তাহার অর্ধেক গ্রহণ করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।৯।৬০)।

পাণিহাটী—কলিকাতার উত্তরে সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে, গঙ্গাতীরে। শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট। এইস্থানে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড মহোৎসব হইয়াছিল।

পানি, পানী—প্রা. জল (চৈ. চ. ১।৯।৭); **পানীতোলা**—প্রা. গামোছা (চৈ. ভা. ৭৫।২।৩০)।

পাপনাশন—কুম্ভকোণম্ হইতে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। তিনেভেলী জেলার অন্তর্গত পালম্-কোটা হইতে উনত্রিশ মাইল পশ্চিমেও পাপনাশন নামে একটি নগর আছে।

পাবন কুণ্ড—পাবন সরোবর। মথুরা জেলায় নন্দীশ্বরের নিকটে।

পারক—১. প্রেমদাতা, যথা—"কৃষ্ণনাম 'পারক' হয়ে—করে প্রেমদান" (চৈ. চ. ৩।৩।২৪৪); ২. শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্র ও নাম; ৩. পবিত্র কারক।

পারাবার শূন্য—সীমাহীন, অসীম (চৈ. চ. ২।১৯।১২৪)।

পারায়ণ—সম্পূর্ণতা। পুরাণাদি গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাঠ।

পার্ষদ—লীলাসঙ্গী ভক্ত। পার্ষদ দুই প্রকার, যথা—নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ও সাধন-সিদ্ধ পার্ষদ। **নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ**—যাঁহারা অনাদি কাল হইতেই ভগবানের পরিকররূপে তাঁহার লীলার সহায়ক, যাঁহাদিগকে মায়ার কবলে পতিত হইয়া সংসারে আসিতে হয় না, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভগবানের স্বাংশ বা স্বরূপের অংশ, যেমন সংকর্ষণাদি। আবার কেহ কেহ ভগবানের শক্তির বিলাস, যেমন ব্রজদেবীগণ। **সাধনসিদ্ধ পার্ষদ**—যাঁহারা মায়ামুগ্ধ অবস্থায় সংসার ভোগ করিয়া পরে ভজন প্রভাবে সিদ্ধিলাভের পর ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করেন, তাঁহারা সাধনসিদ্ধ পার্ষদ (চৈ. চ. ১।১।৩১, ২।২২।৮-৯)।

পালিগান—গানের দোহার (চৈ. চ. ২।১৩।৩৫)।

পাশ—রজ্জু; দুর্দান্ত গরুর বন্ধন রজ্জু (ভাঃ ১০।৩৫।৯)।

পাশক—প্রা. পাশা (চৈ. চ. ৩।১৬।৭)।

পাশুলি—প্রা. পাঁইজোড় (চৈ. চ. ১।১৩।১০৮)।

পাষণ্ড—হিন্দুধর্মবিরোধী (চৈ. চ. ১।১৭।২০৩)।

পাসরায়—ভুলায় (চৈ. চ. ৩।১৬।১১২)।

পিঙ—প্রা. পান করিব (চৈ. চ. ৩।১৬।১১৬); **পিঙোপিঙো**—পান করিব, পান করিব (চৈ. চ. ৩।১৯।৯১)।

পিঙ্গলা—ইড়া দ্রঃ।

পিছলদা—তমলুকের নিকটবর্তী রূপনারায়ণ নদের তীরে একটি গ্রাম।

পিছোড়া—প্রা. বহনকারী লোক (চৈ. চ. ৩।১১।৭৬)।

পিঞ্ছ—প্রা. শিখি পুচ্ছ (চৈ. চ. ২।২১।৯১)।

পিয়াস—প্রা. পিপাসা (চৈ. চ. ৩।১৫।৫৭)।

পিশুন—দুর্জন (চৈ. চ. ৩।১।১২ শ্লোঃ)।

পীর—মহাপুরুষ (চৈ. চ. ২।১৮।১৭৫)।

পুছোঁ—প্রা. জিজ্ঞাসা করিব; **পুছে**—জিজ্ঞাসা করেন (চৈ. চ. ৩।১৭।৪৮, ৩।৬।২৭৭)।

পুঞ্জা—প্রা. স্তূপ (চৈ. চ. ৩।১১।৭৭)।

পুণ্ডরীক—শ্বেতপদ্ম। **পুণ্ডরীকাক্ষ**—পুণ্ডরীকের (শ্বেতপদ্মের) পাঁপড়ির ন্যায় অক্ষি (চক্ষু) যাঁহার; পদ্মপলাশলোচন; শ্রীকৃষ্ণ, হরি, বিষ্ণু।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—চট্টগ্রামের অন্তর্গত হাটবাজারী থানার নিকটবর্তী মেখলা গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে বিদ্যানিধির আবির্ভাব। পিতার নাম

বাণেশ্বর, মাতার নাম গঙ্গাদেবী। বিদ্যানিধি চট্টগ্রামের চক্রশালার জমিদার ছিলেন। নবদ্বীপেও ইঁহার বাড়ী ছিল। সেখানে গিয়াও মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। ইনি বাহিরে বিলাসী, কিন্তু অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর ছিলেন। সেজন্য ইঁহার আর এক নাম ছিল 'প্রেমনিধি'। ইনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভু ইঁহাকে 'পুণ্ডরীক বাপ' বলিয়া ডাকিতেন। ইনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের অন্যতম ছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন শ্রীরাধিকার পিতা বৃষভানু মহারাজ এবং ইঁহার পত্নী রত্নাবতী ছিলেন। শ্রীরাধিকার জননী কীর্তিদা।

পুনরাত্ত দোষ—ক্রিয়া, কারক, বিশেষণ প্রভৃতির পরস্পরের সহিত অন্বয়যুক্ত কোন বাক্য সমাপ্তির পরও ঐ বাক্যের অন্তর্গত কোনও শব্দের সহিত অন্বয়যুক্ত কোনও পদের পুনঃপ্রয়োগকে 'পুনরাত্ত দোষ' কহে (চৈ. চ. ১।১৬।৬২)।

পুনরুক্তবদাভাস—কোন বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ একার্থবাচক বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও যদি তাহা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় তবে তাহাকে অলঙ্কার শাস্ত্রে 'পুনরুক্তবদাভাস' অলঙ্কার বলে (চৈ. চ. ১।১৬।৬৮-৭২)।

পুরন্দর আচার্য—শ্রীচৈতন্য শাখা। মহাপ্রভু ইঁহাকে 'পিতা' বলিতেন। মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য ইনি নীলাচলেও যাইতেন।

পুরন্দর পণ্ডিত—নিত্যানন্দ শাখা। চৈতন্যদেব পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে গেলে ইনি সেখানে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর গৌড়ে নাম-প্রেম প্রচারের সময় ইনি অনেক সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

পুরট—সুবর্ণ (চৈ. চ. ১।১।৪ শ্লোঃ)।

পুরশ্চরণ—পুরঃ (অগ্রে, প্রথমে) অনুষ্ঠিত হয়, যে চরণ (আচরণ, অনুষ্ঠান)। শ্রীগুরুর কৃপায় যে মন্ত্র লাভ করা যায়, তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্বপ্রথমে যে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, তাহাকে পুরশ্চরণ বলে।

পুরস্কার—১. কৃতার্থ (চৈ. চ. ১।১৭।১০৮); ২. পারিতোষিক, সম্মান।

পুরী গোস্বামী—পরমানন্দ পুরী দ্রঃ।

পুরীদাস—কর্ণপুর দ্রঃ।

পুরুষাবতার—অবতার দ্রঃ।

পুরুষার্থ—পুরুষের (জীবের) অর্থ (প্রয়োজন, কাম্যবস্তু)। জীবের কাম্য-বস্তু। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ। প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ। প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্মদ্বারা ত্রিবর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্মদ্বারা চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণে রসত্ত্বের চরমতম বিকাশ। স্বসুখ বাসনাশূন্য

কৃষ্ণসুখ আস্বাদনের একমাত্র উপায় প্রেম। তাই প্রেমকে বলা হয় 'পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন' (চৈ. চ. ২।২০।১১০)।

পুরুষোত্তম—১. নীলাচল ; ২. শ্রেষ্ঠ পুরুষ ; ৩. জগন্নাথদেব, ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ।

পুরুষোত্তম আচার্য—স্বরূপ দামোদর দ্রঃ।

পুরুষোত্তম দাস—নিত্যানন্দ শাখা। ইনি নাগর পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত। নদীয়া জেলার বালীডাঙ্গা গ্রামে বৈদ্য বংশে আবির্ভূত। পিতা সদাশিব কবিরাজ। বালীডাঙ্গা বা বেলডাঙ্গা গ্রাম নষ্ট হইলে সুখ সাগরে শ্রীপাট স্থানান্তরিত হয়। সুখ সাগরে জাহ্নবা মাতারও শ্রীবিগ্রহ ছিলেন। সুখ-সাগর গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইলে জাহ্নবা মাতার ও পুরুষোত্তম দাসের শ্রীবিগ্রহ সাহেবডাঙ্গা বেড়ুগ্রামে আনীত হন। বেড়ুগ্রামও ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে শ্রীবিগ্রহ চাকদহের নিকটবর্তী চান্দুড় গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। ব্রজের দাস সখা।

পুরুষোত্তম পণ্ডিত—ব্রজের স্তোক কৃষ্ণ। দ্বাদশ গোপালের একতম। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভূত। পিতা রত্নাকর। ইনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর "মহাভৃত্যমর্ম" ছিলেন।

পুরীদ্বয়—মথুরা ও দ্বারকা (চৈ. চ. ২।১৯।১৬৬)।

পুলক—রোমাঞ্চ (চৈ. চ. ২।২।৬২)

পুষ্পারাম—ফুলের বাগান (চৈ. চ. ২।১৪।১০৩)।

পুর—জলপ্রবাহ (চৈ. চ. ২।২৫।২২৯)।

পূর্ণ ভগবান্—সমস্ত অংশের (ভগবৎ স্বরূপের) সহিত সম্মিলিত ভগবান্ (চৈ. চ. ১।৪।৯)।

পূর্বপক্ষ—প্রশ্ন, আপত্তি। সিদ্ধান্তের প্রতিকূল অর্থ (চৈ. চ. ২।৬।১৬০)।

পূর্বরাগ—রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।

তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ সউচ্যতে ॥—উ. নী., পূর্ব ৫ ॥

—যে রতি নায়ক নায়িকার সঙ্গমের পূর্বে পরস্পর দর্শন শ্রবণাদি হইতে জাত হইয়া উভয়ের বিভাবাদি সম্মিলনে আস্বাদময়ী হয়, তাহাকে পূর্বরাগ বলে। পূর্বরাগ প্রৌঢ়, সামঞ্জস ও সাধারণ ভেদে ত্রিবিধ। সমর্থারতির স্বরূপকে প্রৌঢ় পূর্বরাগ, সমঞ্জসা রতির স্বরূপকে সামঞ্জস পূর্বরাগ এবং সাধারণ-প্রায় রতিকে সাধারণ পূর্বরাগ বলে। রতি দ্রঃ।

পেটাড়ী—প্রা. জামা (চৈ. চ. ৩।১২।৩৬)।

পেটারি—প্রা. বাক্স (চৈ. চ. ১।১৩।১১০)।

পোষণ—ভক্তানুগ্রহ। পদার্থ দ্রঃ।

পৈছা—প্রা. পয়সা (চৈ. চ. ২।২৫।১৫৬)।

পৈশুন, পৈশুন্য—পরনিন্দা। খলতা, ক্রূরতা (গী. ১৬।২)।

পোষ্টা—পালন কর্তা (চৈ. চ. ৩।৫।৫৮)।

পৌগণ্ড—দশম বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত।

প্রকট—আবির্ভূত। যে লীলা ভগবান্ কৃপা করিয়া সময় সময় লোক নয়নের গোচরীভূত করেন তাহা প্রকট লীলা। শ্রীজীব গোস্বামীর মতে প্রকট লীলায় স্বকীয়ায় পরকীয়া ভাব। ব্রহ্মার একদিনে বা এক কল্পে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে একবার লীলা প্রকট করেন। ভক্তের প্রেমনির্যাস আস্বাদন এবং তদ্দারা জগতে রাগমার্গের ভক্তির প্রচারই ব্রজলীলা প্রকটনের উদ্দেশ্য। যে লীলা কখনও লোক নয়নের গোচরীভূত হয় না, তাহাকে **অপ্রকট** লীলা বলে।

প্রকটেহ—প্রকাশ্যভাবেই (চৈ. চ. ২।১৩।১৪৮)।

প্রকর—সমূহ, পুষ্পাদির স্তবক (বি. মা. ১।৪১, চৈ. চ. ৩।১।৩৩ শ্লোঃ)।

প্রকাশ—ভগবান্ 'প্রকাশ' ও 'বিলাস' রূপে আত্ম প্রকট করেন। আকার, গুণ ও লীলায় সম্যক্‌রূপে একরূপ থাকিয়া একই বিগ্রহের একই সময়ে অনেক স্থানে যে আবির্ভাব, তাহাকে **প্রকাশ** বলে। আর একই বিগ্রহ লীলাবশে ভিন্ন আকৃতিতে কিন্তু শক্তিতে প্রায় মূলের তুল্যরূপে প্রকটিত হইলে তাহাকে **বিলাস** বলে। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের একই সময়ে একই রূপে ষোল হাজার মহিষীকে বিবাহসময়ে এবং শারদীয় মহারাসে শ্রীকৃষ্ণের একই মূর্তিতে প্রত্যেক গোপীর নিকট অবস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য 'প্রকাশ' হইয়াছিল। আবার বলদেব, পরব্যোমের অধিপতি নারায়ণ এবং দ্বারকার চতুর্ব্যূহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ)—ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের 'বিলাস' রূপ (চৈ. চ. ১।১।৩৬-৩৮; ল. ভা. মৃ., পূর্বখণ্ড ১।২১; ল. ভা. মৃ., তদেকাত্মরূপ কথন ১।১৫)।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী—অতিশয় প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী। ইঁহার বহু সহস্র সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। ইনি মহাপ্রভুকে "নামে মাত্র সন্ন্যাসী, ভাবক, লোক প্রতারক' প্রভৃতি বলিয়া নিন্দা করিতেন। পরে চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত এক মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণের চেষ্টায় মহাপ্রভুর সহিত সন্ন্যাসীদের সাক্ষাৎকার ঘটে। তখন মহাপ্রভুর মুখে বেদান্ত সূত্রের অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং কৃষ্ণনামে মহাপ্রভুর অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব উদ্গম হয় দেখিয়া

প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও তদীয় শিষ্যগণের মন পরিবর্তিত হয় এবং তাঁহারা বৈষ্ণব হন।

প্রকৃতি—সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। সাংখ্যদর্শন, ১।৬১ পুঃ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। সাংখ্য মতে মায়ার দুইটি বৃত্তি,—নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। জগতের উপাদান রূপে **প্রধান** বা **গুণমায়া** এবং নিমিত্তরূপে **প্রকৃতি** বা **জীবমায়া**। অর্থাৎ সাংখ্য মতে জগতের উপাদান কারণও মায়া এবং নিমিত্ত কারণও মায়া। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া প্রকৃতিকে জগতের মুখ্য নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় না। এই মতে ব্রহ্মই মুখ্য নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। প্রকৃতি গৌণ কারণ মাত্র। কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ দূর হইতে মায়া বা প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এই অঙ্গাভাসেই মায়া বা প্রকৃতিতেই জীবরূপ বীর্যের আধান হয়। এইরূপ বীর্যাধানে **মহত্তত্ত্ব** জন্মে। ইহা হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতাগণ, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চমহাভূতের জন্ম হয়। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ইহাই প্রকরণ।

প্রকৃতির পার—প্রকৃতির অতীত, মায়াতীত, চিন্ময়।

প্রখরা—নায়িকা দ্রঃ।

প্রগল্ভতা—অলঙ্কার দ্রঃ (চৈ. চ. ২।১৪।১৪৯-১৫০)।

প্রচার—১. অধিকরূপে যাতায়াত (চৈ. চ. ৩।৪।১২১); ২. ঘোষণা, সর্বসাধারণকে জ্ঞাপন।

প্রজল্প—চিত্রজল্প দ্রঃ।

প্রণব—ওঁ=অকার, উকার, মকার ও অর্ধচন্দ্র (গো. তা. ২।৪)। "ইহার চারি অংশে রাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ-ব্যূহ বর্তমান। সৃষ্টি শক্তি, পালনী শক্তি ও নাশিনী শক্তির শক্তিমান"। বৈঃ অঃ।

... পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড মতে—"প্রণব ঋক্, যজুঃ ও সামের আত্মস্বরূপ; প্রণবের অ-কার বিষ্ণুকে, উ-কার লক্ষ্মীকে ও ম-কার নিত্যসেবক জীবকে বুঝায়"। ... প্রণব বেদের নিদান ও মহাবাক্য (ভক্তি ১৭৮)। ... অ উ ম্ অর্থাৎ বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ব্রহ্মা—এই ত্রয়ীময় বীজ, যথা—প্রণবঃ সর্ববেদেষু।

> **অকারো বিষ্ণু রুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।**
> **মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেণো ত্রয়োমতাঃ॥**

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চারি বেদে ওঁকার রূপে বিরাজ করেন (গী. ৭।৮) ··· ওঁ মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম। অর্থাৎ ব্রহ্মের একাক্ষর নাম ওঁ (গী. ৮।১৩)। ··· প্রণবই ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ইদং সর্বং (তৈ. উ. ১।৮); ··· এতদ্ বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম যদ্ ওঙ্কারঃ। হে সত্যকাম! এই ওঙ্কারই পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম। (প্রশ্ন. উ. ৫।২) ·· এষ সর্বেশ্বরঃ এষ সর্বজ্ঞ এষো অন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।—এই ওঙ্কার সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, সর্বান্তর্যামী, সর্বযোনি (সমস্তের কারণ), সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের হেতু (মাণ্ডুক্য, উঃ)। ···চৈতন্য চরিতামৃতের মতে (চৈ. চ. ২।২৫।৭৮-৮৪) প্রণবের অর্থ বিশ্লেষণ গায়ত্রী, গায়ত্রীর অর্থ বিশ্লেষণ চতুঃশ্লোকী, চতুঃশ্লোকীর ব্যাখ্যা ব্যাসসূত্র এবং ব্যাসসূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্‌ভাগবত। অতএব প্রণবে যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের বীজ নিহিত হইয়াছে, তাহাই ভাষ্যাকারে শ্রীমদ্‌ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে।

প্রণয়—প্রেম দ্রঃ।

প্রতাপরুদ্র—উড়িষ্যা রাজ্যের গঙ্গাবংশীয় স্বাধীন রাজা। উপাধি গজপতি। পিতা পুরুষোত্তম দেব। রাজধানী কটক। মধ্যে মধ্যে পুরীতেও বাস করিতেন। জগন্নাথের সেবক ও মহাপ্রভুর পরমভক্ত। রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর গুণাবলী শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজদর্শন সন্ন্যাসীর অকর্তব্য বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহার অনুরোধ বার বার প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে সার্বভৌমের পরামর্শে রাজা রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের বেশে বনগণ্ডী স্থানের উদ্যানে ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুকে রাসপঞ্চাধ্যায়ী পাঠ করিয়া সেবা করিতে গিয়াছিলেন। তখন মহাপ্রভু ভাবাবেশে রাজাকে কোল দিয়াছিলেন। এর পরে মহাপ্রভু রাজাকে কয়েকবার দর্শন দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর রাজা অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়েন। তাঁহার চিত্তের সান্ত্বনার জন্য কবিকর্ণপুরের শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক লিখিত হয়। ইনি পূর্বলীলায় ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন বলিয়া কথিত।

প্রতিজল্প—চিত্রজল্প দ্রঃ।

প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণসেবা—গদাধর পণ্ডিতের শ্রীক্ষেত্রে বাস ও শ্রীকৃষ্ণ সেবার সঙ্কল্প (চৈ. চ. ২।১৬।১৩৬)।

প্রত্যগাত্মা—অন্তরাত্মা (গী. ১৪।২৭)।

প্রত্যুদ্‌গম—আগত ব্যক্তির সম্মানার্থ তদুদ্দেশে অগ্রগমন (চৈ. চ. ১।৫।১৪৮)।

প্রদ্যুম্ন—চতুর্ব্যূহ দ্রঃ।

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—নকুল ব্রহ্মচারী দ্রঃ।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র—মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। আদি নিবাস শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা দক্ষিণ। পিতা কংসারি মিশ্র। পরে ইনি নীলাচলে গিয়া বাস করেন। ইনি মহাপ্রভুর আদেশে রায় রামানন্দের নিকটে সাধ্যসাধনতত্ত্বাদি বিষয় শ্রবণ করেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ ভাগে উল্লেখ আছে,—ইনি মহাপ্রভুর শ্রীহট্টে পিতামহী দর্শনের ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। 'শূদ্রাহ্নিকাচার' নামক আর একখানা গ্রন্থ ইহার রচিত।

প্রধান—প্রকৃতি দ্রঃ।

প্রপঞ্চ—১. জীব জড়াত্মক মায়িক জগৎ; ২. প্রতারণ; ৩. মায়া।

প্রপঞ্চিত—১. ভ্রান্তিজ্ঞান বিষয়রূপে সম্পাদিত; ২. ভ্রমসঙ্কুল; ৩. বিস্তারিত (ভাঃ ১০।১৪।২৫)।

প্রপত্তি—শরণ, ভজন, সেবা (গী. ১৫।৪)। **প্রপন্ন**—১. ভক্ত; ২. শরণাগত; ৩. প্রাপ্ত (ভাঃ ১১।২।২৯)।

প্রবন্ধ—১. যুক্তি, অতিসন্ধি (চৈ. চ. ২।৩।১৪); ২. সন্দর্ভ।

প্রবর্তক—নাট্যোক্ত ব্যক্তির রঙ্গস্থলে প্রবেশসূচক নাটকের অঙ্গ (চৈ. চ. ৩।১।১১৮)।

প্রবাস—পূর্বমিলিত নায়ক নায়িকার দেশ, গ্রাম, বন বা স্থানের ব্যবধান (উ. নী., প্রবাস ৬০)।

প্রব্রজ্যা—সন্ন্যাস ধর্ম, প্রবাস (ভাঃ ১।২।২)।

প্রভু—যিনি নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে প্রভু দুই জন, যথা—শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ এবং মহাপ্রভু একজন, ইনি শ্রীচৈতন্যদেব। কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধেও 'প্রভু' শব্দের বহু প্রয়োগ আছে।

প্রমাণ—জীব, জগৎ ও পদার্থ (পরমাত্মা)—দর্শনের মূল জিজ্ঞাসা। সুতরাং ইহাদিগকে **প্রমেয়** বলে। আর ইহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য যে বিচার বা অবলম্বন করা হয়, তাহাকে **প্রমাণ** বলে। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ (শ্রুতিবাক্য) ভেদে প্রমাণ তিন প্রকার। কাহারও কাহারও মতে এই তিনটি ব্যতীত উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, ঐতিহ্য, অভাব, চেষ্টা ও সম্ভব—মোট দশটি প্রমাণ।

প্রমাথীনি—মন্থনকারী; বলবান (গী. ২।৬০)।

প্রমাদ—অনবধানতা (শ. ক. দ্র.)।

প্রমেয়—প্রমাণ দ্রঃ।

প্রয়াগ—ত্রিবেণী। এলাহাবাদে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল।

প্রয়োজনতত্ত্ব—যে উদ্দেশ্যে সাধন বা উপাসনা করা হয়, তাহাই প্রয়োজন। যদ্দারা সেবাবাসনার স্বাভাবিকতার স্ফূর্তি হয় এবং কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়া সেবাবাসনা সার্থকতা লাভ করিতে পারে, সেই প্রেমই মুখ্য প্রয়োজনতত্ত্ব (চৈ. চ. ২।২০।১০৯-১১০)। অভিধেয় দ্রঃ।

প্ররোচনা—অঙ্গ দ্রঃ।

প্রলয়—সাত্ত্বিকভাব দ্রঃ।

প্রলাপ—ব্যর্থ আলাপ (চৈ. চ. ৩।১১।১৩)।

প্রসভং—বলপূর্বক (গী. ২।৬০)।

প্রসাদ—১. ধর্ম প্রজাপতির পুত্র (ভাঃ ৪।১।৫০); ২. অনুগ্রহ; কৃপা; প্রসন্নতা; ৩. ভগবানের অধরামৃত—সনা।

প্রস্তাবনা—প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভূমিকা রচনা। ইহার প্রারম্ভে নান্দীপাঠ। নাটকের যে অঙ্গবিশেষে নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিক নিজেদের সংক্রান্ত কোন বিষয় নিয়া নাটকের বিষয়বস্তুসূচক কথাবার্তা বলে।

প্রস্থানত্রয়ী—উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ইহাদিগকে যথাক্রমে শ্রুতি প্রস্থান, ন্যায় প্রস্থান ও স্মৃতি প্রস্থান বলে।

প্রস্বেদ—স্বেদ, ঘর্ম (চৈ. চ. ২।২।৬২)।

প্রহসন—হাস্যরসাত্মক পরিহাসময় নাট্যাংশ।

প্রহ্বণ—নমস্কার, প্রণাম (ভাঃ ১০।৪৭।৬৬, চৈ. চ. ১।৬।৫ শ্লোঃ)।

প্রাকৃত—১. নীচ, অধম; ২. নৈসর্গিক, স্বাভাবিক; ৩. কনিষ্ঠ (ভাঃ ১১।২।৪৭, চৈ. চ. ২।২২।৩২); ৪. ভাষাবিশেষ।

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড—কারণ সমুদ্রের বাহিরে বহিরঙ্গা মায়া শক্তির বিলাসস্থান।

প্রাপ্তব্রহ্মলয়, প্রাপ্তস্বরূপ—জ্ঞানমার্গ দ্রঃ।

প্রাভব প্রকাশ, প্রাভব বিলাস—কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ বিলাস দ্রঃ।

প্রিয়া—১. পতিব্রতা পত্নী; ২. প্রণয়িনী।

প্রেম—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি 'কাম'।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥ (চৈ. চ. ১।৪।১৪১)।

কৃষ্ণের সুখই যাহার তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য তাহাই প্রেম। আর কামের উদ্দেশ্য নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। প্রেম প্রাকৃত মনের একটি প্রাকৃত বৃত্তিবিশেষ

নহে। প্রেম স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু। ইহা প্রয়োজনতত্ত্ব। কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়িভাব (চৈ. চ. ২।২৩।২-৯)। ভগবৎ কৃপায় সাধন প্রভাবে জীবের চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা-আদি সমস্ত মলিনতা নিঃশেষে দূরীভূত হইলে তাহার চিত্তে শুদ্ধ সত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া ভক্তি বা প্রেমরূপে পরিণত হইতে পারে। শ্রবণ কীর্তনাদি সাধন ভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে চিত্ত নির্মল হইলে শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত মমতা জন্মে এবং তাঁহার ভগবত্তা জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। ঐশ্বর্যের অনুসন্ধান বিলুপ্ত হয়। ভক্ত তখন শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না, পরমাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করেন। **প্রেমের পরিণতি**—প্রেম ঘনীভূত হইলে যথাক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব আখ্যা প্রাপ্ত হয় (চৈ. চ. ২।২৩।২২)। **স্নেহ**—প্রেম গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করিলে তাহাকে স্নেহ বলে। স্নেহে প্রেমের অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিক্য। স্নেহের উদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনাদির দ্বারাও দর্শনাদির লালসা পরিতৃপ্ত হয় না (চৈ. চ. ২।১৯।১৫১-১৫৩)।

সান্দ্রিশ্চিত্তং দ্রবং কুর্ব্বন্ প্রেমা স্নেহ ইতীর্য্যতে।
ক্ষণিকস্যাপি নেহস্যাদ্বিশ্লেষস্য সহিষ্ণুতা॥ (ভ. র. সি. ৩।২।৩৩)।

মান—পৃথক্‌ভাবে বা একত্রে অবস্থিত, পরস্পর অনুরক্ত নায়ক নায়িকার স্বীয় অভিমত অনুযায়ী আলিঙ্গন দর্শনাদির রোধকারী ব্যাপারকে মান বলে। মানে নির্বেদ, শঙ্কা, অমর্ষ (ক্রোধ), চপলতা, গর্ব, অসূয়া, অবহিত্থা (ভাব গোপন), গ্লানি এবং চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব থাকে। ইহাতে স্নেহ অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিক্য। তাই স্বীয়ভাব গোপন করিয়া কৃত্রিম কুটিলতা প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করা হয়। "প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। দেবস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন।" (চৈ. চ. ১।৪।২৩)।

"স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা প্রাপ্তো মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্য দাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥" (উ. নী. স্থা. ৭১)।

প্রণয়—মানের যে অবস্থায় নিজের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ, পরিচ্ছদাদির সহিত প্রিয়জনের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ, পরিচ্ছদাদিকে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়, তাহাকে প্রণয় বলে। "প্রাপ্তায়াং সম্ভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপি স্ফুটম্। তদ্‌গন্ধেনাপ্য সংস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচ্যতে॥...মানো দধানো বিশ্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥" (উ. নী. স্থা. ৭৮)। এ স্থানে বিশ্রম্ভ অর্থ বিশ্বাস বা সম্ভ্রমশূন্যতা। **রাগ**—অভিলষিত বস্তুতে স্বাভাবিক আবেশ পরাকাষ্ঠা। যখন কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত দুঃখকেও সুখ বলিয়া এবং কৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে

অত্যন্ত সুখকেও পরম দুঃখ বলিয়া প্রতীতি হয়, তখন তাহাকে রাগ বলে। "দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে। যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে॥" (উ. নী. স্থা. ৮৪)। **অনুরাগ**—'রাগ'-বশতঃ যখন সর্বদা অনুভূত প্রিয়জনকে প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন বলিয়া মনে হয়, তখন তাহাকে অনুরাগ বলে। "সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং। রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥" (উ. নী. স্থা. ১০২)। **ভাব**—অনুরাগের চরম পরিণতিকে ভাব বলে। যে দুঃখের নিকট প্রাণ বিসর্জনের দুঃখকেও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই দুঃখকেও ভাবোদয়ে পরম সুখ মনে হয়। "অনুরাগঃ স্বসবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥" (উ. নী. স্থা. ১০৯)। **মহাভাব**—ভাবের পরবর্তী ঊর্দ্ধস্তর (চৈ. চ. ১।৪।৫৯)। **মাদন**—মহাভাবের দুইটি স্তর মোদন ও মাদন। শ্রীকৃষ্ণের মিলনে যত আনন্দ বৈচিত্রী জন্মে, মাদনে তৎসমস্ত যুগপৎ উদিত হয়। শ্রীরাধা ব্যতীত আর কাহারো মধ্যে ইহা ব্যক্ত হয় না। **মোদন**—সাত্ত্বিক ভাবসমূহ যাহাতে উদ্দীপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই মহাভাবকে মোদন বলে। বিরহ অবস্থায় এই মোদনকে **মোহন** বলে। বিরহবিবশতাহেতু সাত্ত্বিক ভাবসকল ইহাতে সুন্দররূপে প্রকাশ পায় (উ. নী. স্থা. ১২৫, ১৩০, ১৫৫)।

প্রেমবিলাসবিবর্ত—প্রেমবিলাস অর্থ প্রেমক্রীড়াঃ বিবর্ত অর্থ। ১. পরিপক্ক অবস্থা (শ্রীজীব); ২. বিপরীত (বিশ্বনাথ চক্র); ৩. ভ্রম (সাধারণ অর্থে)। প্রেমের উৎকর্ষতায় যখন নায়ক নায়িকার মধ্যে এমন ভ্রান্তির উদয় হয় যে কে নায়ক কে নায়িকা এই ধারণা পর্যন্ত লোপ পায়, তখন তাহাকে প্রেম-বিলাসবিবর্ত বলে। তখন নায়ক নায়িকা 'না সো রমণ না হাম রমণী'—অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (চৈ. চ. ২।৮।১৫০-১৫৫)। "প্রেমের বহির্বিলাসের পুনর্বার অন্তর্মুখতা প্রেম প্রথমতঃ বহির্বিলাসে স্ত্রী-পুরুষ ভেদভাবে প্রকাশিত হইয়া পুনরায় অন্তর্মুখতায় স্ত্রী-পুরুষের পরৈক্য-প্রতিপাদক হয়। প্রেম স্বরূপে অবস্থিত হইয়া যখন বিপ্রলম্ভে বিরাগাভাসরূপে প্রতীয়মান হয়, তখন আদৌ ভিন্নভাবে প্রকাশিত শক্তি ও শক্তিমান্ আবার অভিন্নভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। প্রেমের যে অবস্থায় এই প্রকার বৈপরীত্য ঘটে, সেই অবস্থাই প্রেম-বিলাস-বিবর্ত। উহা শক্তি ও শক্তিমানের একান্ত অদ্বৈতভাব—তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের চরম বিশ্রান্তি"।—বৈঃ অঃ।

প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রেমজনিত বিচিত্ততা অর্থাৎ যথা স্থানে চিত্তের অনবস্থিতি।

প্রিয়জনের নিকটে থাকিয়াও প্রেমোৎকর্ষ স্বভাববশতঃ বিচ্ছেদ বুদ্ধিতে পীড়া (চৈ. চ. ২।৮।১৩৭, ২।২৩।৪৩; উ. নী., প্রেমবৈচিত্ত্য ৫৭)।

প্রেমভক্তি—শুদ্ধভক্তি দ্রঃ।

প্রেষ্ঠ—প্রিয়তম পরিকর ভক্ত (চৈ. চ. ২।২২।৯১)।

প্রোজ্ঝিত—প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত (চৈ. চ. ১।১।৩৭ শ্লোঃ)।

প্রোষিতভর্তৃকা—নায়িকা দ্রঃ।

প্রৌঢ়—১. অতিশয় বুদ্ধিযুক্ত (চৈ. চ. ১।৪।৪৪); ২. সমর্থ রতি স্বরূপকে প্রৌঢ় বলে (উ. নী., পূর্ব ৯)। **প্রৌঢ়ি**—প্রগল্‌ভতাময় (চৈ. চ. ৩।২০।৩৬)।

ফ

ফলিত—ফলযুক্ত (চৈ. চ. ১।১৭।৭৫)।

ফল্গু—তুচ্ছ, অতিতুচ্ছ বস্তু (চৈ. চ. ২।৯।২৪৩)।

ফাঁকি—শাস্ত্রীয় বিতর্কের সময়ে সঙ্গত বিষয়ের অসঙ্গতি দেখাইয়া সঙ্গতির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন (চৈ. চ. ১।১৬।৩০)।

ফুটা—প্রা. ভাঙ্গা, ছিদ্রযুক্ত (চৈ. চ. ১।১০।৬৬)।

ফেরাফেরি—প্রা. ঘুরাঘুরি (চৈ. চ. ২।৯।৪)।

ফেলা—ভুক্তাবশেষ (চৈ. চ. ৩।১৬।৯১)। **ফেলালব**—ভক্তাবশেষের কণিকা।

ফৈজতি—প্রা. গোলমাল (চৈ. চ. ২।১২।১২৪)।

ব

বঁকপাতি—প্রা. বকের সারি (চৈ. চ. ২।২১।৯১)।

বক্রেশ্বরপণ্ডিত—শ্রীচৈতন্য শাখা। মহাপ্রভুর অতি প্রিয় ব্রাহ্মণ ভক্ত ও কীর্তন সঙ্গী। নবদ্বীপ লীলার ও নীলাচল লীলায় ইনি কীর্তন ও নৃত্য করিতেন। গৌরগণোদ্দেশের মতে ইনি দ্বারকা চতুর্ব্যূহের অনিরুদ্ধ। প্রকাশ বিশেষে শশিরেখাও ইঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর মতে, বক্রেশ্বর পণ্ডিতে ব্রজের তুঙ্গভদ্রা নিত্য অবস্থান করেন।

বজ্র—শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র। অনিরুদ্ধের পুত্র (চৈ. চ. ২।১।৪০)।

বঞ্চন—অবস্থান (চৈ. চ. ২।৪।১৬)। **বঞ্চিয়া**—বাস করিয়া (চৈ. চ. ২।৫।১৩৮)।

বট—কপর্দক, কড়ি (চৈ. চ. ২।৪।১৮৩)।

বটু—বালক। **বটুয়া**—বটুক, ছাত্র (চৈ. চ. ৩।৪।১৫৩)।

বড়জানা—বড় রাজপুত্র (চৈ. চ. ৩।৯।১২)।

বড় হরিদাস—কীর্তনীয়া। ইনি নীলাচলে গোবিন্দের সহিত মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। ইনি বিখ্যাত হরিদাস ঠাকুর নহেন। নীলাচলে তিনজন হরিদাস ছিলেন (চৈ. চ. ১।১০।৪১, ১৪৫)।

বড়াঞি—প্রা. প্রাধান্যস্থাপন, আস্পর্ধা (চৈ. চ. ১।১৩।৬২)।

বত—আবার (চৈ. চ. ৩।১।৪৫ শ্লোঃ)।

বতংস, বতংসক—ভূষণ।

বত্রিশা আঁঠিয়া কলা—বত্রিশ কান্দিযুক্ত কলার ছড়া যে আঁঠিয়া কলা গাছে আছে (চৈ. চ. ২।৩।৪০)।

বয়ঃসন্ধি—বাল্য অর্থাৎ পৌগণ্ড ও যৌবনের সন্ধি; প্রথম কৈশোরকে বয়ঃ-সন্ধি বলে (উ. নী., উদ্দীপন ৬)।

বর্ণসঙ্কর—বর্ণসঙ্করের লক্ষণ, যথা—

ব্যভিচারেণ বর্ণানাম্ অবেদ্যা-বেদনেন চ।
স্বকর্মনাং চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ (মনু ১০।২৪)।

অর্থাৎ বর্ণের ব্যভিচার (অধম বর্ণের পুরুষের সহিত উত্তম বর্ণের কন্যার বিবাহ), অবেদ্যা বেদন (মাতার সপিণ্ডা, পিতার সগোত্রা ও সমান প্রবরা কন্যার বেদন বা বিবাহ) ও স্ব কর্মত্যাগ (বর্ণানুযায়ী যে কর্ম তাহার ত্যাগ)—এই ত্রিবিধ প্রকারে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যৎ জন্ম সঃ বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যৎ জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণ সঙ্করঃ॥

(নারদ সংহিতা ১২।১০২)।

অর্থাৎ সকল বর্ণের অনুলোম (অধম বর্ণের স্ত্রী ও উত্তম বর্ণের পুরুষ) ক্রমে যে জন্ম হয় তাহা বৈধ এবং প্রতিলোম (উত্তম বর্ণের স্ত্রী ও অধম বর্ণের পুরুষ) ক্রমে যে জন্ম হয় তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলে (গীতা ১।৪০-৪১)।

বর্ত্তন—বেতন, মাহিয়ানা (চৈ. চ. ৩।৯।১০৪)।

বর্য্য—শ্রেষ্ঠ।

বলগণ্ডিস্থান—জগন্নাথ দেবের মন্দির ও গুণ্ডিচা মন্দিরের মধ্যবর্তী স্থানে জগন্নাথ দেবের মাসীর বাড়ী (চৈ. চ. ২।১৩।১৮৫)।

বলদেব বিদ্যাভূষণ—ব্রহ্মসূত্রের শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যকার। উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার রেমুণার নিকটে আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্ম। ইনি ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায় শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া মহীশূরে গিয়া বেদ অধ্যয়ন করেন।

পরে ইনি মাধ্ব সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। ইনি কান্যকুব্জবাসী শ্রীল রাধা দামোদরের নিকটে ষট্ সন্দর্ভ ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদের নিকটে শ্রীমদ্‌ভাগবত অধ্যয়ন করেন। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

বলদেব, বলরাম—ভগবানের অষ্টম অবতার। পিতা বসুদেব ও মাতা রোহিণী। কংসভয়ে ইনি দেবকীর গর্ভ হইতে আকৃষ্ট হইয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাকে সংকর্ষণ বলে। ইনি নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লালিত পালিত হন। সান্দীপনি মুনির শিষ্য। লাঙ্গল ইঁহার অস্ত্র। ব্রজে কৃষ্ণ বলরাম কানাই বলাই নামে বিখ্যাত ছিলেন। ব্রজ-লীলায় ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ, শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ, আত্মকায়ব্যূহ, মূল সংকর্ষণ। ব্রজে ইঁহার গোপভাব, গোপবেশ, মথুরা দ্বারকায় ক্ষত্রিয়ভাব ক্ষত্রিয়বেশ।

সংকর্ষণরূপে ইনি দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ; গোলোক বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম-সমূহ চিৎশক্তি দ্বারা প্রকাশ করেন। ছয় রূপে ইনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সৃষ্টি লীলা সম্পন্ন করিয়া থাকেন, যথা—বলরাম, সংকর্ষণ, সংকর্ষণের অবতার কারণার্ণবশায়ী, কারণার্ণবশায়ীর অবতার গর্ভোদশায়ী, গর্ভোদশায়ীর অবতার ক্ষীরোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ীর অবতার শেষ বা অনন্ত। শেষরূপে ইনি সহস্র ফণার উপরে পৃথিবী ধারণ করেন। শেষরূপে ইনি ভক্ত অবতার। সহস্র বদনে কৃষ্ণগুণ গান করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম (উপবন), আবাস, যজ্ঞসূত্র এবং সিংহাসন রূপে কৃষ্ণ সেবা করেন। গৌর অবতারে ইনিই নিত্যানন্দ স্বরূপ। নিত্যানন্দ তত্ত্ব দ্রঃ (চৈ. চ., আদিলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ এবং ২।২০।১৪৫-১৬২)।

বলভদ্র ভট্টাচার্য—মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণের সঙ্গী। ইনি চৈতন্যদেবের বৃন্দাবন, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানের সমস্ত লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। শেষে নীলাচলে আসিয়া বাস করেন।

বলরাম—বলদেব দ্রঃ।

বলরাম দাস—বৈষ্ণব সাহিত্যে বলরাম দাস নামে কয়েক জন পদকর্তা আছেন। ইঁহাদের মধ্যে 'প্রেম বিলাস'-রচয়িতা বলরাম দাসই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইঁহার মূল নাম নিত্যানন্দ দাস। জন্ম শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে ১৫৩৭ খ্রীঃ অব্দে। পিতা আত্মারাম দাস, মাতা সৌদামিনী। ইনি নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা মাতার মন্ত্রশিষ্য এবং পদকর্তা গোবিন্দ দাসের

ভাগিনেয়। পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস ও জ্ঞান দাসের পরেই ইঁহার স্থান।

বলাহক—মেঘ (চৈ. চ. ৩।১৫।৫৭)।

বল্লভ—প্রিয় (চৈ. চ. ১।৪।১৯১)।

বল্লভ ভট্ট, বল্লভাচার্য—মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ। আবির্ভাব ত্রৈলঙ্গ দেশের চম্পারণে ১৪৭৯ খ্রীঃ অব্দে। পিতা লক্ষণ দীক্ষিত। পত্নী মহালক্ষ্মী দেবী। ইঁহার দুই পুত্র—গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলেশ্বর। ইনি প্রয়াগের নিকটে আড়ৈল গ্রামে চৈতন্যদেবকে নিয়া ভিক্ষা করাইয়াছিলেন এবং সবংশে মহাপ্রভুর পাদোদক গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে ইনি শ্রীমদ্ ভাগবতের এক টীকা লিখিয়া নীলাচলে আসেন। কিন্তু ইঁহার মনে বিদ্যার গর্ব লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু ইহা শোনেন নাই। পরে ইনি স্বরূপ দামোদরের কৃপায় নিজের ত্রুটি বুঝিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। ইনি আড়ৈল গ্রাম হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। সেখানে চৈতন্যদেবের শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা করিতেন। পূর্ব লীলায় ইনি শুকদেব ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। ইনি প্রথমে বালগোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। পরে নীলাচলে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকটে কিশোর গোপাল মন্ত্র গ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সুবোধিনী নামক বিখ্যাত টীকা ইঁহার রচিত। ইনি বল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের ভজন রীতিকে পুষ্টিমার্গ বলে। এই সম্প্রদায়ে ব্রত উপবাসের কঠোরতা নাই। ইঁহাদের ৮৪ বৈঠক, ৮৪ গ্রন্থ, ৮৪ ভক্ত ও ৮৪ কথা প্রসিদ্ধ। যশোমতী ক্রোড়ে লালিত শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব। ইনি ১৫৩১ খ্রীঃ অব্দে কাশীর হনুমান ঘাটে গঙ্গায় ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন।

বল্লভ মিশ্র, বল্লভাচার্য—মহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পিতা। ইনি সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতার জন্য 'আচার্য' উপাধি লাভ করেন। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' ও 'স্বরূপ চরিত' নামক গ্রন্থ অনুসারে ইঁহার আদি নিবাস শ্রীহট্টে ছিল। পরে ইনি নবদ্বীপবাসী হন। ইনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বসব—দক্ষিণ ভারতে লিঙ্গায়েৎ শৈব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

বসু—অষ্ট বসু দ্রঃ।

বস্তুনির্দেশ—মঙ্গলাচরণ দ্রঃ।

বস্ত্রগুপ্ত—কাপড়ের ঢাকা (চৈ. চ. ১।১৩।১১০)।

বহাইয়া—প্রা. বহন করাইয়া (চৈ. চ. ২।৬।৭)।

বহি—প্রা. বিনা, ব্যতীত (চৈ. চ. ২।১।১৮০)।

বহিরঙ্গাশক্তি—মায়াশক্তি। শক্তি দ্রঃ।

বহুবেরি—প্রা. বহুবার (চৈ. চ. ৩।১৪।৯৫)।

বা—১. কিংবা; ২. বাতাস; ৩. জল (স্বামী) (ভাঃ ১০।৩৩।২২ শ্লোঃ)।

বাউরি—প্রা. পাগলিনী (চৈ. চ. ৩।১৯।৯০)।

বাউল—প্রা. বাতুল, পাগল (চৈ. চ. ২।২।৪); **বাউলি**—প্রা. পাগলিনী (চৈ. চ. ৩।১৭।৪৩)। **বাউলিয়া**—পাগলা (চৈ. চ. ১।১২।৩৪)।

বাওয়াস—প্রা. তবলার বাঁয়া (চৈ. ভা. ৯২।২।৬)।

বাকোবাক্য—প্রা. উত্তর প্রত্যুত্তর (চৈ. ভা. ৭৩।২।৭৩)।

বাখানি—প্রা. প্রশংসা করি (চৈ. চ. ১।১৬।৯৬); **বাখানে**—প্রশংসা করে (চৈ. চ. ৩।৫।১০৯)।

বাঙ্গাল—বঙ্গদেশীয় (চৈ. চ. ৩।২০।১০২)।

বাঞ্ছি—ইচ্ছা করি, চাহি (চৈ. চ. ৩।২০।৪৩); **বাঞ্ছিলে**—প্রা. ইচ্ছা করিলে (চৈ. চ. ২।১৫।১৬৭)।

বাট—পথ (চৈ. চ. ১।১৭।২৭৫); **বাট্‌পাড়**—ঠগ, যাহারা পথে রাহাজানি করে (চৈ. চ. ২।১৮।১৬৫)।

বাঁটি—ভাগ করিয়া (চৈ. চ. ২।৭।৮৪)।

বাটোয়ার—বাটপাড়, দস্যু (চৈ. চ. ২।১৮।১৫৫)।

বাঢ়—লও, দাও, পরিবেশন কর (চৈ. চ. ৩।১২।১২৬)।

বাঢ়য়ে—বৃদ্ধি পায় (চৈ. চ. ১।৪।১১১); **বাঢ়ল**—বর্ধিত হইল (চৈ. চ. ২।৮।১৫২)।

বাণীনাথ পট্টনায়ক—শ্রীচৈতন্য শাখা। নীলাচলবাসী। ভবানন্দ রায়ের পুত্র এবং রামানন্দ রায় ও গোপীনাথ পট্টনায়কের ভ্রাতা। ইনি মহাপ্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচল গেলে ইনি মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তাঁহাদের সেবা ও বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিতেন

বাত্ত—প্রা. বার্তা, কথা (চৈ. চ. ২।১৫।১২৭)।

বাৎসল্যরতি—রতি দ্রঃ।

বাত্তাপানি—ভূতপতি। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে, নাগরকৈলের উত্তরে, তোবল তালুকের মধ্যে।

বাত্তল—প্রা. পাগল (চৈ. চ. ২।৮।২৪২)।

বাথান—প্রা. গরু রাখার স্থান (চৈ. চ. ৩।৬।১৭২)।

বাদ—কথা কাটাকাটি, তর্ক (চৈ. চ. ১।৫।১৫০), বাধাবিঘ্ন (চৈ. চ. ১।১৬।৫৪), অন্যথা (চৈ. চ. ২।১১।১০৭)।

বাদবায়ন—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। ব্যাস দ্রঃ।

বাদল—প্রা. বর্ষা (চৈ. চ. ২।১৩।৪৮)।

বাদিয়ার বাজী—বাদিয়ার মত আসর সাজাইয়া (চৈ. চ. ২।১৬।২৭০)।

বাপী—বড় পুকুর (চৈ. চ. ২।১৬।৪৯)।

বাম্যা—যে নায়িকা মান গ্রহণে সর্বদা উদ্‌যোগ করেন এবং নায়ক যাহার মান ভাঙ্গাইতে অসমর্থ। যেমন—শ্রীরাধিকাদি (চৈ. চ. ২।১৪।১৫৬)।

বারমাসী—বার মাসের (সম্বৎসরের) উপযোগী (চৈ. চ. ১।১০।২৩)।

বারাণসী—কাশী। ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত।

বারি, বাড়ি—প্রা. বেড়া (চৈ. চ. ৩।১৩।৮০)।

বালকা—প্রা. ছেলেমানুষ (চৈ. চ. ৩।৪।১৫৫)।

বালাই—দুঃখ কষ্ট (চৈ. চ. ৩।১২।২২)।

বালিশ—১. উপাধান, ২. মূর্খ, অজ্ঞান (ভাঃ ১১।২।৪৬)।

বাল্য—পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত।

বাস—গৃহ (চৈ. চ. ২।৩।৩১); বস্ত্র (চৈ. চ. ২।১২।৮৬); **বাসহু**—মনেকর (চৈ. চ. ৩।৩।২০৬)।

বাসকসজ্জা—নায়িকা দ্রঃ।

বাসুদেব—চতুর্ব্যূহ দ্রঃ। বাসু—যিনি সমস্ত বস্তুতে বাস করেন; দেব—দ্যোতনশীল। অতএব বাসুদেব—যিনি সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করেন।

বাসুদেব (কুষ্ঠী)—দাক্ষিণাত্যের কূর্মক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণ। ইঁহার সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হইয়াছিল; মহাপ্রভুর আলিঙ্গনে ব্যাধিমুক্ত হন।

বাসুদেব ঘোষ—উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলে আবির্ভূত। গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ ইঁহার সহোদর। ইঁহারা তিন ভ্রাতাই চৈতন্য দেবের সমসাময়িক ও ভক্ত এবং প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া। তিনজনেই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী রচয়িতা। বাসুদেব ব্রজলীলার তুঙ্গভদ্রা। ইনি বিশাখা-রচিত গীত কীর্তন করিতেন। ইনি বলিতেন, 'যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ'।

বাসুদেব দত্ত—মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত ও গায়ক। চট্টগ্রাম, পটুয়া থানার চক্রশালায় বৈদ্যবংশে আবির্ভূত। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পরে ইনি কুমার হট্টে (কাঞ্চন পল্লীতে) বাস করিতেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ও শিবানন্দ

সেন ইঁহাকে পরম সুহৃৎ জ্ঞান করিতেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গুরুদেব যতুনন্দন আচার্য ইঁহার বিশেষ অনুগৃহীত ছিলেন। ইনি এতই মহৎ ছিলেন যে মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের সমস্ত পাপের বোঝা গ্রহণ করিয়া নিজে নরক ভোগের প্রার্থনা মহাপ্রভুকে জানাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিতেন, "আমার এ দেহ বাসুদেব দত্তের।" শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট মামগাছিতে ইনি শ্রীমদন গোপালের সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরে 'প্রভুর অবশেষ পাত্র' নারায়ণী দেবীর হস্তে এই সেবার ভার অর্পণ করেন। ইনি ব্রজলীলায় মধুব্রত নামে গায়ক ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

বাহুড়ি—প্রা. ফিরিয়া (চৈ. চ. ৩।১৩।৮৩)। **বাহুড়িয়া**—ফিরাইয়া (চৈ. চ. ২।৪।২০৪)।

বাহ্য—বাহ্য দশা (চৈ. চ. ১।১৭।৮৮), বাহিরের কথা (চৈ. চ. ২।৮।৫৫)।

বাহ্য সাধন—অন্তর সাধন দ্রঃ।

বিকর্ম—কর্ম দ্রঃ।

বিকাইলাঙ্—বিক্রীত হইলাম (চৈ. চ. ৩।৫।৭৩)।

বিকৃত—অলঙ্কার দ্রঃ।

বিগীত—নিন্দিত (চৈ. চ. ১।১৬।৬৬)।

বিচ্ছিত্তি—অলঙ্কার দ্রঃ।

বিচ্ছেদ—ভেদ (চৈ. চ. ১।৬।৭)।

বিজয়—গমন (চৈ. চ. ২।১৪।২২৯); তিরোধান।

বিজল্প—চিত্রজল্প দ্রঃ।

বিজাতীয়ভাব—ভিন্ন জাতীয় ভাব। যে ভাবের দ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন করেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই ভাবের **বিষয়** ও শ্রীরাধা **আশ্রয়**। সেবা করিয়া সেবকের যে সুখ তাহা আশ্রয় জাতীয়, আর সেব্যের যে সুখ তাহা বিষয়জাতীয়। আশ্রয়জাতীয় সুখের পক্ষে বিষয়জাতীয় ভাব বিজাতীয় (চৈ. চ. ১।৪।১২১)।

বিজাতীয় ভেদ—ভেদ দ্রঃ।

বিড়ক—পানের খিলি। **বিড়া**—পান (চৈ. চ. ২।৪।৭৭)।

বিতণ্ডা—পরের মতে দোষারোপ; স্বপক্ষ স্থাপনা; মিথ্যা বিচার (চৈ. চ. ২।৬।১৬১)।

বিতর্ক—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

বিদিতে—দৃষ্টিগোচর (চৈ. চ. ২।৪।৫১)।

বিদ্ধা—পূর্ব তিথির সহিত যুক্ত তিথি। বিদ্ধা তিথিতে উপবাসাদি নিষিদ্ধ, অবিদ্ধাতেই তাহা কর্তব্য (চৈ. চ. ২।২৪।২৫৪)।

বিদ্যানগর—গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের রাজকার্যস্থান। এখানে মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দ রায়ের প্রথম মিলন হয়। এই স্থানে শ্রীবৃন্দাবন হইতে সাক্ষী গোপালের আগমন হয়। কুলিয়ার নিকটে আর একটি বিদ্যানগর আছে। সেখানে সার্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে মহাপ্রভু আসিয়া কয়েক দিন বাস করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি—(আনুমানিক ১৪০০—১৫০৬ খ্রীঃ) প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। ইঁহার কবিতা বাংলা-মৈথিলী মিশ্রিত 'ব্রজবুলি'তে লিখিত। তৎকালে বাংলা ও মৈথিলী ভাষা ও লিপি প্রায় একরূপ ছিল। সুতরাং ইনি বঙ্গদেশ ও মিথিলার আদি কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অনেকের মতে ইনি মিথিলা-প্রবাসী বাঙ্গালী ছিলেন। ইঁহার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ। এই সমস্ত পদাবলী চৈতন্যদেব স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দের সহিত আস্বাদন করিতেন (চৈ. চ. ২।২।৬৬)। পদাবলী ব্যতীত গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী, পুরুষ পরীক্ষা ও বিবাদসার প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার রচিত বলিয়া কথিত।

'বিদ্যাপতি' উপাধি বিশিষ্ট একাধিক পদকর্তা ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডবাসী বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি বিখ্যাত।

বিদ্যাবাচস্পতি—মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভ্রাতা। ইনি কুলিয়ার নিকটবর্তী বিদ্যানগরে বাস করিতেন। নীলাচল হইতে চৈতন্যদেব যখন গৌড়ে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি বিদ্যানগরে গিয়া কয়েকদিন ইঁহার গৃহে বাস করিয়াছিলেন এবং বহু লোককে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব বিদ্যাবাচস্পতিকে "জল ব্রহ্মের" (গঙ্গার) উপাসনা করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর বন্দনা হইতে জানা যায়, ইনি সনাতন গোস্বামীর গুরু ছিলেন। বিদ্যাবাচস্পতি ব্রজলীলায় তুঙ্গভদ্রার প্রিয়া সুমধুরা নাম্নী গোপী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

বিধিধর্ম—শাস্ত্রনির্দিষ্ট বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম। 'লোকধর্ম, বেদ ধর্ম, দেহধর্ম কর্ম'। (চৈ. চ. ২।১১।৯৯, ২।২২।৮০)।

বিধিভক্তি, বিধিভজন—শাস্ত্রানুশাসনের ভয়ে যে ভজনের অনুষ্ঠান (চৈ. চ. ১।৩।১৬, ২।৮।১৮২, ২।২২।৫৭)।

বিধিমার্গ—মনে ভজনের অনুরাগ না থাকিলেও শাস্ত্রের শাসনে ও নরকভয়ে যে ভজন তাহাকে বিধিমার্গ বলে (চৈ. চ. ২।৮।১৮২).

বিধিলিঙ্—সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে 'অবশ্য কর্তব্য' অর্থে বিধিলিঙের প্রয়োগ হয়। সেই কর্তব্য না করিলে প্রত্যবায় হয়।

বিধেয়—অনুবাদ দ্রঃ।

বিধেয়াত্মা—জিতেন্দ্রিয় পুরুষ (গী. ২।৬৪)

বিনু—ব্যতীত (চৈ. চ. ১।৪।১৮৫)।

বিন্ধি—বিদ্ধ করিয়া (চৈ. চ. ২।২।২০)।

বিপশ্চিত—জ্ঞানী (গী. ২।৪২)।

বিপ্রলব্ধা—নায়িকা দ্রঃ।

বিপ্রলম্ভ—মিলনান্ত বিয়োগ। অমিলিত বা মিলিত নায়ক নায়িকার পরস্পর অভীষ্ট আলিঙ্গন চুম্বনাদির অপ্রাপ্তিবশতঃ উদ্‌গত ভাব। ইহা সম্ভোগ রসের সংপুষ্টিকারক। বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ, যথা—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত ও প্রবাস। রাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণের পূর্বরাগ, মান ও প্রবাস এবং রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের প্রেমবৈচিত্ত প্রসিদ্ধ (চৈ. চ. ২।২৩।৪২-৪৪ ; উ. নী. স্থায়ী ২-৪)।

বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা (চৈ. চ. ১।২।৭২)।

বিবরিতে—বিবৃত করিতে (চৈ. চ. ৩।১।৫২)।

বিবর্ত—১. পরিপক্ক অবস্থা (শ্রীজীব গোস্বামী); ২. বিপরীত (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী); ৩. ভ্রম, অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হইলেও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া যে ভ্রম।

বিবর্তবাদ—ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন নাই অথচ অজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করে, অজ্ঞ জীবও সেইরূপ ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া ভ্রম করে, ইহার নামই বিবর্তবাদ (চৈ. চ. ১।৭।১১৫-১৬, ২।৬।১৫৬)।

বিব্বোক—অলঙ্কার দ্রঃ।

বিভাব—যাহা দ্বারা এবং যাহাতে রতি প্রভৃতি ভাবের আস্বাদন করা যায় তাহাকে বিভাব বলে। বিভাব দুই প্রকার, **আলম্বন** ও **উদ্দীপন**। আলম্বন আবার দুই প্রকার, **বিষয়ালম্বন** ও **আশ্রয়ালম্বন**। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির বিষয়, এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে বলে বিষয়ালম্বন ; আর ভক্তগণে ঐ ভক্তি থাকে, এজন্য শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন। যাহা দ্বারা ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহাকে বলে **উদ্দীপন বিভাব**। আলম্বন বিভাবের (শ্রীকৃষ্ণের ও কৃষ্ণভক্তের) ক্রিয়া, মুদ্রা, রূপ, ভূষণাদি এবং দেশ কালাদি ভাবের উদ্দীপন করে। এজন্য ঐ

সকলকে উদ্দীপন বিভাব বলে। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি—উদ্দীপন (চৈ. চ. ২।২৩।৩০, ৪৯, ২।১৯।১৫৪)।

বিভু—সর্বব্যাপক, ঈশ্বর।

বিভূতি—শক্ত্যাবেশ অবতার দ্রঃ। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পৃথিব্যাদি সমস্তই ব্রহ্মের বিভূতি (চৈ. চ. ১।২।১০)।

বিভ্রম—অলঙ্কার দ্রঃ।

বিমৎসর—মৎসর (বৈরবুদ্ধি) রহিত ; দ্বেষরহিত (গী. ৪।২২)।

বিয়োগ—বিরহ (চৈ. চ. ২।২৩।৩৬)।

বিরক্ত—সংসারবিরাগী, বিষয়-বাসনা শূন্য (চৈ. চ. ২।৯।১৬৪, ১।১১।২৮)।

বিরজা—সিদ্ধলোকের বাহিরে যে চিন্ময় জলপূর্ণ কারণসমুদ্র পরিখাকারে পরব্যোমকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাকে বিরজা বলে (চৈ. চ. ১।৫।৪৩-৪৬)। ভগবানের স্বেদজলবাহিনী বিরজার অপর নাম কারণার্ণব। বিরজার একপারে ত্রিপাদ-বৈভব বা পরব্যোম ও অপর পারে পাদ-বৈভব বা মায়াধাম।

বিরাট—সমষ্টি শরীর।

বিরুদ্ধমতিকৃৎ—কোন বাক্যে বিরুদ্ধ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া সহৃদয়গণের রসাস্বাদনে বাধা উৎপাদক দোষ।

বিরোধাভাস—অর্থালঙ্কারবিশেষ। প্রকৃত বিরোধ না থাকা সত্ত্বেও বিরোধ বলিয়া প্রতীত হইলে তাহাকে বিরোধাভাস অলঙ্কার বলে (চৈ. চ. ১।১৬।৭৩-৭৪ ; ৩।১৮।৯৫)।

বিলাত—প্রাপ্য টাকা (চৈ. চ. ৩।৯।৩১)।

বিলাস—প্রকাশ দ্রঃ।

বিশুদ্ধসত্ত্ব—মায়ার সহিত শুদ্ধসত্ত্বের কোনও সংশ্রব নাই বলিয়া শুদ্ধসত্ত্বকে বিশুদ্ধসত্ত্বও বলে। শুদ্ধসত্ত্ব দ্রঃ।

বিশ্বম্ভর—বিশ্ব—ভৃ+খ। বিশ্বংভরতি ইতি। যিনি বিশ্বকে ভরণ অর্থাৎ ধারণ ও পোষণ করেন তিনি বিশ্বম্ভর (চৈ. চ. ১।৩।২৫)।

বিশ্বাসখানা—রাজদপ্তরের গোপনীয় বিভাগ (চৈ. চ. ৩।১৩।৯০)।

বিস্রম্ভ—সঙ্কোচবিহীন ভাবে পরস্পরের মধ্যে সর্বপ্রকার অভেদ প্রতীতি (চৈ. চ. ২।১৯।১৮৩), স্বচ্ছন্দ বিহার।

বিশ্রাম—নিত্য স্থিতি (চৈ. চ. ১।৫।১২), ক্ষান্ত, সমাপন (চৈ. চ. ৩।৫।৬৩)।

বিষয়—আশ্রয় দ্রঃ। **বিষয়ালম্বন**—বিভাব দ্রঃ।

বিষাদ—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

বিষ্ণু—বিষ্‌+নু। সর্বব্যাপক ভগবান্‌। নারায়ণ।

বিষ্ণুকাঞ্চী—কাঞ্জিভেরাম্‌ বা কাঞ্চীপুরম্‌ দুই ভাগে বিভক্ত। রেলওয়ে স্টেশনের এক মাইল দূরে শিবকাঞ্চী এবং শিবকাঞ্চী হইতে তিন মাইল দূরে বিষ্ণুকাঞ্চী। বিষ্ণুকাঞ্চীর বিগ্রহের নাম বরদ রাজ বা ভরদ্বাজ স্বামী এবং বৈকুণ্ঠ পরিমল।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী শ্রীলক্ষ্মী দেবীর অন্তর্ধানের পর তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। শিশুকাল হইতে ইনি পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। এই পতিব্রতা কিশোরীকে ত্যাগ করিয়াই মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শচীমাতার সেবা করিতেন। স্বামীর বিচ্ছেদে ইনি আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করিয়াছিলেন। কদাচিৎ ভূমিতে শয়ন করিতেন এবং সারাদিন হরিনাম জপ করিতেন। সংখ্যা রাখিতেন তণ্ডুল দ্বারা। সেই তণ্ডুল দিনান্তে পাক করিয়া প্রভুকে নিবেদন করিয়া কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা মতে সনাতন মিশ্র ছিলেন রাজা সত্রাজিৎ এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার কন্যা ভূ-স্বরূপিনী।

বিষ্ণুলোক—পরব্যোম ; নারায়ণাদি অনন্তস্বরূপের ধাম (চৈ. চ. ২।২১।৩৫)।

বিষ্ণুস্বামী—সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য চতুষ্টয়ের (রামানুজ, মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্কাচার্য) অন্যতম। ইনি বেদান্তের বিশুদ্ধাদ্বৈত ভাষ্যকার এবং রুদ্র সম্প্রদায়ের মূল আচার্য।

বিষ্বক্‌ সেন—বিষ্ণু (ভাঃ ১।২।৮, চৈ. চ. ৩।৫।২ শ্লোঃ)।

বিসর্গ—১. সৃষ্টি, পদার্থ দ্রঃ ; ২. দ্বিবিন্দুবর্ণ ; ৩. বিসর্জন ; ৪. দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ—স্বামী (গীতা ৮।৩)।

বিসলয়ে—বিহার করেন (চৈ. চ. ১।৫।১৯)।

বীথী—অঙ্গ দ্রঃ।

বীভৎস রস—গৌণ রস দ্রঃ।

বীরভদ্র গোস্বামী (বীর চন্দ্র গোস্বামী)—নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র ও বসুধা মাতার গর্ভজাত। জাহ্নবা মাতার শিষ্য। ইনি রাজবলহাটের নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামবাসী যদুনন্দন আচার্যের দুই কন্যা—শ্রীমতী ও শ্রীনারায়ণী দেবীকে বিবাহ করেন। বীরভদ্র প্রভুর তিন পুত্র—গোপীজন-বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র। জাহ্নবা মাতা উভয় পুত্রবধুকে দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং বীরভদ্র গোস্বামী যদুনন্দন আচার্যকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীবীরভদ্র

গোস্বামী শ্রীচৈতন্যভক্তিকল্পতরুর স্কন্ধ মহাশাখা এবং শ্রীচৈতন্যভক্তিমণ্ডপের মূল স্তম্ভ। ইনি স্বরূপে সংকর্ষণের ব্যূহ পয়োব্ধিশায়ী নারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বীর রস—গৌণ রস দ্রঃ।

বুদ্ধিমন্ত খান—নবদ্বীপবাসী মহাধনী। মহাপ্রভুর প্রতি অত্যন্ত প্রীতিসম্পন্ন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত মহাপ্রভুর বিবাহের সমুদয় ব্যয় ইনি স্বেচ্ছায় বহন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর দর্শন লাভের জন্য ইনি নীলাচলেও যাইতেন।

বুলুন—ভ্রমণ করুন (চৈ. চ. ২।১।১৬০); **বুলে**—ভ্রমণ করে (চৈ. চ. ১।১৭।১৩১)।

বূঢ়ন গ্রাম—খুলনা জিলার সাতক্ষীরা মহকুমায় অবস্থিত হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান। বূঢ়ন পরগনার 'ভাটকলাগাছি' নামক গ্রামে হরিদাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন (চৈ. ভাঃ ৯৯।২।৫)।

বৃজিন—ক্লেশ, অমঙ্গল (ভাঃ ১০।৯০।৪৮, চৈ. চ. ২।১৩।৪ শ্লোঃ)।

বৃত্তি—১. জীবিকানির্বাহ (চৈ. চ. ৩।১৪।৪৫); ২. শব্দের শক্তি যাহা দ্বারা অর্থ ব্যক্ত ও প্রসারিত হয়। শব্দের তিনটি বৃত্তি—মুখ্যা (বা অভিধা), লক্ষণা ও গৌণী। **মুখ্যা বা অভিধাবৃত্তি**—শব্দের স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হয় বা শব্দের উচ্চারণ মাত্রই যে অর্থ মনে উদিত হয়, তাহাই শব্দের মুখ্যার্থ। শব্দের যে বৃত্তি বা শক্তি দ্বারা এই মুখ্যার্থের প্রতীতি জন্মে, তাহাকে মুখ্যাবৃত্তি বা অভিধাবৃত্তি বলে (চৈ. চ. ১।৭।১০৩)। **গৌণীবৃত্তি**—মুখ্যার্থের অসঙ্গতি ঘটিলে মুখ্যার্থের কোনও একটি গুণ লইয়া মুখ্যার্থের সাদৃশ্যযুক্ত যে অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহাকে গৌণার্থ এবং যে বৃত্তি দ্বারা এই অর্থ লাভ করা যায়, তাহাকে গৌণীবৃত্তি বলে। যেমন—এই দেবদত্ত একটি সিংহ। অর্থাৎ 'সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী' ধরিতে হইবে (চৈ. চ. ১।৭।১০৪)। **লক্ষণাবৃত্তি**—মুখ্যার্থের অসঙ্গতি ঘটিলে বাচ্য সম্বন্ধ-বিশিষ্ট অন্য পদার্থের প্রতীতিকে লক্ষণা বলে। যেমন—'গঙ্গায় ঘোষ বাস করে' বলিলে 'গঙ্গাতীরে' বাস করে ধরিতে হইবে (চৈ. চ. ১।৭।১২৪-২৫)।

বৃদ্ধকাশী—বর্তমান নাম বৃদ্ধাচলম্। দক্ষিণ আর্কট জেলার ভেলার নামক নদীর একটি উপনদী মণিমুখের তীরে অবস্থিত।

বৃদ্ধকলাতীর্থ—মহাবলীপুরম্ বা সপ্তমন্দিরের অন্তর্গত বলিপীঠম্ হইতে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে তীর্থবিশেষ।

বৃন্দাবন—মথুরা জেলায় অতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থল। কৃষ্ণলোক দ্রঃ।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রথম প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের রচয়িতা। এই মহাগ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বলিয়া বৈষ্ণব জগতে কীর্তিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম বিপ্র-বৈকুণ্ঠ দাস। মাতা—শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী দেবী। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পূর্বে যখন শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তন করিতেন, তখন চারি বৎসর বয়স্কা দেবী নারায়ণীকে অতিশয় স্নেহবশতঃ স্বীয় ভুক্তাবশেষ তাম্বূল প্রসাদ প্রদান করিতেন। ইহা ১৪৩০ শকের ঘটনা বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। নারায়ণী দেবীর ১৪ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হইলে তাঁহার আবির্ভাবকাল আনুমানিক ১৪৪০।৪১ শক। তবে অনেকের মতে ইনি ১৫৩৭-১৬১৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন পিতা বিপ্রবৈকুণ্ঠ দাসের মৃত্যু হয়। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শৈশব কালেই নারায়ণী দেবী মামগাছি গ্রামে বাসুদেব দত্তের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ সেবার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখানেই বৃন্দাবন দাসের শৈশব-কাল অতিবাহিত হয়। ক্রমশঃ ইনি সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন। ইনি শ্রীনিত্যানন্দের সর্বশেষ শিষ্য। গুরুদেবের আদেশেই ইনি শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনা করেন। প্রথমে এই গ্রন্থের নাম 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' ছিল। শ্রীল লোচন দাস 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' নামে আর একখানা গ্রন্থ রচনা করায় শ্রীল বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' করা হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এই গ্রন্থের রচনা ১৪৭০ শকে সমাপ্ত হয় বলিয়া পণ্ডিতগণের অভিমত। এই গ্রন্থ ব্যতীত তত্ত্ববিলাস, দধিখণ্ড, বৈষ্ণব-বন্দনা, ভক্তিচিন্তামণি, নিত্যানন্দবংশমালা প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার রচিত। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা মতে ইনি দ্বাপরের ব্যাসদেব। ইনি ব্রজের কুসুমাপীড় সখার ভাবে আবিষ্ট ছিলেন।

বৃষ্ণি—কৃষ্ণ, যদু বংশ। **বৃষ্ণিপত্তন**—যদু বংশের রাজধানী, দ্বারকা (ভ. র. সি. ৩।১।১৩, চৈ. চ. ২।২৪।৩৯ শ্লোঃ)।

বেঙ্কটভট্ট—শ্রীরঙ্গমবাসী শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক। দক্ষিণ দেশ ভ্রমণকালে ইঁহার আগ্রহাতিশয্যে মহাপ্রভু চাতুর্মাস্য কাল ইঁহার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত চৈতন্যদেবের সখ্যভাব জন্মিয়াছিল। মহাপ্রভু বিদায় গ্রহণ করিলে ইনিও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। মহাপ্রভু নিষেধ করায় ইনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন। ইঁহার পুত্রই শ্রীবৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী।

বেঁচিয়াছেঁা—বিক্রয় করিয়াছি (চৈ. চ. ২।১৫।১৪৯, ৩।৪।৩৯)।

বেড়া কীর্তন—চারিদিকে ঘুরিয়া কীর্তন (চৈ. চ. ৩।১০।৫৬)।

বেনীমুক্ত—যে কান্ত প্রবাস হইতে আসিয়া কান্তার বেণী উন্মোচন করেন—(চৈ. চ. ২।২।১১ শ্লোঃ)।

বেনাপোল—যশোহর জেলার গ্রামবিশেষ। হরিদাস ঠাকুর কিছুকাল বেনাপোলের জঙ্গলে বাস করিয়া হরিনাম কীর্তন করিয়াছিলেন।

বেণু—দ্বাদশ অঙ্গুলী দীর্ঘ, অঙ্গুষ্ঠের মত স্থূল, ছয়টি ছিদ্রযুক্ত বংশী।

বেদ—১. ভারতের প্রাচীনতম অপৌরুষেয় শাস্ত্র। যথা—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব; ২. শ্রুতি; ৩. জ্ঞান (সুধাঃ ১০৫); ৪. ঋগাদিস্বরূপ নারায়ণ (সুধা. ২৭)। **বেদধর্ম**—বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম। **বেদপরতন্ত্র**—বেদের অধীন (চৈ. চ. ২।১০।১৩৩)। **বেদমাতা**—গায়ত্রী। **বেদব্যাস**—ব্যাস দ্রঃ (চৈ. চ. ২।২৫।৮০)।

বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ।

বেদান্ত—উপনিষৎ। ব্যাসপ্রণীত ব্রহ্ম প্রতিপাদক দর্শনশাস্ত্র। **বেদান্ত সূত্র**—চারিবেদ ও উপনিষদের সারমর্ম বেদব্যাস যে সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। ইহার অপর নাম ব্রহ্মসূত্র, ব্যাসসূত্র, বেদান্তদর্শন।

বেদাবন—তাঞ্জোর জেলায়, তিরুত্তুরাইগণ্ডি তালুকের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। তাঞ্জোর হইতে বিশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে।

বেপথু—কম্প (গী. ১।২৯)।

বৈকুণ্ঠ—প্রকৃতির পারে মায়াতীত চিন্ময় ভগবদ্ধাম। ইহা সর্বগ, অনন্ত ও বিভু। বৈকুণ্ঠনাথ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ অবতারগণ সেখানে বাস করেন। চিন্ময় কারণার্ণব ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে (চৈ. চ. ১।৫।৪৩-৪৫)।

বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রপুরী, ইন্দ্রধ্বজ। **বৈজয়ন্তী**—পতাকা, ধ্বজা, মালা।

বৈজয়িক—কলাবিশেষ। বিজয়বিষয়ক।

বৈতালিক—স্তুতিপাঠক, বন্দী।

বৈধীভক্তি—ভক্তি দ্রঃ।

বৈনতেয়—বিনতার পুত্র, অরুণ, গরুড়।

বৈবর্ণ্য—সাত্ত্বিক ভাব দ্রঃ।

বৈভব—যে সকল ভগবদ্বিগ্রহ স্বরূপে মূলস্বরূপের তুল্য, কিন্তু শক্তির বিকাশে মূলস্বরূপ অপেক্ষা ন্যূন, তাঁহাদিগকে বৈভব বা প্রাভব বলে। প্রাভব অপেক্ষা বৈভবে শক্তির বিকাশ অধিক। **বৈভবপ্রকাশ**—'কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ বিলাস'

দ্রঃ। মূলস্বরূপের তুল্য আবির্ভাব সকলকে প্রকাশ বলে। দ্বারকার মহিষীগণ শ্রীরাধার বৈভবপ্রকাশ। কারণ তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধা অপেক্ষা শক্তির (সৌন্দর্য মাধুর্যাদির) বিকাশ কম।

বৈভববিলাস—লীলাবিশেষের জন্য স্বয়ংরূপ ভিন্ন আকারে প্রকট করিলে তাঁহাকে **বিলাস** বলে। শক্তিবিকাশে বিলাসরূপ স্বয়ংরূপের কিঞ্চিৎ ন্যূন। লীলাবিশেষের জন্য স্বয়ংরূপ অপেক্ষা ভিন্ন আকারে প্রকটিত কিঞ্চিৎ ন্যূন শক্তিসম্পন্ন রূপকে **বৈভববিলাস** বলে।

বৈভববিলাসাংশ—বৈভববিলাসরূপে অংশ রূপ। যথা: লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধার বৈভববিলাসরূপে অংশরূপ (চৈ. চ. ১।৪।৬৭, ২।২০।১৪০, ১৪৩, ১৪৭, ১৬০-৭৯)।

বৈল—প্রা. বলিল (চৈ. চ. ১।১৪।২১)।

বৈষ্ণব—বিষ্ণুভক্ত। যাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনিই **বৈষ্ণব**। যাঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণ নাম **তিনিই বৈষ্ণবতর** এবং যাঁহাকে দেখিলেই কৃষ্ণ নাম মুখে আসে, তিনি **বৈষ্ণবতম** (চৈ চ. ২।১৬।৭১-৭৪)। 'কে বৈষ্ণব' কহ তার সামান্য লক্ষণে।—এই প্রশ্নের উত্তরে:

প্রভু কহে—যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥

চৈ. চ. ২।১৫।১০৬-০৭।

* * *

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব, করি তার পরম সম্মান॥

চৈ. চ. ২।১৫।১১১।

* * *

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥

চৈ. চ. ২।১৬।৭১।

* * *

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥

চৈ. চ. ২।১৬।৭৩।

বৈষ্ণব লক্ষণ—বৈষ্ণবের শরীরে সর্বপ্রকার মহৎগুণ বিদ্যমান থাকে। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান : বৈষ্ণব—১. কৃপালু (পরদুঃখ মোচনে আগ্রহশীল); ২. অকৃতদ্রোহ (নিজ দ্রোহিজনের বা অন্য কাহারো তিনি অনিষ্ট করেন না); ৩. সত্যসার (সত্যই তাঁহার বল); ৪. সম (সুখে দুঃখে তাঁহার সমান জ্ঞান); ৫. নির্দোষ (তাঁহার আত্মা অনবদ্য, অসূয়াদি দোষরহিত); ৬. বদান্য (দাতা); ৭. মৃদু (কোমল স্বভাব); ৮. শুচি (সদাচারসম্পন্ন); ৯. অকিঞ্চন (যিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন); ১০. সর্বোপকারক ; ১১. শান্ত (তাঁহার অন্তঃকরণ নিয়ত অর্থাৎ সংযত); ১২. কৃষ্ণৈকশারণ ; ১৩. অকাম (কামনাশূন্য); ১৪. অনীহ (কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্যবিষয়ে চেষ্টাশূন্য); ১৫. স্থির (ফলপ্রাপ্তি পর্যন্ত অবিচলিত); ১৬. বিজিত ষড়্গুণ (ক্ষুৎ, পিপাসা, জরা, ব্যাধি, শোক, মোহ—এই ছয়টিকে, অথবা কাম ক্রোধাদি ষড়্রিপুকে যিনি জয় করিয়াছেন); ১৭. মিতভুক্ (মিতাহারী); ১৮. অপ্রমত্ত (সাবধান, মমতাশূন্য); ১৯. মানদ (অন্যের মান দাতা); ২০. অমানী (সম্মানপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না); ২১. গম্ভীর (নির্বিকার); ২২. করুণ (পরদুঃখকাতর); ২৩. মৈত্র (মিত্রভাবাপন্ন); ২৪. কবি ; ২৫. দক্ষ (কর্মকুশল) এবং ২৬. মৌনী (বৃথা আলাপ বর্জিত) (চৈ. চ. ২।২২।৪৪-৪৭)।

বৈষ্ণব-অপরাধ—

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভি নন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥
—হ. ভ. বি. ১০।২৩৯।

বৈষ্ণবতাড়ন, নিন্দা, দ্বেষ, অনভিনন্দন, ক্রোধ ও বৈষ্ণব দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ না করা বৈষ্ণব-অপরাধ। বৈষ্ণব-অপরাধে ভক্তিমার্গ হইতে পতন হয়। অপরাধক্ষালনের জন্য সেই বৈষ্ণবের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। তাঁহাকে না পাইলে একান্তভাবে শ্রীহরিনাম আশ্রয় কর্তব্য (চৈ. চ. ২।১৯।১৩৮)।

বৈসয়ে—প্রা. বসে, অবস্থিত হয় (চৈ. চ. ১।৪।৭৯)।

বোঝারি—প্রা. বোঝা বহনকারী (চৈ. চ. ৩।১০।৩৬)।

বোধ—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

বোধায়ন—বেদান্তের প্রাচীন ভাষ্যকার ও আচার্য। মূল বোধায়ন বৃত্তি দুষ্প্রাপ্য। কথিত আছে, আচার্য রামানুজ বোধায়ন বৃত্তি অধ্যয়নের জন্য স্বীয় প্রধান শিষ্য কুরেশকে কাশ্মীরে প্রেরণ করেন। উহা লিখিয়া আনার অনুমতি

না থাকায় কুরেশ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া দক্ষিণ ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলে রামানুজাচার্য এই বৃত্তির সাহায্যে বিখ্যাত শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করেন।

বোল—প্রা. বাক্য, কথা (চৈ. চ. ১।৫।১৬৭)। **বোলয়ে**—কহেন (চৈ. চ. ৩।২।৯২)।

বোলাইয়া—ডাকাইয়া (চৈ. চ. ৩।১৩।৩২)। **বোলাইল**—কহাইল (চৈ. চ. ১।১৪।১৯), ডাকিল (চৈ. চ. ১।১৪।৯)। **বোলাঞাছে**—ডাকিয়াছেন (চৈ. চ. ৩।৪।১১৪)। **বোলাবুলি**—পরস্পরের প্রতি বলা (চৈ. চ. ২।১২।১৯৩)। **বোলাহ**—ডাক (চৈ. চ. ৩।২।২৬)।

বৌলি—প্রা. বকুলের বীজ (চৈ. চ. ১।১৩।১০৮)।

ব্যতিরেক বিধি—অভিধেয় দ্রঃ।

ব্যবসায়াত্মিকা—নিশ্চয়াত্মিকা (গী. ২।৪১)।

ব্যভিচারী ভাব—সঞ্চারীভাব। বি (বিশেষরূপে)+অভি (আভিমুখ্যে)+চর্ (গতি, সঞ্চরণ)+নিন্=ব্যভিচারী। যে ভাব স্থায়ীভাবের (কৃষ্ণরতিই স্থায়ীভাব) অভিমুখে বিশেষরূপে সঞ্চরণ করে, তাহাকে **ব্যভিচারী ভাব** বা **সঞ্চারীভাব** বলে। ব্যভিচারীভাব তেত্রিশটি, যথা—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি এবং বোধ (চৈ. চ. ২।৮।১৩৫)। **অপস্মৃতি**—দুঃখোৎপন্ন ধাতু বৈষম্যাদিজনিত চিত্তের বিপ্লব। ভূমিপতন, ধাবন, অঙ্গব্যথা, ভ্রম, কম্প, ফেনস্রাব, বাহুক্ষেপণ এবং উচ্চ শব্দাদি ইহার লক্ষণ। **অবহিত্থা**—কোন কৃত্রিম ভাব দ্বারা গোপনীয় ভাবের অনুভাব সম্বরণ করাকে অবহিত্থা বলে। ভাবপ্রকাশক অঙ্গাদির গোপনতা, অন্যদিকে দৃষ্টিপাত, বৃথা চেষ্টা, বাগ্‌ভঙ্গি প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। **অমর্ষ**—

"অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতা।
তত্র স্বেদঃ শিরঃ কম্পো বিবর্ণত্বং বিচিন্তনম্॥
উপায়ান্বেষণাক্রোশ বৈমুখ্যোত্তাড়নাদয়ঃ॥"

তিরস্কার ও অপমানাদিজনিত অসহিষ্ণুতার নাম অমর্ষ। ঘর্ম, শিরঃকম্পন, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায় অন্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়না ইহার কার্য (চৈ. চ. ২।২।৫৪)। **অসূয়া**—সৌভাগ্য ও গুণাদিবশতঃ পরের সম্বন্ধে দ্বেষকে অসূয়া বলে। ঈর্ষা, অনাদর, আক্ষেপ, গুণসমূহেও দোষারোপ, অপবাদ, বক্রদৃষ্টি, ভ্রূভঙ্গী প্রভৃতি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ২।১৪।১৭১)।

আবেগ—চিত্তবিভ্রম। ইহা প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্নি, বায়ু, বর্ষা, উৎপাত, হস্তী ও শত্রু হইতে উৎপন্ন হইয়া আট প্রকার হয়। **আলস্য**—তৃপ্তি ও শ্রমাদি নিবন্ধন সামর্থ্য থাকিতেও কর্মে অপ্রবৃত্তি। ইহাতে অঙ্গভঙ্গ, জৃম্ভা, কার্যের প্রতি দ্বেষ, চক্ষুমর্দন, তন্দ্রা ও নিদ্রাদি প্রকাশ পায়। **উন্মাদ**—"উন্মাদো হৃদ্‌ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ। অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্। প্রলাপোধাবনাক্রোশবিপরীত ক্রিয়াদয়ঃ॥" অতিশয় আনন্দ, আপদ ও বিরহাদিজনিত চিত্তবিভ্রম। অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার ও বিপরীত ক্রিয়াদি ইহার কার্য (চৈ. চ. ২।১।৭৮, ২।২।৫৪)। **ঔগ্র**—অপরাধ ও দ্বিরুক্তি প্রভৃতি হইতে জাত ক্রোধ। বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভর্ৎসন, তাড়নাদি ইহার লক্ষণ। **ঔৎসুক্য**—"ইষ্টানবাপ্তেরৌৎসুক্যং কালক্ষেপাসহিষ্ণুতা।" অভীষ্ট বস্তুর দর্শন ও প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠাবশতঃ কালবিলম্ব যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখনই তাহাকে ঔৎসুক্য বলে (চৈ. চ. ২।২।৫৪, ৩।১৭।৪৬)। **গর্ব**—সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্বোত্তম আশ্রয় এবং ইষ্ট লাভাদি হেতু অন্যের অবজ্ঞাকে গর্ব বলে। সোপহাসবাক্য, লীলাবশতঃ নিরুত্তর, নিজাঙ্গদর্শন, স্বাভিপ্রায়গোপন, অন্যের বাক্য না শুনা—ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ২।২।৫৬, ২।৮।১৩৯, ২।১৪।১৭১)। **গ্লানি**—শ্রম, মনঃপীড়া ও রত্যাদি দ্বারা দেহের ওজঃ ধাতুর ক্ষয়জনিত দুর্বলতা। ওজঃ ধাতু শুক্র হইতেও উৎকৃষ্ট ধাতুবিশেষ। গ্লানিতে কম্প, অঙ্গজড়তা, বৈবর্ণ্য, কৃষতা ও চক্ষুঘূর্ণাদি হইয়া থাকে। **চাপল্য**—রাগ ও দ্বেষাদিজনিত চিত্তের লঘুতা বা গাম্ভীর্যহীনতাকে চাপল বা চাপল্য বলে। অবিচার, পারুষ্য এবং স্বচ্ছন্দ আচরণাদি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ২।২।৫২)। **চিন্তা**—অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি এবং অনভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তিনিবন্ধনভাবনা। নিঃশ্বাস, অধোবদন, ভূমিবিদারণ, নিদ্রাশূন্যতা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, বাষ্প, দৈন্য প্রভৃতি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ৩।১১।১৩)। **জাড্য**—ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ, দর্শন ও বিরহাদিজনিত বিচারশূন্যতা। **ত্রাস**—বিদ্যুৎ, ভয়ানক প্রাণী এবং প্রখর শব্দ হইতে হৃদয়ের ক্ষোভ। পার্শ্বস্থ বস্তুর অবলম্বন, রোমাঞ্চ, কম্প, স্তম্ভ, ভ্রমাদি ইহার লক্ষণ। ইহা মোহের পূর্বের ও পরের অবস্থা। অনিমেষ নয়ন, তূষ্ণীভাব এবং বিস্মরণাদি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ৩।৭।১৩১, ৩।১৭।৪৬)। **দৈন্য**—দুঃখ, ত্রাস এবং অপরাধাদিবশতঃ আপনাকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করাকে দৈন্য বলে (চৈ. চ. ২।২।৩২, ২।২।৫৪)। **ধৃতি**—১. ধৈর্য; ২. জ্ঞান, দুঃখের অভাব, উত্তম বস্তুপ্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় প্রেমলাভ

দ্বারা মনের যে পূর্ণতা, তাহার নাম ধৃতি। ইহাতে অপ্রাপ্ত বস্তু বা বিনষ্ট বস্তুর জন্য দুঃখ হয় না ; ৩. জিহ্বোপস্থজয়োধৃতিঃ অর্থাৎ জিহ্বা ও জননেন্দ্রিয়ের সংযমই ধৃতি (চৈ. চ. ২।১৯।৩৭ শ্লোঃ, ২।২৪।১১৬, ১১৮)। **নিদ্রা**—চিন্তা, আলস্য, স্বভাব এবং শ্রমাদি দ্বারা চিত্তের যে বাহ্যবৃত্তির অভাব, তাহাকে নিদ্রা বলে। অঙ্গভঙ্গ, জৃম্ভা, জড়তা, নিঃশ্বাস, নেত্রনিমীলন প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। **নির্বেদ**—মহাদুঃখ, বিরহ, ঈর্ষ্যা ও সদ্বিবেকাদিজনিত নিজের অবমাননা জ্ঞানকে নির্বেদ বলে। চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দীর্ঘ নিঃশ্বাসাদি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ২।২।৩২, ৬৫, ২।১৯।২৩ শ্লোঃ)। **বিতর্ক**—হেতু পরামর্শ ও সংশয়াদি নিমিত্ত বস্তুতত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য বিচার। ভ্রূক্ষেপ, মস্তকচালন ও অঙ্গুলি সঞ্চালনাদি ইহার লক্ষণ। **বিষাদ**—ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি ও অপরাধাদি হইতে অনুতাপ (চৈ. চ. ২।২।২৫, ৬৫ ; ৩।১৭।৪৬)। **বোধ**—অবিদ্যা (অজ্ঞান), মোহ ও নিদ্রাদির ধ্বংস জন্য যে প্রবুদ্ধতা অর্থাৎ জ্ঞানের আবির্ভাব, তাহাকে বোধ বলে। **ব্যাধি**—অতিশয় দ্বেষ ও বিচ্ছেদাদি দ্বারা যে জ্বরাদি উৎপন্ন হয় তাহার নাম ব্যাধি। অভীষ্ট বস্তুর অলাভে শরীরের পাণ্ডুতা ও উত্তাপ। ইহাতে অঙ্গশিথিলতা, নিঃশ্বাস, স্তম্ভ, উত্তাপ, গ্লানি প্রভৃতি প্রকাশ পায়। **ব্রীড়া**—লজ্জা। নব সঙ্গম, অকার্য, স্তব এবং অবজ্ঞাদি হেতু উৎপন্ন ধৃষ্টতাবিরোধী ভাব। মৌন, চিন্তা, মুখাচ্ছাদন, ভূমিলিখন, অধোমুখতা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। **মতি**—শাস্ত্রাদির বিচারজাত যাথার্থ্য নির্ধারণ। সংশয় ও ভ্রমের ছেদনহেতু কর্তব্যকরণ, শিষ্যদিগকে উপদেশদান, তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ৩।১৭।৪৬)। **মদ**—জ্ঞাননাশক আহ্লাদ। ইহা দ্বিবিধ, মধুপানজনিত এবং কন্দর্প বিকারাতিশয়জনিত। গতি, অঙ্গ ও বাক্যের স্খলন, নেত্রঘূর্ণা, রক্তিমাদি ইহার লক্ষণ। **মৃতি**—বিষাদ, ব্যাধি, ত্রাস, প্রহার ও গ্লানি প্রভৃতি দ্বারা প্রাণত্যাগের পূর্বাবস্থা। অস্পষ্ট বাক্য, দেহবৈবর্ণ্য, অল্প শ্বাস ও হিক্কাদি ইহার লক্ষণ। **মোহ**—১. হর্ষ, বিচ্ছেদ, ভয় ও বিষাদাদি হইতে মনের যে বোধশূন্যতা, তাহার নাম মোহ। ইহাতে ভূমিতে পতন, শূন্যেন্দ্রিয়তা, ভ্রমণ এবং নিশ্চেষ্টতাদি প্রকাশ পায় ; ২. ভ্রম (স্বামী) ; ৩. দেহাদিতে অহংবুদ্ধি ; ৪. মঙ্গলকে অমঙ্গল বোধ। **শঙ্কা**—স্বীয় চৌর্যাপবাদে, অপরাধে এবং পরের ক্রূরতাবশতঃ নিজের অনিষ্ট দর্শন। মুখশোষ, বৈবর্ণ্য, দিক্ নিরীক্ষণ—পলায়নাদি ইহার লক্ষণ। **শ্রম**—পথ-ভ্রমণ, নৃত্যাদিজনিত খেদ। নিদ্রা, স্বেদ, অঙ্গসংমর্দ, জৃম্ভণ, দীর্ঘশ্বাসাদি

ইহার লক্ষণ। **সুপ্তি**—নানা প্রকার চিন্তা ও নানা বিষয় অনুভবজনিত নিদ্রার নাম সুপ্তি। ইহাতে ইন্দ্রিয়ের অবসন্নতা, নিঃশ্বাস, নেত্রনিমীলনাদি প্রকাশ পায়। **স্মৃতি**—সদৃশ বস্তুদর্শন, অথবা দৃঢ় অভ্যাসজনিত পূর্বানুভূত অর্থের প্রতীতি। শিরঃকম্পন ও ভ্রূবিক্ষেপাদি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ৩।১৭।৪৬)। **হর্ষ**—অভীষ্ট বস্তুর দর্শন ও লাভাদিজনিত চিত্তের প্রফুল্লতা। ইহাতে রোমাঞ্চ, ঘর্ম, অশ্রু, মুখের প্রফুল্লতা, আবেগ, উন্মাদ, জড়তা, মোহ প্রভৃতি প্রকাশ পায় (চৈ. চ. ২।২।৬৫ ; উ. নী., ব্যভিচারি—১-১০)।

ব্যষ্টি—পৃথক পৃথক ভাব (চৈ. চ. ২।২০।২৫৩, ২৬০)।

ব্যাজস্তুতি—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি ও স্তুতিচ্ছলে নিন্দাকে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার বলে (চৈ. চ. ২।২।৫৬)।

ব্যাধি—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

ব্যালী—সর্পিণী (উ. নী., সখী. ২৮)।

ব্যাস—কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, পরাশর-সত্যবতীর পুত্র। ইনি বেদবিভাগ কর্তা ঋষি। **ব্যাসকূট**—ব্যাসের রচনার দুর্বোধ্য অংশ। **ব্যাসপূজা**—আষাঢ়ী পূর্ণিমা বা গুরু পূর্ণিমায় সন্ন্যাসিগণ মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক সন্ন্যাসের আদিগুরু ব্যাস-দেবের পূজা করেন। যতিধর্মনির্ণয় নামক গ্রন্থে ইহার বিধান আছে। **ব্যাসবাক্য**—(ব্যাকরণে) যে বাক্যে সমাসের পদসমূহ পৃথক করিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, বিগ্রহবাক্য। **ব্যাসসূত্র**—চারি বেদ ও উপনিষদের সারমর্ম বেদব্যাস **বেদান্তসূত্র** বা **ব্রহ্মসূত্রে** গ্রথিত করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে ব্যাসসূত্র বলে। এই ব্যাসসূত্রের ব্যাখ্যাই চতুঃশ্লোকী (চৈ. চ. ২।২৫।৭৮-৮১)।

ব্যুদস্ত—দূরীভূত (ভাঃ ১২।১২।৬৯ ; চৈ. চ. ২।২৪।১২ শ্লোঃ)।

ব্যূঢ়—বূ্যহবদ্ধ (গী. ১।৩)।

ব্রজ—শ্রীমথুরামণ্ডলবর্তী চৌরাশী ক্রোশব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল (ভাঃ ২।৭।২৮)।

ব্রজ প্রেম—ভগবানে ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন কেবলা প্রেম। স্বসুখবাসনাহীন, কৃষ্ণ সুখৈকতাৎপর্যময়ী, কেবলা প্রীতির সহিত সাধন ভজন প্রভাবে সাধকের মনে ভগবানের প্রতি ঐশ্বর্য বুদ্ধি লোপ হইয়া মমত্ব বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইলে ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইলে তিনি সাধককে ব্রজ প্রেম দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ ব্রজ প্রেম দিতে পারেন না, তাই তিনি বলিয়াছেন, 'আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ প্রেম দিতে' (চৈ. চ. ১।৩।২০)। ব্রজ প্রেমের প্রথম স্তরে রতি বা ভাব বা প্রেমাঙ্কুর সাধকের মনে উদিত হয়। এই রতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে

প্রেমে পর্যবসিত হয়। ব্রজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি ভাবের লীলা আছে। ব্রজভাবের সাধক ইহার যে কোন একটি ভাবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতে পারেন। রতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পর্যবসিত হইতে পারে। কিন্তু সাধকের যথাবস্থিত দেহে প্রেমের ঊর্দ্ধতর স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভবপর নয় (চৈ. চ. ২।২২।৯৪)। শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দ ভাগবত স্বামিপাদ সাধন কুসুমাঞ্জলিতে 'প্রারব্ধ খণ্ডন' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "সাধক দেহে ভক্তির পূর্ণাবির্ভাব প্রেম পর্যন্তই হয়, ইহা প্রায়িক সাধারণ নিয়ম" (পৃঃ ১৪০)।

ব্রহ্ম—বৃংহ ধাতু হইতে ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন—বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম। বৃংহতি—যিনি বড় হয়েন, অর্থাৎ যিনি নিজে বড় এবং বৃংহয়তি—যিনি বড় করেন, তিনি ব্রহ্ম। বিষ্ণুপুরাণ (১।১২।৫৭) বলেন—বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহনত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম-পরমং বিদুঃ—অর্থাৎ যিনি সর্বত্র বিদ্যমান ও সকলের মূল তিনি ব্রহ্ম। রূঢ়ি-বৃত্তিতে জ্ঞানমার্গের সাধকের পক্ষে ব্রহ্ম নিরাকার নির্বিশেষ। "ন তৎসমোঽভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।...পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ"।—শ্বেতাশ্বর ৬।৮। অর্থাৎ যিনি বৃহত্তম তত্ত্ব ও সর্বব্যাপক তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি। তাঁহার জ্ঞানের ও ইচ্ছার ক্রিয়া স্বাভাবিকী।

ব্রহ্মনির্বাণ—মোক্ষ (গী. ৫।২৪)। **ব্রহ্মভূত**—ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত (গী. ৫।২৪, ৬।২৭, ১৮।৫৪)। **ব্রহ্মভূয়**—ব্রহ্মত্বলাভ, ব্রহ্মভাব মোক্ষ—স্বামী (গী. ১৪।২৬)। **ব্রহ্মময়**—জ্ঞানমার্গ দ্রঃ। **ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা**—ব্রহ্মে যোগ (সমাধি)=ব্রহ্মযোগ, ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ অনুভব, তদ্দ্বারা যুক্ত (সমাহিত) আত্মা (অন্তঃকরণ, অখণ্ড সাক্ষাৎকাররূপ চিত্তবৃত্তি) যাঁহার তিনি ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (গী. ৫।২১)। **ব্রহ্মসূত্র**—ব্রহ্মসূচক সূত্র, ব্যাসসূত্র। ব্যাস দ্রঃ। **ব্রহ্মসাযুজ্য**—নিরাকার ব্রহ্মে লয়। আর ভগবদ্ বিগ্রহে অর্থাৎ সাকার ভগবানে লয়ের নাম ঈশ্বর সাযুজ্য। সাত্ত্বিকী ভক্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম সাযুজ্য প্রাপ্ত হইলে ভক্তিবাসনাবশতঃ 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে' [ভাবার্থ দীপিকায় (ভাঃ ১০।৮৭।২১) শঙ্কর ভাষ্য] ইত্যাদি বচন দ্বারা তাদৃশ মুক্তগণের মধ্যে কাহারও কদাচিৎ পুনরায় প্রেমভক্তি লাভ হয়। কিন্তু ঈশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্তগণের আর ভক্তি লাভের সম্ভাবনা থাকে না।

ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি লোকপিতামহ। গুণাবতার। রজোগুণ অঙ্গীকার করিয়া ইনি সৃষ্টি করেন। গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম ইহার জন্মস্থান,

এজন্য ইহার এক নাম কমলযোনি বা কমলাসন। ব্রহ্মা দুই প্রকার—**জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি**। যে পুরুষ শত জন্ম ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে স্বধর্ম পালন করেন, তিনি ব্রহ্মার পদ লাভ করেন। যথা—'স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চিতামেতি' (ভাঃ ৪।২৪।২৯)। সৃষ্টিকালে এরূপ যোগ্য জীব পাইলে ঈশ্বর তাঁহাতেই শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহার দ্বারা সৃষ্টিকার্য করাইয়া লন। এই ব্রহ্মাকে **জীবকোটি ব্রহ্মা** বলা হয়। কোন কল্পে এরূপ যোগ্য জীব না পাইলে মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মার রূপ ধারণ করেন। সেই ব্রহ্মাকে বলা হয় **ঈশ্বরকোটি**। যথা—ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ। ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥—ল. ভা., ধৃত পাদ্মবচন (চৈ. চ. ২।২০।২৫৯-২৬১)।

এই ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন পঞ্চাশ কোটি যোজন। ইহার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার চারিটি বদন, অষ্ট বাহু ও অষ্ট নেত্র। ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা অনন্ত কোটি, ব্রহ্মার সংখ্যাও অনন্ত কোটি। কোটি কোটি যোজন বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও আছে। আয়তন অনুসারে উহাদের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার বদন, বাহু ও নেত্রের সংখ্যাও অগণিত।

ব্রহ্মা আবার **বৈরাজ** ও **হিরণ্যগর্ভ** ভেদে দ্বিবিধ। বৈরাজ ব্রহ্মার স্থূল বা সমষ্টি শরীর, দেবতাদি ইঁহাকে দেখিতে পান এবং ইনি দেবতাদিগকে বরও দিয়া থাকেন। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার দেহ সূক্ষ্ম বা মহত্ত্বময়। ইনি দেবতাদের অদৃশ্য। কেবল 'ঈশ্বরই ইঁহাকে দেখিতে পায়েন'। (লঃ ভাঃ)—ডঃ নাথ।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী—ভক্তিকল্পতরুর নবমূলের একমূল। দক্ষিণ দেশ হইতে মহাপ্রভু (চৈতন্যদেব) নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে ব্রহ্মানন্দ ভারতী নীলাচলে আগমন করেন এবং মহাপ্রভুর সহিত বাস করেন। ইনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন, সেজন্য ইঁহার প্রতি চৈতন্যদেবের গুরুবুদ্ধি ছিল। ইনি প্রথমে মৃগচর্মাম্বর ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। ইহাতে দম্ভের উদ্রেক হয় বলিয়া মহাপ্রভু কৌশলে ইঁহার চর্মাম্বর ত্যাগ করাইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী ছাড়া একজন ব্রহ্মানন্দ পুরীও ছিলেন। তিনিও ভক্তিকল্পতরুর নবমূলের একজন, যথা—"পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী। ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী"॥ .. এই নবমূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥ (চৈ. চ. ১।৯।১১, ১৩)

ব্রাহ্মণ—১. বেদের অংশ বিশেষ যাহাতে যজ্ঞাদি বর্ণিত হইয়াছে; ২. বিপ্র, চতুর্বর্ণের প্রথম বর্ণ। ব্রাহ্মণের দ্বাদশ গুণ, যথা—(ক) ধর্ম, সত্য, দম, তপঃ, অমাৎসর্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অসূয়াহীনতা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি (জিহ্বা ও উপস্থের

বেগসম্বরণ) ও শ্রুত (বেদাধ্যয়ন)—(সনৎসুজাত)। (খ) ধন, আভিজাত্য, রূপ, তপস্যা, শ্রুত, ওজঃ, তেজঃ, প্রভাব, বল, পৌরুষ, বুদ্ধি ও অষ্টাঙ্গযোগ (ভ. স.)। (গ) শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জব, বিরক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সন্তোষ, সত্য ও আস্তিক্য (মুক্তাফলটীকা)। (ঘ) "যোগস্তপো দমোদানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা, বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতৎ ব্রাহ্মণলক্ষণম্"— (সরল বাঙ্গালা অভিধান)। এখানে ঘৃণা অর্থ অপমানজ্ঞান, লজ্জাবোধ ; ৩. ব্রাহ্মণ পরমপুরুষের মুখ হইতে জাত, যথা—

পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ।
উর্ব্বোর্বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রোব্যজায়ত ॥—(ভাঃ ২।৫।৩৭)।

ব্রীড়া—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

ভ

ভক্ত—যাহার ভক্তি আছে, অনুরক্ত, সেবক। ঈশ্বরস্বরূপভক্ত, তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম (চৈ. চ. ১।১।৩০)। ভক্ত ঈশ্বরস্বরূপ। ভক্তের দেহ যেন ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বা শ্রীমন্দির এবং ভক্তের হৃদয় তাঁহার সিংহাসন, যেখানে ঈশ্বর সতত বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করেন। পার্ষদ ও সাধকভেদে ভক্ত দ্বিবিধ (চৈ. চ. ১।১।৩১)। পার্ষদ ও সাধক দ্রঃ। শ্রীমদ্‌-ভাগবত মতে (ভাঃ ১১।১৪।১৫) আত্মযোনি ব্রহ্মা, আত্মস্বরূপ শঙ্কর এবং স্বীয় কান্তা লক্ষ্মী দেবী অপেক্ষাও ভক্ত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর প্রিয়। ইহাতে ভক্তের মাহাত্ম্য সূচিত হইতেছে। কৃষ্ণ সাম্যে তাঁহার মাধুর্য আস্বাদন সম্ভবপর হয় না, ভক্তভাবেই সেই মাধুর্য উপভোগ সম্ভবপর (চৈ. চ. ১।৬।৮৯)। **ভক্তরূপ**—পঞ্চতত্ত্বের প্রধান তত্ত্ব। নবদ্বীপলীলায় নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'ভক্তরূপ' বলে। **ভক্তস্বরূপ**—কৃষ্ণাবতারের বিলাসরূপ শ্রীনিত্যানন্দ। **ভক্তাবতার**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য (পূর্ব লীলায় শ্রীসদাশিব)। **ভক্তাখ্য**—শ্রীবাসাদি এবং **ভক্তশক্তিক**—শ্রীগদাধর (চৈ. চ. ১।১।১৪ শ্লোঃ)।

ভক্তি—ভজ্‌ (সেবা করা)+ক্তি ভাব বা। পূজ্য ব্যক্তির ভজন। বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে ভগবানে ঐকান্তিক ভালবাসার নাম ভক্তি। ইহা অমৃতরূপা। যথা—ওঁ সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা। অমৃতরূপা চ—(না. ভ. সূ. ২-৩)। ভগবানে পরানুরক্তিই ভক্তি। যথা—ওঁ সা পরাণুরক্তিরীশ্বরে (না. ভ. সূ. ২২)। "অন্যবাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম। আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥ এই শুদ্ধ ভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়"—(চৈ. চ. ২।১৯।১৪৮-১৪৯)।

ভক্তি লাভ করিলে মানুষ সিদ্ধ হয়, অমৃতত্ব লাভ করে ও তৃপ্ত হয়। ইহা পাইলে আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না, দ্বেষ করে না। ভগবদ্বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে আনন্দ অনুভব করে না বা উৎসাহ বোধ করে না, যথা—ওঁ যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি (না. ভ. সূ. ৪-৫)। কর্মজ্ঞান ও যোগ (রাজযোগ) অপেক্ষা ভক্তি মহত্তর, কারণ ভক্তিই ভক্তির ফল, উপায় ও উদ্দেশ্য। যথা—ওঁ সা তু কর্মজ্ঞান যোগেভ্যোঽপ্যধিক তরা। ফলরূপত্বাৎ। (না. ভ. সূ. ২৫-২৬) ভক্তি শ্রেষ্ঠ অভিধেয়। অভিধেয় দ্রঃ।

ভক্তি দ্বিবিধ—বৈধী ও রাগানুগা বা রাগাত্মিকা। যাহারা শাস্ত্রশাসনের ভয়ে বা ভগবানের ঐশ্বর্যভীতিতে ভজন করেন, তাহাদের ভক্তিকে **বৈধী ভক্তি** বলে। বৈধী ভক্তিতে ব্রজলাভ হয় না। বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে। পাচক ভাল রান্না করে চাকুরী বজায় রাখার জন্য, ইহা বৈধী ভক্তি। কৃষ্ণ সেবার লোভ বা কৃষ্ণমাধুর্যের আকর্ষণে যাহারা ভজন করেন তাঁহাদের ভক্তি **রাগাত্মিকা** বা **রাগানুগা**। ইষ্ট বস্তুতে গাঢ় তৃষ্ণার নাম রাগ। ইহা রাগের স্বরূপ লক্ষণ আর ইষ্টে আবিষ্টতা রাগের তটস্থ লক্ষণ। নর-নারী বা নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে প্রেম, তাহা ভগবানে আরোপ করিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে ইহা রাগাত্মিকা বা রাগানুগা ভক্তি হয়। রাগই যাহার আত্মা তাহা রাগাত্মিকা। ইহা স্বাতন্ত্র্যময়ী। মুখ্য ব্রজবাসীজনেই ইহার অধিকার। অন্য সাধকের ইহাতে অধিকার নাই। মুখ্য ব্রজবাসীজনের আনুগত্যে যে ভক্তি অর্থাৎ ব্রজপরিকরগণের কিঙ্কর বা কিঙ্করীভাবে ইষ্টের যে সেবা তাহাই রাগানুগা ভক্তি। মা ও স্ত্রী ভাল রান্না করেন—সন্তান বা স্বামীর তৃপ্তির জন্য, ইহা রাগানুগা। রাগানুগা মার্গের সাধনের অঙ্গ দুইটি—বাহ্য ও অন্তর। যথাবস্থিত পাঞ্চভৌতিক দেহে ভগবৎ কথা শ্রবণ কীর্তনাদি বাহ্য অঙ্গ সাধন, আর মনে মনে নিজ সিদ্ধ দেহের অর্থাৎ গুরুদত্ত সাধনসিদ্ধ দেহের ভাবনা করিয়া দিবারাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবার নাম অন্তরসাধন।...নববিধা ভক্তি, শুদ্ধভক্তি ও সাধনভক্তি দ্রঃ।

ভগ—ভগবান্ দ্রঃ।

ভগবান্—১. ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
(বিষ্ণুপুরাণ ৫।৬।৭৪)।

অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টিকে ভগ বলে।

ঐশ্বর্য = সর্ববশীকারিত্ব; বীর্য = মণিমন্ত্র মহৌষধির ন্যায় অলৌকিক প্রভাব; যশঃ = শরীরাদির সদ্‌গুণ খ্যাতি; শ্রী = সর্বপ্রকার সম্পত্তি; জ্ঞান = পরতত্ত্বানুভূতি; বৈরাগ্য = প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি। পূর্ণভাবে এই ছয়টি যাঁহাতে বিদ্যমান তিনিই ভগবান্।

২. উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥

(বি. পু. ৬।৫।৭৮)।

অর্থাৎ যিনি ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশ, ইহলোকে যাতায়াত, বিদ্যা ও অবিদ্যা অবগত আছেন—তিনিই ভগবান্। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে শ্রীকৃষ্ণই মূল ভগবৎতত্ত্ব। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' (ভাঃ ১।৩।২৮)। ৩. ভগবান্ শব্দ মুখ্যতঃ পরতত্ত্বেই প্রযুজ্য। গৌণভাবে অন্যত্রও ইহার প্রয়োগ হয়।

ভগবান্ আচার্য—হালিসহরের শতানন্দ খানের পুত্র। পিতা বিষয়ী হইলেও ইনি বিষয়বিমুখ ও বৈরাগ্যপ্রধান ছিলেন। ইনি শ্রীচৈতন্যের একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন এবং নীলাচলে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে ইঁহার সখ্যভাব ছিল। ভগবান্ আচার্য খোঁড়া ছিলেন।

ভগবদ্ধাম—ধামতত্ত্ব দ্রঃ।

ভগ্নক্রম—অলঙ্কারশাস্ত্রের দোষবিশেষ (চৈ. চ. ১।১৬।৫২)। কোন বাক্য যে ক্রমে বর্ণিত হয়, কোথাও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহাকে ভগ্নক্রম দোষ বলে।

ভট—বীর (ভাঃ ১০।৮৩।৮; চৈ. চ. ১।৬।১১ শ্লোঃ)।

ভদ্র—ক্ষৌরকর্ম (চৈ. চ. ২।২০।৪১)।

ভদ্রক—উড়িষ্যার অন্তর্গত স্থানবিশেষ।

ভদ্রবন—মথুরামণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি বন।

ভবানন্দ রায়—ইনি নীলাচলবাসী। রামানন্দ রায়ের পিতা। চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত। মহাপ্রভু ইঁহাকে পাণ্ডু বলিতেন এবং ইঁহার পঞ্চপুত্র—রামানন্দ রায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি ও বাণীনাথ পট্টনায়ককে বলিতেন পঞ্চপাণ্ডব। ইনি চৈতন্যদেবের সেবার নিমিত্ত বাণীনাথ পট্টনায়ককে তাঁহার নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র ইঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন।

ভবানীপুর—উড়িষ্যায় পুরী হইতে ছয় ক্রোশ দূরে একটি স্থান। গৌড় দেশে গমনকালে চৈতন্যদেব এখানে একরাত্র বাস করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।১৬।৯৬)।

ভব্যলোক—শিষ্ট লোক (চৈ. চ. ১।১৭।১৩৭)।

ভয়—গৌণ ভক্তিরস দ্রঃ।

ভৎর্সিনু—প্রা. তিরস্কার করিলাম (চৈ. চ. ১।৫।১৫৮)।

ভস্ত্রা—কামারের জাঁতা (চৈ. চ. ২।২।২৯)।

ভাগ—প্রা. পালাও (চৈ. চ. ২।১৮।২৪); পলাইয়া গিয়া থাক (চৈ. চ. ৩।৬।৪৯)।

ভাগবত—১. ভগবতে ইদং। যে গ্রন্থে শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম, লীলা প্রভৃতি বর্ণিত হয় তাহাকে ভাগবত বলে। অষ্টদশপুরাণের অন্তর্গত একখানি মহাপুরাণ। ইহা অপৌরুষেয়, বেদব্যাসের হৃদয়ে স্ফুরিত, শুকদেবের মুখে কথিত, বেদবেদান্তের সার, যথা—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রব সংযুতম্।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহোরসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ (ভাঃ ১।১।৩)।

হরিভক্তিবিলাসে (১০।২৮৩) গারুড় বচনে আছে—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশ স্কন্ধযুক্তোঽয়ং শত বিচ্ছেদ সংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥

—অর্থাৎ ইহা ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ ও গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ। ইহা দ্বারা মহাভারতের অর্থ নির্ণীত হয় এবং বেদার্থ পরিপুষ্ট হয়। পুরাণের মধ্যে এই গ্রন্থ সামবেদসদৃশ এবং স্বয়ং ভগবান কর্তৃক কথিত। ইহাতে দ্বাদশটি স্কন্ধ, তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায় ও অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক আছে। **ভাগবতের স্বরূপ**—

কৃষ্ণতুল্য ভাগবত—বিভুসর্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রত্যক্ষরে নানা অর্থ কয়॥
(চৈ. চ. ২।২৪।২৩২)

গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার। (চৈ. ভা. ২৮৩।১।২৯)।

২. ভগবদ্ভক্ত ভক্তিরসপাত্র, যথা—এক ভাগবত হয়—ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তিরস পাত্র॥
(চৈ. চ. ১।১।৫৭)।

ভগবদ্ভক্ত ভাগবতের লক্ষণ—

সর্ব দেবান্ পরিত্যজ্য নিত্যং ভগবদাশ্রয়ঃ।
রতস্তদীয় সেবায়াং স ভাগবত উচ্যতে॥ পাদ্মোত্তর, ৯৯ অ.

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৫)।

যিনি সর্বভূতে স্বীয় উপাস্য ভগবানের বিদ্যমানতা দর্শন করেন, এবং যিনি স্বীয় উপাস্য ভগবানেও সকল প্রাণীকে দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত।

শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
সমবুদ্ধ্যা প্রবর্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥—হরিভক্তিবিলাস।

৩. শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহার প্রতিনিধিরূপে জগতে বিরাজমান্। যথা:

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥ (ভাঃ ১।৩।৪৫)।

ভাগবতাচার্য—রঘুনাথ ভাগবতাচার্য। কলিকাতার নিকটবর্তী বরাহনগরে শ্রীপাট। ইনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য। ইঁহার ভাগবত পাঠে চৈতন্যদেব মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে ভাগবতাচার্য উপাধি দিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত—"শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী" নামক একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে। ইহা শ্রীমদ্ ভাগবতের মর্মানুবাদ।

ভাজন—পাত্র, স্থালী (চৈ. চ. ২।১৫।৬৩)।

ভাজে—প্রা. দূরে যায় (চৈ. চ. ৩।৩।৪৫)।

ভাণ—প্রা. তুল্য (চৈ. চ. ১।১৩।১১২)।

ভাণ্ডীর বন—ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি।

ভাণ্ডিয়া—প্রা. ভাঁড়াইয়া (চৈ. চ. ২।৩।১১৪)।

ভাতি—রকম (চৈ. চ. ৩।১৮।১০১)।

ভাব—প্রেম ও অলঙ্কার দ্রঃ। ইচ্ছা (চৈ. চ. ২।১৮।৩৬)।

ভাবক—ভাবুক; ভাবপ্রবণ লোক (চৈ. চ. ১।৭।৪০)।

ভাবকালী—প্রা. ভাবুকতা (চৈ. চ. ২।২৫।১২১)।

ভাবশাবল্য—ভাবসমূহের পরস্পর সম্মর্দনকে ভাবশাবল্য বলে (চৈ. চ. ২।২।৫৪)।

ভাবসন্ধি—একরূপ বা বিভিন্ন ভাবদ্বয়ের মিলনের নাম ভাবসন্ধি (চৈ. চ. ২।২।৫৪)।

ভায়—প্রা. পছন্দ হয় (চৈ. চ. ২।১০।১৫৩)।

ভার্গীনদী—পুরীর তিন ক্রোশ উত্তরে। বর্তমান নাম দণ্ডভাঙ্গা নদী।

ভার—১. (স্বর্ণ ওজনে) বিশ তোলায় এক ভার; ২. দৈত্যকৃত উৎপীড়ন (চ. চৈ. ১।৪।৬)।

ভারিভুরি—প্রা. চালাকি, ভিতরের কথা (চৈ. চ. ২।৩।৬৮)।

ভাষ্য—সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।

স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্য বিদো বিদুঃ॥

যাহাতে মূল সূত্রের অনুকূল পদসমূহ দ্বারা সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং (প্রসঙ্গক্রমে মূলের অতিরিক্ত) স্বপ্রযুক্ত পদসকলও ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকে ভাষ্য বলে (চৈ. চ. ১।৭।১০৪)।

ভাস্করাচার্য—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার। আনুমানিক ১০৩৬ শকাব্দে দাক্ষিণাত্যের বীজ্জলবীড়ে জন্ম। 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' ও 'গোলাধ্যায়' নামক গ্রন্থে ইনি পৃথিবীর গোলত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার বিদুষী কন্যা, গণিত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্না লীলাবতীর নামে 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'-র প্রথম অধ্যায়ের নাম 'লীলাবতী'।

ভিত—প্রা. দেওয়াল (চৈ. চ. ২।১২।৭৯)।

ভিত্তি—দেওয়াল (চৈ. চ. ২।১২।৯৪)।

ভিয়ানে—প্রা. পাক প্রণালীতে (চৈ. চ. ২।৪।১১৪)।

ভিক্ষা—সন্ন্যাসীর ভোজন (চৈ. চ. ১।৭।১৪৪)।

ভীমরথী নদী—বোম্বাই প্রদেশে শোলাপুর জেলায়। পাণ্ডুপুর (পণ্ঢরপুর) এই নদীর তীরে অবস্থিত।

ভীষ্মক—শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণী দেবীর পিতা (চৈ. ভা. ৯৭।২।২৯).

ভুক্তি—ভোগ ; ইহকালের সুখ সম্পদ বা পরকালের স্বর্গাদি ভোগ।

ভুঞ্জ—প্রা. ভোগকর (চৈ. চ. ২।১৬।২৩৬)।

ভুণিকোতা—প্রা. একরকম চাদর (চৈ. চ. ১।১৩।১০৯)।

ভুবনেশ্বর—উড়িষ্যার রাজধানী। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

ভূঞা—ভূমির মালিক (চৈ. চ. ২।২০।১৭)।

ভূমিক—জমিদার (চৈ. চ. ২।২০।১৬)।

ভৃগুপাত—পর্বত হইতে পড়িয়া মরণ (চৈ. চ. ১।১০।৯২)।

ভৃঙ্গ—ভ্রমর (চৈ. চ. ২।১৪।৯৫)।

ভেট—উপহার (চৈ. চ. ২।২।৭৩)।

ভেদ—অনৈক্য। ভেদ তিন প্রকার, যথা—সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধস্বরূপে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্যতত্ত্ব। **সজাতীয়**—এক বস্তুর সহিত অপর এক সমজাতীয় বস্তুর যে ভেদ, তাহাকে সজাতীয় ভেদ কহে। যথা—আমগাছ, কাঁঠাল গাছ ইত্যাদি বৃক্ষ জাতীয়।

কিন্তু আমগাছ কাঁঠাল গাছ নহে, ইহাদের মধ্যে সমজাতীয় ভেদ বিদ্যমান। কিন্তু 'একই বিগ্রহ ধরে নানাকার রূপ'। রাম নৃসিংহ প্রভৃতি ভগবৎ স্বরূপের সঙ্গে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয় ভেদ নাই। **বিজাতীয়**—ভিন্ন জাতীয়। এক বস্তুর সহিত অপর এক ভিন্ন জাতীয় বস্তুর যে ভেদ, তাহাকে বিজাতীয় ভেদ বলে। যথা—মানুষ ও স্বর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ চিৎ জাতীয় আর প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড জড় জাতীয়। ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ংসিদ্ধ নহে, ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা শ্রীকৃষ্ণের সত্তার অপেক্ষা রাখে। জীবজন্তুও শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা রাখে, স্বয়ংসিদ্ধ নহে। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড ও জীব শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বয়ংসিদ্ধ স্বতন্ত্র বস্তু নহে। **স্বগত**—নিজের মধ্যে, অভ্যন্তরীণ। একই সমগ্রবস্তু অথবা অংশীর বিভিন্ন অংশের যে পরস্পর ভেদ, তাহা স্বগত ভেদ। একই বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র ও পুষ্পের মধ্যে যে ভেদ, তাহা স্বগত ভেদ। চুণ, ইট, সুরকী প্রভৃতি উপাদানের সহিত দালানের স্বগত ভেদ। স্বগত ভেদ মুখ্যতঃ দেহদেহী ভেদ। জীব দেহ জড়, দেহী বা জীবাত্মা চিৎ। সুতরাং দেহ ও দেহী ভিন্ন জাতীয় বস্তু। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, চিদানন্দঘন বিগ্রহ। তাহাতে দেহ ও আত্মা পৃথক নহে, একই। ব্রহ্মসংহিতা বলেন—'অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তি'। তাঁহার সকল অঙ্গই সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি ধারণ করে। তাই ইহা ব্রহ্মের স্বগত ভেদহীনতার পরিচায়ক। যেমন, চিনির পুতুলের মিষ্টত্ব সর্বত্র বিরাজিত। মন্তব্য—নিম্বার্ক দর্শনে ব্রহ্মে স্বগত ভেদ স্বীকৃত।

ভেল—প্রা. হইল (চৈ. চ. ২।৮।১৫২)।

ভোক—প্রা. ক্ষুধা (চৈ. চ. ২।৪।২৫); **ভোকে**—প্রা. ক্ষুধায় উপবাসী (চৈ. চ. ২।৪।১৭৯); **ভোগে**—উপভোগ করে (চৈ. চ. ৩।৮।৪২)।

ভোগীন্দ্র—ভোগী (সর্প)+ইন্দ্র; অনন্তদেব (বি. মা. ১।৪৪, চৈ. চ. ৩।১।৩৯ শ্লোঃ)।

ভ্রম—ভ্রান্তি; অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান; এক বস্তুকে অন্য বস্তু মনে করা। **ভ্রমে**—ভ্রমণ করে (চৈ. চ ৩।১৮।৪); ভ্রমবশতঃ (চৈ. চ. ৩।১৮।২৬)।

ম

মকরধ্বজ কর—পানিহাটীতে কায়স্থকুলে আবির্ভূত। ইনি পানিহাটির রাঘব পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। বার মাসের উপযোগী বিবিধ ভোগ্যদ্রব্যে পূর্ণ 'রাঘবের ঝালি' প্রতি বৎসর ইহার তত্ত্বাবধানে চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে নীলাচলে যাইত। মহাপ্রভু ইহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"সেবিহ তুমি

শ্রীরাঘবানন্দ। রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার। সে কেবল সুনিশ্চিত জানিহ আমার ॥”

মকরন্দ—১. পুষ্পের মধু, পুষ্পের রস ; ২. পুষ্পের রেণু (চৈ. চ. ২।২৩।১৬ শ্লোঃ)।

মখ—যজ্ঞ (চৈ. চ. ১।১৩।১১ শ্লোঃ)।

মঙ্গলাচরণ—গ্রন্থারম্ভে বা কার্যারম্ভে শুভজনক অনুষ্ঠান। ইহা ত্রিবিধ, যথা—বস্তুনির্দেশ, আশীর্বাদ ও নমস্কার। **বস্তুনির্দেশ**—গ্রন্থের বা কর্মের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ। **আশীর্বাদ**—দ্বিজাদির বা ইষ্টবস্তুর বা জগদ্বাসী জীবগণের মঙ্গল কামনা। **নমস্কার**—ইষ্টদেবাদির বন্দনা (চৈ. চ. ১।১।১-২ শ্লোঃ, ১।১।৩-৫)।

মজুমদার—খাজানার হিসাব রক্ষক।

মঞ্জরী—সেবার প্রকার ভেদে গোপীগণ দুইভাগে বিভক্ত, যথা—সখী ও মঞ্জরী। শ্রীরাধার প্রায় সমজাতীয় সেবায় যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করেন, তাঁহারা **সখী**। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি। ইঁহারা স্বরূপশক্তি। সখীদের সেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী। সখীরা নিত্যসিদ্ধা এবং যাঁহারা নিজাঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণ সেবা করেন না কিন্তু রাধাগোবিন্দের মিলনের ও সেবার আনুকূল্য সম্পাদনই যাঁহারা নিজেদের প্রধান কর্তব্য মনে করেন, তাঁহারা **মঞ্জরী**। ইঁহারা শ্রীরাধার কিঙ্করী ও অন্তরঙ্গ সেবার অধিকারিণী। অন্তরঙ্গ সেবায় সখীগণ অপেক্ষা মঞ্জরীদের অধিকার অনেক বেশী। যথা—শ্রীরূপ মঞ্জরী, শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরী প্রভৃতি। মঞ্জরীদের সেবা আনুগত্যময়ী, মঞ্জরীরা সাধন-সিদ্ধা গোপী।

মঠি—প্রা. মঠ (চৈ. চ. ৩।১৩।৬৮)।

মড়া—প্রা. মৃত (চৈ. চ. ৩।১৮।৫১)।

মণিকর্ণিকা—কাশীতে গঙ্গার প্রসিদ্ধ ঘাট।

মণিমা—মহাশয় ; সর্বেশ্বর [উড়িয়া ভাষায়] (চৈ. চ. ২।১৩।১৩)।

মৎস্যতীর্থ—এই স্থান সম্বন্ধে তিনটি মত, যথা—১. ভিজাগাপট্টমের অন্তর্গত পদ্মতালুকের মধ্যে পাদেরু হইতে ছয় মাইল উত্তর দিকে মটম্ গ্রামের নিকটে মাচেরু নদীর আবর্তবিশেষ ; ২. মালাবার জেলার সমুদ্রতীরবর্তী মাহে ; অথবা ৩. মসলি বন্দর।

মতি—১. অধিগম দ্রঃ ; ২. ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

মথুরা—মধুপুরী। উত্তর প্রদেশের প্রসিদ্ধ স্থান।

মথে—মন্থন করে (চৈ. চ. ২।১৪।২০১)।

মদ—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

মধুবন—ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশ বনের একটি।

মধুরারতি—ভগবদ্ বিষয়ক প্রেম। কান্তারতি দ্রঃ।

মধ্বাচার্য—বেদান্তের দ্বৈতবাদী ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য। বর্তমান মহীশূর রাজ্যের উডুপীতে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে) আবির্ভাব। পিতা মধ্য গেহ, মাতা বেদমতী। পঁচিশ বৎসর বয়সে অচ্যুত প্রকাশ নামক সন্ন্যাসীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'পূর্ণপ্রজ্ঞ' নাম গ্রহণ করেন। বেদান্ত শাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য ইনি 'আনন্দতীর্থ' উপাধিও লাভ করেন। ইনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থে পরিক্রমা করিয়া স্বীয় মত প্রচার করেন এবং অসামান্য প্রজ্ঞাবলে পণ্ডিতবর্গকে বিচারে পরাজিত করিয়া স্বীয় 'দ্বৈত' মত সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহার মতে তত্ত্ব দুইটি, যথা—

স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে।
স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্নির্দোষোঽশেষ সদ্গুণঃ॥

কাহারও কাহারও মতে শ্রীচৈতন্যদেব মাধ্বপন্থী। শ্রীচৈতন্যমালীর ভক্তি-কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর (চৈ. চ. ১।৯।৮) শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী মধ্বাচার্যের শিষ্য এবং শ্রীচৈতন্য মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীর শিষ্য বলিয়া সম্ভবতঃ এইরূপ ধারণার উৎপত্তি। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদে মাধ্বপন্থী ও শ্রীচৈতন্যদেবের মতের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য বর্ণিত হইয়াছে। মাধ্বপন্থীদের মতে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত বর্ণাশ্রম ধর্মই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন এবং পঞ্চবিধ মুক্তিলাভের পর বৈকুণ্ঠে গমনই শ্রেষ্ঠ সাধ্য। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের মতে পঞ্চবিধ মুক্তি তুচ্ছ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমই পরম পুরুষার্থ বা সাধ্য এবং শ্রবণ কীর্তনাদি নববিধ ভক্তিঅঙ্গ শ্রেষ্ঠ সাধন। তবে ইঁহারা যে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের পূজা আরাধনা করেন, তাহা খুবই প্রশংসনীয় (চৈ. চ. ২।৯।২৩৮-২৪১)।

মধ্যানায়িকা—নায়িকা দ্রঃ।

মনাক্—অল্পমাত্রও (চৈ. চ. ২।১৫।২ শ্লোঃ)।

মনঃপর্যয়—অধিগম দ্রঃ।

মনসাব্—ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (চৈ. চ. ২।২৫।১৪১)।

মনু—১. ব্রহ্মার পুত্র। চতুর্দশ মনু দ্রঃ। প্রসিদ্ধ 'মনুসংহিতা' নামক ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা; ২. মন্ত্র; গায়ত্রীমন্ত্র, যথা—'সর্বদেবময়ো মনুঃ'।

-মানব।

মন্ত্র—১. ওঁকারাদি সমাযুক্তং নমস্কারান্ত কীর্তিতম্। .
স্বনাম সর্বতত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে॥—ব্রহ্মপুরাণ।

ওঁকারাদি সমাযুক্ত নমস্কারান্ত সর্বতত্ত্বের স্বনামই মন্ত্র; ২. মন্ত্রণা, পরামর্শ, বিচার; ৩. বেদের অংশবিশেষ।

মন্ত্রেশ্বর—কলিকাতার অদূরে ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী একটি বৃহৎ নদ।

মন্দারপর্বত—ভাগলপুর জেলায় বাঁকা সাব্‌ডিভিসনের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ পর্বত। সমুদ্র মন্থনের সময় অনন্তনাগ এই মন্দার পর্বতকেই বেষ্টন করিয়াছিলেন। ইহার চিহ্ন অদ্যাপি পর্বতগাত্রে বিদ্যমান।

মন্বন্তর—মনুর অন্তর বা সময়। এক মনুর শাসন সময়কে এক মন্বন্তর বলে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগে এক দিব্য যুগ। একাত্তর দিব্য যুগে এক মন্বন্তর। চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন। ত্রিশ দিনে এক মাস এবং বার মাসে এক বৎসর। এরূপ একশত বৎসর ব্রহ্মার আয়ু। ব্রহ্মার এক দিনকে কল্পও বলে। অতএব ব্রহ্মার আয়ুষ্কালে ১৪×৩০×১২×১০০= ৫,০৪,০০০ (পাঁচ লক্ষ চার হাজার) মন্বন্তর। ব্রহ্মার ১৪ জন পুত্র 'মনু' নামে খ্যাত, যথা—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, ধর্ম সাবর্ণি, রুদ্র সাবর্ণি, দেব সাবর্ণি এবং ইন্দ্র সাবর্ণি। বর্তমানে সপ্তম মনু বৈবস্বতের মন্বন্তর কাল চলিয়াছে। তাহার ২৭টি দিব্য যুগ গত হওয়ার পর অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে অবতীর্ণ হন এবং তৎপরবর্তী কলিযুগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক মন্বন্তরে ভগবান্ মুকুন্দের একবার আবির্ভাব হয়। ইহাকে **মন্বন্তরাবতার** বলে (চৈ. চ. ১।৩।৫-৬, ২।২০।২৭০-২৭৮)। পদার্থ (মন্বন্তর) দ্রঃ।

মন্বন্তরাবতার—অবতার ও মন্বন্তর দ্রঃ।

মন্যু—প্রণয় রোষ (চৈ. চ. ২।২।৬৫)।

মর্কট বৈরাগ্য—বানরের মত অন্তরে ভোগবাসনা, বাহিরে লোকদেখান বৈরাগ্য।

মার্দনিয়া—প্রা. মর্দনকারী (চৈ. চ. অ১২।১১১)।

মর্ম—সূক্ষ্ম জ্ঞান (চৈ. চ. ১।৪।১৩৮)।

মলবন্ধ—বাঁকমল (চৈ. চ. ১।১৩।১০৮)।

মলয় পর্বত—মালাবার উপকূলের গিরিমালার সর্বদক্ষিণ অংশ। বর্তমান নাম ওয়েস্টার্ন ঘাট বা পশ্চিম ঘাট। কোন কোন মতে কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের

সমস্ত পর্বতমালাই মলয়; আবার কাহারো কাহারো মতে নীলগিরি পর্বতই মলয় পর্বত।

মলা—প্রা. ময়লা (চৈ. চ. ২।৪।৫৯)।

মল্লার দেশ—মালাবার দেশ। উত্তরে দক্ষিণ কানাড়া, পূর্বে কুর্গ ও মহীশূর, দক্ষিণে কোচিন এবং পশ্চিমে আরব সাগর।

মল্লিকার্জুন তীর্থ—দক্ষিণ ভারতের কর্নুলের সত্তর মাইল নিম্নপ্রদেশে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখানে মল্লিকার্জুন শিবের মন্দির বিদ্যমান।

মহত্তত্ত্ব—১. কারণার্ণবে শায়িত মহাবিষ্ণু কারণার্ণবের বাহিরে স্থিত মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিলে মায়া মহত্তত্ত্ব প্রসব করেন। ইহা হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার জন্মে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতাগণ, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত জন্মে (চৈ. চ. ১।৫।৪৮, ২।২০।২৩৫); ২. সৃষ্টির আরম্ভে প্রকৃতির সাম্য ভঙ্গ হইলে তাহার যে প্রথম পরিণাম হয়, উহার নাম মহত্তত্ত্ব।

মহৎস্রষ্টা—মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা। কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ।

মহাজিষ্ণু—সর্বময় কর্তা (চৈ. চ. ১।৫।৬৫)।

মহান্ত—১. যাঁহারা সকলের সুহৃৎ, প্রশান্ত, ক্রোধশূন্য, সাধু অর্থাৎ সদাচার-পরায়ণ এবং যাঁহারা সকল প্রাণীকেই সমান দেখেন, তাঁহারাই মহৎ। ভগবৎ প্রীতিকেই যাঁহারা পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিতে যাঁহাদের প্রীতি নাই এবং পুত্র-কলত্র-ধন-মিত্রাদি যুক্ত গৃহে যাঁহারা প্রীতিযুক্ত নহেন এবং যাঁহারা লোকমধ্যে দেহযাত্রা নির্বাহোপযোগী অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থের প্রয়াসী নহেন, তাঁহারাই মহৎ। এরূপ মহৎগুণসম্পন্ন ব্যক্তি মহান্ত (চৈ. চ. ১।১।২৯, ২।২৫।২২৮; ভাঃ ৫।৫।২-৩)। ২. মঠাধ্যক্ষ বা দেবমন্দিরের অধ্যক্ষ।

মহাপাতক—মহাপাতক পাঁচ প্রকার: ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুরুপত্নীগমন এবং এই সকল পাপাচারীদের সংসর্গ। যথা—

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্বঙ্গণা গমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥—মনু ১১।৫৪

মঙ্গলময় কৃষ্ণ নাম জপে মহাপাতক বিনষ্ট হয়, যথা—

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতক কোটয়ঃ ॥—পুরাণ।

মহাপাপ্মা—মহাপাপী (গী. ৩।৩৭)।

মহাপুরুষ লক্ষণ—গুণোত্থ ও চিহ্নোত্থ ভেদে মহাপুরুষের শারীরিক সল্লক্ষণ দ্বিবিধ। গুণোত্থ সল্লক্ষণ ৩২টি, যথা—নাসা, ভুজ, (বাহু), হনু (চিবুক), নেত্র ও জানু (হাঁটু)—এই পাঁচটি অঙ্গ দীর্ঘ; ত্বক্‌, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব, দন্ত ও রোম—এই পাঁচটি সূক্ষ্ম; নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা ও নখ—এই সাতটি রক্তবর্ণ; বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটিদেশ ও মুখ—এই ছয়টি উন্নত; গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন (লিঙ্গ)—এই তিনটি হ্রস্ব, কটিদেশ, ললাট এবং বক্ষস্থল—এই তিনটি অঙ্গ বিস্তীর্ণ এবং নাভি, স্বর ও বুদ্ধি—এই তিনটি গম্ভীর (চৈ. চ. ১।১৪।৩ শ্লোঃ)। করতলাদি রেখাময় চক্রাদি চিহ্নকে অঙ্কোত্থগুণ বলে। এরূপ চিহ্ন তেইশটি। যথা—করতলে চক্র ও কমল, বাম চরণে অর্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ইন্দ্রধনু, অম্বর, গোষ্পদ, মৎস্য এবং শঙ্খ—এই অষ্ট চিহ্ন, এবং দক্ষিণ চরণে ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্ধ্বরেখা, অষ্টকোণ, জম্বুফল, চক্র এবং ছত্র—এই একাদশ চিহ্ন। এ সমস্তও মহাপুরুষের লক্ষণ।

মহাপ্রভু—প্রভু দ্রঃ।

মহাবন—গোকুল। ব্রজ মণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি বন (চৈ. চ. ২।১৮।৬০)।

মহাবাক্য—'অর্থবোধক বর্ণ বা বর্ণসমূহের নাম পদ। যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিযুক্ত পদসমূহের নাম বাক্য। বর্ণনীয় বিষয়সমূহ যে বাক্যের অন্তর্গত তাহা মহাবাক্য অর্থাৎ মহাবাক্য সর্বব্যাপক। শ্রীশঙ্করাচার্য চারি বেদের চারিটি শাখা হইতে চারিটি মহাবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন; (১ম) ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় আরণ্যক নামক শাখার মহাবাক্য "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"; (২য়) যজুর্বেদ শাখায় বৃহদারণ্যক উপনিষদের মহাবাক্য "অহং ব্রহ্মাস্মি"; (৩য়) সামবেদীয় ছান্দোগ্য শ্রুতিগত মহাবাক্য "তত্ত্বমসি"; (৪র্থ) অথর্ব বেদের মহাবাক্য "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। এই চারিবেদীয় চারিটি মহাবাক্য মধ্যে "তত্ত্বমসি" সর্বপ্রধান। কিন্তু উপর্যুক্ত চারিটি বেদবাক্য বেদের একদেশ বলিয়া মহাবাক্য হইতে পারে না।...সমস্ত বেদের নিদান, ঈশ্বর-স্বরূপ ও বিশ্বাশ্রয় প্রণবই যথার্থ মহাবাক্য' (চৈ. চ. ১।৭।১২২-২৩ এর টীকা—দেব সাহিত্য কুটির সঙ্কলন)। **বেদের একদেশ**—অর্থাৎ, বেদের এক অংশে স্থিত; বেদের অন্তর্গত একটি বাক্য। ইহা বেদের বাচক নহে। কিন্তু প্রণব বেদের বাচক, সুতরাং বেদের একদেশস্থিত 'তত্ত্বমসি' বাক্যেরও বাচক। সমস্ত বেদান্ত বাক্যের গতি যে বাক্যের অভিমুখে, তাহাই মহাবাক্য।

প্রণব বা সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের অভিমুখেই সমস্ত বেদান্ত বাক্যের গতি। অতএব প্রণবই মহাবাক্য। প্রণব ও তত্ত্বমসি দ্রষ্টব্য।

মহাবিষ্ণু—কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ (চৈ. চ. ১।৫।৬৫, ২।২০।২৩৭-৪০)।

মহাভাব—প্রেম দ্রঃ।

মহাভূত—পঞ্চভূত। ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ্‌ (জল), তেজঃ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ)।

মহামুনি—শ্রীনারায়ণ (ভাঃ ১।১।২)।

মহারথ—যিনি অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে প্রবীণ এবং একা দশসহস্র যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন—[স্বামী] (গী. ১।৬)। অগণিত বীরের সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ ব্যক্তিকে **অতিরথ** এবং একাকী একজন মাত্র বীরের সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ ব্যক্তিকে **রথী** বলে। আর যিনি নিজ হইতে দুর্বলের সহিত যুদ্ধ করেন তিনি **অর্ধরথ**।

মহাশন—দুষ্পূর, যাহার ক্ষুধা মিটে না (গী. ৩।৩৭)

মহাসোয়ার—প্রধান পাচক (চৈ. চ. ২।১০।৪১)।

মহেন্দ্রশৈল—ইস্টার্ন ঘাট বা পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী।

মহেশ পণ্ডিত—মসিপুরে ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভাব। মসিপুর গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইলে ইনি বেলডাঙ্গায় শ্রীপাট স্থানান্তরিত করেন। তাহাও গঙ্গায় লীন হইলে শ্রীপাট পালপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইনি চাকদহের নিকটবর্তী যশড়া শ্রীপাটের জগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ সহোদর। বন্দ্যঘাটীয় ভট্টনারায়ণের সন্তান। মহেশ পণ্ডিত নবদ্বীপে ও নীলাচলে চৈতন্যদেবের সেবা করিয়াছিলেন। ইনি ব্রজের মহাবাহু সখা। দ্বাদশ গোপালের একতম।

মহেষ্বাস—মহা ইষ্বাস (ধনুক) যাহার। মহাধনুর্ধর (গী. ১।৪)।

মাকন্দ—মা (সৌন্দর্য) কন্দে (মূলে) যাহার; আম্রবৃক্ষ (বি. মা. ১।৪১; চৈ. চ. ৩।১।৩৩ শ্লোঃ)।

মাজিভাত—ভাতের মধ্যাংশ (চৈ. চ. ৩।৬।৩১১)।

মাঠা—ঘোল (চৈ. চ. ১।১০।৯৬)।

মাড়ুয়া—মাড়যুক্ত (চৈ. চ. ২।১৬।৭৮)।

মাতা—প্রা. মত্ত (চৈ. চ. ২।১৯।১৩৮)।

মাতোয়াল—প্রা. মদ্যপানে মত্ত (চৈ. চ. ১।৯।৪৮)।

মাত্রাস্পর্শ—ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ (গী. ২।১৪)।

মাথামাথি—প্রা. মাথায় মাথায় (চৈ. চ. ১৫।১১৯)।

মাদন—প্রেম দ্রঃ।

মাধব—মা অর্থাৎ প্রকৃতির অধীশ্বর ; কৃষ্ণ, বিষ্ণু (গী. ১।১৪)

মাধব ঘোষ—উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশে আবির্ভূত। ইঁহারা তিন সহোদর—গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ। ইঁহারা মধুর কীর্তন করিতেন এবং পুরীর রথযাত্রাকালে কীর্তন সম্প্রদায়ে মূল গায়েন থাকিতেন। ইঁহাদের কীর্তনে গৌর-নিতাই প্রীতিলাভ করিতেন। নিত্যানন্দ নাম-প্রেম প্রচারকার্য গ্রহণ করিলে চৈতন্যদেবের আদেশে মাধব ঘোষ ইঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। ইনি ব্রজলীলায় 'রসোল্লাসা' ছিলেন।

মাধবী দেবী—নীলাচলবাসী শিখি মাহিতীর ভগিনী। ইনি বৃদ্ধা, তপস্বিনী ও অতিশয় ভক্তিমতী বৈষ্ণবী ছিলেন বলিয়া চৈতন্যদেব ইঁহাকে রাধিকার গণমধ্যে গণনা করিতেন। ভগবান আচার্যের আদেশে ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর জন্য ইঁহার নিকট হইতে ভাল চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন। বৈষ্ণবের পক্ষে স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসা নিষিদ্ধ ছিল। এই আদেশ লঙ্ঘন করায় মহাপ্রভু লোকশিক্ষার্থ ছোট হরিদাসকে বর্জন করিয়াছিলেন। মাধবী দাসী ব্রজলীলায় 'কলাকেলী' ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

মাধবেন্দ্রপুরী—মহা বিরক্ত সন্ন্যাসী ও প্রেমভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভাব। ইনি অযাচক ও অনিকেতন ছিলেন। একবার ইনি ব্রজমণ্ডলে গোবর্ধন পরিক্রমার সময়ে উপবাসী থাকায় শ্রীগোপাল বালকবেশে ইঁহাকে একপাত্র দুগ্ধ দান করেন। ইনি রেমুণায় আসিলে সেখানকার শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ ইঁহার জন্য ভোগের অমৃতকেলী নামক ক্ষীর এক পাত্র ধড়ায় লুকাইয়া রাখেন। পুজারী ইহা স্বপ্নে জানিয়া সেই ক্ষীর মাধবেন্দ্রপুরীকে দিয়া আসেন। ইনি স্বপ্নযোগে আদেশ পাইয়া গোপাল দেবের বিগ্রহ গোবর্ধন পর্বত খনন করিয়া বাহির করেন। এর পরে ইনি স্বপ্নে জানিতে পারেন শ্রীগোপালের অঙ্গে দারুণ জ্বালা, মলয়জ চন্দন নীলাচল হইতে আনিয়া তাঁহার অঙ্গে লেপিয়া দিলে সে জ্বালা নিবারিত হইবে। পুরী গোস্বামী পদব্রজে নীলাচলে গিয়া একমণ চন্দন ও বিশ তোলা কর্পূর সংগ্রহ করেন। ইনি এ সমস্ত বহন করিয়া রেমুণায় আসিলে শ্রীগোপাল দেব সেই চন্দন সেখানকার বিগ্রহ গোপীনাথের অঙ্গে লেপন করিতে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন। পুরী গোস্বামী সে আদেশ পালন করেন। ইনি ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর। শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী, ঈশ্বরপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, রামচন্দ্রপুরী, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি,

অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি ইঁহার শিষ্য। যিনি ইঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইতেন। লৌকিক লীলায় ইনি মহাপ্রভুর পরম গুরু।

মাধাই—জগাই-মাধাই দ্রঃ।

মাধুকরী—মধুকর অর্থাৎ ভ্রমরের বৃত্তি। মধুকর যেমন পুষ্পকে পীড়ন না করিয়া মধু সংগ্রহ করে, তদ্রূপ গৃহস্থকে পীড়ন না করিয়া ভিক্ষা গ্রহণকে মাধুকরী বৃত্তি বলে (চৈ. চ. ২।১৯।১১৬)।

মাধুর্য—অলঙ্কার দ্রঃ। ঐশ্বর্য দ্রঃ।

মাধ্ব গৌড়েশ্বর গুরুপরম্পরা (মহাপ্রভু পর্যন্ত)—১. পরব্যোম নাথ, ২. ব্রহ্মা, ৩. নারদ, ৪. ব্যাস, ৫. মধ্বাচার্য, ৬. পদ্মনাভাচার্য, ৭. নরহরি, ৮. মাধব (দ্বিজ), ৯. অক্ষোভ, ১০. জয়তীর্থ, ১১. জ্ঞানসিন্ধু, ১২. মহানিধি ১৩. বিদ্যানিধি, ১৪. রাজেন্দ্র, ১৫. জয়ধর্মমুনি, ১৬. পুরুষোত্তম, ১৭. ব্যাসতীর্থ, ১৮. লক্ষ্মীপতি, ১৯. মাধবেন্দ্র যতি, ২০. ঈশ্বরপুরী, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈতপ্রভু, ২১. (ঈশ্বরপুরীর অধস্তন) মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব (কুসুম সরোবরস্থ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাসজী মহারাজের সম্পাদিত 'শ্রীব্রহ্মসূত্র গোবিন্দভাষ্যম্' হইতে উদ্ধৃত)।

মান—প্রেম দ্রঃ।

মানসগঙ্গা—গোবর্ধনের একটি সরোবর।

মানা—নিষেধ (চৈ. চ. ১।১৭।১২৮)।

মানিহ—মনে করিও (চৈ. চ. ১।৭।৯৭)।

মার—কন্দর্প (চৈ. চ. ২।২।১১ শ্লোঃ)।

মায়া—অজ্ঞান, অবিদ্যা, প্রকৃতি। ভগবৎ উপলব্ধি বা ভগবৎ উন্মুখতা ব্যতীতই (অর্থাৎ ভগবৎ প্রতীতি না হইলেই) যাহার প্রতীতি হয় অথচ যাহা আপনা আপনি প্রতীত হয় না, ভগবৎ আশ্রয়ের প্রয়োজন—তাহাই মায়া। সেজন্য মায়া ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি (ভাঃ ২।৯।৩৩ শ্লোঃ, চৈ. চ. ১।১।২৪ শ্লোঃ)। প্রকৃতি দ্রঃ।

মায়াপুর—১. প্রসিদ্ধ তীর্থ হরিদ্বার। হরিদ্বার, হৃষীকেশ, কনখল ও তপোবন মায়াক্ষেত্রের অন্তর্গত। ২. নবদ্বীপের সন্নিকটে আর একটি মায়াপুর আছে। ইহাও একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ।

মায়াবাদী—ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু নহে—এই দার্শনিক মত যাঁহারা পোষণ করেন।

মায়াশক্তি—শক্তি দ্রঃ।

মানজাঠ্যা দণ্ডপাট—উড়িষ্যায়। রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের একটি প্রদেশ।

মালাধর বসু—গুণরাজ খান দ্রঃ।

মালিনী—শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহিণী। শ্রীনিত্যানন্দ ইঁহাকে মা ডাকিতেন এবং শিশুর ন্যায় ইঁহার স্তন্য পান করিতেন।

মাহিষ্মতীপুর—ইন্দোর রাজ্যের দক্ষিণে নর্মদা নদীতীরে অবস্থিত। বর্তমান নাম মহেশ্বরপুর। নামান্তর—'চুলিমহেশ্বর'।

মিথ—পরস্পর (ভাঃ ৩।১৫।২৫)।

মিলিলা—প্রা. মিলিত হইলেন (চৈ. চ. ৩।১।১০)।

মিলোঁ—প্রা. মিলিত হইব (চৈ. চ. ২।১২।৮)।

মীনকেতন রামদাস—শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্য। ইনি সর্বদা রাখাল রাজার ভাবে আবিষ্ট থাকিতেন এবং হাতে বাঁশীও রাখিতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বাড়ীতে একবার অহোরাত্র কীর্তনের সময় ইনি নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং রাখালভাবে সকলের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। গুণার্ণব মিশ্র নামক পূজারী ব্রাহ্মণ এ সময় কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি রামদাসকে নমস্কারাদি করেন নাই। ইহাতে মীনকেতন কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিলেও রুষ্ট হইলেন না, কারণ গুণার্ণব কৃষ্ণ সেবায় ব্যস্ত ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীর এক ভ্রাতার নিত্যানন্দের প্রতি তেমন বিশ্বাস ছিল না। এ নিয়া মীনকেতনের সঙ্গে তাঁহার কিছু বাদানুবাদ হয়। নিত্যানন্দের নিন্দায় মীনকেতন রাগ করিয়া হাতের বাঁশী ভাঙিয়া চলিয়া আসেন।

মুকুন্দ দত্ত—চট্টগ্রামের চক্রশালায় বৈদ্য বংশে আবির্ভূত। ইনি চৈতন্যদেবের ভক্ত বাসুদেব দত্তের কনিষ্ঠ সহোদর। ইনি চট্টগ্রাম হইতে প্রথমে নবদ্বীপে পরে কাঁচড়াপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। মহাপ্রভুর সমাধ্যায়ী এবং বিশেষ অনুগত ভক্ত। মহাপ্রভু একবার কোন কারণে বিরক্ত হইয়া ওঁর সঙ্গে দেখা করিতে অস্বীকার করেন। অনেক অনুনয় বিনয়েও তিনি ওঁকে ডাকিলেন না। তখন মুকুন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন—পণ্ডিত! প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, কখনও কি আমার প্রভুর চরণ দর্শনের সৌভাগ্য হইবে? প্রভু উত্তরে বলিলেন—'কোটিজন্ম পরে'। মুকুন্দ ইহাতেই খুশী হইয়া নাচিতে লাগিলেন। কোটিজন্ম পরেই ত প্রভুর দর্শন পাইবেন। প্রভু শুনিয়া হাসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। মুকুন্দের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দেখিয়া তিনি খুশী হইলেন। মুকুন্দ সুগায়ক ছিলেন। প্রভুকে গান শুনাইতেন। ইনি ব্রজের মধুকণ্ঠ নামক গায়ক ছিলেন বলিয়া কথিত।

মুকুন্দ দাস—শ্রীখণ্ডে বৈদ্যকুলে আবির্ভূত। পিতা নারায়ণ দাস। ইনি নরহরি দাস ঠাকুরের বড় ভাই। ইঁহার পুত্র রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যের অভিন্নতনু বলিয়া বৈষ্ণবগণ জ্ঞান করিতেন। ইনি রাজবৈদ্য ছিলেন। মুকুন্দ দাস মহাপ্রেমিক ও চৈতন্যদেবের অত্যন্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন। ইনি ব্রজের বৃন্দাদেবী বলিয়া কীর্তিত।

মুক্তি—সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।

দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ ॥—ভাঃ ৩।২৯।১৩

মুক্তি পঞ্চবিধ, যথা—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। যে ভক্ত যে স্বরূপের উপাসক, তাঁহার সহিত এক লোকে বাসের নাম **সালোক্য**, তাঁহার সমান ঐশ্বর্য লাভের নাম **সার্ষ্টি**, তাঁহার নিকটে অবস্থানের নাম **সামীপ্য**, তাঁহার সমান রূপ লাভের নাম **সারূপ্য** এবং তাঁহার সহিত একত্ব লাভের নাম **সাযুজ্য**। সাযুজ্যকে মোক্ষও বলে। সাযুজ্য আবার দুই প্রকার—ব্রহ্ম সাযুজ্য (নিরাকার ব্রহ্মে লয়) ও ঈশ্বর সাযুজ্য (সাকার ভগবানে লয়)। প্রথম চারিপ্রকার মুক্তি ভগবৎ সেবার অনুকূল হইলে কোন কোন ভক্ত তাহা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সাযুজ্য মুক্তি তাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ভক্তের কাছে ব্রহ্ম সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর সাযুজ্য ধিক্কারের যোগ্য (চৈ. চ. ২।৬।২৪০-৪২)। পদার্থ দ্রঃ।

মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি (প্রগ্রহ—ঘোড়ার লাগাম)—ইহা শব্দার্থ প্রকাশের একটা রীতি। শব্দের ধাতুপ্রত্যয়গত অর্থের অবাধ বিকাশ দ্বারা অর্থ প্রকাশের রীতি।

মুখবাস—মুখ শুদ্ধি (চৈ. চ. ২।৪।১০০)।

মুখ্যতত্ত্ব—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য পরতত্ত্ব। ভেদ দ্রঃ।

মুখ্যভক্তিরস—রতিভেদে মুখ্যভক্তিরস পঞ্চবিধ, যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর (চৈ. চ. ২।১৯।১৫৮-৫৯)। রতি ও রস দ্রঃ।

মুখ্যাবৃত্তি—বৃত্তি দ্রঃ।

মুখ্যার্থ—উচ্চারণ মাত্র শব্দের যে অর্থ প্রতীত হয় (চৈ. চ. ১।৭।১০৩, ২।২৫।২৪)।

মুগ্ধা নায়িকা—নায়িকা দ্রঃ।

মুঞি—প্রা. আমি (চৈ. চ. ১।১।২২)।

মুড়ি—প্রা. ফিরায় (চৈ. চ. ১।৪।১৬৪); মুড়াইয়া (চৈ. চ. ৩।৩।১৩২)।

মুদতি, মুততি—প্রা. মেয়াদ (চৈ. চ. ৩।৯।৫৩)।

মুদ্রা—শিলমোহর (চৈ. চ. ১।৭।১৮); বাক্যের বা ক্রিয়াদির পরিপাটী (চৈ. চ. ২।২৩।২১)।

মুধা—মিথ্যা, নগণ্য (চৈ. চ. ৩।১৬।১৩৪)।

মুনসিব—প্রা. তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষক (চৈ. চ. ৩।১০।৩৮)।

মুনি—মননশীল (চিন্তাশীল), মৌনী (সংযতবাক্), তপস্বী (তপস্যাপরায়ণ), ব্রতী (ব্রহ্মচর্যাদি নিয়মপরায়ণ), যতি (সন্ন্যাসী) ও ঋষি (চৈ. চ. ২।২৪।১২)।

মুমুক্ষু—মুক্তিকামী। জ্ঞানমার্গ দ্রঃ।

মুরারি গুপ্ত—শ্রীহট্টে বৈদ্যবংশে আবির্ভূত, পরে নবদ্বীপবাসী হন। ইনি বয়সে চৈতন্যপ্রভুর বড় ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। পূর্বজন্মে হনুমান ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। ইনি চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলার সঙ্গী ও প্রত্যক্ষদর্শী। প্রভুর আদি চরিত লেখক মুরারি গুপ্ত। ইঁহার 'শ্রীচৈতন্য চরিতম্' নামক কড়চা প্রভুর নবদ্বীপ লীলার প্রামাণ্য গ্রন্থ। একবার প্রভু মুরারিকে নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্ররূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। ইনি নবদ্বীপে বাস করিলেও প্রভু দর্শনের জন্য রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে যাইতেন।

মুরারি চৈতন্য দাস—নিত্যানন্দ শাখা। প্রেমাবেশে ইনি প্রায়ই বাহ্যস্মৃতিহারা হইতেন। কৃষ্ণ প্রেমাবেশে মুরারি চৈতন্য দাসের অন্তরে হিংসাদ্বেষাদি সম্যক্‌রূপে লোপ পাইয়াছিল। সেজন্য ইনি ব্যাঘ্র, অজগর সর্প প্রভৃতির সঙ্গে খেলা করিতেন।

মুলুক—প্রা. দেশ (চৈ. চ. ৩।২।১৫)।

মূর্তশক্তি—ভগবৎ শক্তিসমূহের দুইরূপে স্থিতি,—শক্তিরূপে **অমূর্ত** এবং শক্তির অধিষ্ঠাত্রী রূপে **মূর্ত**।

মূর্তি—হ্লাদিনী (আনন্দ), সন্ধিনী (সত্তা) ও সংবিৎ (জ্ঞান)—এই তিনটি শক্তিই যুগপৎ সমানভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিলে শুদ্ধসত্ত্বকে মূর্তি বলে। এই ত্রিশক্তি প্রধান বিশুদ্ধ সত্ত্বদ্বারা (মূর্তিদ্বারা) পরতত্ত্বাত্মক শ্রীবিগ্রহ ও পরিকরাদির বিগ্রহ প্রকাশিত হয়। 'যুগপৎ শক্তিত্রয়প্রধানং মূর্তিঃ' (ভক্তি সন্দর্ভ ১১৮ ; চৈ. চ. ১।৪।৫৫)। শুদ্ধসত্ত্ব দ্রঃ।

মৃগমদ—মৃগনাভি, কস্তুরী।

মৃতক—মৃতদেহ (চৈ. চ. ৩।১৮।৪৪)।

মৃতি—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

মৃৎভাজন—মাটির পাত্র (চৈ. চ. ২।৪।৬৭)।

মোকতা—প্রা. মোক্তা ; বন্দোবস্ত (চৈ. চ. ৩।৬।১৭)।

মোক্ষ, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী—জ্ঞান মার্গ দ্রঃ।

মোঘ—ব্যর্থ (গী. ৩।১৬)।

মোছে—প্রা. মুছিয়া দেয় (চৈ. চ. ২।৩।১৩৯)।

মোতে—প্রা. আমাতে (চৈ. চ. ১।৪।২১৬), আমার সম্বন্ধে (চৈ. চ. ৩।৭।১০৫)।

মোট্টায়িত—অলঙ্কার দ্রঃ।

মোদন—প্রেম দ্রঃ।

মোহন—প্রেম দ্রঃ।

মোহ—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

মৌগ্ধ্য—প্রিয়তমের অগ্রভাগে জ্ঞাতবস্তু সম্বন্ধেও অজ্ঞের ন্যায় জিজ্ঞাসাকে মৌগ্ধ্য বলে (চৈ. চ. ২।১৪।১৬৩-৬৪)।

মৌরচয়—ময়ূর সমূহ (চৈ. চ. ৩।১৫।৫৯)।

মৌসিন—প্রা. তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষক (চৈ. চ. ৩।১০।৩৮)।

য

যতাত্মা—সংযতচিত্ত, ক্ষোভরহিত (গী. ১২।১৩ ; চৈ. চ. ২।২৩।৫১ শ্লোঃ)।

যথিতথি—প্রা. যেখানে ইচ্ছা সেখানে (চৈ. চ. ৩।৮।২৩)।

যদুনন্দন আচার্য—অদ্বৈতাচার্যের নীলাচলবাসী অন্তরঙ্গ শিষ্য। বাসুদেব দত্তের অনুগৃহীত। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু।

যদুনাথ কবিচন্দ্র—নিত্যানন্দ পার্ষদ। চৈতন্যভাগবত মতে "প্রভুর পিতার সহ জন্ম এক গ্রাম।" ইঁহার আদি নিবাস শ্রীহট্টে ছিল, পরে নবদ্বীপবাসী হন। চৈতন্যচরিতামৃত ইঁহাকে 'মহাভাগবত' বলিয়াছেন। যথা : "মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র। যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥" (চৈ. চ. ১।১১।৩২)। কবিরূপেও ইঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল।

যদ্বা তদ্বা—যে সে, নগণ্য (চৈ. চ. ৩।৫।৯৯)।

যম—১. যোগ মার্গের সাধনাঙ্গ বিশেষ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য), নিঃসঙ্গ, লজ্জা, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্থৈর্য, ক্ষমা ও অভয়—এই দ্বাদশটি 'যম' শব্দ বাচ্য (চৈ. চ. ২।২২।৮৩)।

২. ধর্মরাজ। **যমজ**—একগর্ভে এক সঙ্গে জাত, যেমন নকুল ও সহদেব।

যমেশ্বর টোটা—নীলাচলে বাগান বিশেষ। টোটা গোপীনাথের মন্দির এই স্থানে।

যাইছোঁ—প্রা. যাইতেছি (চৈ. চ. ৩।১৮।৫৩)।

যাউক—প্রা. চলুক (চৈ. চ. ৩।৩।৯৯)।

যাঙ্—প্রা. যাইব (চৈ. চ. ২।২।৫৩)।

যাজপুর—উড়িষ্যার বৈতরণী নদীর তীরবর্তী প্রসিদ্ধ স্থান। নাভিগঙ্গা ক্ষেত্র। নামান্তর 'যজ্ঞপুর', 'যজাতিপুর'।

যাবৎনির্বাহ প্রতিগ্রহ—যতটুকু প্রতিগ্রহ বা গ্রহণ না করিলে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না, ততটুকু গ্রহণ (চৈ. চ. ২।২২।৬২)।

যাবদাশ্রয় বৃত্তি—যাবৎ (যে পর্যন্ত, যে পরিমাণ বা যত তত)+আশ্রয় (অনুরাগের আশ্রয় সাধকভক্ত ও সিদ্ধভক্ত) বৃত্তি (ব্যাপার বা ক্রিয়া)। অতএব যাবদাশ্রয় বৃত্তি অর্থ—যে পর্যন্ত আশ্রয় আছে, বা যে পরিমাণ আশ্রয় আছে অর্থাৎ যত সাধক ভক্ত ও সিদ্ধ ভক্ত আছেন, তাঁহাদের সকলের উপরেই ক্রিয়া যাহার (চৈ. চ. ২।২৩।৩৭)।

যামুনাচার্য—দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্য ও আলোয়ান্দার বা আলোয়ার-শ্রেষ্ঠ। শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরের শ্রেষ্ঠ মহান্ত। রামানুজাচার্যের মাতা কান্তিমতী ইঁহার পৌত্রী ছিলেন। ইনি মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া বিশাল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শতবর্ষ বয়সে ইঁহার সহিত তরুণ ভক্ত রামানুজের সাক্ষাৎ হয় এবং ইনি রামানুজকে মনে মনে শ্রীরঙ্গমের মঠাধীশরূপে চিহ্নিত করেন। মৃত্যু সময়ে ইনি শিষ্য মহাপূর্ণকে রামানুজের নিকটে প্রেরণ করেন। চারি দিন পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া রামানুজ দেখেন যামুনাচার্যের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ। ইহা আচার্যের অপূর্ণ বাসনার দ্যোতক মনে করিয়া রামানুজ তিনটি প্রতিজ্ঞা করিয়া শ্লোক আবৃত্তি করেন। সঙ্গে সঙ্গে আচার্যের অঙ্গুলি খুলিয়া যায়। রামানুজ বেদান্তের শ্রীভাষ্য রচনা করিয়া এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

যাঁহা—যে স্থানে (চৈ. চ. ১।৭।২১)।

যুক্ত বৈরাগ্য—ভক্তির উপযোগী বৈরাগ্য। বিষয়ে আসক্তিহীন হইয়া কৃষ্ণভক্তির আনুকূল্যে যথাযোগ্য ভাবে যিনি বিষয় ভোগ করেন তাঁহার বৈরাগ্যকে 'যুক্ত বৈরাগ্য' বলে। ইহা হইতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মে (চৈ. চ. ২।২৩।৫৬ এবং ২।২৩।৪৯ শ্লোঃ, ভ. র. সি. ১।২।১২৫)। শুষ্ক বৈরাগ্য দ্রঃ।

যুগধর্ম—যুগানুরূপ ভজন,—সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্যা ও কলিতে নাম সংকীর্তন। যথা—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্তনাৎ ॥—(ভাঃ ১২।৩।৫২ ;
চৈ. চ. ১।৩।১৭)।

যুগাবতার—অবতার দ্রঃ।

যুড়ি—প্রা. যুক্ত করিয়া (চৈ. চ. ২।১৩।৭৫)।

যোই কোই—প্রা. যে কেহ (চৈ. চ. ২।২৪।৪৫)।

যোগক্ষেম—(গীতা ৯।২২)। ১. যোগ—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি, ক্ষেম—প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ ; অতএব যোগক্ষেম—আহারাদি সকল প্রয়োজনীয় বস্তু—(শঙ্কর); ২. যোগ—ধনাদি লাভ, ক্ষেম—তাহার রক্ষণ অথবা মুক্তি (শ্রীধর)। ৩. শ্রেয়—(কঠ. উ.)। ৪. নির্বাণ—(ধম্মপদ)।

যোগপট্ট—যে বস্ত্র দ্বারা সন্ন্যাসীদের পৃষ্ঠ ও জানু বন্ধন হয় (চৈ. চ. ২।২০।১০৬)।

যোগপীঠ—"সপরিকর শ্রীরাধা গোবিন্দের মিলনস্থানবিশেষ। যোগপীঠের মধ্যস্থলে মণিময় ষড়্‌দলপদ্ম ; তাহার মধ্যস্থলে শ্রীরাধা গোবিন্দের রত্ন সিংহাসন ; এই ষড়্‌দলপদ্ম একটি বৃহৎ মণিময় পদ্মের কর্ণিকার স্থানীয় ; এই বৃহৎ পদ্মের বিভিন্ন দলে যথাস্থানে সেবাপরায়ণা সখী-মঞ্জরীগণের দাঁড়াইবার স্থান। কল্পবৃক্ষের নীচে এই যোগপীঠ অবস্থিত।"—ডঃ নাথ (চৈ. চ. ১।৫।১৯৫)।

যোগমায়া—'যোগেন চিত্তবৃত্তি নিরোধেন য মায়া অচিন্ত্য শক্তিঃ'—অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ দ্বারা যে অচিন্ত্য শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে হয় তিনিই যোগমায়া। ইনি ভগবানের অঘটন ঘটন পটীয়সী লীলাশক্তি। ইঁহার দ্বারাই ভগবান দেবকীর গর্ভ রোহিণীতে সংক্রামিত করিয়াছিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ দাবাগ্নি পান করিয়া স্বজনগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।২।৫-৮ এবং ১০।১৯।১৪)। ইঁহাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।২৯।১)। ইনি "দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ" (ভাঃ ১০।২।১১)। "যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি" অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্ব যাহার পরিণতি বা বৃত্তিবিশেষ, সেই চিচ্ছক্তিই যোগমায়া (চৈ. চ. ২।২১।৮৫)। জীবমায়া দ্রঃ।

যোটন—যোগ, সংযোগ, (চৈ. চ. ২।১৪।৪৮)।

যোষিৎ—স্ত্রী (চৈ. চ. ২।৮।১১০)।

যোগেশ্বর—যোগ+ঈশ্বর। অঘটনঘটনপটীয়সী মহাশক্তি যোগমায়ার ঈশ্বর (ভাঃ ১০।৩৩।৩)।

র

রই—রহি, থাকি (চৈ. চ. ২।৪।৩৫)।

রক্ষিতা—রক্ষাকর্তা (চৈ. চ. ১।২।৩২)।

রঘুনন্দন—শ্রীখণ্ডে বৈদ্যকুলে আবির্ভাব। পিতা মুকুন্দ দাস, খুল্লতাত নরহরি সরকার ঠাকুর। ইনি শ্রীচৈতন্যের অভিন্নতনু বলিয়া বৈষ্ণবগণ জ্ঞান করিতেন। ইঁহার কৃষ্ণভক্তির মাহাত্ম্যে পিতা মুকুন্দ দাস বলিয়াছিলেন—রঘুনন্দন হইতেই আমাদের কৃষ্ণভক্তি, সুতরাং রঘুনন্দনই আমার পিতা, আমি তাঁর পুত্র। রঘুনন্দনের গৃহে একটি কদম্ববৃক্ষ ছিল, ইহাতে প্রতিদিন ফুল ফুটিত। ইনিও দুইটি কদম্বফুল দিয়া প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের কর্ণভূষণ রচনা করিতেন।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য—নব্য স্মৃতির প্রবর্তক। প্রধান গ্রন্থ অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব। পিতা হরিহর ভট্টাচার্য। ঘটীয় কুলের ব্রাহ্মণ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভাব। ইনি নবদ্বীপবাসী ছিলেন। আদিনিবাস পূর্ববঙ্গে, অনেকের মতে শ্রীহট্টে।

রঘুনাথ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আটজন রঘুনাথের উল্লেখ আছে। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য পরিকর তিনজন, যথা—১. তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম ; ২. রঘুনাথ দাস গোস্বামী, বা 'স্বরূপের রঘুনাথ' এবং ৩. রঘুনাথ বৈদ্য—ইনি শ্রীচৈতন্যের পূর্বসঙ্গী, পরে নীলাচলে বাস করিয়া প্রভুর সেবা করিতেন (চৈ. চ. ১।১০।১২৪-২৫, ৩।৬।২০১)। এতদ্ব্যতীত নিত্যানন্দ প্রভুর গণমধ্যে ছিলেন দুইজন, যথা—৪. 'রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়। যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি হয়॥' (চৈ. চ. ১।১১।১৯) এবং ৫. 'আচার্য বৈষ্ণবানন্দ' রঘুনাথ-পুরী (চৈ. চ. ১।১১।৩৯) ; ৬. অদ্বৈত শাখায় ছিলেন একজন রঘুনাথ এবং ৭. গদাধর শাখায় অপর একজন। ইহা ব্যতীত আর একজন রঘুনাথের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—৮. রঘুপতি উপাধ্যায়। 'তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয়' (চৈ. চ. ২।১৯।৮৫-৯৭)। ইনি মহাপ্রভুকে 'শ্যামমেব পরং রূপং'—নামক শ্লোকটি শুনাইয়াছিলেন। ১ম ও ২য় রঘুনাথের বিবরণ নিম্নে দ্রষ্টব্য।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী—ইনি বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম। সপ্তগ্রামের গোবর্ধন দাসের পুত্র। হিরণ্য দাস ইঁহার জ্যেঠা। হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাস দুই ভ্রাতা ছিলেন সপ্তগ্রামের জমিদার। ইঁহাদের রাজকরই ছিল বার্ষিক বার লক্ষ টাকা। রঘুনাথ দাস ছিলেন সেই বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু ইনি বাল্যে হরিদাস ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হইয়া

উঠেন। এবং পরিশেষে সুন্দরী স্ত্রী ও বিশাল সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটে চলিয়া যান। প্রভু স্বরূপদামোদরের উপরে ইঁহার শিক্ষার ভার সমর্পণ করেন। এজন্য ইঁহাকে 'স্বরূপের রঘুনাথ' বলা হইত। প্রভু ইঁহাকে গোবর্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা দান করিয়া গোবর্ধন শিলার সেবার আদেশ করেন। মহাপ্রভু ও স্বরূপদামোদরের অন্তর্ধানের পর ইনি বৃন্দাবনে গিয়া রূপ সনাতনের সঙ্গে বাস করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কল্পবৃক্ষ, স্তবমালা, মুক্তাচরিত প্রভৃতি ইঁহার রচিত গ্রন্থ। ইনি ব্রজের রসমঞ্জরী বলিয়া প্রসিদ্ধি। গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালে ইনি পানিহাটীতে চিড়ামহোৎসব উদ্‌যাপিত করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাহা অঙ্গীকার করেন। দাস গোস্বামীর ভজন নিষ্ঠা ও কৃচ্ছ্রসাধন বৈষ্ণব জগতের পরম বিস্ময়। ইনি নীলাচলে সাড়ে সাত প্রহর সাধন-ভজন করিতেন এবং তৎপরে কিঞ্চিৎ গলিত মহাপ্রসাদান্ন গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিতেন। নীলাচলে ইনি ষোল বৎসর মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন।

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী—বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম। চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত তপন মিশ্রের পুত্র। মহাপ্রভু যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা করিতেন। সে সময় রঘুনাথ মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। পিতৃসান্নিধ্যে থাকাকালে ইনি চৈতন্যদেবকে দর্শনের জন্য দুইবার নীলাচলে গিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে ইনি পিতা-মাতার সেবা করিতেন এবং বৈষ্ণবের নিকটে ভাগবত পাঠ শুনিতেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর ইনি নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটে চলিয়া যান। মহাপ্রভু পরে ইঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন।

রঘুনাথ শিরোমণি—নব্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা। মিথিলার পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রকে পরাজিত করিয়া ইনি নবদ্বীপে ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের সহপাঠী। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভাব। পূর্ব নিবাস শ্রীহট্টে। ইনি নবদ্বীপে বাসুদেব সার্বভৌমের নিকটে অধ্যয়ন করেন এবং পরে মিথিলায় গিয়া ন্যায় শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া 'শিরোমণি' উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি দীধিতি টীকা, লীলাবতী টীকা, ক্ষণভঙ্গুরবাদ, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি প্রভৃতি ৩৮ খানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কথিত আছে ইনি ও চৈতন্যদেব ন্যায়শাস্ত্রের টীকাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের গ্রন্থ প্রচারিত হইলে ইঁহার গ্রন্থ আদৃত হইবে না জানিয়া চৈতন্যদেব বন্ধুর প্রীতির জন্য স্বীয় গ্রন্থ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন।

রঙ্গ—লীলা (চৈ. চ. ১।৭।৩), কৌশল (চৈ. চ. ১।৭।৩০), উল্লাস (১।১৩।৯৫)।

রঙ্ক - কণিকা (চৈ. চ. ৩।১১।১৯)।

রড়—প্রা. দৌড় (চৈ. ভা. ৯২।২।৬)।

রতহিণ্ডক—স্ত্রীলম্পট (উ. নী., সখী-৪)।

রতি—প্রেমাঙ্কুর, প্রীত্যঙ্কুর বা ভাব (চৈ. চ. ২।২২।৯৪, ২।২৩।২৪-৩৫)।

রতি বা ভাবের লক্ষণ, যথা—

শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা প্রেম সূর্য্যাংশু সাম্যভাক্।

রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥ (ভ. র. সি. ১।৩।১)।

হ্লাদিনী প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষই ভাব বা প্রীত্যঙ্কুর বা রতি। ইহা শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ স্বরূপ, প্রেমরূপ সূর্যের কিরণ সদৃশ এবং রুচি অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তির অভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক ভক্তি বিশেষ। শুদ্ধসত্ত্ব ও প্রেম দ্রঃ। চৈতন্যচরিতামৃত (২।১৯।১৫১-১৫২) বলেন—

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।

রতিগাঢ় হৈলে তাহে 'প্রেম' নাম কয়॥

প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম স্নেহ, মান, প্রণয়।

রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥"

অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চবিধ, যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পাঁচটি রতিই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের স্থায়ীভাব (চৈ. চ. ২।৮।৬০-৬৯ এবং ২।১৯।১৫৭-১৬০)। **শান্তরতি**—শান্তরতির গুণ শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠা, কৃষ্ণ বিনা অন্য কামনা ত্যাগ। কিন্তু শান্তভক্তের শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি নাই। শ্রীকৃষ্ণে কেবল তাঁহার পরমাত্মা জ্ঞান। শান্তরস প্রেমের পূর্বসীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। নব যোগেন্দ্রাদি ও সনকাদি শান্তরসের আশ্রয়-আলম্বন এবং চতুর্ভুজস্বরূপ বিষয়ালম্বন (চৈ. চ. ২।২৩।৩৪)। **দাস্যরতি**—দাস্যরতির গুণ সেবা ; দাস্যভক্তের শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠা ত আছেই, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি থাকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য সেবা আছে। দাস্য ভক্তের শ্রীকৃষ্ণে গৌরব বুদ্ধি আছে। দাস্যরতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। দাস্যরসের বিষয়-আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ আর আশ্রয়-আলম্বন রক্তক পত্রক প্রভৃতি। **সখ্যরতি**—সখ্যরতির গুণ সম্ভ্রমশূন্যতা বা গৌরবশূন্যতা। শ্রীকৃষ্ণ যে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণসখাদের সেই জ্ঞানই নাই। সখ্যরতিতে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা ও দাস্যের সেবা ত আছেই, অধিকন্তু সখার সম্ভ্রম বা গৌরবশূন্যতা আছে। সখ্যরতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি

পায়। সুবল, মধুমঙ্গলাদি সখ্যরসের আশ্রয়-আলম্বন আর শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন।
বাৎসল্যরতি—বাৎসল্যরতির ভক্তগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় মনে করেন। বাৎসল্যরতিতে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা এবং সখ্যের সম্ভ্রম শূন্যতা ত আছেই, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি ও মমতার আধিক্য-বশতঃ তাঁহাকে আশীর্বাদের ও অনুগ্রহের পাত্র জ্ঞানও আছে। লালন পালনের ভাব আছে। বাৎসল্যরতি—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগের শেষ সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন আশ্রয়ালম্বন এবং প্রভাবশূন্য ও অনুগ্রহ পাত্ররূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন।
মধুররতি—অঙ্গ সঙ্গ দানাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও প্রীতি সম্পাদনই মধুর-রতির প্রধান গুণ। মধুররতিতে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সম্ভ্রম-শূন্যতা এবং বাৎসল্যের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহত্ব গুণও আছে। মধুররতি—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ মধুর রসের আশ্রয়ালম্বন ও রসিক শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মধুররতি তিন প্রকার, যথা—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা।
সাধারণীরতি—যে রতি অতিশয় গাঢ় হয় না। যাহা প্রায় কৃষ্ণদর্শনেই উৎপন্ন হয় এবং সম্ভোগেচ্ছাই যাহার নিদান, সেই রতিকে সাধারণীরতি বলে। ইহাতে কৃষ্ণ-সুখেচ্ছা কিঞ্চিৎ থাকে, কিন্তু আত্মসুখহেতু সম্ভোগেচ্ছাই প্রবল। যেমন কুব্জার রতি। কুব্জা কৃষ্ণকে অনেকটা উপপতি ভাবে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। সাধারণীরতি প্রেম পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
সমঞ্জসারতি—যে রতি গুণাদির শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন, যাহা হইতে পত্নীত্বের অভিমান বুদ্ধি জন্মে এবং যাহাতে কখনও কখনও সম্ভোগতৃষ্ণা জন্মে, সেই গাঢ় (সান্দ্রা) রতিকে সমঞ্জসারতি বলে। এই রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া মাত্রই কান্তাভাবের উদয় হয় এবং পত্নীরূপে সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। যথা রুক্মিণী প্রভৃতি। ইহাতে কৃষ্ণসুখের ইচ্ছা অধিকতর প্রবল। সমঞ্জসারতি অনুরাগের শেষ সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
সমর্থারতি—কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্যময়ী যে রতি, স্ব-সুখবাসনার গন্ধমাত্রও যাহাতে নাই, সেই রতিকে সমর্থারতি বলে। সমর্থারতির জন্য কৃষ্ণদর্শন বা কৃষ্ণগুণাদি শ্রবণাদির প্রয়োজন হয় না। ইহা স্বরূপধর্মবশতঃ আপনা আপনিই উন্মেষিত হয়। সমর্থারতি মহাভাবের শেষ সীমা পর্যন্ত বর্ধিত হয়।

রথী—মহারথ দ্রঃ।

রদারদি—দাঁতে দাঁতে (চৈ. চ. ৩।১৮।৮৪)।

রমণ—হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বিশেষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বা ব্রজরমণীদিগের পরস্পরের প্রীতিবিধানের নাম রমণ। রমণ শব্দের হেয় অর্থ শ্রীকৃষ্ণ বা তৎপরিকরদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। [রম্ ক্রীড়ায়াং নিচ্+ল্যু] পতি (হরি. ১৯৭)।

রশনা, রসনা—রজ্জু (ভাঃ ১১।২।৫৫); জিহ্বা।

রস—রসো বৈ সঃ (তৈত্তি. ২।৭)। ব্রহ্মরসস্বরূপ। রস শব্দের দুইটি অর্থ—রস্যতে (আস্বাদ্যতে) এবং রসয়তি (আস্বাদয়তি) ইতি রসঃ। যাহা আস্বাদ্য (যেমন মধু) এবং যাহা আস্বাদক (যেমন ভ্রমর) উভয়ই রস। ব্রহ্ম ও আস্বাদ্য ও আস্বাদক। চমৎকারিতাই রসের সার। **রতি**—স্বযোগ্য বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারীভাবের মিলনে অনির্বচনীয় আস্বাদনচমৎকারিতা ধারণ করিলে রসে বা ভক্তিরসে পরিণত হয়। (বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।) রতিভেদে ভক্তিরস বারটি। ইহার মধ্যে পাঁচটি প্রধান বা মুখ্য, যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এবং সাতটি গৌণ, যথা—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র,বীভৎস ও ভয়। যথা—

> শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রস নাম।
> কৃষ্ণ-ভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥
> হাস্যাদ্ভুত-বীর-করুণ-রৌদ্র বীভৎস-ভয়।
> পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥ (চৈ. চ. ২।১৯।১৫৮-৬০)

রতি, মুখ্যভক্তিরস ও গৌণভক্তিরস দ্রঃ।

রসবাস—কবাবচিনি (চৈ. চ. ২।৩।১০০)

রসরাজমহাভাব—শৃঙ্গার—রসরাজ মূর্তিধর শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবময়ী শ্রীরাধার মিলিতরূপ (চৈ. চ. ২।৮।২৩৩)।

রসাভাস—"অনৌচিত্য প্রবৃত্তত্বে আভাসো রসভাবয়োঃ" (সাহিত্য দর্পণ-৩)। অনুচিতরূপে প্রবৃত্ত রসকে রসাভাস বলে। আপাতঃ দৃষ্টিতে রসপুষ্টিকারক মনে হইলেও বিচার করিলে যাহাতে রস-লক্ষণ-সমূহ যথাযথ দৃষ্ট হয় না। ব্রজগোপীদের প্রেমে রসাভাস দোষ নাই (চৈ. চ. ২।১৪।১৫৫)।

রসা—প্রা. রস (চৈ. চ. ৩.৪।১৯)

রসালা—শিখরিণী দ্রঃ (চৈ. চ. ২।১৪।১৭৩)।

রসুই—প্রা. রন্ধন, রান্না (চৈ. চ. ৩।১২।১৪২)।

রহ—প্রা. থাক (চৈ. চ. ৩।৪।৪৭)।

রহঃস্থান—গোপনীয় স্থান (চৈ. চ. ২।৮।৫৩)।

রাগ—প্রেম দ্রঃ। অভিলষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী আবেশ-পরাকাষ্ঠা, তাহার নাম রাগ। "ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ—এই স্বরূপ লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থ লক্ষণ॥" (চৈ. চ. ২।২২।৮৬) এই ভক্তিপথের নাম রাগমার্গ।

রাগাত্মিকা, রাগানুগা—ভক্তি দ্রঃ।

রাঘব পণ্ডিত—পানিহাটীতে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। মহাপ্রভু ইঁহার কৃষ্ণসেবার পরিপাটীর প্রশংসা করিতেন। কৃষ্ণসেবায় ইঁহার যেমন প্রীতি ছিল, তেমন শুদ্ধতা ও শুচিতাও ছিল। ইনি যে ভোগ লাগাইতেন তাহার প্রশংসা করিয়া মহাপ্রভু বলিতেন, "রাঘবের ঘরে রান্ধে, রাধাঠাকুরাণী।" ইনি মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য প্রতিবৎসর নীলাচলে যাইতেন এবং তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী দেবী কর্তৃক মহাপ্রভুর জন্য প্রস্তুত বারমাসের উপযোগী বিবিধ ভোগ্যদ্রব্যে পূর্ণ ঝালি মকরধ্বজকরের তত্ত্বাবধানে নীলাচলে লইয়া যাইতেন। এই ঝালি "রাঘবের ঝালি" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই সমস্ত দ্রব্য শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত শুচি-পবিত্রভাবে প্রদত্ত হইত বলিয়া মহাপ্রভু গ্রহণ করিতেন।

রাজঘর—রাজার কারাগার (চৈ. চ. ২।১৯।৫২)।

রাজলেখা—রাজার ছাড়পত্র (চৈ. চ. ২।৪।১৫২)।

রাজমহিন্দা—মাদ্রাজ রাজ্যের 'রাজমহেন্দ্রী'। ইহা উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের শাসনাধীন ছিল।

রাড়ী—বিধবা ((চৈ. চ. ২।১৫।২৪৯)।

রাঢ়দেশ—গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বঙ্গদেশের অংশকে রাঢ়দেশ বলে।

রাঢ়ী—রাঢ় দেশীয় (চৈ. চ. ২।১৬।৫০)।

রাতুল—রক্তবর্ণ (চৈ. চ. ৩।১৩।৫২)।

রাধা—শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা। ইঁহার পিতা—বৃষভানু, মাতা—কীর্তিদা, ভ্রাতা—শ্রীদাম, ভগিনী—অনঙ্গ মঞ্জরী, পতি—অভিমন্যু, শ্বশুর—বৃক, শ্বশ্রূ—জটিলা, ননন্দা—কুটিলা। **রাধাতত্ত্ব**—শ্রীরাধা কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি, মহাভাব স্বরূপিণী। ইঁহার প্রেম নিত্যসিদ্ধ ও কামগন্ধহীন। রাধ্ ধাতুর অর্থ আরাধনা। কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্তিরূপ আরাধনা করেন বলিয়া ইঁহার নাম রাধিকা (চৈ. চ. ১।৪।৭৫, ভাঃ ১০।৩০।২৮)। লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধার অংশ বিভূতি বা বৈভব বিলাসাংশরূপ, দ্বারকা মথুরার মহিষীগণ ইঁহার বৈভব-প্রকাশ স্বরূপ এবং ব্রজাঙ্গনাগণ রসবৈচিত্রীর জন্য আকৃতি-প্রকৃতি ভেদে কায়ব্যূহরূপ (চৈ. চ. ১।৪।৬৭-৬৮)। বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্রমতে ইনি দেবী, কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বকান্তি, সম্মোহিনী ও পরা। রাধা পূর্ণশক্তি ও কৃষ্ণ

পূর্ণশক্তিমান্। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদবশতঃ রাধাকৃষ্ণ মূলতঃ অভিন্ন (চৈ. চ. ১।৪।৮৩-৮৫)। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্যনট। সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥" (চৈ. চ. ১।৪।১০৮)

রাধিকার অষ্টসখী—ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী। ইহারা রাধিকার সর্বাপেক্ষা প্রিয় (উ. নী. রাধা প্র. ৩৭)।

রাধিকারগণ—শ্রীরাধিকার সেবার অধিকারী। জগতের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিনজন এরূপ পাত্র বা পরিকর আছেন।—স্বরূপদামোদর, রায় রামানন্দ ও শিখিমাহিতী—তিনজন এবং শিখিমাহিতীর ভগ্নী মাধবী দেবী স্ত্রীলোক বলিয়া অর্ধজন। যথা—

প্রভু লেখা করে—রাধা ঠাকুরাণীরগণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সার্দ্ধ তিন জন॥
স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতী, আর তাঁর ভগ্নী অর্দ্ধজন॥—চৈ. চ. ৩।২।১০৪-৫।

এই চারিজন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশের পূর্ব হইতেই রাগানুগামার্গে ব্রজ গোপীর আনুগত্যে ভজন করিতেন। ইহাদের ভজনে ঐশ্বর্যজ্ঞান ছিল না।

রাধিকার পঞ্চবিংশতি গুণ—নায়িকা-শ্রেষ্ঠা বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার গুণ অনন্ত, তাহার মধ্যে পঁচিশটি প্রধান। যথা—শ্রীরাধিকা—১. মধুরা, ২. নববয়া (চির-কিশোরী), ৩. চলাপাঙ্গা (চঞ্চল কটাক্ষযুক্তা), ৪. উজ্জ্বলস্মিতা (বদনে উজ্জ্বল ঈষৎ হাস্য), ৫. চারুসৌভাগ্য-রেখা (করচরণাদিতে সৌভাগ্যরেখা বিদ্যমান), ৬. গন্ধোন্মাদিত-মাধবা (ইহার গাত্রগন্ধের মাধুর্যে মাধব উন্মত্ত হইয়া উঠেন), ৭. সঙ্গীত-প্রবরাভিজ্ঞা (সঙ্গীত বিদ্যায় সুনিপুণা), ৮. রম্যবাক্ (ইহার বাক্য অত্যন্ত রমণীয়), ৯. নর্ম পণ্ডিতা (পরিহাস বিশারদা), ১০. বিনীতা, ১১. করুণাপূর্ণা, ১২. বিদগ্ধা (সর্ববিষয়ে চতুরা), ১৩. পাটবান্বিতা (চাতুর্যশালিনী), ১৪. লজ্জাশীলা, ১৫. সুমর্যাদা (সৎ-পথে অবিচলিতা), ১৬. ধৈর্যশালিনী, ১৭. গাম্ভীর্যশালিনী, ১৮. সুবিলাসা (শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণকারী ভঙ্গী বিলাসবতী), ১৯. মহাভাব পরমোৎকর্ষতর্ষিণী (মহাভাবের চরম বিকাশ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে অতিশয় তৃষ্ণাবতী), ২০. গোকুল প্রেমবসতি (গোকুলবাসীদের প্রীতিভাজন), ২১. জগৎশ্রেণীলসদ্-যশা (ইহার যশে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত), ২২. গুর্বর্পিত-গুরু-স্নেহা (গুরুজনদের প্রতি অতিশয় স্নেহপাত্রী), ২৩. সখী-

প্রণয়িতাবশা (সখীসকলের প্রণয়ের অধীনা), ২৪. কৃষ্ণ প্রিয়াবলীমুখ্যা (শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের মধ্যে সর্বপ্রধানা) এবং ২৫. সন্ততাশ্রবকেশবা (কেশব সর্বদাই ইঁহার বাক্যের অধীন) (উ. নী. রাধা প্রকরণ (৯), চৈ চ. ২।২৩।৩৯-৪৩ শ্লোঃ)।

রাম—১. অযোধ্যাধিপতি ; ২. রাম নাম তারক, কৃষ্ণ নাম পারক (চৈ. চ. ৩।৩।২৪৪) ; ৩. সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম, যোগিগণ ইঁহাতে রমণ করেন (পদ্মপুরাণ, রাম শতনাম ৮)।

রামচন্দ্র কবিরাজ—নিত্যানন্দ শাখার পরিকর।

রামচন্দ্র খান—বেনাপুলের জমিদার। অত্যন্ত বৈষ্ণব বিদ্বেষী। হরিদাস ঠাকুরকে পরীক্ষার জন্য তাঁহার নিকটে বেশ্যা পাঠাইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু ইঁহার গৃহে একবার পথক্রমে আসিলে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। পরে রাজকর প্রদান না করায় রাজার উজীরের হাতে ইনি নির্যাতিত হন।

রামদাস অভিরাম—খানাকুল কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। ইনি সর্বদা সখ্যপ্রেমে বিভোর থাকিতেন। শ্রীচৈতন্য ইঁহাকে নিত্যানন্দের সঙ্গে নাম-প্রেম প্রচারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'জয়মঙ্গল' নামে ইঁহার এক চাবুক ছিল, ইনি যাঁহাকে এই চাবুক দ্বারা স্পর্শ করিতেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইতেন। কথিত আছে ইনি বিষ্ণুবিগ্রহ ছাড়া অন্য বিগ্রহে প্রণাম করিলে সেই বিগ্রহ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। একবার ইনি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া অন্য বাঁশীর অভাবে প্রকাণ্ড এক কাষ্ঠকে বাঁশীর ন্যায় বাজাইয়াছিলেন। এই কাষ্ঠখণ্ড বহন করিতে বত্রিশজন লোকের প্রয়োজন হইত। ইনি শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয় শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইনি দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের শ্রীদামসখা বলিয়া কীর্তিত।

রামাই—শ্রীচৈতন্য শাখা। নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সেবক গোবিন্দের আনুগত্যে গোবিন্দেরই সঙ্গে ইনি মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। রামাই প্রতিদিন বাইশ ঘড়া জল তুলিতেন। ব্রজলীলায় ইনি জলসংস্কারকারী পয়োদ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

রামানন্দ বসু—কুলীন গ্রামে কায়স্থকুলে আবির্ভূত। পিতা লক্ষ্মীনাথ বসু (সত্যরাজ খান), পিতামহ মালাধর বসু (গুণরাজ খান)। ইনি মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত ছিলেন। প্রতিবৎসর পিতার সঙ্গে নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য যাইতেন। চৈতন্যদেব সত্যরাজ খান্ ও রামানন্দ বসুর প্রার্থনায় গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর এবং

বৈষ্ণবতমের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন। সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসুর উপরে জগন্নাথের পট্টডোরী সরবরাহের ভারও মহাপ্রভু দিয়াছিলেন। ইনি বাংলা ও ব্রজবুলিতে বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য শাখা ব্রজের কলকণ্ঠী নাম্নী গন্ধর্ব-নাটিকা বলিয়া কীর্তিত।

রামানন্দ রায়—ভবানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উৎকলবাসী। ইনি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজ মহেন্দ্রীর শাসনকর্তা ছিলেন। গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে ছিল ইহার সদর কার্যালয়। মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে এই বিদ্যানগরে উভয়ের মিলন হয় এবং সাধ্যসাধনতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। পরিশেষে মহাপ্রভু নিজের স্বরূপ—'রসরাজ-মহারাজ দুইয়ে এক রূপ'—প্রকাশ করিয়া স্বীয়তত্ত্ব ব্যক্ত করেন। দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথেও মহাপ্রভু ইঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন এবং দক্ষিণদেশ-ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত ও ব্রহ্ম সংহিতা নামক যে দুই গ্রন্থ ঐ দেশ হইতে আনিয়াছিলেন তাহা রামানন্দ রায়কে দিয়াছিলেন। রামানন্দ মহাপ্রভুর প্রেরণায় রাজকার্য ত্যাগ করিয়া নীলাচলে তাঁহার সহিত মিলিত হন। ইনি ছিলেন পরম ভাগবত, মহাপ্রেমিক ও শ্রেষ্ঠ রসিক ভক্ত। 'রাধিকারগণ' বলিয়া যে সাড়ে তিনজন রাগানুগামার্গের সাধক খ্যাত ছিলেন, রামানন্দ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। জগন্নাথবল্লভ নাটক ইঁহার রচিত। নীলাচলে মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের লীলায় ইনি ও স্বরূপ দামোদর নিত্যসঙ্গী ছিলেন। দ্বাপর লীলায় পাণ্ডুপুত্র অর্জুন, ব্রজের অর্জুনীয়া গোপী ও ললিতা বলিয়া প্রসিদ্ধি।

রামানুজাচার্য—বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য চতুষ্টয়ের অন্যতম। অপর তিনজন মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্কাচার্য। মাদ্রাজ ও কাঞ্চীপুরমের মধ্যবর্তী শ্রীপেরুম্বুদুরে (ভূতপুরীতে) ১০১৭ খ্রীঃ অব্দে জন্ম। পিতা আহুরি কেশবভট্ট এবং মাতা সুপ্রসিদ্ধ যামুনাচার্যের পৌত্রী কান্তিমতী। ইনি কাঞ্চীপুরমে বেদান্তশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত যাদবপ্রকাশের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাবলে ইনি অধ্যাপকের ব্যাখ্যা সব সময় গ্রহণ করিতে না পারিয়া সূত্রের নূতন ভাষ্য প্রদান করিতেন। ইহাতে যাদবপ্রকাশ বিরক্ত হইয়া রামানুজকে হত্যার গোপন ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রামানুজ গোষ্ঠিপূর্ণ স্বামীর শিষ্য। গুরুদত্ত মন্ত্ররহস্য জানিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ মন্ত্র যে শুনিবে তাহারই মুক্তিলাভ ঘটিবে। তাই গোপন মন্ত্র প্রকাশে অনন্ত নরকবাস

ঘটিবে জানিয়াও ইনি জীবকল্যাণের জন্ত ইষ্টমন্ত্র সকলকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার মতে ব্রহ্ম জীব (চেতন), জগৎ (অচেতন পদার্থ) ও ঈশ্বর—এই তিন রূপে অভিব্যক্ত। জীব সাধনাদি দ্বারা ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে, ইহাই মুক্তি। শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী একদণ্ডী। রামানুজপন্থী ত্রিদণ্ডী। ত্রিদণ্ড—কায়, বাক্য ও মনের সংযমসূচক। শ্রীসম্প্রদায়ে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা প্রচলিত। শ্রীচৈতন্যদেবের মত এই—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে হইলে ব্রজলোকের ভাবে ভজনা প্রয়োজন। কৃষ্ণ ও নারায়ণ স্বরূপতঃ একই, গোপী ও লক্ষ্মীতে ভেদ নাই, একই রূপ। গোপীদেহে লক্ষ্মীই কৃষ্ণসঙ্গ আস্বাদন করেন (চৈ. চ. ২।৯।১২১, ১৩৯-৪০)। রামানুজের প্রধান শিষ্য কুরেশ কাশ্মীরে গিয়া বোধায়ন-বৃত্তি কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া গুরুকে উপহার দেন। গ্রন্থের নকল আনিবার অধিকার ছিল না। এই বৃত্তি ও যামুনাচার্যের মায়াবাদ-খণ্ডন গ্রন্থ অবলম্বনে রামানুজাচার্য শ্রীভাষ্য রচনা করেন। বহু অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ও শৈবভক্ত ইহার সঙ্গে বিচারে পরাস্ত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। শেষে শৈব চোলরাজের আহ্বানে সশিষ্য বিচারে গেলে শৈবগণ রামানুজের শিষ্য কুরেশের ও গুরুগোষ্ঠিপূর্ণের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলে। রামানুজ গোপনে হয়শাল রাজ্যে পলায়ন করেন। সেখানকার রাজা বিত্তিদেব বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুবর্ধন নাম গ্রহণ করেন। রামানুজ বৈষ্ণব দ্বাদশ আলোয়ারের প্রস্তর মূর্তি শ্রীরঙ্গমে স্থাপিত করেন। তাঁহারও প্রস্তরমূর্তি স্বীয় জীবদ্দশায়ই শ্রীরঙ্গমে, বিষ্ণুকাঞ্চীতে এবং মহীশূর রাজ্যের মেলকোটে যতিরাজ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি ১২০ বৎসর বয়সে শ্রীরঙ্গমে দেহত্যাগ করেন। গ্রন্থ: শ্রীভাষ্য, বেদান্তদীপ, শ্রীগীতাভাষ্য, বেদান্ত সংগ্রহ প্রভৃতি।

রামেশ্বর—সেতুবন্ধ রামেশ্বর। ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ইহা কোটি দ্বীপ। পাম্বান জংশন হইতে একটি পণ্টুন ব্রীজের উপর দিয়া রেলযোগে যাইতে হয়। রামেশ্বরের অনাদি শিবলিঙ্গ ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম।

রায়—যিনি আনন্দ প্রদান করেন। উপাধিবিশেষ। **রায়বার**—রায় বা রাজার স্তুতি (চৈ. ভা. ৯৪।১।২১)।

রাসলীলা—বহু নর্তক ও নর্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষ। বৈষ্ণবতোষণী (১০।৩৩।২) মতে রাসের লক্ষণ।

নর্টৈ গৃহীত কণ্ঠীনামন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্।
নর্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্তনম্॥

অর্থাৎ নটসমূহের দ্বারা প্রত্যেকে কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইয়া ও পরস্পর হস্তধারণ করিয়া বহু নর্তকীর মণ্ডলাকারে নৃত্যকলাই রাস। অন্যোন্যব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্য-বিনোদো রাসো নাম—শ্রীধর। অর্থাৎ বহু স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া গান করিতে করিতে মণ্ডলাকারে যে নৃত্য তাহাই রাস। রাসো নাম অনেকনর্ত্তকনর্ত্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষ—ভাগবতচন্দ্রিকা॥ পরমরসকদম্বময়রাসঃ—বৈষ্ণবতোষণী (১০।৩৩।৩)। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২৯শ-৩৩শ অধ্যায়ে রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য এই অধ্যায়গুলি 'রাসপঞ্চাধ্যায়ী' বলিয়া খ্যাত। হরিবংসর বিষ্ণুপর্বে বিংশ অধ্যায়ে (১৫-৩৫) এবং বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে ত্রয়োদশ অধ্যায়েও (১৪-৬০ শ্লোঃ) রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। হরিবংশের লীলাকে 'হল্লীশ ক্রীড়া' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অনেক নর্তকীর সহিত একজন নটের মণ্ডলাকারে নৃত্যকে 'হল্লীশক' বলে, যথা—

নর্ত্তকীভিরণেকাভির্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ।
যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্বৈ হল্লীশকং বিদুঃ॥

'হল্লীস ক্রীড়া' রাসের সমপর্যায়ভুক্ত।

রূঢ়—মহাভাবের যে অবস্থায় সাত্ত্বিকভাব সকলের উদ্দীপন হয় তাহাকে রূঢ়-ভাব বলে (চৈ. চ. ২।২৩।৩৭)।

রূঢ়িবৃত্তি—প্রসিদ্ধ অর্থ। শব্দের ধাতু প্রত্যয়গত অর্থ গ্রহণ না করিয়া অন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করাকে রূঢ়িবৃত্তি বলে। যেমন 'মণ্ডপ' শব্দের ধাতু প্রত্যয়গত অর্থ মণ্ডপায়ী, কিন্তু 'মণ্ডপ' বলিতে গৃহ বুঝায়, যেমন হরিমণ্ডপ, চণ্ডীমণ্ডপ (চৈ. চ. ২।৬।২৪৭; ২।২৪।৫৯)।

রূপগোস্বামী—বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম। বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে ভরদ্বাজ গোত্রীয় যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। ইঁহার পিতার নাম কুমার দেব। ভ্রাতা সনাতন গোস্বামী ও অনুপম বল্লভ গোস্বামী। অনুপমের পুত্র বিখ্যাত ভক্তিগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীজীব গোস্বামী। সনাতন ও শ্রীজীবও বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্তর্গত। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব—তিনজনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের স্তম্ভ ছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী লঘু-তোষণীর টীকার উপসংহারে ইঁহাদের যে বংশলতিকা দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় ইঁহারা কর্ণাটরাজ সর্বজ্ঞের অধস্তন সন্তান। কর্ণাটরাজ সর্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের পুত্র রূপেশ্বর ভ্রাতৃবিরোধে রাজ্যত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে বাসের অভিপ্রায়ে কালনার নিকটে নৈহাটী আসিয়া বসতি

স্থাপন করেন। পদ্মনাভের পুত্র মুকুন্দ এবং মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব। কুমারদেব নৈহাটী হইতে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। কুমারদেবের অনেক সন্তান ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীঅনুপম গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের দরবারে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা যথাক্রমে দবীর খাস, সাকর মল্লিক ও মল্লিক ছিলেন। রামকেলিতে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের পর তিনি দবীর খাসের নাম দেন 'রূপ' এবং সাকর মল্লিকের 'সনাতন'। তিনজনই রাজপদ ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর আশ্রয়ে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। মহাপ্রভু স্বয়ং প্রয়াগে শ্রীরূপকে বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্ব শিক্ষা দেন (চৈ. চ., মধ্যলীলা উনবিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এবং কাশীতে শ্রীসনাতনকে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনতত্ত্ব, ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেন (চৈ. চ., মধ্যলীলা, ২০-২৪শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এর পরে ইঁহাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া লুপ্ত বৃন্দাবনের আবিষ্কার ও ধর্মশাস্ত্র প্রণয়নের জন্য ইঁহাদিগকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। অনুপম মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে। শ্রীরূপ কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য নীলাচলে আগমন করেন। এখানে কয়েক মাস বাস করিলে রসশাস্ত্র প্রকটনের জন্য মহাপ্রভু তাঁহাতে পুনরায় শক্তি সঞ্চার করেন। মহাপ্রভুর শিক্ষার আদর্শে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাধন-ভজনের রীতি ও অন্যান্য বিষয়ে বহুগ্রন্থ শ্রীরূপ রচনা করেন, তন্মধ্যে—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, লঘুভাগবতামৃত, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলি কৌমুদী, স্তবমালা, শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা, মথুরা মাহাত্ম্য, উদ্ধবসন্দেশ, হংসদূত, শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, পদ্যাবলী, আখ্যাতচন্দ্রিকা, নাটকচন্দ্রিকাদি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি ব্রজলীলায় শ্রীরূপ মঞ্জরী বলিয়া কীর্তিত।

রেমুণা—বালেশ্বরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে। এই স্থানে "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" বিদ্যমান। এই গোপীনাথ ভক্তপ্রবর মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীর লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী দ্রঃ।

রোমাঞ্চ—সাত্ত্বিকভাব দ্রঃ।

রোষ—অপরাধ ও কটূক্তি প্রভৃতিজনিত ক্রোধকে উগ্রতা বা রোষ বলে। বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভর্ৎসন, তাড়নাদি ইহার কার্য (চৈ. চ. ২।২।৫৪)।

অপরাধ দুরুক্ত্যাদি-জাতং চণ্ডত্বমুগ্রতা।
বধবন্ধ শিরঃকম্প ভর্ৎসনতাড়নাদিকৃৎ॥ (ভ. র. সি. ২।৪।৭৯)

রৌদ্ররস—গৌণ ভক্তিরস দ্রঃ।

রৌরব—অতিক্রুর প্রাণিবিশেষকে রুরু বলে। এই প্রাণী যে নরকে—পাপীকে দংশন করে, তাহাকে রৌরব বলে।

ল

লকলকি—প্রা. একরকম পিঠা (চৈ. চ. ২।৩।৫২)।

লক্ষণাবৃত্তি—বৃত্তি দ্রঃ।

লক্ষ্মীদেবী—চৈতন্যদেবের প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। পিতা বল্লভাচার্য পূর্বজন্মে মিথিলাপতি রাজর্ষিজনক ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। কাহারো কাহারো মতে উনি পূর্বজন্মে রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক ছিলেন। জানকী ও রুক্মিণী উভয়ের মিলনে লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব হয় বলিয়া বৈষ্ণবাচার্যগণের ধারণা। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ববঙ্গে ভ্রমণে গেলে নবদ্বীপে লক্ষ্মীদেবী পতির বিরহ-সর্পের দংশনচ্ছলে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হন।

লগুড়—লাঠি (চৈ. চ. ২।১।১০৬)

লাঘোবা—প্রা. লঘুজ্ঞান, অবমাননা।

লঘ্বীনায়িকা—নায়কের প্রেম-আদর প্রভৃতি লাভের আধিক্য, সমতা ও লঘুতা অনুসারে গোকুল-নায়িকা তিন প্রকার, যথা—অধিকা, সমা ও লঘ্বী (চৈ. চ. ২।১৪।১৪৯-১৫০)।

লজ্জা—ব্যভিচারী ভাব (ব্রীড়া) দ্রষ্টব্য।

লট্‌পটিবচন—গোলমেলে কথা; এদিক ওদিক করিয়া কথা বলা (চৈ. চ. ২।৫।৮৩।)

লব—ক্ষুদ্র অংশ (চৈ. চ. ৩।১৬।৯১); অল্প (চৈ. চ. ২।২২।৩৩)।

লম্পট—(সাধারণ অর্থে) পরস্ত্রীলোলুপ, লুব্ধ (বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে) রসিক।

লম্ভন—পুষ্টি (চৈ. চ. ২।২৪।২৫৪)।

লয়—গ্রহণ করে (চৈ. চ. ১।২।২৪); লোপ পাইল (চৈ. চ. ২।৪।৩৩); মিশিয়া যাওয়া (চৈ. চ. ১।৫।৩২)।

ললিত—অলঙ্কার দ্রঃ।

লাগ পাইমু—দেখিব (চৈ. চ. ১।১৭।১২২)।

লাগয়—সঙ্গত হয় (চৈ. চ. ২।২৪।৫২)।

লাগলৈয়া—লাগিয়া, লগ্ন হইয়া (চৈ. চ. ২।৪।১৪৬)।

লাগাইতে—প্রকাশ করিতে (চৈ. চ. ১।৩।৩)।

লাগানি করিল—অতিরঞ্জিত বিরুদ্ধ কথা বলিল (চৈ. চ. ৩৷৯৷২৬)।

লাগি না পাইল—দেখা পাইলেন না (চৈ. চ. ৩৷১৷৩৪)।

লাগে—উৎপন্ন হয় (চৈ. চ. ১৷৯৷২৩); ধরে (চৈ. চ. ২৷১৫৷১৭১); সংলগ্ন হয় (চৈ. চ. ১৷২৷৯৯)।

লাঘোবা—লঘুতা ; অবমাননা (চৈ. ভা. ১৷৯৷২৷১)।

লাবণ্য—চাকচিক্য। অঙ্গে উত্তম মুক্তার ন্যায় কান্তির তরঙ্গ (চৈ. চ. ২৷৮৷১২৯)।

লাস্য—ভাবাশ্রয়ং নৃত্যং (শব্দকল্পদ্রুম)। কোন ভাববিশেষের আশ্রয়ে নৃত্যের নাম।

লিখিয়ে—লিখিব (চৈ. চ. ৩৷১৷১৭)।

লীলা—১. ক্রীড়া বা খেলা, শৃঙ্গার-ভাবজাত চেষ্টাবিশেষ (চৈ. চ. ২৷৮৷১৩৮ ; ১৬২-৬৩); ২. অলঙ্কার দ্রঃ ; ৩. 'অবতার' প্রসঙ্গে লীলাবতার দ্রঃ।

লীলাবতার—অবতার দ্রঃ।

লীলাশুক—বিল্বমঙ্গল (চৈ. চ. ২৷২৷৬৮)।

লেউটি—ফিরিয়া (চৈ. চ. ২৷৭৷৪৪)।

লেখা—গণনা (চৈ. চ. ১৷৯৷২১) লিখি ও সর্ত (চৈ. চ. ৩৷৯৷৩৪)।

লেখায়—তুলনায় (চৈ. চ. ২৷৩৷৭৩)।

লেপাপিণ্ডি—বেদী, যাহা মাটী দ্বারা লেপা হইয়াছে (চৈ. চ. ৩৷৩৷২১৮)।

লেভ—'লভ্য' শব্দের অপভ্রংশ। ন্যায়তঃ প্রাপ্তির যোগ্য (চৈ. চ. ২৷১৯৷১৫)।

লেহ—লও (চৈ. চ. ৩৷১৷২০)।

লোকধর্ম—লোকাচার।

লোকনাথ গোস্বামী—যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে আবির্ভূত। পিতা-পদ্মনাভ, ভ্রাতা-প্রগলভ। মহাপ্রভুর আদেশে ইনি বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর ইঁহার শিষ্য। ব্রজলীলায় লীলামঞ্জরী বা বা মঞ্জুনালি বলিয়া প্রসিদ্ধি।

লোক সংগ্রহ—জগতের কল্যাণ (গী. ৩৷২৫)।

লোকায়ত—চার্বাক দর্শন।

লোচন দাস—বিখ্যাত পদকর্তা ও 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রণেতা। বর্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোটের নিকটে কোগ্রামে বৈদ্য বংশে ইহার জন্ম। মহাপ্রভুর সমসাময়িক নরহরিদাস ঠাকুর ইহার 'প্রেম ভক্তিদাতা' গুরু। ইহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'চৈতন্যমঙ্গল' ১৫৩৭ খ্রীঃ অব্দে সমাপ্ত হয়। ইনি ইহার রচনায় সাধু ভাষার পরিবর্তে সরল কথ্য ভাষাই বেশী প্রয়োগ করিয়াছেন।

শ

শকি—প্রা. সমর্থ হই।

শক্তি—ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি। যথা—'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ' (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)। অর্থাৎ অস্য পরাশক্তিঃ এব বিবিধা জ্ঞানবলক্রিয়া স্বাভাবিকী চ শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেদ্যা। বল—ইচ্ছা। ব্রহ্মের পরাশক্তি বিবিধ। তাঁহার জ্ঞান ও ইচ্ছার ক্রিয়া ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেদ্য। এই অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান, যথা—চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। **চিৎশক্তি**—ইহাকে **পরা, অন্তরঙ্গা** বা **স্বরূপশক্তি**ও বলে। এই শক্তির সাহায্যে ভগবান অন্তরঙ্গ লীলা বিলাস করিয়া থাকেন, এজন্য ইহাকে **অন্তরঙ্গা শক্তি** বলে। এই শক্তি সর্বদা ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া **স্বরূপ শক্তি**ও বলে। সন্ধিনী (সৎ), সম্বিৎ (চিৎ) ও হ্লাদিনী (আনন্দ) এই তিনটি চিৎশক্তির বৃত্তি। **সন্ধিনী** অর্থাৎ সত্তাবিষয়ক বৃত্তি। ইহা দ্বারা ভগবান নিজের ও অপরের সত্তা রক্ষা করেন। **সম্বিৎ** শক্তি অর্থাৎ চিৎ বা জ্ঞানবিষয়ক শক্তি। ইহা দ্বারা ভগবান নিজে জানেন এবং অপরকেও জানান। **হ্লাদিনী** শক্তি—আনন্দবিষয়ক শক্তি। ইহা দ্বারা ভগবান নিজে আনন্দ উপভোগ করেন এবং অপরকেও আনন্দ দান করেন। সৎ চিৎ ও আনন্দকে যেমন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীকেও সেরূপ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অনন্ত ভগবদ্ধাম ও তত্রত্য বস্তু সমূহ ব্রহ্মের চিৎশক্তির বিকাশ (চৈ. চ. ১।৪।৫৫, ১।৪।৯ শ্লোঃ, ২।৮।১১৬-১২২)। চিৎশক্তির একটি মূর্ত বিগ্রহের নাম **যোগমায়া**। প্রকটলীলায় রসসৃষ্টির জন্য ইনি কখনো কখনো শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপারকরদিগকে মোহগ্রস্ত করেন। 'যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধসত্ত্ব পরিণতি।' অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্ব যাহার পরিণতি বা বৃত্তিবিশেষ তাহাই চিচ্ছক্তি যোগমায়া (চৈ. চ. ২।২।১৮৫)। **জীবশক্তি**—বিষ্ণুপুরাণ (৬।৭।১১) মতে অপরাশক্তি এবং গীতার (৭।৪-৫) মতে পরাশক্তি। ইহাকে **তটস্থা** শক্তিও বলে। কারণ ইহা অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়া শক্তির ঠিক অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহা চৈতন্যযুক্তা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট আবার বহির্মুখা বলিয়া অপ্রবিষ্ট। সমুদ্রের তট যেরূপ সমুদ্র বা উচ্চ তীরের ঠিক অন্তর্ভুক্ত নহে তদ্রূপ। অনন্ত কোটী জীব পরব্রহ্মের জীবশক্তির অংশ। **মায়াশক্তি**—কোন বস্তু না থাকিলেও যে জন্য সেই বস্তুর জ্ঞান হয় এবং আত্মা থাকিলেও যে জন্য তাহার জ্ঞান হয় না, তাহাই আত্মার মায়াশক্তি। এই

মায়ার স্বরূপ আভাস বা প্রতিচ্ছবি এবং অন্ধকারতুল্য। আভাস বা ছায়া-স্থানীয় মায়ার নাম **জীবমায়া** এবং অন্ধকার-স্থানীয় মায়ার নাম **গুণমায়া।** মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। ইহাকে জড়শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তিও বলে। জীব যখন স্বীয় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বহির্মুখ হয়, তখন বহিরঙ্গা মায়া শক্তির কবলে পতিত হয়। মায়াশক্তির কার্যক্ষেত্র প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। মায়া-শক্তির বৃত্তি তিনটি, যথা—প্রধান বা গুণমায়া, অবিদ্যা বা জীবমায়া এবং বিদ্যা বা সাত্ত্বিকী মায়া। ঈশ্বরের শক্তিতে প্রধান বা **গুণমায়া** বা দ্রব্যাখ্যা শক্তি জগতের গৌণ উপাদানরূপে পরিণত হয়। অবিদ্যা বা **জীবমায়া**—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ নামক পঞ্চবিধ অজ্ঞান সৃষ্টি করিয়া বহির্মুখ জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করে এবং মায়িক বস্তুতে তাহাকে মুগ্ধ করে। এই মায়া বহির্মুখ জীবকে কখনও সংসার সুখ ভোগ করায়, আবার কখনও বা দুঃখ দিয়া জর্জরিত করে। আর বিদ্যা বা **সাত্ত্বিকী মায়া** অজ্ঞানের নিবর্তক জ্ঞান সৃষ্টি করে (ভাঃ ২।৯।৩৪, ৩।১০।১৭; গীতা ৭।১৪; চৈ. চ. ২।২৫।৯৬-৯৮)।

শক্তিত্রয়—অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি (চৈ. চ. ২।৮।১১৬)। শক্তি দ্রঃ।

শক্ত্যাবেশ অবতার—অবতার দ্রঃ।

শঙ্কর পণ্ডিত—দামোদর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার প্রতি মহাপ্রভুর শুদ্ধ প্রেম ছিল। নীলাচলে গম্ভীরায় বাসকালে মহাপ্রভু অনেক সময় কৃষ্ণ বিরহে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইতেন ও তাঁহার অঙ্গাদি ক্ষতবিক্ষত হইত। সেজন্য মহাপ্রভুর রক্ষী হিসাবে শঙ্কর পণ্ডিত মহাপ্রভুর পদতলে শুইয়া তাঁহার পাদসংবাহন করিতেন। এজন্য ইঁহার নাম হইয়াছিল মহাপ্রভুর 'পাদোপধান'। ইনি ব্রজলীলার ভদ্রাসখী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শঙ্করাচার্য—বেদান্তের অদ্বৈতবাদের প্রধান আচার্য। ইনি ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরালা রাজ্যের কালাডি গ্রামে নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য শ্রুতিধর ছিলেন। শৈশবেই বেদবেদান্তাদি সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া ১৬ বৎসর বয়সে ভাষ্য রচনা করিয়া বেদান্তাদি প্রচারে ব্রতী হন। ইনি পদব্রজে ভারতবর্ষ পরিক্রমা করিয়া তৎকালে প্রচলিত সকল মতবাদের অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করেন। অদ্বৈতবাদ প্রচারের জন্য ইনি ভারতের চারিপ্রান্তে পুরী, দ্বারকা, হিমালয়ের বদরিকাশ্রম এবং দাক্ষিণাত্যে যথাক্রমে গোবর্ধন, সারদা, জ্যোতি (যোশী) ও শৃঙ্গেরী নামক চারিটি মঠ স্থাপন

করেন। অদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব নিম্নের শ্লোকাংশে দৃষ্ট হয়—"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্।" ইঁহার গ্রন্থ—বেদান্ত দর্শনের শারীরক ভাষ্য, উপনিষদ্ভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্রনামভাষ্য, হস্তামলক, মোহমুদ্গর প্রভৃতি। ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে তিরোভাব। সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের সহিত বেদান্ত বিচারে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপাদ শঙ্করের প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন (চৈ. চ. ১।৭।১০১-১৩৯ এবং ২।৬।১২৩-১৫৭)। মতভেদটি সংক্ষেপে এইরূপ :—

১. শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিঃশক্তিক। যে সব শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলা হইয়াছে, তাহার পারমার্থিক মূল্য নাই, উহা তত্ত্ববাচক নহে, ব্যবহারিক।

মহাপ্রভুর মতে মুখ্যার্থে ব্রহ্ম সবিশেষ, সশক্তিক, সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, সর্বশক্তি-সম্পন্ন। কারণ, ব্রহ্ম শব্দের দুইটি অর্থ—বৃংহতি অর্থাৎ যিনি নিজে বড় এবং বৃংহয়তি—যিনি অপরকে বড় করেন। সুতরাং তাঁহার শক্তি স্বীকার্য।

২. শঙ্কর-মতে মায়িক উপাধিযুক্ত ব্রহ্মই জীব। মায়িক উপাধিমুক্ত জীবই ব্রহ্ম। মহাপ্রভুর মতে মুখ্যার্থে জীব ব্রহ্মের শক্তি, অংশ অর্থাৎ চিৎকন।

৩. সৃষ্টি সম্পর্কে শঙ্কর পরিণামবাদ গ্রহণ না করিয়া বিবর্তবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে রজ্জুতে সর্পভ্রমের বা শুক্তিতে রজতভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগৎভ্রম। জগৎ মিথ্যা। মহাপ্রভুর মতে জগৎ মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র। তিনি মুখ্যার্থে পরিণামবাদ স্থাপন করেন।

৪. শঙ্কর-মতে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য। শ্রীচৈতন্যের মতে 'প্রণব' মহাবাক্য।

৫. শঙ্কর-মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মই সম্বন্ধ তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্য-মতে সবিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য এবং শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব।

৬. শঙ্কর-মতে জ্ঞানমার্গের সাধনে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যচিন্তাই অভিধেয়তত্ত্ব। মহাপ্রভুর মতে ভক্তিই বেদ-প্রতিপাদিত অভিধেয় তত্ত্ব।

৭. শঙ্কর-মতে সাযুজ্যমুক্তিই সাধ্যবস্তু এবং জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের স্ফুরণই সাধনের প্রয়োজন। মহাপ্রভুর মতে জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণসেবার জন্য প্রেমই প্রয়োজন।

শঙ্কা—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

শচীদেবী—নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা জগন্নাথ মিশ্রের গৃহিণী ও মহাপ্রভু

শ্রীচৈতন্যের জননী। ক্রমে ক্রমে ইঁহার আটটি কন্যার মৃত্যুর পর বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বরূপের পর শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম। বিশ্বরূপ কৈশোরে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সেজন্য শচীদেবীর মনে শ্রীনিমাই সম্বন্ধেও যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শচীমাতার কষ্টের অবধি রহিল না। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুর আসিলে জননীকে আনাইয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া নীলাচলে বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জননীর প্রতি মহাপ্রভুর অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তিনি নীলাচল হইতেই মধ্যে মধ্যে জননীর সংবাদ নিতেন এবং জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ ও প্রসাদীবস্ত্র মায়ের জন্য পাঠাইতেন।

শঠ—বঞ্চক। যে নায়ক সম্মুখে প্রিয়ভাষী, অসাক্ষাতে অপ্রিয় আচরণকারী এবং নিগূঢ় অপরাধে অপরাধী (চৈ. চ. ২।২।১৭)।

শতপত্র—পদ্মপুষ্প (বি. মা. ৫।৩১ ; চৈ. চ. ৩।১।৪৫ শ্লোঃ)।

শব্দালঙ্কার—অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যবহৃত অনুপ্রাস ও পুনরুক্তবদাভাস প্রভৃতি।

শম—ভগবানে স্থির মতি (ভাঃ ১১।১৯।৩৬); বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম (ভাঃ ৩।৩১।৩৩)।

শরণাগত—কায়মনোবাক্যে যিনি রক্ষাকর্তার (ভগবানের) আশ্রয় গ্রহণ করেন। শরণাগতির লক্ষণ ছয়টি, যথা—ভজনের অনুকূল বিষয়ে সংকল্প, ভজনের প্রতিকূল বিষয় বর্জন, 'তিনিই আমার রক্ষাকর্তা'—এরূপ নিশ্চিত বিশ্বাস, গোপ্তৃত্ব বা রক্ষাকর্তারূপে বরণ, আত্মসমর্পণ এবং কার্পণ্য বা আর্তি। **অকিঞ্চন ও শরণাগত**—উভয়ে একই লক্ষণ বিদ্যমান। উভয় ক্ষেত্রেই আত্মসমর্পণ আছে। তবে সাধারণতঃ যিনি ভগবৎ সেবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন তিনি অকিঞ্চন এবং যিনি সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ভগবানে শরণ লইয়াছেন তিনি শরণাগত। অকিঞ্চন সর্বক্ষেত্রেই শরণাগত। কিন্তু শরণাগত অকিঞ্চন নাও হইতে পারেন (হ. ভ. বি. ১১।৪১৭-১৮ এবং চৈ. চ. ২।২২।৫৩-৫৪)।

শরলা—শুষ্ক ডগা (চৈ. চ. ৩।১৩।৪)।

শাখাচন্দ্রন্যায়—বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়া চন্দ্রের ক্ষুদ্র অংশ দর্শনের ন্যায় (চৈ. চ. ২।২০।২১৬)।

শাটী—শাড়ী (চৈ. চ. ২।৮।১২৯)।

শাধি—উপদেশ দাও (গী. ২।৭)।

শান্তরতি—রতি দ্রঃ।

শান্তিপুর—নদীয়া জেলায় গঙ্গাতীরবর্তী প্রসিদ্ধ স্থান। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের শ্রীপাট।

শাপিব—শাপ দিব (চৈ. চ. ১।১৭।৫৮)।

শাবল্য—পরস্পরকে মর্দন (চৈ. চ. ২।২।৫৪, ২।১৩।১৬৪, ৩।১৭।৪৭)।

শারীরকভাষ্য—শঙ্করাচার্য কর্তৃক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। ইহাতে ঈশ্বর ও জীবের একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে (চৈ. চ. ৩।২।৯৪)।

শার্ঙ্গ—ধনু; বিষ্ণুর ধনু (চৈ. চ. ১।১৭।১১)।

শাঁস—শস্য ; নারিকেলের ভিতরের খাদ্য অংশ (চৈ. চ. ২।১৫।৭৯)।

শিখরিণী—দুগ্ধ, দধি, চিনি, ঘৃত, মধু, মরীচ, বীড় লবণ ও কর্পূর—এই সমস্ত দ্রব্যে প্রস্তুত উপাদেয় খাদ্যবিশেষ। রসালা (চৈ. চ. ২।৪।৭৩)।

শিখিমাহিতী—নীলাচলবাসী। জগন্নাথ দেবের লিখন অধিকারী। মহাপ্রভুর একজন মরমীভক্ত। মহাভাগবত। মহাপ্রভু ইঁহাকে ও ইঁহার ভগিনী মাধবী দেবীকে শ্রীরাধার গণভুক্ত মনে করিতেন। ইনি ব্রজলীলায় রাগলেখা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শিবকাঞ্চী—বর্তমানে কাঞ্চীপুরম্ নামে খ্যাত। মাদ্রাজ হইতে ছেচল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহাকে দক্ষিণের কাশী বলা হয়। বিষ্ণু-কাঞ্চী দ্রঃ।

শিবক্ষেত্র—দক্ষিণ ভারতে 'তাঞ্জোর' নগরে অবস্থিত শিবমন্দির (চৈ চ. ২।৯।৭২)।

শিবানন্দ সেন—কুমারহট্টের (হালিসহর) বৈদ্যকুলে আবির্ভূত। 'শ্বশুর বাড়ী কাঁচড়াপাড়ায়। ইঁহার বংশধরগণ শ্রীহট্টের চৌয়ালিশ পরগনায় আদাপাসা গ্রামে আছেন' (বৈ. অ.)। ইঁহার তিন পুত্র—চৈতন্যদাস, রামদাস এবং পরমানন্দদাস (কবিকর্ণপুর)। ইনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। প্রতি বৎসর ইনি গৌড়ীয় ভক্তদিগকে প্রভুর আদেশে নীলাচলে লইয়া যাইতেন এবং পথে সকলের আহার-বাসস্থান-খেয়া প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতেন। একবার শিবানন্দ সেন ঘাটীতে আবদ্ধ হওয়ায় পথিমধ্যে ভক্তদের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা হয় নাই, রাত্রিও বেশী হইয়াছে। নিত্যানন্দ প্রভু রাগ করিয়া শিবানন্দ সেনকে লাথি মারিলেন। ইনি ইহাতে বিরক্ত না হইয়া প্রভুর একান্ত করুণাজ্ঞানে বলিলেন—"এতদিনে জানিলাম, প্রভু, এই অধমকে ভৃত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ।" শিবানন্দের বৈষ্ণবোচিত দীনতায় নিত্যানন্দ প্রভুর ক্রোধ জল হইয়া গেল। গৌরলীলার অনেক বিবরণ ইনি

পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন। এবং কবিকর্ণপুর তাহা স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি ব্রজলীলার বীরাদূতী বলিয়া কীর্তিত।

শিয়ালী ভৈরবী—'শিয়ালী' দক্ষিণ ভারতের 'তাঞ্জোর' নগরের আটচল্লিশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি নগর। এই নগরের 'ভৈরবী দেবী' বিখ্যাত। চৈতন্যদেব দক্ষিণদেশ পরিক্রমাকালে এই দেবীকে দর্শন করিয়াছিলেন।

শীঘ্রচেতন—শীঘ্রই যাহার ঘুম ভাঙিয়া যায় (চৈ. চ. ৩।১৯।৬৯)।

শীতলানন্দ—নারায়ণের একটি নাম (চৈ. ভা. ১১৯।২।১৯)।

শুকারুখা—নীরস ও রুক্ষ (চৈ. চ. ২।৩।৩৬)।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—নবদ্বীপবাসী কৃষ্ণপ্রেমিক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। চৈতন্যদেব একদিন ইঁহার ঝুলি হইতে ভিক্ষার চাউল নিজ হাতে তুলিয়া খাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু একদিন ইঁহার গৃহেও থোড়সিদ্ধভাত ভোজন করিয়াছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর কীর্তনসঙ্গী ছিলেন এবং প্রতি বৎসর মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য নীলাচলেও যাইতেন।

শুঙ্খে—ঘ্রাণ লয় (চৈ. চ. ৩।১৭।১৭)।

শুতিয়া—প্রা. শয়ন করিয়া (চৈ. চ. ৩।১২।১১৯)।

শুদ্ধ—সঙ্গত (চৈ. চ. ১।১৬।৬০)।

শুদ্ধভক্তি—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব বিভাগে সামান্য লহরীতে উদ্ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবচন (১।১।১১)—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

শ্লোকের অর্থ: সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবাকে ভক্তি বলে। সেই সেবা সকল প্রকার উপাধি (সেবা ব্যতীত অন্য বাসনা) শূন্য ও সেবাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য—এরূপ হইবে। শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য বাসনা, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা, নির্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান, স্বর্গাদিভোগসাধককর্ম—এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূলে ঐকান্তিকভাবে সাধন-ভজনাদির অনুশীলনই শুদ্ধভক্তি। এরূপ ভক্তি দশবিধ। সাধনভক্তি একপ্রকার এবং সাধ্যপ্রেমভক্তি নয় প্রকার। রতি বা প্রেমাঙ্কুর জন্মিবার পূর্ব পর্যন্ত যে ভজন তাহার নাম **সাধনভক্তি** (সাধনভক্তি দ্রঃ)। **প্রেমভক্তি**—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ,

অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। রতি ও প্রেম দ্রঃ (চৈ. চ. ২।১৯।১৪৮-৪৯ এবং ২।২০।২৩-২৭)।

শুদ্ধসত্ত্ব, বিশুদ্ধসত্ত্ব—

সচ্চিদানন্দ—পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ, যারে জ্ঞান করি মানি॥
সন্ধিনীর সার অংশ "শুদ্ধসত্ত্ব" নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
পিতামাতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥—চৈ. চ. ১।৪।৫৪-৫৭।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিতাত্মিকা চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষের নাম শুদ্ধসত্ত্ব। এই তিন শক্তির সম্মিলিত অভিব্যক্তিবিশেষই শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্বে কখনও হ্লাদিনীর, কখনও সন্ধিনীর, কখনও-বা সম্বিতের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বকে **গুহ্যবিদ্যা,** সন্ধিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বকে **আধারশক্তি** এবং সম্বিৎপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বকে **আত্মবিদ্যা** বলে। গুহ্যবিদ্যার দুইটি বৃত্তি—ইহা ভক্তি ও ভক্তির প্রবর্তক। আত্মবিদ্যার দুইটি বৃত্তি—ইহা জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রবর্তক। আর আধারশক্তির পরিণতিই—ভগবদ্ধামাদি এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা, শয্যা, আসন, পাদুকাদি। শুদ্ধসত্ত্বে মায়ার কোন সংস্পর্শ নাই বলিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ-সত্ত্বও বলে। বিশুদ্ধসত্ত্বে যখন তিনটি শক্তিরই যুগপৎ সমানভাবে অভিব্যক্তি থাকে তখন তাহাকে **মূর্তি** বলে। যথা—ইদমেব বিশুদ্ধসত্ত্বং সন্ধিন্যংশ প্রধানং চেদাধার শক্তিঃ। সম্বিদংশ প্রধানমাত্মবিদ্যা। হ্লাদিনীসারাংশ প্রধানং গুহ্যবিদ্যা। যুগপৎ শক্তিত্রয় প্রধানং মূর্তিঃ। —ভগবৎসন্দর্ভঃ-১১৮।

শুভানন্দ (দ্বিজ)—চৈতন্যশাখা। পুরীধামে রথাগ্রে মহাপ্রভুর কীর্তন ও নৃত্যের সময়ে ইনি প্রধান কীর্তনীয়া শ্রীবাসের দলে একজন দোহার ছিলেন। মহাপ্রভুর অঙ্গে সে সময় অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইত। তাঁহার মুখ হইতে যে ফেন নির্গত হইত, তাহা ভক্ত শুভানন্দ পান করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন (চৈ. চ. ২।১৩।৩৮, ১০৫)।

শুষ্ক বৈরাগ্য—ফল্গু বৈরাগ্য। ভক্তিপ্রতিকূল বৈরাগ্য। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ কর্তৃক মায়িক বস্তুবোধে হরি সম্বন্ধি মহাপ্রসাদাদির পরিত্যাগ। মহাপ্রসাদাদি ত্যাগ দুই প্রকার—কামনা না করা এবং প্রাপ্ত প্রসাদের উপেক্ষা। দ্বিতীয়টি

বৈষ্ণব-অপরাধ মধ্যে গণ্য (চৈ. চ. ২।২৩।৫৬ ; ভ. র. সি. ১।২।১২৬)। যুক্ত বৈরাগ্য দ্রঃ।

শৃঙ্গার রস—উজ্জ্বল রস। বিভাব অনুভাবাদি সংযোগে অপূর্ব-স্বাদুতাপ্রাপ্ত মধুরারতি (চৈ. চ. ২।৮।১১২ ; ২।২৩।৪২)।

শৃঙ্গেরী মঠ—সিংহারি মঠ দ্রঃ।

শেষ—১. অনন্তদেব। অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের 'সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, গৃহ, ছত্র' প্রভৃতি রূপে নিজেকে পরিণত করিতে পারেন বলিয়া তাঁহাকে শেষ বলে (চৈ. চ. ১।৫।১০৬-০৭)। ২. অন্ত। **শেষত্তা**—১. নির্মাল্য, প্রসাদ ; ২. শেষত্ব, উপকারিত্ব। 'শেষত্বং চ যথেষ্ট বিনিয়োগার্হত্বম্' ।—অর্থাৎ নিজের ইচ্ছামত নিজেকে বিনিয়োগ করার সামর্থ্য।

শেষশায়ী—১. ব্রজমণ্ডলের তীর্থ (চৈ. চ. ২।১৮।৫৮)। ২. জনার্দন।

শৈলূষী—উত্তম নটী (গোবিন্দলীলামৃত ৮।৭৭ ; চৈ. চ. ১।৪।১৮ শ্লোঃ)।

শোধ—শোধন (পরিষ্কার) কর (চৈ. চ. ২।১২।৯০)।

শোভা—অলঙ্কার দ্রঃ।

শোষ—শুষ্কতা, তৃষ্ণা (চৈ. চ. ২।৪।২৫)।

শৌনক—নৈমিষারণ্যবাসী কুলপতি ঋষি।

শ্বপচ—চণ্ডাল (চৈ. চ. ২।১৮।১১৫)।

শ্রদ্ধা—শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাস। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ভক্তিমার্গের প্রকৃত অধিকারী। শ্রদ্ধা ত্রিবিধ, যথা—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বা কোমল। শাস্ত্র-জ্ঞানে ও তদনুগত যুক্তিতে নিঃসন্দেহ বিশ্বাস—উত্তম বা প্রৌঢ় শ্রদ্ধা। এরূপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ভক্তিমার্গের উত্তম অধিকারী। শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তিতে অভিজ্ঞতা ব্যতীতও যে অবিচলিত বিশ্বাস তাহা মধ্যম শ্রদ্ধা। এরূপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ভক্তিমার্গের মধ্যম অধিকারী। যে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস প্রতিকূল যুক্তিতে বিচলিত হইতে পারে, তাহা কনিষ্ঠ বা কোমল শ্রদ্ধা। এরূপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ভক্তি-মার্গের কনিষ্ঠ অধিকারী (চৈ. চ. ২।২২।৩৬-৪১)।

শ্রবণ—কর্ণ (চৈ. চ. ১।৪।২৯)।

শ্রম—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

শ্রীকান্ত সেন—কুমারহট্টের শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয়। মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত। ইনি প্রতি বৎসর চৈতন্যদেবকে দর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীকৃষ্ণং চেতয়তি যঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। চিৎ ধাতুর অর্থ সংজ্ঞান। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে বোধ করান তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অথবা

শ্রীকৃষ্ণস্য চৈতন্যং সম্যক্ জ্ঞানং যতঃ সঃ—শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌জ্ঞান যাঁহা হইতে হয় তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম। গৌর দ্রঃ।

শ্রীখণ্ড—বর্ধমান জেলায়। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট।

শ্রীজীব গোস্বামী—বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম। ইঁহার বংশ পরিচয় প্রভৃতির বিবরণ 'রূপ গোস্বামী'-তে পঠিতব্য। ইনি বাল্যকালে রামকেলিতে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীজীব অধ্যয়নের জন্য প্রথমে নবদ্বীপে, পরে কাশীতে ও সর্বশেষে বৃন্দাবনে গমন করেন। কাশীতে সর্বশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীল মধুসূদন বাচস্পতির নিকটে ন্যায়বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বৃন্দাবনে পিতৃব্য রূপ-সনাতনের নিকটে ইনি ভক্তিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া সর্বজনবরেণ্য বৈষ্ণব আচার্যের সম্মান লাভ করেন। ইনি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অন্যতম শিক্ষাগুরু। গৌড়দেশ হইতে আগত শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস ঠাকুর ও শ্যামানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি ইঁহার নিকটে ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইঁহাদের সঙ্গে ইনি গৌড়দেশে গোস্বামি-গ্রন্থ সমূহ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কয়েকখানা প্রধান গ্রন্থের নাম—হরিনামামৃত ব্যাকরণ, সূত্রমালিকা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণার্চন-দীপিকা, গোপালবিরুদাবলী, রসামৃতশেষ, শ্রীমাধবমহোৎসব, শ্রীসঙ্কল্প-কল্পতরু, গোপালচম্পূ, গোপালতাপনী টীকা, ব্রহ্মসংহিতা টীকা, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু টীকা, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি টীকা, যোগসারস্তব টীকা, অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রী বিবৃতি, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন, শ্রীরাধিকার চরণচিহ্ন, শ্রীমদ্‌ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ টীকা, ভাগবত সন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ, সর্বসম্বাদিনী প্রভৃতি। ইনি ব্রজের কাত্যায়নী ছিলেন বলিয়া কীর্তিত।

শ্রীধর—নবদ্বীপের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। ইনি কলার খোল, থোড় প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন এবং সর্বদা কৃষ্ণনামে বিভোর থাকিতেন। শ্রীধর মহাপ্রভুর একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। প্রতিদিন ইনি মহাপ্রভুকে এক খণ্ড থোড় ও একটি খোলার ডোঙ্গা বিনামূল্যে দিতেন। মহাপ্রভু ইঁহার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া নবদ্বীপে ইঁহাকে স্বীয় শ্যামরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীধরকে মহাপ্রভু ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা করিতে বলিলে শ্রীধর কোন ঐহিক ঐশ্বর্য না চাহিয়া জন্মে জন্মে তাঁহার ভক্ত হইতে চাহিয়া-ছিলেন। ইনি প্রতিবৎসর নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য যাইতেন। ইনি ব্রজের কুসুমাসব সখা বা মধুমঙ্গল বলিয়া কথিত।

শ্রীবন—ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি।

শ্রীবাস, শ্রীনিবাস—শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত, পরে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। পিতার নাম জলধর পণ্ডিত। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি কুমারহট্টে চলিয়া যান। ইহার পত্নী মালিনী দেবীকে নিত্যানন্দ প্রভু মা ডাকিতেন এবং শিশুর ন্যায় ইহার স্তন্য পান করিতেন। শ্রীবাসেরা চারি সহোদর—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে শ্রীবাসাদি শ্রীঅদ্বৈতের সভায় কৃষ্ণকথা শুনিতেন এবং রাত্রিতে নিজগৃহে হরিনাম কীর্তন করিতেন। গয়াধামে পিতৃকার্যের জন্য গমনের পূর্বে মহাপ্রভু ন্যায়-শাস্ত্রাদি আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। বৈষ্ণবদের সভায় যোগদান করিতেন না। গয়াধামে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সংস্পর্শে আসায় মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া পড়েন এবং গয়া হইতে আসিয়া শ্রীবাসের আঙ্গিনায় হরিনাম কীর্তনে যোগদান করেন। এখানেই তিনি নানাপ্রকার কৃষ্ণলীলা অভিনয় করেন। শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্তনের সময়ে ইহার একপুত্র পরলোকগমন করেন। কিন্তু মহাপ্রভুর কীর্তনে বা ভাবাবেশে বাধা পড়িবে বলিয়া শ্রীবাস পুত্রবিয়োগব্যথাও গোপন করিয়া নামকীর্তন করিতেছিলেন। শ্রীবাসের সমগ্র পরিবার ও দাসদাসী সকলেই মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। শ্রীবাসেরা রথযাত্রার সময়ে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য পুরীধামে যাইতেন। শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবী শ্রীচৈতন্যের অশেষ কৃপাপাত্রী ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রণেতা শ্রীল বৃন্দাবনদাসের জননী ছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত পূর্বজন্মে নারদ ছিলেন বলিয়া কীর্তিত।

শ্রীবৈকুণ্ঠ—শ্রীবৈকুণ্ঠম্। দক্ষিণ ভারতে "আলোয়ার তিরুনগরী" হইতে চারি মাইল উত্তরে এবং 'তিনেভেলী' হইতে ষোল মাইল দক্ষিণ-পূর্বে তাম্রপর্ণী নদীতীরে অবস্থিত বৈষ্ণবতীর্থ।

শ্রীভূ-লীলা শক্তি—শ্রীভগবানের তিনটি মুখ্যশক্তি, যথা—শ্রী-শক্তি, ভূ-শক্তি ও লীলা-শক্তি। শ্রী—লক্ষ্মী, ভূ—উৎপত্তিস্থিতির অধিষ্ঠাত্রী ও লীলা—শ্রীভগবানের লীলাবিধায়িনী শক্তি। ভূদেবী ও লীলাদেবা লক্ষ্মীদেবীর উভয় পার্শ্বে থাকেন (চৈ. চ. ১।৫।২৪)।

শ্রীমান পণ্ডিত—চৈতন্যশাখার মহান্ত। ইহারও একটি শাখা আছে। উঁহারা সকলে মহাপ্রভুর 'নিজভৃত্য'। মহাপ্রভুর নৃত্যকালে শ্রীমান্ পণ্ডিত 'দেউটি' (প্রদীপ) ধরিতেন (চৈ. চ. ১।১০।৩৫)। মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য ইনি বর্ষে বর্ষে রথযাত্রার সময়ে পুরীধামে যাইতেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র—শ্রীরঙ্গম্। মাদ্রাজ রাজ্যে 'ত্রিচিনাপল্লী'-র উত্তরে কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত বিখ্যাত বৈষ্ণবতীর্থ। বিগ্রহের নাম শ্রীরঙ্গনাথ। দক্ষিণ

ভারতে রঙ্গনাথের মন্দির তিনটি। আদি রঙ্গনাথ—শ্রীরঙ্গপাটনায়—মহীশূর নগর হইতে ১০ মাইল উত্তরে; মধ্য রঙ্গনাথের মন্দির শিবসমুদ্রমে—মহীশূর হইতে ৪৮ মাইল দূরে এবং অন্ত্যরঙ্গনাথ শ্রীরঙ্গমে। তিনটি তীর্থই কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। যামুনাচার্য, রামানুজাচার্য প্রভৃতি বিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্যগণ শ্রীরঙ্গমের মহান্ত ছিলেন।

শ্রীরামপণ্ডিত—শ্রীবাস দ্রঃ।

শ্রীরূপগোস্বামী—রূপগোস্বামী দ্রঃ।

শ্রীশৈল—মলয় পর্বতের উত্তরাংশ। বর্তমানে 'পাল্‌নী হিল্‌স্' নামে খ্যাত।

শ্রীসনাতন গোস্বামী—সনাতন গোস্বামী দ্রঃ।

শ্রীহট্ট—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী, অদ্বৈতাচার্য এবং মুরারী গুপ্ত, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন প্রভৃতি বহু শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের জন্মভূমি। ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জেলার করিমগঞ্জ মহকুমা ব্যতীত বাকী অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উত্তর শ্রীহট্ট মহকুমার ঢাকা দক্ষিণে অদ্যাপি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাটী ও বিগ্রহ বিদ্যমান। এখানে রথযাত্রা, ঝুলন ও চৈত্রমাসে রবিবারীতে মেলা বসে।

শ্রুত, শ্রুতি—বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্র। অধিগম দ্রঃ।

শ্রুতেক্ষিত পথ—শ্রুত (বেদাদি শাস্ত্র শ্রবণ) দ্বারা ঈপ্সিত (দৃষ্ট) পথ (প্রাপ্তির উপায়) যাঁহার। বেদাদি শাস্ত্র শ্রবণে যাঁহার প্রাপ্তির উপায় দৃষ্ট হয়।

শ্রেয়ঃ সৃতি—শ্রেয়ের (মঙ্গলের) সৃতি (উপায়, মার্গ, রাস্তা)-স্বরূপ। কল্যাণ-লাভের উপায়-স্বরূপ (ভাঃ ১০।১৪।৪)।

শ্যামরস—শৃঙ্গার রস ((চৈ. চ. ২।৮।১৪১)

ষ

ষট্‌চক্র (যোগশাস্ত্রোক্ত)—দেহমধ্যস্থ সুষুম্নানাড়ীতে অবস্থিত পদ্মাকার ছয়টি চক্র। যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা।

ষট্-সন্দর্ভ—শ্রীজীবগোস্বামীকৃত বৈষ্ণব দর্শন গ্রন্থ। ইহার অপর নাম ভাগবৎ-সন্দর্ভ। তত্ত্ব-সন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ভ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ, ভক্তি-সন্দর্ভ ও প্রীতি-সন্দর্ভ ইহার অন্তর্গত।

ষড়ঙ্গপূজা—অন্ন, জল, বস্ত্র, দীপ, তাম্বুল ও আসন—এই ছয়টি অঙ্গসহ পূজা (চৈ. ভা. ১৬৭।১।২৮)।

ষড়্‌তত্ত্ব—গুরু, ভক্ত, ঈশ, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি।

ষড়্‌দর্শন—মীমাংসা (পূর্ব মীমাংসা), বেদান্ত (উত্তর মীমাংসা), সাংখ্য, পাতঞ্জল যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক। ইহারা সকলেই বেদ স্বীকার করিয়াছেন, এজন্য ইহাদিগকে **আস্তিক দর্শন** বলে। মীমাংসা—জৈমিনিকৃত, বেদান্ত—বাদরায়ণ বা ব্যাসকৃত, সাংখ্য—কপিলকৃত (এই কপিল ভাগবতোক্ত দেবহুতি-পুত্র কপিল নহেন), যোগ—পতঞ্জলিকৃত, ন্যায়—গোতমকৃত এবং বৈশেষিক—কণাদকৃত (চৈ. চ. ২।১৭।৯২)।

ষড়্‌বর্গ (জ্যোতিষ শাস্ত্রে)—জাতকের জন্মকালীন শুভাশুভ ফলসূচক—ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ—ইহাদের সমষ্টিকে **ষড়্‌বর্গ** বলে।

ষড়ৈশ্বর্য—প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য (চৈ. চ. ২।২১৭)। ভগবান দ্রঃ।

ষাঠীর মাতা—নীলাচলের সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পত্নী। ইঁহার কন্যার নাম ষাঠী (চৈ. চ. ২।১৫।২৯৪)।

ষোড়শ কলা—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), মন এবং পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম) (ভাঃ ১।৩।১ ; চৈ. চ. ১।৫।১৩ শ্লোঃ)।

ষোল সাঙ্গ—যাহা বহন করিতে বত্রিশ জন লোকের দরকার (চৈ. চ. ১।১০।১১৪)।

স

সংকর্ষণ—আকর্ষক, বলদেব। দ্বারকা ও পরব্যোম চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় ব্যূহ। চতুর্ব্যূহ দ্রঃ।

সংখ্য—যুদ্ধ (গী. ১।৪৭)।

সজল্প—চিত্রজল্প দ্রঃ।

সংঘটনা—সামঞ্জস্যময় ঘটনাসন্নিবেশ (চৈ. চ. ৩।১।৬৫)।

সংবিত, সম্বিৎ—জ্ঞান (চৈ. চ. ১।১২।২০)। **সম্বিৎ শক্তি**—চিৎ বা জ্ঞান-বিষয়ক শক্তি (চৈ. চ. ১।৪।৫৫)।

সংলাপ—উক্তি ও প্রত্যুক্তিময় বাক্য (চৈ. চ. ১।১৬।৩০)।

সংস্থিত—মৃত (চৈ. চ. ৩।১১।১ শ্লোঃ); স্থিত, সন্নিবিষ্ট, সমাপ্ত।

সখী—শ্রীরাধার প্রায় সমজাতীয় সেবায় যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করেন, তাঁহারা সখী। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি। ইঁহারা স্বরূপ শক্তি। **সখীভাবে**

সাধন—সখীভাবে সখীদের আনুগত্যে ভজন। সখীভাবে অর্থ—সাধক নিজে শ্রীরাধার কিঙ্করীরূপা এক গোপকিশোরী—এইরূপ ভাবে। ইহাকে **রাগানুগা** ভজন বলে। এই ভজনে ঐশ্বর্যজ্ঞান থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐশ্বর্যজ্ঞান বা শ্রীকৃষ্ণের মহিমাজ্ঞান হয় না। মঞ্জরী দ্রঃ।

সখ্যরতি—রতি দ্রঃ।

সঙ্গম—একত্রবাস (চৈ. চ. ২।১।১৮৬)।

সঙ্ঘট্ট—ভিড় (চৈ. চ. ২।১।১৪০)।

সজাতীয়—ভেদ দ্রঃ।

সঞ্চয়—সমূহ (চৈ. চ. ২।৪।৭৯)।

সঞ্চয়ন—একত্রিত (চৈ. চ. ৩।১০।১০৮)।

সঞ্চারি—প্রচার করিয়া (চৈ. চ. ১।১৭।২০৩); অনুপ্রবিষ্ট করা (চৈ. চ. ৩।১।৮১)।

সঞ্চারী ভাব—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

সঞ্জয়—১. কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার প্রবক্তা। ইনি ব্যাসপ্রসাদে দিব্য চক্ষু-কর্ণ লাভ করিয়া অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বর্ণিত কৃষ্ণার্জুনসংবাদ বর্ণনা করেন। যুদ্ধান্তে সাত্যকি ইঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে ব্যাসদেব নিষেধ করেন। ইঁহার শেষ জীবন তপস্যায় অতিবাহিত হয়।

মুকুন্দসঞ্জয় - চৈতন্যদেবের নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ ছাত্র। ইঁহার পুত্র পুরুষোত্তমও মহাপ্রভুর ছাত্র ছিলেন। মুকুন্দসঞ্জয়ের গৃহে মহাপ্রভুর চতুষ্পাঠী ছিল। ইনি নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন এবং নীলাচলেও তাঁহাকে দর্শনের জন্য যাইতেন।

সড়াগন্ধ—পচাগন্ধ (চৈ, চ. ৩।৬।৩০৯)।

সড়ি—পচিয়া (চৈ. চ. ৩।৬।৩০৮)।

সৎকার—প্রশংসা (চৈ. চ. ১।১৬।৩৫)।

সত্তা—স্থিতি।

সত্যভানু—বালগোপালের জনৈক উপাসক। জগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীবাস পণ্ডিতের সমসাময়িক। শ্রীহট্টবাসী বিপ্র। ইনি নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়া ইষ্টদেব ৺বালগোপালকে অন্ন নিবেদন করিলে দুগ্ধপোষ্য নিমাই সেই অন্ন গ্রহণ করেন। তিনবার এরূপ হইলে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারেন নিমাই-ই তাঁহার ইষ্টদেব বালগোপাল। তখন শ্রীগোপাল তাঁহাকে স্বরূপে দর্শন দিয়া উদ্ধার করেন (চৈ. চ. ১।১৪।৩৪)।

সত্যভামাপুর—উড়িষ্যা রাজ্যে পুরীর অদূরে একটি গ্রাম। এই স্থানে দেবী সত্যভামা শ্রীরূপ গোস্বামীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা পৃথকভাবে রচনা করিতে আদেশ করেন। ইহার ফলে শ্রীরূপ বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নামক দুইখানি নাটক রচনা করেন।

সত্যরাজ খান—কুলীনগ্রামবাসী গুণরাজ খানের পুত্র লক্ষ্মীনাথ বসু। উপাধি সত্যরাজ খান। চৈতন্যদেবের একান্ত ভক্ত। রামানন্দ বসু দ্রঃ।

সদাচার—বৈষ্ণবের পক্ষে কৃষ্ণস্মৃতিই মুখ্য সদাচার।

সদাতনত্ব—অভিধেয় দ্রঃ।

সদাশিব কবিরাজ—নিত্যানন্দশাখা। বৈদ্যবংশে আবির্ভূত। পিতা—কংসারি সেন। পুত্র—পুরুষোত্তম দাস। পৌত্র—কানুঠাকুর। ইঁহারা চারি পুরুষ গৌরপার্ষদ। ব্রজলীলার চন্দ্রাবলী। পুরুষোত্তম দাস ও কানুঠাকুর দ্রঃ।

সদ্ধর্ম শিক্ষা পৃচ্ছা—সদ্ধর্ম অর্থ সতের ধর্ম, অর্থাৎ সাধু মহাজনদিগের আচরিত ধর্ম, অথবা সৎসম্বন্ধীয় ধর্ম বা ভাগবত ধর্ম। এরূপ শিক্ষা বা এরূপ ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন বা নিবেদন (চৈ. চ. ২।২২।৬১)।

সনকাদি—ব্রহ্মার চারি মানসপুত্র, যথা—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার।

সনাতন গোস্বামী—বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম। ভরদ্বাজ গোত্রীয় যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ। পিতা—কুমারদেব। ভ্রাতা—রূপ গোস্বামী ও অনুপম বল্লভ। অনুপমের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। সনাতন গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। গৌড়েশ্বর—দত্ত নাম সাকর মল্লিক। রামকেলিতে চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি ইঁহার নাম দেন সনাতন। ইনি মহাপ্রভুর গুণে আকৃষ্ট হইয়া প্রধানমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া চীরধারী অযাচক অনিকেতন বৈষ্ণবে পরিণত হন। ঝারিখণ্ড পথে পদব্রজে নীলাচল আসায় ইঁহার অঙ্গে দূষিত কণ্ডু উৎপন্ন হইয়াছিল। এই কারণে এবং যবন রাজের অধীনে ছিলেন বলিয়া ইনি নিজেকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করিতেন। কিন্তু মহাপ্রভু ইঁহাকে কোল দিয়াছিলেন এবং কাশীতে ইঁহাকে সাধ্য-সাধন ও সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২০শ-২৪শ পরিচ্ছেদে ইহা বিবৃত হইয়াছে। ইনি মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে গিয়া লুপ্ততীর্থাদি উদ্ধার করেন এবং বহু ভক্তি-শাস্ত্র রচনা করেন। তন্মধ্যে বৃহদ্‌ভাগবতামৃত, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকা, শ্রীমদ্‌ভাগবতের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকা, দশম চরিতাদি বিশেষ

প্রসিদ্ধ। ব্রজলীলায় ইনি রতিমঞ্জরী, নাম ভেদে লবঙ্গমঞ্জরী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহার বংশ পরিচয় ও অন্যান্য বিবরণ 'রূপ গোস্বামী'-তে দ্রষ্টব্য।

সন্দেশ—আদেশ, বার্তা।

সন্ধি—ভাবসন্ধি। এক কারণজনিত বা বহুকারণজনিত দুই বা বহু ভাব একত্র মিশ্রিত হইলে তাহাকে সন্ধি বলে। যথা—স্বরূপয়োর্ভিন্নয়োর্ব্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্মুতিঃ (চৈ. চ. ২।২।৫৪)।

সন্ধিনী শক্তি—সত্তা বিষয়ক শক্তি। শক্তি দ্রঃ।

সপ্তঋষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ।

সপ্তগোদাবরী—মাদ্রাজ রাজ্যে রাজমহেন্দ্রী জেলায় সপ্তগোদাবরী নামে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। ইহার অপর নাম 'গৌতমী সঙ্গম'। গোদাবরীর সাতটি শাখা, যথা—বাণগঙ্গা, উর্ব্বা, পাণিগঙ্গা, মঞ্জিরা, পূর্ণা, ইন্দ্রবতী ও গোদাবরী। মহাভারত, বনপর্বের ৮৫তম অধ্যায়ে সপ্তগোদাবরীর উল্লেখ আছে।

সপ্তগ্রাম—কলিকাতা হইতে সাতাশ মাইল দূরে হুগলী জেলায় আদি সপ্তগ্রাম নামে একটি রেলওয়ে স্টেশন আছে। ইহার অল্প দূরে সপ্তগ্রাম। পূর্বে এখানে বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সপ্তগ্রাম ও শঙ্খনগর নামে সাতটি গ্রাম ছিল; প্রাচীন সপ্তগ্রাম সরস্বতী নদীতীরের একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ও বন্দর ছিল। ইহা রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাবস্থান। এই স্থানে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পাটবাড়ী অদ্যাপি বিদ্যমান।

সপ্তদ্বীপ—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর (চৈ.চ. ২।২০।৩২১; ৩।২।৯-১০)।

সপ্তভঙ্গিনয়—অধিগম দ্রঃ।

সপ্তসমুদ্র—লবণ, ইক্ষু (রস), সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জল সমুদ্র। দধি-সমুদ্রের অপর নাম ক্ষীর সমুদ্র বা ক্ষীরাব্ধি (চৈ. চ. ২।২০।৩২১)।

সবল—সোমযাগ (ভাঃ ৩।৩৩।৬; চৈ. চ. ২।১৬।৩ শ্লোঃ)।

সবে—কেবলমাত্র (চৈ. চ. ১।৪।১৩২), একমাত্র (চৈ. চ. ২।১।১৮৮)।

সবের—সকলের (চৈ. চ. ১।১০।১৪৯)।

সভা—সকল (চৈ. চ. ১।৬।৬০); সমিতি (চৈ. চ. ২।৫।৯০) **সভাতে**—সকলের মধ্যে (চৈ. চ. ১।১।৪১)। **সভায়**—সকলকে (চৈ. চ. ১।১৩।১০৫); **সভার**—সকলের (চৈ. চ. ১।৭।৬২); **সভারে**—সকলকে (চৈ. চ. ১।৭।২৩)।

সমঞ্জসা রতি—রতি দ্রঃ।

সমর্থ—পারগ (চৈ. চ. ২।২২।৫১)।

সমর্থারতি— রতি দ্রঃ।

সময়—নায়িকা দ্রঃ।

সমাধান—শেষ (চৈ. চ. ২।৩।১০৮); নির্বাহ (চৈ. চ. ৩।১।১১)।

সমুঝে—বুঝে (চৈ. চ. ১।১২।৫২)।

সম্পুট—কৌটা (চৈ. চ. ২।১৪।১২৮)।

সম্বন্ধতত্ত্ব—সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। যাঁহা হইতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। যাঁহাতে সমস্ত জগৎ অবস্থিত। তিনিই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় (চৈ. চ. ২।২০।১০৯, ২।২২।২)।

ভগবান ব্রহ্মাকে বলেন—আমি 'সম্বন্ধ তত্ত্ব', আমার জ্ঞান বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধন ভক্তি 'অভিধেয়' নাম ॥
সাধনের ফল প্রেম মূল 'প্রয়োজন'।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন ॥—চৈ. চ. ২।১৫।৮৬-৮৭

অর্থাৎ ভগবানই **সম্বন্ধতত্ত্ব**; তাঁহার সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং তাঁহার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানও সম্বন্ধতত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। ভগবানকে পাইবার উপায়স্বরূপ যে সাধনভক্তি, তাহাই **অভিধেয়তত্ত্ব**। আর এই সাধনের ফল যে প্রেম, তাহাই **প্রয়োজন তত্ত্ব**। যেহেতু, এই প্রেমের দ্বারাই জীব ভগবানের সেবা লাভ করিয়া থাকে।

সম্বিৎ, সম্বিৎশক্তি—সংবিত দ্রঃ।

সম্ভাবিত—মানী ব্যক্তি (গী. ২।৩৪)।

সম্ভাল—ধৈর্য।

সরণী—পথ।

সরান—প্রসিদ্ধ রাস্তা (চৈ. চ. ৩।৬।১৮৩)।

সরি—শেষ হইয়া (চৈ. চ. ২।৪।১২০)।

সরু—কৃশ (চৈ. চ. ৩।১০।৭৯)।

সর্গ—পদার্থ দ্রঃ।

সর্ব অবতংশ—সর্বশ্রেষ্ঠ।

সর্বকারণকারণ—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অনাদি, কিন্তু আবার সকলের আদি, সমস্ত কারণের কারণ। যথা—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম্ ॥ ব্রহ্মসংহিতা-৫।১

সর্বজিষ্ণু—সর্বময় কর্তা, সর্বজয়ী (চৈ. চ. ১।৫।৬৫)।

সহজ—প্রকৃত স্বাভাবিক কথা (চৈ. চ. ২।১৫।২৫৪)। **সহজ বস্তু**—প্রকৃততত্ত্ব (চৈ. চ. ২।২।৭৫)।

সহস্রপাদ, সহস্রপাৎ—সহস্রপাদ (চরণ বা রশ্মি) যাহার। শ্রীবিষ্ণু। সূর্য।

সহস্রার—সহস্র অর (দল) যাহার। যোগশাস্ত্রে উক্ত শিরোমধ্যস্থ সুষুম্নানাড়ীস্থিত সহস্রদলপদ্ম।

সাঁচা—প্রা. সত্য (চৈ. চ. ১।১৭।১৪২)।

সাজন—প্রা. সজ্জা (চৈ. চ. ২।১৪।১৯৩)। **সাজনি**—সজ্জা (চৈ. চ. ২।১৩।১৮)।

সাত্বত, সাত্ত্বত—১. নারদপঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র (চৈ. চ. ২।১৯।৩১ শ্লোঃ); ২. ভক্তজন (ভাঃ ২।৯।১৪); ৩. যদুবংশীয় বীরগণ—শ্রীজীব।

সাত্ত্বিক ভাব—ভগবৎসম্বন্ধীয় ভাবসমূহ দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে সেই চিত্তকে সত্ত্ব বলে। এই সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ভাবসমূহকে বলে সাত্ত্বিক ভাব। সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার। যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় (মূর্ছা) (চৈ. চ. ২।২৬২, ২।৩।১২৯, ২।৬।১১)। **স্তম্ভ**—হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য, বিষাদ ও অমর্ষ হইতে স্তম্ভ উৎপন্ন হয়। ইহাতে বাক্যাদি শূন্যতা, নিশ্চলতা, শূন্যতাদি জন্মে ; কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াদি লোপ হয়। **স্বেদ**—ঘর্ম। হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিবশতঃ শরীরের ক্লেদ বা আর্দ্রতাকে স্বেদ বলে। **রোমাঞ্চ**—লোমোদ্গম ; পুলক। আশ্চর্য বস্তুর দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি-বশতঃ রোমাঞ্চ হয় ; ইহাতে রোমসকলের উদ্গম ও গাত্রসমূহের পরস্পর সংলগ্নতাদি হয়। **স্বরভেদ**—বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে স্বরভেদ হয়। ইহাতে স্বরের বিকৃতি জন্মে ; বাক্য গদগদ (অস্পষ্ট) হয়। **কম্প**—ক্রোধ, ত্রাস ও হর্ষাদি দ্বারা গাত্রের যে চাঞ্চল্য, তাহাকে কম্প বলে। **বৈবর্ণ্য**—বর্ণের অন্যথাভাব। বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদিবশতঃ বর্ণবিকারের নাম বৈবর্ণ্য। ইহাতে মলিনতা ও কৃশতা হয়। **অশ্রু**—নেত্র-জল। হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদিবশতঃ বিনা চেষ্টায় চক্ষু হইতে যে জল বাহির হয়, তাহার নাম অশ্রু। হর্ষজনিত অশ্রু শীতল, ক্রোধাদি-জনিত অশ্রু উষ্ণ। কিন্তু সকল অবস্থায়ই চক্ষুর ক্ষোভ, রক্তিমা ও সম্মার্জনাদি হইয়া থাকে। নাসিকাস্রাব ইহার অঙ্গবিশেষ। **প্রলয়**—সুখ ও দুঃখবশতঃ চেষ্টাশূন্যতা ও জ্ঞানশূন্যতার নাম প্রলয় বা মূর্ছা। প্রলয়ে ভূমিতে পতনাদি হয় (উ. নী., সাত্ত্বিক ১-২৪)।

সাধক—'যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে রতির উদয় হইয়াছে, কিন্তু সম্যক প্রকারে নির্বিঘ্ন হইতে পারেন নাই এবং শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের যোগ্যতাও অর্জন করিয়াছেন—তাঁহারাই সাধক ; যেমন বিল্বমঙ্গলাদি' (বৈ. অ.) ।

সাধন—সাধ্যবস্তুর প্রাপ্তির উপায়। সাধ্য দ্রঃ।

সাধনভক্তি—রতি বা প্রেমাঙ্কুর জন্মাইবার পূর্ব পর্যন্ত যে ভজন তাহার নাম সাধনভক্তি। ইহা ইন্দ্রিয়-ব্যাপার দ্বারা সাধ্য। ইহার লক্ষ্য প্রেম। শ্রবণ কীর্তনাদি ক্রিয়া সাধনভক্তির 'স্বরূপলক্ষণ' এবং কৃষ্ণপ্রেম ইহার 'তটস্থ লক্ষণ'। কৃষ্ণপ্রেম আবার নিত্যসিদ্ধ, শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে ইহার উদয় হয়। সাধনে প্রবর্ত্তক ভাব অনুসারে সাধনভক্তি **বৈধী** ও **রাগানুগা** ভেদে দ্বিবিধ। বৈধী ভক্তির অঙ্গ ৬৪ প্রকার। যথা—**চৌষট্টী অঙ্গ সাধনভক্তি**—১. গুরুপাদাশ্রয়, ২. দীক্ষাগ্রহণ, ৩. গুরু সেবা, ৪. সদ্ধর্ম শিক্ষাপৃচ্ছা, ৫. সাধুবর্ত্মানুগমন, ৬. কৃষ্ণপ্রীতে-ভোগ-ত্যাগ, ৭. কৃষ্ণতীর্থে বাস, ৮. যাবৎ নির্বাহ প্রতিগ্রহ (কর্মনির্বাহের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, মাত্র ততটুকু প্রতিগ্রহ বা গ্রহণ), ৯. একাদশীর উপবাস, ১০. ধাত্রী-অশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব পূজন, ১১. সেবানামাপরাধাদি দূরে বর্জন, ১২. অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ, ১৩. বহুশিষ্য পরিহার, ১৪. (ভক্তিবিরোধী) বহু গ্রন্থের ও বহুকলার (চতুঃষষ্টি কলার) অভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জন, ১৫. লাভ ও ক্ষতিতে সমজ্ঞান, ১৬. লোকাদির বশীভূত না হওয়া, ১৭. অন্য দেবতা ও অন্যশাস্ত্রের নিন্দা না করা, ১৮. বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিন্দা না শুনা, ১৯. গ্রাম্যবার্তা না শুনা, ২০. প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দেওয়া, ২১. শ্রীহরি মন্দিরাখ্যতিলকাদি বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ, ২২. শরীরে শ্রীহরি নামাক্ষর লিখন, ২৩. নির্মাল্যধারণ, ২৪. শ্রীহরির অগ্রে নৃত্য, ২৫. দণ্ডবৎ নমস্কার, ২৬. শ্রীমূর্তি দর্শনে অভ্যুত্থান বা গাত্রোত্থান, ২৭. শ্রীমূর্তির পাছে পাছে গমন, ২৮. শ্রীভগবদ্ অধিষ্ঠান স্থানে গমন, ২৯. পরিক্রমা, ৩০. অর্চন, ৩১. পরিচর্যা, ৩২. গীত, ৩৩. সঙ্কীর্তন, ৩৪. জপ, ৩৫. বিজ্ঞপ্তি (নিবেদন), ৩৬. স্তবপাঠ, ৩৭. নৈবেদ্যের (মহাপ্রসাদের) স্বাদ গ্রহণ, ৩৮. চরণামৃতের আস্বাদ গ্রহণ, ৩৯. ধূপ-মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ, ৪০. শ্রীমূর্তির স্পর্শন, ৪১. শ্রীমূর্তির দর্শন, ৪২. আরতি ও উৎসবাদি দর্শন, ৪৩. ভগবৎকথা শ্রবণ, ৪৪. শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা ও আশা, ৪৫. স্মরণ, ৪৬. ধ্যান, ৪৭. দাস্য, ৪৮. সখ্য, ৪৯. আত্মনিবেদন, ৫০. শ্রীকৃষ্ণনিবেদনের উপযোগী শাস্ত্রবিহিত দ্রব্যাদির

মধ্যে স্বীয় প্রিয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ, ৫১. কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবার্থে কর্ম), ৫২. সর্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি, ৫৩. তুলসী-সেবা, ৫৪. শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্ত্রসেবা, ৫৫. মথুরাধাম গমন, ৫৬. বৈষ্ণবাদির সেবা, ৫৭. নিজের অবস্থানুযায়ী দ্রব্যাদির দ্বারা ভক্তবৃন্দসহ মহোৎসবকরণ, ৫৮. কার্ত্তিকাদি ব্রত (নিয়ম সেবাদি), ৫৯. জন্মাষ্টমী আদি উৎসব, ৬০. শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্তি সেবা, ৬১. রসিকবৃন্দের সহিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের অর্থাস্বাদন, ৬২. সজাতীয় আশয়যুক্ত (সমভাবাপন্ন), আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং স্নিগ্ধ প্রকৃতির সাধুর সঙ্গ, ৬৩. নাম সঙ্কীর্তন এবং ৬৪. শ্রীমথুরামণ্ডলে অবস্থিতি। এই চৌষট্টিটি অঙ্গ সাধনভক্তি (ভ. র. সি. ১।২।৭৪-৯৫ ; চৈ. চ. ২।১৯।১৫১, ২।২২।৫৬-৭৩)।

ইহার মধ্যে পাঁচটি অঙ্গ শ্রেষ্ঠসাধন, যথা—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

(চৈ. চ. ২।২২।৭৪-৭৫)।

ইহাদিগকে **পঞ্চাঙ্গসাধন** বলে। 'ভক্তি' শব্দে বৈধীভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি দ্রঃ।

সাধনসিদ্ধপার্ষদ—পার্ষদ দ্রঃ।

সাধনসিদ্ধা গোপী—গোপী দ্রঃ।

সাধারণী রতি—রতি দ্রঃ।

সাধিপাড়ি—প্রা. রাজকরাদি আদায় করিয়া (চৈ. চ. ৩।৯।১৭)।

সাধিবার—প্রা. সাধিয়া আনিবার (চৈ. চ. ৩।৬।১৬২)।

সাধে—প্রা. সিদ্ধ করে (চৈ. চ. ১।৫।১২৪)।

সাধ্বস—ত্রাস (চৈ. চ. ১।১৭।২৭৭); সম্ভ্রমসূচক ভয় (চৈ. চ. ৭।১।২।১২)।

সাধ্য—সাধকগণ সাধন দ্বারা, যাহা পাইতে চান সেই অভীষ্ট বস্তুই সাধ্য। পুরুষার্থ। প্রেম মুখ্য সাধ্যবস্তু। রায় রামানন্দের সঙ্গে বিচারে সাধ্যের নির্ণয়প্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বধর্মাচরণে লভ্য বিষ্ণুভক্তি, কৃষ্ণে কর্মার্পণ, স্বধর্ম ত্যাগ ও জ্ঞানমিশ্রাভক্তিকে 'এহোবাহ্য' বলিয়াছেন। এস্থলে 'স্বধর্ম' অর্থ 'বর্ণাশ্রমধর্ম'। মহাপ্রভুর মতে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি, প্রেমভক্তি এবং দাস্যপ্রেম—সাধ্য; সখ্যপ্রেম ও বাৎসল্যপ্রেম—উত্তম সাধ্য এবং কান্তাপ্রেম—'সাধ্যাবধি

সুনিশ্চয়'। আর প্রেমবিলাসবিবর্ত—'সাধ্যবস্তু-অবধি' (চৈ. চ. ২।৮।৫৪-৭৫ এবং ১৪৯-১৫৭)।

সানি—প্রা. মিশাইয়া (চৈ. চ. ৩।১৯।৩৯)।

সামীপ্য—সমীপে অবস্থানপ্রাপ্তি। মুক্তি দ্রঃ।

সাযুজ্য—পরমেশ্বরে লয়প্রাপ্তি। সাযুজ্য মুক্তি দুই প্রকার,—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য। প্রথমটি নিরাকার ব্রহ্মে লয়, অপরটি সাকার ভগবানে লয়। মুক্তি দ্রঃ।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য—নবদ্বীপবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। 'চৈতন্যমঙ্গল' ও 'ভক্তিরত্নাকর' মতে ইঁহার নাম বাসুদেব, উপাধি 'সার্বভৌম'। ইনি নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গিয়া বাস করেন। সার্বভৌম সর্বশাস্ত্রে বিশেষতঃ ন্যায় ও বেদান্ত শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। ইনি নীলাচলে অদ্বৈত বেদান্তের (মায়াবাদ-ভাষ্যের) অধ্যাপনা করিতেন। সার্বভৌম বহু সন্ন্যাসীরও 'উপকর্তা' ছিলেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র ইঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুরীধামে আসিয়া জগন্নাথমন্দিরে ভাবাবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য দৈবক্রমে সে সময়ে মন্দিরে ছিলেন। তিনি ইঁহাকে এ অবস্থায় স্বগৃহে আনয়ন করেন এবং শুশ্রূষা দ্বারা আরোগ্য করেন। সার্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য মহাপ্রভুকে চিনিতেন। সার্বভৌম মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীকে জানিতেন। গোপীনাথ আচার্যের নিকটে ইঁহার পরিচয় পাইয়া তিনি এই বালক সন্ন্যাসীকে অশেষ স্নেহে বেদান্ত পড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু ইঁহার ব্যাখ্যার ভ্রম প্রদর্শন করিলে সার্বভৌমের চৈতন্য হইল। পরিশেষে মহাপ্রভু বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া সার্বভৌমকে—"দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভুজ রূপ। পাছে শ্যাম বংশীমুখ—স্বকীয় স্বরূপ ॥" (চৈ. চ. ২।৬।১৮৩।) অর্থাৎ মহাপ্রভু সার্বভৌমের সাক্ষাতে প্রথমে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপ, তৎপরে নন্দনন্দন, শ্যাম কলেবর, বংশীবদন স্বকীয় কৃষ্ণরূপ ধারণ করিলেন। ইহাতে সার্বভৌমের বিদ্যার গর্ব চূর্ণ হইয়া যায় এবং তিনি ভক্তিগদগদকণ্ঠে একশত শ্লোকে মহাপ্রভুর স্তব পাঠ করেন। মহাপ্রভুর কৃপায় ইনি ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবে পরিণত হন। ইনি মহাপ্রভুর স্তবমালা এবং আরো বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে 'সমাসবাদ' নামে ন্যায়ের গ্রন্থ, ন্যায়শাস্ত্র 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থের 'সারাবলী' নামক টীকা এবং লক্ষ্মীধরকৃত 'অদ্বৈত মকরন্দের' টীকা সমধিক প্রসিদ্ধ।

সারঙ্গধর—বিষ্ণু। সারঙ্গ=বিষ্ণুর ধনু অথবা শঙ্খচক্র (চৈ. ভা. ৩০।১।১১)।

সারূপ্য—সমানরূপ প্রাপ্তি। মুক্তি দ্রঃ।

সার্বত্রিকতা—অভিধেয় দ্রঃ।

সালোক্য—সমান লোক প্রাপ্তি। মুক্তি দ্রঃ।

সিংহারি মঠ—শৃঙ্গেরী মঠ। মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত চিক্‌মাগরুর জেলায় অবস্থিত। 'তুঙ্গা' নদীর তীরে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, যথা—দক্ষিণভারতে শৃঙ্গেরী মঠ, বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্মঠ বা যোশীমঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্ধন মঠ এবং দ্বারকায় সারদা মঠ। শৃঙ্গেরীর বিদ্যালঙ্কারের মন্দির এবং সারদার বিগ্রহ প্রসিদ্ধ।

সিজ—এক রকম কাঁটা গাছ (চৈ. চ. ৩।১৩।৮০)।

সিদ্ধদেহ—জীবের প্রাকৃত জড়দেহে অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা চলিতে পারে না। তাই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে গুরুদেব সাধককে সিদ্ধপ্রণালিকা মতে বর্ণ-বয়স-বেশ-ভূষা-সেবা ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া এক অপ্রাকৃত দেহের পরিচয় দেন। ইহার নাম **সিদ্ধদেহ**। ইহাকে **অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ**-ও বলে। রাগানুগামার্গে মধুর ভাবের উপাসকগণের অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ—গোপকিশোরী দেহ। এই দেহে সাধকের রাধাদাসী অভিমান। সাধক মনে মনে চিন্তা করিবেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলায় শ্রীরূপ-মঞ্জরীর আনুগত্যে গুরুরূপা মঞ্জরীগণের আদেশে বা ইঙ্গিতে ইনি যেন সর্বদা যুগলকিশোরের সেবা করিতেছেন। এইরূপ চিন্তাই মানসিক সেবা, মুখ্য ভজনাঙ্গ (চৈ. চ. ২।২২।৯০-৯১)।

সিদ্ধলোক—পরব্যোমে সবিশেষ ধামসমূহের বহির্দেশে সিদ্ধলোক নামে একটি নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় ধাম আছে, ইহাই অব্যক্তশক্তিক ব্রহ্মের ধাম। এই স্থানে চিৎশক্তি আছে, কিন্তু চিৎশক্তির বিলাস নাই। সিদ্ধলোকে নির্ভেদ ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধব্যক্তিগণ এবং হরিকর্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হইয়া বাস করেন (চৈ. চ. ১।৫।২৮-২৯ ; ভ. র. সি. ১।২।১৩৮)।

সিদ্ধি—অষ্টাদশ সিদ্ধি দ্রঃ।

সিদ্ধিপ্রাপ্তি—দেহরক্ষা, মৃত্যু। সাধনের ফলপ্রাপ্তি। যথাবিহিত সাধনার পর ইহলোক হইতে নিজ অভীষ্ট ভগবদ্ধামে গমনপূর্বক শ্রীভগবানের নিত্য-পার্ষদত্বপ্রাপ্তি (চৈ. চ. ২।৯।২৭২)।

সিদ্ধিবট—সিদ্ধবট। দক্ষিণ ভারতে 'কুডাপা' নগরের পূর্বদিকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

সুকুন্তা—পাটপাতা (চৈ. চ. ৩।১০।১৫)।

সুজল্প—চিত্রজল্প দ্রঃ।

সুজাত—পরম কোমল (ভাঃ ১০।৩১।১৯, চৈ. চ. ১।৪।২৬ শ্লোঃ)।

সুতিয়া—শুতিয়া দ্রঃ।

সুন্দরানন্দ ঠাকুর—যশোহর জেলার মহেশপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। ইনি ছিলেন মহাপ্রেমিক, চিরকুমার, 'শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদ-প্রধান'। ইনি জাম্বীর বৃক্ষে একদা কদম্ব ফুল ফুটাইয়াছিলেন। সুন্দরানন্দ প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় জলের ভিতর হইতে কুম্ভীর ধরিয়া আনিতেন। ইহার কোন কোন শিষ্য জঙ্গলের বাঘকে ধরিয়া হরিনাম শুনাইতেন। ইনি দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের সুদামসখা।

সুপুরুষ প্রেম কি—সুপুরুষের প্রেমের (চৈ. চ. ২।৮।১৫৬)

সুপ্তি—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

সুবুদ্ধিরায়—গৌড়ে 'অধিকারী' ছিলেন। তখন সৈয়দ হুসেন খাঁ তাঁহার অধীনে চাকুরী করিতেন। কাজের ত্রুটীতে একদা উনি হুসেন খাঁকে চাবুক মারিয়াছিলেন। পরে হুসেন খাঁ 'হুসেন সাহ' নাম গ্রহণ করিয়া গৌড়ের রাজা হন। হুসেন সাহের বেগম তাঁহার অঙ্গে চাবুকের দাগ দেখিয়া সুবুদ্ধিরায়কে হত্যা করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু হুসেন সাহ সুবুদ্ধিরায়কে খুব শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন বলিয়া ইহাকে হত্যা করিতে অস্বীকার করেন। পরে বেগম সাহেবার পীড়াপীড়িতে নবাব সুবুদ্ধিরায়ের মুখে করোয়ার জল দেওয়াইলেন। জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়া সুবুদ্ধিরায় নবদ্বীপে ও কাশীতে গিয়া পণ্ডিতদের নিকটে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলেন। একদল পণ্ডিত তাঁহাকে তপ্ত ঘৃতপানে প্রাণত্যাগের ব্যবস্থা দিলেন। কেহ কেহ বলিলেন—ইহা অল্পদোষ, প্রাণত্যাগ সঙ্গত নয়। পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখিয়া সুবুদ্ধিরায় কাশীতে চৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন—তুমি বৃন্দাবনে যাও, নিরন্তর কৃষ্ণ-নাম কীর্তন কর। "এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে। আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥ (চৈ. চ. ২।২৫।১৫২।) এই আদেশ পাইয়া ইনি বৃন্দাবনে গিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতেন। ইনি বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দিনে পাঁচ-ছয় পয়সা রোজগার করিতেন। ইহার মধ্যে এক পয়সার ছোলা খাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং বাকী পয়সা গৌড়ের দুঃখী বৈষ্ণবদের সেবায় ব্যয় করিতেন। শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী

বৃন্দাবনে গেলে সুবুদ্ধিরায় ইঁহাদের প্রতি বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সুবোধ—সুবোধ্য (চৈ. চ. ১।১৬।৭৪)।

সুমনঃ সরোবর—গোবর্ধনের কুসুম সরোবর। সুমনঃ অর্থ কুসুম (চৈ. চ. ১।১৫।১ শ্লোঃ)।

সুষুম্না—ইড়া দ্রঃ।

সুমেধা—বুদ্ধিমান (চৈ. চ. ২।১১।৮৮)।

সূত—পুরাণবক্তা ; মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণ (ভাঃ ১।৩।৪৫)।

সূত্রধার—নাট্যপ্রস্তাবক প্রধান নট (চৈ. চ. ২।৭।১৭)।

সূদ্দীপ্ত—মহাভাবে সর্বপ্রকার সাত্ত্বিকভাব চরম সীমা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব বলে।

সূপ—ডাইল বা ঝোল (চৈ. চ. ২।৪।৬৮)।

সূর্পারক তীর্থ—বোম্বাই হইতে ছাব্বিশ মাইল উত্তরে 'থানা' জেলায় 'সোপারা' নামক স্থান। পূর্বে ইহা কোঙ্কনের রাজধানী ছিল।

সূর্যদাস সরখেল—নবদ্বীপের নিকটবর্তী শালিগ্রামে ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। গৌরীদাস পণ্ডিত ও কৃষ্ণদাস সরখেল নামে ইঁহার দুই সহোদর ছিলেন। 'সরখেল' ইঁহাদের গৌড়েশ্বরদত্ত উপাধি। সূর্যদাসের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বিবাহ করিয়াছিলেন।

সৃতি—১. গমন, গতি ; ২. বর্ত্ম, পথ, উপায় (ভাঃ ১০।১৪।৪ ; চৈ. চ. ২।২২।৬ শ্লোঃ)।

সেতুবন্ধ—দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বর দ্বীপে। বর্তমান নাম ধনুষ্কোডী।

সেবধি—সর্বাভীষ্টপ্রদ (ভাঃ ১১।২।৩০, চৈ. চ. ২।২২।৩৭ শ্লোঃ)।

সেবাপরাধ—ভগবৎ অর্চনে শ্রদ্ধাভক্তির বা আগ্রহের অভাব যাহাতে প্রকাশ পায়, তাহাই সেবাপরাধ। দৈনন্দিন স্তোত্রাদি পাঠে ও ভগবৎ নামে শরণাগতিতে এই অপরাধ ক্ষয় হয়। আগমশাস্ত্রমতে সেবাপরাধ ৩২টি, যথা—১. যানে আরোহণ করিয়া এবং চরণে পাদুকা দিয়া ভগবদ্‌গৃহে গমন, ২. ভগবদ্‌যাত্রা উৎসবাদির অসেবন, ৩. শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে প্রণাম না করা, ৪. উচ্ছিষ্টযুক্ত দেহে এবং অশৌচে ভগবৎ প্রণামাদি, ৫. এক হস্তদ্বারা প্রণাম, ৬. শ্রীবিগ্রহকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক প্রদক্ষিণ, ৭. তদগ্রে পাদ প্রসারণ, ৮. তদগ্রে পর্যঙ্ক বন্ধন, অর্থাৎ বাহুযুগল দ্বারা জানুদ্বয় বেষ্টন করিয়া উপবেশন, ৯. তদগ্রে শয়ন, ১০. তদগ্রে ভোজন, ১১. তদগ্রে মিথ্যাভাষণ, ১২. তদগ্রে উচ্চভাষণ, ১৩. তদগ্রে পরস্পর কথোপকথন,

১৪, তদগ্রে রোদন, ১৫. তদগ্রে কলহ, ১৬. তদগ্রে কাহাকেও নিগ্রহ, ১৭. তদগ্রে কাহারো প্রতি অনুগ্রহ, ১৮. তদগ্রে কাহারো প্রতি নিষ্ঠুর বাক্যপ্রয়োগ, ১৯. কম্বলগায়ে ভগবৎ সেবা, ২০. তদগ্রে পরনিন্দা, ২১. তদগ্রে পরের প্রশংসা, ২২. তদগ্রে অশ্লীল ভাষণ, ২৩. তদগ্রে অধোবায়ু পরিত্যাগ, ২৪. সামর্থ্য থাকিতে গৌণোপচারে (অর্থাৎ অর্থব্যয়ে সামর্থ্য থাকিতেও বিত্তশাঠ্য করিয়া) ভগবদুৎসবাদি নির্বাহ, ২৫. অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ, ২৬. সময়ের ফল ও শস্যাদি ভগবানকে অর্পণ না করণ, ২৭, আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অংশ ভগবদর্থে প্রদান, ২৮. শ্রীমূর্তিকে পশ্চাতে রাখিয়া উপবেশন, ২৯. তদগ্রে অন্যকে প্রণাম, ৩০. গুরুর সমীপে কোন স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি, ৩১. আত্মপ্রশংসা এবং ৩২, দেবতা-নিন্দা।

এতদ্ভিন্ন বরাহপুরাণে আরো চল্লিশটি অপরাধের উল্লেখ আছে, যথা— ১. রাজ-অন্ন ভক্ষণ, ২. অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্তি স্পর্শ, ৩. বিধি ব্যতীত উপাসনা, ৪. বিনাবাদ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন, ৫. কুকুরাদি কর্তৃক দূষিত ভক্ষ্য বস্তুর সংগ্রহ, ৬. পূজাকালে মৌনভঙ্গ, ৭. পূজা করিতে করিতে মলত্যাগার্থগমন, ৮. গন্ধমাল্যাদি না দিয়া অগ্রে ধূপ প্রদান, ৯. অবিহিত পুষ্প দ্বারা পূজা, ১০. দন্তধাবন না করিয়া পূজা, ১১. স্ত্রী সম্ভোগ করিয়া পূজা, ১২. রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিয়া পূজা, ১৩. দীপ স্পর্শ করিয়া পূজা, ১৪. শব স্পর্শ করিয়া পূজা, ১৫. রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, পরকীয় এবং মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া পূজা, ১৬. মৃত দর্শন করিয়া পূজা, ১৭. ক্রোধ করিয়া পূজা, ১৮. শ্মশানে গমন করিয়া পূজা, ১৯. কুসুম্ভ (গাঁজা) এবং পিণ্যাক (আফিং) ভক্ষণ করিয়া পূজা, ২০. তৈলাভ্যক্ত শরীরে পূজা, ২১. অজীর্ণ অবস্থায় হরির স্পর্শ ও কর্ম করা, ২২. ভগবচ্ছাস্ত্রের অনাদর করিয়া অন্য শাস্ত্র প্রবর্তন, ২৩. ভগবদগ্রে তাম্বুল চর্বণ, ২৪. এরণ্ডপত্রস্থ কুসুম দ্বারা ভগবদর্চন, ২৫. আসুরকালে ভগবৎ পূজা, ২৬. কাষ্ঠাসনে ও ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া ভগবৎপূজা, ২৭. স্নানকালে বাম হস্ত দ্বারা শ্রীমূর্তি স্পর্শ, ২৮. পর্যুষিত এবং যাচিত পুষ্প দ্বারা ভগবদর্চন, ২৯. পূজাকালে থু থু নিক্ষেপ, ৩০. পূজা বিষয়ে গর্ব করা, অর্থাৎ আমার ন্যায় কেহ পূজা করিতে পারে না এরূপ মনন, ৩১. তির্যক পুণ্ড্র ধারণ, ৩২. অপ্রক্ষালিত চরণে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, ৩৩. অবৈষ্ণব পক্কান্ন ভগবানকে অর্পণ, ৩৪. অবৈষ্ণব-সম্মুখে বিষ্ণুপূজা, ৩৫. গণেশের পূজা না করিয়া বিষ্ণুপূজা, ৩৬. কপালী অর্থাৎ স্বনামখ্যাত নীচ জাতিবিশেষকে দর্শন করিয়া বিষ্ণুপূজা,

৩৭. নমস্কৃষ্ট জল দ্বারা শ্রীমূর্তির স্নান, ৩৮. ঘর্মলিপ্ত অঙ্গে শ্রীমূর্তির পূজা, ৩৯. নির্মাল্যলঙ্ঘন এবং ৪০. ভগবানের নামে শপথাদি (চৈ. চ. ২।২২।৬৩)।

সেবোঁ—প্রা. সেবা করি (চৈ. চ. ৩।৫।৪০)।

সেয়াকুল—এক রকম কাঁটা গাছ (চৈ. চ. ৩।১৯।৩৮)।

সেহ—প্রা. তাহাও (চৈ. চ. ১।১।৫২)। **সেহো**—প্রা. তাহাও (চৈ. চ. ১।৪।১৩৯), তিনিও (চৈ. চ. ১.৪।২১৪)।

সোমগিরি—বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের দীক্ষাগুরু (চৈ. চ. ১।১।২৭ শ্লোঃ)।

সোয়াথ—প্রা. সোয়াস্তি, সান্ত্বনা (চৈ. চ. ৩।৯।৫৯)।

সোয়াস্তি—প্রা. সান্ত্বনা (চৈ. চ. ২।৩।১২২)।

সোরোক্ষেত্র—মথুরার নিকটবর্তী গঙ্গাতীরে অবস্থিত স্থান।

সোল্লুণ্ঠবাক্য—পরিহাসযুক্ত বাক্য (চৈ. চ. ২।১৪।১৪৪, ২।২।৫৬)।

সৌন্দর্য—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির যথোচিত সন্নিবেশ এবং সন্ধিসকলের যথাযথ মাংসলত্বকে সৌন্দর্য বলে (উ. নী., উদ্দী. ১৯)।

সৌভাগ্য (স্ত্রী-পক্ষে)—পতির নিকটে অত্যধিক আদরলাভকে সুন্দরী স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য বলে (চৈ. চ. ২।৮।১৩৭)।

স্কন্দ—কার্তিকেয় (চৈ. চ. ২।৯।১৯)।

স্কন্দতীর্থ—হায়দরাবাদের অন্তর্গত একটি তীর্থ।

স্তম্ব—তৃণাদির গুচ্ছ (চৈ. চ. ২৮২।১।২১)।

স্তম্ভ—সাত্ত্বিক ভাব দ্রঃ।

স্তেন—তস্কর, চোর (গী. ৩।১২)।

স্ত্রী-সঙ্গী—স্ত্রীলোকে আসক্তিযুক্ত ব্যক্তি (চৈ. চ. ২।২২।৪৯)।

স্থান—"১. (ভাঃ ২।৭।৩৮) স্থিতি, রক্ষণব্যাপার—স্বামী, ২. (ভাঃ ২।১০।৪) সৃষ্ট বস্তুর তত্তৎ মর্যাদাপালন দ্বারা উৎকর্ষ—স্বামী, ৩. সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ও সংহার-কর্তা শিব হইতেও শ্রীভগবানের উৎকর্ষ, ৪. হরি কর্তৃক জীবদুঃখের পরাভব, ৫. পালন, ৬. (ভাঃ ১০।১৪।৩) সাধুনিবাস—জীব, ৭. স্বনিবাস।" (বৈঃ অঃ, পদার্থ দ্রঃ।)

স্থাণু—১. শাখাপল্লবশূন্য বৃক্ষ (চৈ. চ. ২।১৮।১০১); ২. যাঁহার স্বরূপ, গুণ, বিভূতি প্রভৃতি নিত্যস্থির ; ৩. শিব।

স্থাপ্য—গচ্ছিত (চৈ. চ. ৩।৪।৮৩)।

স্থাবর—স্থিতিশীল, বৃক্ষাদি (চৈ. চ. ২।১৯।১২৭)।

স্থায়িভাব, স্থায়ীভাব—হাস্য প্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধাদিবিরুদ্ধ ভাবসকলকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে, তাহাকে স্থায়ীভাব বলে (ভ. র. সি. ২।৫।১)। শান্তাদি পাঁচটি রতি—শান্তাদি পাঁচটি রসের স্থায়ী ভাব, যথা—"স্থায়ীভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ারতিঃ" (ভ. র. সি. ২।৫।২)। কৃষ্ণরতির তিনটি বৃত্তি,—কর্ম, করণ ও ভাব। যখন ইহা রসরূপে পরিণত হয় তখন ইহা আস্বাদ্য, অতএব 'কর্ম'। যখন ইহার সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যাদি আস্বাদন করা যায়, তখন 'করণ'। আবার যখন এই রস উৎকর্ষের চরম সীমা লাভ করে তখন ইহা স্বয়ং আস্বাদনস্বরূপ, অর্থাৎ 'ভাব'। তখন আস্বাদনের মাধুর্যে আস্বাদক এতই তন্ময় হইয়া যায় যে আস্বাদ্য ও আস্বাদকের স্মৃতিই তাহার লুপ্ত হয় এবং আস্বাদনমাত্রেরই সত্তা উপলব্ধ হয়। ইহাই স্থায়ীভাব (চৈ. চ. ২।২৩।২৬)।

স্থিতপ্রজ্ঞ—বিষয়বাসনা, আত্মাভিমান ও মমত্ববুদ্ধি বর্জনপূর্বক একনিষ্ঠভাবে ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন সাধককে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। তিনি আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম করিয়াও কর্মে আবদ্ধ হন না, ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন (গী. ২।৫৪-৭১)।

স্নপন—স্নান (চৈ. চ. ২।৪।৩৭)।

স্নেহ—প্রেম দ্রঃ।

স্ফুট—পরিষ্কাররূপে বর্ণন (চৈ. চ. ১।১৬।২৪); ব্যক্ত, অবতীর্ণ (চৈ. চ. ১।৩।১১ শ্লোঃ)।

স্বকীয়া—পরকীয়া দ্রঃ।

স্বগত—ভেদ দ্রঃ।

স্বতন্ত্র—নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যনিরপেক্ষ। যিনি বিধিনিষেধ বা লোকাচারাদির অধীন নহেন। স্বাধীন (চৈ. চ. ১।৭।৪৩)।

স্বধর্মাচরণ—বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু ও সন্ন্যাস—এই চারিটি আশ্রম। বর্ণ ও আশ্রমোচিত শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্যের অনুষ্ঠানই স্বধর্মাচরণ। বর্ণধর্ম, যথা, ব্রাহ্মণের—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের—দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দণ্ড ও যুদ্ধ। বৈশ্যের—দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, কৃষিকার্য ও বাণিজ্য। শূদ্রের—উক্ত তিন বর্ণের সেবা। **আশ্রমধর্ম**—যথা, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের—উপনয়নান্তে গুরুগৃহে বাস, শৌচাচার, গুরুসেবা, ব্রতাচরণ, বেদপাঠ, উভয় সন্ধ্যায় সমাহিত চিত্তে রবি ও অগ্নির উপাসনা, গুরুর অভিবাদনাদি। গার্হস্থ্যাশ্রমের—যথাবিধি বিবাহ ও স্বকর্ম দ্বারা ধনোপার্জন, দেব-ঋষি-পিত্রাদির

অর্চনা প্রভৃতি। বানপ্রস্থাশ্রমের—পর্ণ-মূল-ফলাহার, কেশশ্মশ্রুজটাধারণ, ভূমিশয্যা, মৌনী, চর্ম-কাশ-কুশনির্মিত পরিধান ও উত্তরীয় ধারণ, ত্রিসন্ধ্যাস্নান, দেবতার্চন, হোম, অভ্যাগতপূজা, ভিক্ষাবলিপ্রদান, বন্য স্নেহে গাত্রাভ্যঙ্গ, শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতা প্রভৃতি। ভিক্ষু-আশ্রমের ধর্ম—ত্রিবর্গত্যাগ, সর্বারম্ভ-ত্যাগ, মিত্রাদিতে সমতা, সমস্ত প্রাণীতে মৈত্রী, জরায়ুজ ও অণ্ডজাদির প্রতি কায়মনোবাক্যে দ্রোহত্যাগ, সর্বসঙ্গবর্জন, অগ্নিহোত্রাদির আচরণ। বিষ্ণুপুরাণ ৩।৮।৯ মতে এই সমস্ত ধর্মাচরণে বিষ্ণু আরাধিত বা সন্তুষ্ট হন। কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রমতে—এই বিষ্ণুপ্রীতি দ্বারা যে পুণ্য হয় তাহা দ্বারা স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি বা ঐহিক সুখসম্পদ বা নির্বাণ মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু গীতা (৯।২১) বলেন—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'—অর্থাৎ পুণ্যক্ষয়ে আবার মর্ত্যলোকে আগমন করিতে হইবে। মুণ্ডক শ্রুতিও (১।২।৭) বলেন—'প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা' অর্থাৎ সংসার সমুদ্রতারণের পক্ষে যজ্ঞরূপ নৌকা অদৃঢ়, সুতরাং স্বধর্মাচরণ বাহ্য। যে সাধনভক্তি দ্বারা 'বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ',—অর্থাৎ ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের নিকটে নিজেকে পর্যন্ত যেন বিক্রয় করিয়া ফেলেন, সেই সাধনভক্তি লাভ হয় না। সুতরাং বর্ণাশ্রমধর্মের আচরণকে মহাপ্রভু 'এহো বাহ্য' বলিয়াছেন (চৈ. চ. ২।৮।৫৪)।

স্বভাব—১. (প্রেমোৎপত্তি বিষয়ে)—বাহ্য হেতুর অপেক্ষা না করিয়া যাহা উদ্ভূত হয়। স্বভাব দ্বিবিধ—নিসর্গ ও স্বরূপ। নিসর্গ—সুদৃঢ় অভ্যাসপ্রসূত সংস্কার। স্বরূপ—রতির উৎপাদক, স্বতঃসিদ্ধ উৎপাদক বস্তুবিশেষ (চৈ. চ. ৩।১।১২০)। ২. পূর্ব সংস্কার (গী. ১৭।২)। ৩. অবিদ্যা—স্বামী (গী. ৫।১৪)। ৪. কর্ম পরিমাণ (ভাঃ ১১।১২।১২)। ৫. সহজ বাসনা (ভাঃ ৫।১৯।১৪)। ৬. "স্বস্য এব ব্রহ্মণ এব অংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ"—অর্থাৎ ব্রহ্মের অংশরূপে জীবভাব প্রাপ্ত হওয়াই স্বভাব—শ্রীধর।

স্বয়ংরূপ—স্বয়ংসিদ্ধরূপ। যে রূপ অন্য রূপের অপেক্ষা রাখে না। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ংরূপ। যাঁহার ভগবত্তা লইয়াই অন্যের ভগবত্তা (চৈ. চ. ১।১।৪২)।

স্বরভেদ—সাত্ত্বিক ভাব দ্রঃ।

স্বরাট্—সমষ্টিজীব। স্বয়ং দীপ্ত। ব্রহ্ম।

স্বরূপ—১. যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও যোগপট্ট অর্থাৎ দশনামী সম্প্রদায়ের গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদিগকে স্বরূপ

বলে। মহাপ্রভুর গণমধ্যে স্বরূপ দুইজন—নিত্যানন্দ স্বরূপ ও দামোদর স্বরূপ। ২. অনাদিসিদ্ধ স্বাভাবিক নিত্যরূপ বা সত্তা; গোলোকস্থ নিত্যসিদ্ধ সত্তা (চৈ. চ. ২।২১।৮৩, ২।১৭।১২৭)।

স্বরূপ দামোদর—নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ কুলে আবির্ভূত। পূর্ব নাম পুরুষোত্তম আচার্য। বাল্যকাল হইতেই মহাপ্রভুর বিশেষ অনুরক্ত। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি কাশীতে গিয়া কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে চৈতন্যানন্দ স্বামীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইনি যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই। সন্ন্যাসাশ্রমে ইঁহার নাম হয় 'স্বরূপ'। ইনি গুরুর আদেশে কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে ইনি গুরুর আদেশ নিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইনি ছিলেন মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর, 'সঙ্গীতে গন্ধর্বসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি' এবং মূর্তিমান প্রেমরস। ব্রজের মধুর রসে ইনি রসজ্ঞ ছিলেন। এজন্য ইনি 'রাধিকার গণ' বলিয়া কীর্তিত হইতেন। চৈতন্যদেব যখন শেষ দ্বাদশ বৎসর নীলাচলে গম্ভীরায় ভাবাবেশে কৃষ্ণ বিরহ দশায় বিভোর ছিলেন, তখন ইনিও রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী ছিলেন। ইনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গীতগোবিন্দের পদ গাহিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইতেন। কেহ কোন শ্লোক বা কবিতা মহাপ্রভুকে শুনাইতে চাহিলে স্বরূপ ইহা ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বা রসাভাসযুক্ত কি না প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন।

রঘুনাথ দাসগোস্বামী সংসারত্যাগের পর নীলাচলে আসিলে তাঁহার শিক্ষার ভার মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরের উপরে অর্পণ করিয়াছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর মধ্য ও অন্ত্যলীলার বহু তথ্য সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়াছিলেন। ইহার নাম "স্বরূপ দামোদরের কড়চা"। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর অনেক লীলা এই কড়চা অবলম্বনে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্তমানে মূল কড়চা পাওয়া যায় না। স্বরূপ দামোদর ব্রজলীলার বিশাখা, ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর মতে ললিতা।

স্বরূপ লক্ষণ—আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ লক্ষণ।
কার্য্য দ্বারায় জ্ঞান এই—তটস্থ লক্ষণ॥ (চৈ. চ. ২।২০।২৯৬।)

বস্তুর অঙ্গসন্নিবেশজাত বা রূপগত বা উপাদানগত বিশিষ্টতা, তাহার **স্বরূপ লক্ষণ**। যেমন—চতুর্ভুজ, শুক্লবর্ণ বা মৃন্ময়। আর কার্যদ্বারা বস্তুর যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা তাহার **তটস্থ লক্ষণ**। যেমন, চিনি ও লবণের প্রভেদ ধরা পড়ে স্বাদ দ্বারা। উজ্জ্বলতা অগ্নির স্বরূপ লক্ষণ, আর দাহিকা শক্তি তটস্থ লক্ষণ (চৈ. চ. ২।১৮।১১৬)।

স্বরূপশক্তি—শক্তি দ্রঃ।

স্ব-সম্বেদ্যদশা—স্ব (নিজ)+সম্বেদ্য (অনুভবযোগ্য)+দশা (অবস্থা)। অনুরাগের যে অবস্থাটি অনুরাগের নিজের অনুভবযোগ্য।

স্বাংশ—"তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। সঙ্কর্ষণাদির্মৎস্যাদির্যথা তত্তৎ স্বধামসু॥" (ল. ভা. কৃ. ১।১৭।) যিনি বিলাসসদৃশ অর্থাৎ স্বয়ং রূপের সহিত অভিন্ন হইয়া বিলাস অপেক্ষা অল্প শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে স্বাংশ বলে। যেমন, স্ব স্ব ধামে সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মৎস্যাদি লীলাবতারগণ। বিলাস দ্রঃ।

স্বাধীন ভর্তৃকা—নায়িকা দ্রঃ।

স্বাধ্যায়—বেদাধ্যয়ন (চৈ. চ. ১।১৭।৫ শ্লোঃ)।

স্বান্ত—১. চিত্ত (ভ. র. সি. ১।৪।১, চৈ. চ. ২।২৩।৩ শ্লোঃ); গহ্বর। স্বন্ (শব্দ করা)+ক্ত কর্তৃবা (নিপাতনে)। ২. ধনক্ষয়, অর্থনাশ। স্বর অন্ত সঙ্গীতৎ।

স্বেদ—সাত্ত্বিক ভাব দ্রঃ।

স্মর—কন্দর্প।

স্মৃতি—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

স্রক্—মাল্য (ভাঃ ১১।৫।২৪)।

স্রুব—যজ্ঞপাত্রবিশেষ (ভাঃ ১১।৫।২৪)।

হ

হইঞাছোঁ—প্রা. হইয়াছি (চৈ. চ. ১।১৭।৪৪)।

হঙ্—প্রা. হই (চৈ. চ. ২।৮।১৯)।

হঠ—প্রা. জেদ, জোর অসম্মতি (চৈ. চ. ২।১৬।৮৭)।

হঠরঙ্গে—জেদ (চৈ. চ. ২।৭।১৫)।

হরি—সর্ব অমঙ্গল হরণকারী, প্রেমদান দ্বারা মনোহরণকারী, স্মরণমাত্র চারিবিধ পাপনাশক, ভক্তির বাধক কর্ম ও অবিদ্যার নাশক, শ্রবণকীর্তনে প্রেম প্রকাশক, দেহেন্দ্রিয় 'মনহরণকারী, স্বসুখবাসনা এবং ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের বাসনানাশক' (চৈ. চ. ২।২৪।৪৪-৪৮; ১।১৭।১৮; ১।১।৪ শ্লোঃ)।

হরিদাস ঠাকুর—যশোহর জেলার বূঢ়ন গ্রামে যবনকুলে আবির্ভূত* মহাপ্রভুর পরম প্রিয় ভক্ত। বূঢ়ন ত্যাগ করিয়া ইনি বেনাপোলের অরণ্যে নির্জন

*১. কাহারো কাহারো মতে ইঁহার জন্ম ব্রাহ্মণ কুলে কিন্তু যবন দ্বারা পালিত।

কুটীরে কিছুকাল সাধনভজন করেন। সেখানে ইনি প্রতিদিন তিন লক্ষ বার হরিনাম কীর্তন, তুলসীসেবা ও ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা নির্বাহ করিতেন। সেজন্য ইনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন। ইহাতে স্থানীয় ভূম্যধিকারী রামচন্দ্র খানের ঈর্ষ্যা হয়। রামচন্দ্র ইঁহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের জন্য একটি সুন্দরী যুবতী বেশ্যাকে ত্রিরাত্র ইঁহার কুটীরে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেই ত্রিরাত্র হরিনাম কীর্তন শুনিয়া যুবতীর মানসিক পরিবর্তন হয়, তিনি সমস্ত ঐহিক ঐশ্বর্য ও বিলাস ত্যাগপূর্বক হরিদাসের কৃপায় পরমা বৈষ্ণবীতে পরিণতা হন। হরিদাস বেশ্যাকে হরিনাম জপের উপদেশ প্রদান করিয়া বেনাপোল কুটীর ত্যাগ করেন এবং সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী চান্দপুরে বিখ্যাত রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতার পুরোহিত বলরাম আচার্যের গৃহে গিয়া কিছুকাল বাস করেন। এখানেই বালক রঘুনাথের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হরিদাসের প্রেরণায়ই বাল্যকাল হইতে রঘুনাথের হরিনামে প্রীতি জন্মে। উত্তরকালে রঘুনাথ তাঁহার বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকার ত্যাগ করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। হরিদাস চান্দপুর হইতে শান্তিপুরে যান। সেখানে অদ্বৈতাচার্য তাঁহাকে সাদরে স্থান দিয়াছিলেন। তিনি হরিভক্ত হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্রও অর্পণ করিয়াছিলেন। হরিদাস কখনও শান্তিপুরে, কখনও নিকটবর্তী ফুলিয়া গ্রামে থাকিতেন এবং নিরন্তর হরিনাম কীর্তন করিতেন। যবন-সন্তান হইয়া হিন্দুর আচার নিয়ম পালন করায়, বিশেষতঃ হরিনাম কীর্তন করায়, তত্রত্য কাজী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় মুলুকপতির আদেশে বাইশ বাজারে নিয়া হরিদাসকে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হইল। তথাপি হরিদাস হরিনাম ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার মৃত্যুও ঘটিল না। পরন্তু তিনি প্রহারকারী পাইকদের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। পাইকগণ কিন্তু প্রমাদ গণিল। তাহারা ভাবিল কাজী তাহাদিগকেই হত্যা করিবে। ইহা বুঝিতে পারিয়া হরিদাস ইহাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া হরিনাম স্মরণ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ দেখিয়া কাজী ইঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে মনে করিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু ধ্যান ভঙ্গ হইলে ইনি মুলুকপতির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মুলুকপতি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং ইঁহাকে একজন সত্যকার মহাপুরুষরূপে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। হরিদাস বলিলেন—যিনি নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাকে শ্রীনামই রক্ষা করেন, কারণ নাম ও নামী অভিন্ন।

এরপরে হরিদাস নবদ্বীপে আসিয়া মহাপ্রভুর কীর্তন-সঙ্গী হইলেন। কাজী দমনের দিনে কীর্তনের দলে এবং জগাই মাধাই উদ্ধারের বেলায়ও কীর্তনের সময়ে হরিদাস সক্রিয় ছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে ফিরিলে হরিদাসও নীলাচলে আসিয়া রূপসনাতনের সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন ইঁহাকে দর্শন দিতেন এবং প্রসাদ পাঠাইতেন। হরিদাস বৃদ্ধ হইলে তাঁহার পক্ষে দৈনিক তিন লক্ষ নাম কীর্তন কঠিন হইল। তখন তিনি দেহরক্ষার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু ইঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বৈষ্ণবগণের সঙ্গে কীর্তন করিতে লাগিলেন। হরিদাস শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহারই চরণতলে নির্বানপ্রাপ্ত হইলেন। পুরীর সমুদ্রতীরে ইঁহার দেহ হরিনাম কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রোথিত করা হইল এবং স্বয়ং মহাপ্রভু সর্বপ্রথমে ইঁহার সমাধিতে বালি নিক্ষেপ করিলেন। এইভাবে হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া হরিদাস লীলা সম্বরণ করিলেন।

হরিদাস (ছোট)—ছোট হরিদাস দ্রঃ।

হরিদাস (বড়)—বড় হরিদাস দ্রঃ।

হর্ষ—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ } মহামন্ত্র (চৈ. ভা. ২৯৫।১।৮-১০)

—তারকব্রহ্ম নাম। এ স্থলে প্রত্যেকটি নামই সম্বোধনাত্মক ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাচক। হরে=রাধে, রাম=রমণ ; হরেরাম=রাধারমণ! অতএব সমগ্র শ্লোকের অর্থ—

রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে।
রাধে রমণ রাধে রমণ রমণ রমণ রাধে রাধে॥

অপর অর্থ—হে হরি! হে কৃষ্ণ! হে রাম!

হলধর—বলরাম। বলরাম হস্তে হল বা লাঙ্গল ধারণ করেন।

হাজিপুর—গঙ্গানদী ও গণ্ডক নদের সঙ্গম স্থলে পাটনার অপর পারে অবস্থিত

হাড়াই পণ্ডিত—নিত্যানন্দ প্রভুর পিতা। নিত্যানন্দের পরে ইঁহার আরো ছয়টি পুত্র হয়। নিত্যানন্দ দ্রঃ (চৈ. ভা. ১০৫।২।২৫)।

হাতসানি—প্রা. হাতের ইসারা (চৈ. চ. ১।৫।১৭৪)।

হাথগণিতা—প্রা. হস্তরেখাদি বিচারে পারদর্শী (চৈ. চ. ২।১০।১৭)।

হাব—অলঙ্কার দ্রঃ।

হায়াম—শূকর (চৈ. চ. ৩।৩।৫২)।

হালে—প্রা. হেলিয়া পড়ে, নড়ে (চৈ. চ. ২।২।৫)।

হাস্যরস—গৌণভক্তিরস দ্রঃ।

হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মার একটি সূক্ষ্মরূপ। হিরণ্য (স্বর্ণময় অণ্ড) গর্ভ (উৎপত্তিস্থান) যাহার। স্থূল জগতের সূক্ষ্মাবস্থা (চৈ. চ. ১।২।১০ শ্লোঃ)।

হুড়ুম—চাউল বা চিড়া ভাজা (চৈ. চ. ৩।১০।২৬)।

হুলাহুলি—উলুধ্বনি (চৈ. চ. ১।১৩।৯২)।

হৃষীকেশ—হৃষীক (ইন্দ্রিয়)-এর ঈশ ; ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর, নারায়ণ (গী. ১।১৫)।

হেতি—অস্ত্র, চক্র (ভাঃ ৩।১৫।৩৮)।

হেমজড়ি—স্বর্ণজড়িত (চৈ. চ. ১।১৩।১০৯)।

হেরম্ব—গণেশ।

হেলা—অলঙ্কার দ্রঃ।

হোড়—প্রা. হুড়াহুড়ি, স্পর্ধা (চৈ. চ. ১।৪।১২৪)।

হোলনা——প্রা. পাত্র, মালসা (চৈ. চ. ৩।৬।৬৬)।

হ্লাদিনী শক্তি—ভগবান্ স্বয়ং আহ্লাদ (আনন্দ) স্বরূপ হইয়াও যে শক্তি দ্বারা স্বয়ং আহ্লাদিত হন এবং ভক্তদিগকে আহ্লাদিত করেন। শক্তি দ্রঃ (চৈ. চ. ১।৪।৫৫, বিষ্ণুপুরাণ ১।১২।৬৯)।

'সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান' সম্বন্ধে

মনীষীবৃন্দের অভিমত

১. **মহাউদ্ধারণ মঠের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী** এম্. এ., পি-এইচ্. ডি. (চিকাগো), ডি. লিট্.—…শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্যের রচিত কোষগ্রন্থ বৈষ্ণবাভিধানের পাণ্ডুলিপি দর্শন করিলাম। তাঁহার এই অভিধানের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা সংক্ষিপ্ত ও শ্রীচরিতামৃতের শব্দরাশিই ইহার প্রধান উপজীব্য। এই গ্রন্থ আয়তনে হইবে ছোট, কিন্তু শ্রীচরিতামৃত আস্বাদনে চিরদিন এই গ্রন্থ রহিবে অপরিহার্য্য। শ্রীচরিতামৃত যাঁহাদের জীবাতু, এই গ্রন্থ হইবে তাঁহাদের কণ্ঠহার। শ্রীগৌরকরুণা-লালিত শ্রীকুমুদ-রঞ্জনের পূতলেখনী ভূরিদা হউক, এই প্রার্থনা।…

২. **শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন**—…সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণবাভিধানের পাণ্ডুলিপি আমি দেখিলাম। অকারাদিক্রমে সাজানো বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর এবং পরিভাষার অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ এমন অভিধান আমি দেখিনাই। এইরূপ একখানি অভিধানের অভাব বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল।…আমাদের মত সর্বসাধারণের পক্ষে অভিধানখানি সহজ-বোধ্য ও সবিশেষ উপযোগী হইবে।…

৩. **প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,** এম্. এ., আই. এ. এণ্ড এ. এস. (রি.)—…শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরিশিষ্ট খণ্ডরূপেই এবার শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য একটি সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধানগ্রন্থ প্রণয়নে প্রয়াসী হয়েছেন। আমি এর পাণ্ডুলিপি পড়বার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি।…তাঁর পুস্তকটি শুধু অভিধান নয়, অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের এক সুনিপুণ বিশ্লেষণ, মুখ্যভক্তিরসের আলম্বন, উদ্দীপনও বটে।…

৪. **মনীষী শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়,** এম্. এ., আই. এ. এণ্ড এ. এস. (রি.)—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় "সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান" নামক যে গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন তাহার পাণ্ডুলিপি আমি দেখিলাম। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান হইয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচনা করিবেন তাঁহাদের এরূপ গ্রন্থ বিশেষ সহায়ক হইবে।…ইহার বহুল প্রসার বাঞ্ছনীয়।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	৩০	অনুবাদ	অনুভাব
১৪	২	পরশুরামের	পরশুরামে
১৮	১২	সোট্টায়িত	মোট্টায়িত
২৫	২৫	আসোয়াম	আসোয়াথ
৩৩	১৮	ব্রহ্মর্পণ	ব্রহ্মার্পণ
৩৬	৯	করনা	করণা
৩৭	২০	রীণা	বীণা
	২৭	নির্মিত	নির্মিতি
৩৮	১৯	কটক	কণ্টক
৪৪	২৩	নিবৃত্তি	নির্বৃত্তি
৪৬	৩০	রবীয়ান্	বরীয়ান্
৪৭	১১	মুণিগণের	মুনিগণের
৪৮	১৩	ধর্মেই	ধামেই
৫৯	১১	কালীশ্বর	কাশীশ্বর
৬১	৭	জাভ্য	জাড্য
	২৬	গোরাঙ্গ	গৌরাঙ্গ
৭২	১০/২৮	অদৈতা	অদ্বৈতা
৭৯	১৫	৩।১৩।১৪২	২।১৩।১৪২
৮১	১০	ত্তম্	ত্বম্
৮৭	১৬	সরূপিনী	স্বরূপিনী
৯৩	১৫	অন্তরীক	অন্তরীক্ষ
১০৪	৩১	পদঙেক্রমণ	পদচঙক্রমণ
১১৫	২০	বনগণ্ডী	বলগণ্ডী
১১৬	২৭	অবম্বন	অবলম্বন
১২৪	৩১	বাতুল	বাতুল
১২৫	৪	বাদবায়ন	বাদরায়ন
১৩৫	৯	কৃষ্ণৈকশারণ	কৃষ্ণৈকশরণ
১৩৬	৭	১-১০	১-১০১

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪১	১৭	মহত্ত্বময়	মহত্তত্ত্বময়
১৪৬	২৬	ভাবশালব্য	ভাবশাবল্য
	২৯	ভয়	ভায়
১৬০	২	মোক্ষাকাঙ্খী	মোক্ষাকাঙ্ক্ষী
১৬৩	১০	ঘটীয়	বন্ধ্যাঘটীয়
১৬৫	১৩	ছয়	হয়
১৭১	৯	মহারাজ	মহাভাব
১৭২	৯	কৃষ্ণসন্দ	কৃষ্ণসঙ্গ
	৩১	…মনোন্মাত্ত…	… মন্মোন্মাত্ত…
১৭৩	৮	হরিবৎসর	হরিবংশের
১৮১	১৬	কালী	কাশী
১৮৭	৮	পাল্সী	পাল্নী
১৯১	৬	.. মু´ক্তিঃ	…যু´ক্তিঃ
২০১	১	নমস্পৃষ্ট	নখস্পৃষ্ট
২০২	১৫	স্বপন	স্নপন
	১৭	স্কুট	স্ফুট
	২৪	ভিক্ষু ও সন্ন্যাস	ভিক্ষু বা সন্ন্যাস
২০৪	২১	অন্তলীলার	অন্ত্যলীলার

এই লেখকের অন্যান্য পুস্তক

১. **ঠাকুর বাণী** (ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের ভূমিকাসহ, **কুলজা** সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত)।

২. **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণলীলা** (সূর্যমণি ললিতা সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি বিরচিত, শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গদ্য সংস্করণ (মূল ও অনুবাদ) :—

৩. **প্রথম খণ্ড [আদি লীলা]** (কলিকাতা বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচারিণী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত)।

৪. **দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যলীলা)**।

৫. **তৃতীয় খণ্ড (মধ্যলীলা)**।

৬. **চতুর্থ খণ্ড (অন্ত্যলীলা)**।

৭. **সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় শ্রীহট্টের অবদান**।

৮. **শিলং-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এবং শ্রীহট্ট ও শিলঙের সমাজ জীবন** (শিলং-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্তৃক প্রকাশিত)।

৯. **দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে মন্দিরে** (ভ্রমণ সাহিত্য)।

১০. **বৈষ্ণব কণ্ঠহার**—(শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতসার)

১১. **শ্রীশ্রীরাসলীলা**।

১২. Message of Sree Ramakrishna and Its Impact on South India.